বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন

পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপনায়

এ. কে. এম. ফজলুল হক

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব এ. কে. এম. ফজলুল হক কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত *'বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন'* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে, ইতোপূর্বে এই শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখেছি এবং পিএইচ.ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন শীর্ষক পিএইচ.ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে পেরে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে কায়মনোবাক্যে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ।

যাঁর অনুপ্রেরণা, দিক-নির্দেশনা, পরামর্শ ও একান্ত সহানুভূতি না পেলে আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদন করা কখনোই সম্ভব হতো না তিনি এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার অতিপ্রিয় শিক্ষাগুরু, বর্ষীয়ান ও বিদগ্ধ পণ্ডিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন। তিনি আমাকে সন্তানতুল্য স্নেহ ও মমতা দিয়ে গবেষণাকর্ম সম্পাদনে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। আমি তাঁর নিকট চির কৃতজ্ঞ ও চির ঋণী। মহান আল্লাহ তাঁকে সর্বোত্তম বিনিময় দান করুন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর লোকাল অফিসে কর্মরত থাকাবস্থায় আমি এ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ করি। সে সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আমার গবেষণাকর্মের জন্য দুই বছরের অবৈতনিক ছুটি প্রদান করায় কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষতঃ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর তৎকালীন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর বর্তমান ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব মাহবুব উল 'আলম, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব নজরুল ইসলাম খান, অবসর প্রাপ্ত সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হাসান আহমদ মূসা, অবসরপ্রাপ্ত এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ জাকির হোসেন, প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোঃ জসীম উদ্দিন ও জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন আমাকে এ কাজে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করায় আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

পরবর্তীতে আমি কর্মস্থল পরিবর্তন করে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলাধীন হায়দরগঞ্জ মডেল স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কর্মজীবন আরম্ভ করলে কলেজের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব মোজহারুল হক হাওলাদার ও ভাইস চেয়ারম্যান জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান আমাকে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ায় আমি তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। স্কুল ও কলেজের সহকর্মীরা আমাকে এ বিষয়ে নিরন্তর উৎসাহ ও নৈতিক সমর্থন দেয়ায় তাঁদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভকামনা।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সহপাঠী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নুরুল আমিন প্রতিনিয়ত গবেষণাকর্মের অগ্রগতির খোঁজ নিয়েছেন এবং দ্রুত তা সম্পাদনের তাগিদ দিয়ে আমাকে সচল রেখেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ড. আবু তাহের মুহাম্মদ মান্‌জুর এ গবেষণাকর্মের শিরোনাম নির্বাচন থেকে শুরু করে সার্বিক পরামর্শসহ পদ্ধতিগত ধারণা দিয়ে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। আমি তাঁদের উভয়ের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

স্নেহের অনুজ এ বি এম মুহিউদ্দীন এ গবেষণাকর্মটি নির্ভুল ও সৌন্দর্যমণ্ডিতভাবে উপস্থাপনের জন্য কম্পিউটার কম্পোজ করাসহ যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয় হাসিমুখে সম্পাদন করে আমাকে বিশেষভাবে

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা করেছে। তার এ ঋণ কোনভাবেই শোধ করার মত নয়। আমি তার উত্তম প্রতিদানের জন্য মহান আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দু'আ করি।

জনাব ড. 'আবদুল ওয়াহিদ (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পাওয়ার প্রিন্ট লি.), জনাব এ এস এম 'আলাউদ্দিন (ম্যানেজিং ডিরেক্টর, মিশন গ্রুপ), জনাব মাওঃ সাইয়্যেদ তাহের 'ইজ্জুদ্দিন জাবিরী, জনাব মাওঃ সাইয়্যেদ জাহেদ 'ইজ্জুদ্দিন জাবিরী, জনাব গোলাম মা'বুদ হাওলাদার, জনাব নূরনবী পণ্ডিত, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল ও অনুজ এ এইচ এম 'ইমাদ উদ্দিন এ গবেষণাকর্ম সম্পাদন করতে আমাকে সবসময় অনুপ্রাণিত করেছেন। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, অনেক গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-শুভাকাঙ্খী আমাকে অনুপ্রাণিত ও সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ সম্পাদন করতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এণ্ড রিসার্চ একাডেমী লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, পাবলিক লাইব্রেরীসহ বরেণ্য ব্যক্তিদের নিজস্ব লাইব্রেরী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা ছাড়া এ গবেষণার কাজ সম্পন্ন করা সহজ হতো না। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার মা আলহাজ্জা নূর জাহান বেগম, আব্বা আলহাজ্জ মাওঃ মোঃ আমানত উল্যাহ, শ্বাশুড়ী আলহাজ্জা সাইয়্যেদা মুবারাকা মুজাদ্দেদী ও বড় বোন মিসেস 'আয়িশা দলিল উদ্দিন ফারাদী সবসময় গবেষণাকর্মের খোঁজখবর নিয়েছেন, প্রেরণা যুগিয়েছেন। সহধর্মিনী সাইয়্যেদা মাহবুবা জাবিরী শত কষ্ট স্বীকার করে গবেষণাকর্মের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি তাঁদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট কল্যাণের দু'আ করি।

পরিশেষে এ গবেষণাকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য উত্তম বিনিময় কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকল কল্যাণকর প্রয়াস কবুল করুন। আমীন।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র/৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার/৫
সূচীপত্র/৭
সংকেত সূচী/১২
প্রতিবর্ণায়ন/ ১৩
ভূমিকা/১৪

অধ্যায় : এক
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পরিচ্ছেদ : এক
ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়..২৩-৩১
[ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য]

পরিচ্ছেদ : দুই
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা..৩২-৪২
[বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শুভ যাত্রা]

পরিচ্ছেদ : তিন
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশধারা..৪৩-৮৩
[বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের ক্রমধারা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং, বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবরণ]

পরিচ্ছেদ : চার
বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র..৮৪-১১২
[ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম]

পরিচ্ছেদ : পাঁচ
বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র.......................১১৩-১২৬
[ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমবিকাশ চিত্র, সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র]

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় : দুই

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পরিচ্ছেদ : এক

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : পরিচিতি ও পরিধি..১২৮-১৫৭

[উন্নয়নের সংজ্ঞা, উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা, উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য, উন্নয়নের ধরণ, উন্নয়নের সূচক, উন্নয়নের শ্রেণীবিন্যাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা, সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত, সামাজিক উন্নয়নের উপাদান, সামাজিক উন্নয়নের সূচক, সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক]

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা...১৫৮-১৯৯

[বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা]

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা.....২০০-২৭৯

[বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার পরিচয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমি, বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার পরিচয়, বাংলাদেশের মৌলিক সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা, দারিদ্র্য সমস্যা, দারিদ্র্যের পরিচয়, ইসলামে দারিদ্র্যসীমা, বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি, দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কর্মসূচী, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, বেকার সমস্যা, বেকারত্বের পরিচয়, বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী, বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, জনসংখ্যা সমস্যা, জনসংখ্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, সুদ সমস্যা, ইসলামের আলোকে বাংলাদেশ থেকে সুদ নিরসনে করণীয়, সুদ নিরসনই ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল উদ্দেশ্য, শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা, ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সমস্যা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা বিস্তারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ, দুর্নীতি সমস্যা, বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী, নারী নির্যাতন রোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম]

অধ্যায় : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা : পর্যালোচনা

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা..............................২৮১-৩২৭

[অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর সংজ্ঞা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশক, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা]

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান...............................৩২৮-৩৬০

[সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা, সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশক, সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্যতা, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক উন্নয়ন পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক উন্নয়ন পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান]

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান : পর্যালোচনা........৩৬১-৩৭৮

[বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক পথযাত্রা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পরিচালনাগত যুদ্ধে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাফল্য, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা, সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য, সুদমুক্ত ব্যাংকিং -এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সঞ্চয়নীতির ভূমিকা, সুদমুক্ত ব্যাংকিং -এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের উপকারভোগী কারা, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন : ইসলামী ব্যাংকগুলোর পথ পরিক্রমা, শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান, সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামাজিক বিনিয়োগ : ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন সংযোজন, একবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ]

অধ্যায় : চার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র...৩৮০-৩৮৯

[প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিকাশ, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ, প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক খাত, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জন, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তারল্য, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেমিট্যান্স আহরণ কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মসংস্থান তৈরী কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংসমূহের নারী উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্তমানবতার সেবা কার্যক্রম]

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা............৩৯০-৪২১

[আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা, বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালন, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ, ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক অগ্রগতি, সততা ও আমানতদারীতার প্রশ্নে আস্থা অর্জন, কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইসলামী ব্যাংক দেশের সেরা ব্যাংক,

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন, কৃষি খাতে বিনিয়োগে নেতৃত্ব প্রদান, বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে সবার শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক, পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে সেরা, কর্মসংস্থান তৈরীতে অসামান্য অবদান, নারী উন্নয়নের প্রথ প্রদর্শক, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের জনপ্রিয়তা, একনজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার কারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা, বিনিয়োগে কাংখিত ইসলামী পদ্ধতির অনুসরণ করতে না পারা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে না পারা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে সচেতন করে তুলতে না পারা, পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থতা, প্রকল্প মূল্যায়নে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা, শরী'আহ্ রায় ও কাউন্সিলগুলোর মাঝে মতৈক্যের অভাব, তারল্য দলিলপত্রের অভাব, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রচারের অভাব, পেশাদার ব্যাংকারের অভাব, সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব, সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনগ্রসরতা, কৃষি খাতে বিনিয়োগে অপ্রতুলতা, পল্লী শাখা খুলতে না পারা, এক নজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতার কারণ, ইসলামী অর্থ বাজারের অভাব, ইসলামী ব্যাংকিং -এর জন্য রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি কাঠামোর অভাব, দীর্ঘমেয়াদী উপযুক্ত সম্পদের অভাব, সহায়তাদানকারী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি, যথাযথ শিক্ষিত লোকের অভাব, বিদেশী ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অভাব, ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন, সফলতা ও ব্যর্থতার নিরিখে কতিপয় পরামর্শ, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শরী'আহ্ কাউন্সিলকে আরোও শক্তিশালী করে তোলা, কৃষি বিনিয়োগে বাই সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করা, গরীবদেরকে বিনিয়োগের প্রধান টার্গেটে পরিণত করা, চারিত্রিক মানোন্নয়ন ঘটানো, ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা, শরী'আহ্ কাউন্সিলকে সুসংগঠিত করা, পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তির জন্য আচরণবিধি তৈরী করা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো, বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদার করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা, কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা]

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা.......৪২২-৪৩৪

[বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা, যুগোপোযোগী কার্যকর কর্মসূচী প্রণয়ন করা, শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করা, বিনিয়োগে স্থানীয় আমানতকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা, গরীবমুখী ইসলামী ব্যাংকিং প্রণয়ন করা, ব্যাংকসমূহকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামীকরণ করা, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী শাখা পরিচালনায় সর্বাত্মক সহায়তা করা, সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা, উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিলে ডায়ালগের ব্যবস্থা করা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে মনিটরিং সেল গঠন করা, পল্লী এলাকাকে ব্যাংকের প্রধান কর্মক্ষেত্র বানানো, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণবিধি প্রণয়ন করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণে স্বাধীন অডিট কমিটি গঠন করা, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা, সর্বসম্মত ইসলামী ব্যাংকিং কোড প্রণয়ন করা, 'ইসলামী ব্যাংক ফোরাম অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী ব্যাংক কম্যুনিটি গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালু করা, ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, অনলাইনভিত্তিক ফ্রি ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করা, 'আলিমদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং -এর সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা, সৎ দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি গড়ে তোলা, পল্লী উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী কমন মার্কেট গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংক পাবলিকেশন্স প্রতিষ্ঠা করা, আলাদা মিডিয়া বিভাগ চালু করা, কৃষি বান্ধব বিনিয়োগ ও প্রকল্প বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, আলাদা নারী উন্নয়ন বিভাগ চালু করা, গ্রাম পর্যায়ে শাখা বৃদ্ধি করা, কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিস্তার ঘটানো, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, গ্রাম পর্যায়ে স্বল্প ও মাঝারি ব্যবসায়িক বুথ স্থাপন করা, সহজ শর্তে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, এসএমই উন্নয়ন এবং ব্যবসায়

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো, 'সম্পূর্ণ অর্থায়ন' কর্মসূচি চালু করা, যাকাতভিত্তিক কল্যাণ ফান্ড গঠন করা, সাদাকা তহবিল গঠন করা, দুর্যোগ সহায়তা তহবিলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া]

উপসংহার/ ৪৩৬-৪৪৬
গ্রন্থপঞ্জি/ ৪৪৭-৪৬৩

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত সূচী

সা.	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
রা.	:	রাযিয়াল্লাহু 'আনহু
আ.	:	'আলাইহিস সালাম
রহ.	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
হি	:	হিজরী
খ্রি	:	খ্রিস্টাব্দ
আই বি বি এল	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
বি আই সি	:	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আই ই আর বি	:	ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
বি আই আই টি	:	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট
লি.	:	লিমিটেড
খ	:	খণ্ড
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
মু	:	মুদ্রণ
দ্র.	:	দ্রষ্টব্য
সম্পা.	:	সম্পাদিত
অনূ.	:	অনূদিত
প্র	:	প্রকাশিত/প্রকাশকাল
I F B	:	Islamic Foundation Bangladesh
I E R B	:	Islamic Economics Research Bureau
I B B L	:	Islami Bank Bank Bagladesh Limited
I D B	:	Islamic Development Bank
Ltd.	:	Limited
Ed.	:	Edition
op. cit	:	Open Cito
Ibid	:	Ibidem
p	:	Page
pp	:	Pages
Vol.	:	Volume

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবর্ণায়ন

‘আরবী বর্ণসমূহের বাংলা উচ্চারণ সংকেত

ا - অ	ش - শ	و - ও, ব	اى - ঈ, য়ী	ى - য়ূ
ب - ব	ص - স	ه - হ	ا - ঊ	يو - ইউ
ت - ত	ض - দ, য	ء - ’	او - ঊ	ع - ‘আ
ث - স	ط - ত	ى - য়	و - ওয়া	عا - ‘আ
ج - জ	ظ - য	اَ - া	وا - ওয়া	ع - ‘ই
ح - হ	ع - ‘	اِ - ি	و - বি, ভি	عى - ‘ঈ
خ - খ	غ - গ	اُ - ু	وى - উ	ع - ‘উ
د - দ	ف - ফ	او - ূ	وو - ঊ	عو - ‘ঊ
ذ - য	ق - ক	اى - ূ	و - উ	
ر - র	ل - ল	ا - আ	ي - য়্যা	
ز - য	م - ম	ا - আ	يا - ইয়া	
س - স	ن - ন	ا - ই	يى - য়ী	

ء আলিফের ন্যায়। তবে সাকিন হলে ’ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; যথা تأويل = তা’বীল এবং ع -এ সাকিন হলে ‘ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় ; যথা نعت = না‘ত।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

একবিংশ শতকের প্রারম্ভে সমগ্র বিশ্বে প্রায় অর্ধশত স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বর্তমান রয়েছে। এ সকল মুসলিম রাষ্ট্রে নিজস্ব পদ্ধতিতে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিচালনার দুর্নিবার আকাঙ্খা থেকে গড়ে উঠেছে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা। গত শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই বিশ্ব পুঁজি বাজারে ইসলামী আর্থিক ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত পুঁজির পরিমাণ দশ হাজার কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ইসলামী পুঁজি বাজারে বিনিয়োগের পরিমাণ বিশ হাজার কোটি ডলারেরও বেশী এবং প্রতি বছর গড় প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১৫%। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এই বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) ১৯৮৫ সালে ব্যাপক গবেষণা কর্মসূচী হাতে নেয়। ১৯৬৩ সালে মিশরে 'ইসলামী সেভিংস ব্যাংক' নামে আধুনিক কালের প্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় 'ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক' (IDB) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা তার প্রাতিষ্ঠানিক অস্তিত্ব সু-সংহত করে। পশ্চিমা বিশ্বের বিখ্যাত সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট' এর 'সার্ভে অব ইসলাম' শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল্যায়ন করে বলা হয়েছে- 'অতীতে বিশ্ববাসী মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিল এবং ইসলামের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং -এর আইডিয়া গ্রহণ করতে পারে'। স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং শুরু করার আলোচনা আরম্ভ হয়। ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ আইডিবি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠার প্রাতিষ্ঠানিক প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৭৭ সালে বেসরকারী পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ হলেও ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে তা পূর্ণতা অর্জন করে। পরবর্তীতে ২০১২ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আরো ৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জন-জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বহুমাত্রিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থারূপে জনগণের আগ্রহ ও সমর্থনে আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ প্রদান, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স (প্রেরিত মুদ্রা/টাকা) আহরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে প্রতি চার বছরে দ্বিগুণেরও বেশী গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং খাতে পরিণত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর, ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১৭.৯ বিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৯ ভাগ। ডিসেম্বর, ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাসমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১০.১ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২১.১ ভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ ও ২৯.৫ ভাগ। বাজার অংশেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমানত ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে ১৭.৫% ও ২০.৭%। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগে বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩% পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিগত কয়েক বছরে দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলো সন্তোষজনক পরিমাণ পরিচালন মুনাফা অর্জন এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নেতৃত্বে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি দেশের বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে রেমিট্যান্স আহরণে শীর্ষে অবস্থান করছে। যা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক। এমনিভাবে পরিচালনগত সাফল্যের প্রশ্নে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অত্যন্ত দক্ষতা ও সার্থকতার সঙ্গে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং আরো ৭টি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং উইণ্ডোর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ৭৭০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ৩০টি ইসলামী ব্যাংকিং উইণ্ডোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং উইণ্ডো খোলায় প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা সমৃদ্ধির পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে বিরাজমান ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন অগ্রাধিকার খাত চিহ্নিত করে ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে কার্যকর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হল শিল্পায়ন। শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিল্প খাতের সুষম উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ বিস্তৃত করেছে। তৈরী পোশাক, সিমেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যালস, কোল্ড স্টোরেজ, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং, রি-রোলিং, চিনি, কেমিক্যাল ও ভোজ্যতেলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রদান করেছে। একইভাবে কৃষি, পোল্ট্রি, ডেইরী, পরিবহণ, রিয়েল এস্টেট, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সেবা এবং টেলিকমিউনিকেশনসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক মোট বিনিয়োগের অর্ধেক শিল্পখাতে এবং বাকী অর্ধেক কৃষিসহ অন্যান্য উপযোগী খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসার পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিনিয়োগের পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মুদ্রা দেশে আনয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো জন্মলগ্ন থেকেই গরীব, দুস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণ এবং সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুনর্বাসন ও পরিবেশ সংরক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে- সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুধেল গাভী পালন প্রকল্প, রিক্সা ও ভ্যানগাড়ি প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক ও আত্ম কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী। মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে অনুদান প্রদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচী। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন কার্যক্রমেও অংশ নিয়ে থাকে। এছাড়া এ ব্যাংকগুলো মানবসম্পদের অংশ হিসেবে ক্ষুদে উদ্দোক্তা উন্নয়নসহ মানবকল্যাণে বিভিন্নমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেমন, হাসপাতাল ও কম্যুনিটি হাসপাতাল, ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দুস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনা করছে। শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মেডিকেল কলেজ, নার্সিং ইনস্টিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, মাদরাসা ও স্কুল-কলেজ পরিচালনা করছে। পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ও উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে গবেষণা বৃত্তিও প্রদান করছে। মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান এবং দুস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্যদানসহ নানাবিধ সামাজিক শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনা করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ সকল সামাজিক বিনিয়োগমূলক ও জনকল্যাণধর্মী কার্যক্রম দেশের ব্যাংকিং ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলমন্ত্র 'সুদ মুক্ত অর্থব্যবস্থা' বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে সাফল্য ও সার্থকতার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসব সাফল্য ও অর্জনের পাশাপাশি কিছু সমস্যা ও প্রতিকূলতাও বর্তমান রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এদেশে তাত্ত্বিক ও গ্রহণযোগ্যতার প্রশ্নে বিজয়ী হলেও এখন পর্যন্ত পরিচালনাগত ব্যবস্থাপনায় নিখুঁত হওয়ার দাবী করতে পারেনি। এর প্রধান কারণ হল, ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক ও তত্ত্বাবধানমূলক স্বতন্ত্র কাঠামোর অনুপস্থিতি। ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি পৃথক আইন ব্যবস্থা, লাইসেন্স এর জন্য যথাযথ আবশ্যকতা নির্ধারণ, নূন্যতম মূলধন ও তারল্যের পরিমাণ নির্ধারণ, ঝুঁকি পরিমাপিত সম্পদ শ্রেণীকরণের ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনানুযায়ী স্বতন্ত্র সুবিবেচনা প্রযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালার উদ্ভাবন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ পিছিয়ে রয়েছে। পৃথক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির অভাব এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের অভাবও ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য একটি বড় দুর্বলতার দিক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিরাজমান সুদী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন ফিন্যান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের (আর্থিক দলিলপত্র) মোকাবেলায় ইসলাম অনুমোদিত ইনস্ট্রুমেন্ট উদ্ভাবন ও প্রচলন এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে অর্জিত সাফল্যের পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের পাশাপাশি দুর্বলতা ও

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা চিহ্নিত করতঃ সমাধানের প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের নিমিত্ত পিএইচ.ডি. পর্যায়ে এ গবেষণার অবতারণা।

এ গবেষণাকর্মে বাংলাদেশে ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক -এর কার্যক্রমকে মূল কার্যপরিধি হিসেবে আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়া প্রচলিত ১৬টি সুদী ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম সহ সকল সুদী ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মের লক্ষ্য হল, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা। প্রচলিত সুদী ব্যাংকের আর্থ-সামাজিক অবদান ও প্রবৃদ্ধি পর্যালোচনার পাশাপাশি এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্জিত সাফল্যের তুলনামূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যকারিতা তুলে ধরা। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতিগত বাধ্যবাধকতা এবং এর তাত্ত্বিক ভিত্তি পর্যালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অধিকতর ভূমিকা পালনের পন্থা-পদ্ধতি খুঁজে বের করা। পাশাপাশি বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনার পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে এসবের সমাধান খুঁজে বের করা এ গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিস্ময়কর সম্প্রসারণ ও দ্রুতবর্ধনশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংশ্লিষ্টতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এ গবেষণাকর্মের গুরুত্ব বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। গবেষণাকর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Reseach Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Descriptive), বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, এ প্রসঙ্গে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দায়িত্ব-কর্তব্য ও তাদের গৃহীত পদক্ষেপ এবং সাফল্য-ব্যর্থতা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়েছে। গবেষণাকর্মে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা আরো কার্যকর ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ দূরীভূত হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ ব্যাংক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন হবে এবং এ ব্যাংকিং ব্যবস্থা যথার্থ স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন করে অদ্যবধি কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। কিন্তু দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিশাল ভূমিকার কারণে জাতির সামনে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই এ অভিসন্দর্ভের অবতারণা। অভিসন্দর্ভ সমাপনে গবেষণাকর্মকে ৪টি অধ্যায়ের আওতায় ১৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। শুরুতে ভূমিকায় অভিসন্দর্ভ রচনার উদ্দেশ্য, পরিধি ও মূল বিষয়বস্তুর বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় এক **: বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।**

পরিচ্ছেদ এক এর শিরোনাম : ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হল, ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা, ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য, ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত সুদী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য।

পরিচ্ছেদ দুই এর শিরোনাম : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয় হল, বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি ও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শুভ যাত্রা।

পরিচ্ছেদ দুই এর শিরোনাম : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশধারা। এ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলো হল, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের ক্রমধারা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবরণ।

পরিচ্ছেদ তিন এর শিরোনাম : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়গুলো হল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম, এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম।

পরিচ্ছেদ চার-এর শিরোনাম : বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র। এ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলো হল- ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমবিকাশ চিত্র এবং সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র।

অধ্যায় দুই **এর শিরোনাম : আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ।**

পরিচ্ছেদ এক এর শিরোনাম : আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : পরিচিতি ও পরিধি। এ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়সমূহ হল- উন্নয়নের সংজ্ঞা, উন্নয়ন তত্ত্বের বিকাশধারা, উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য, উন্নয়নের ধরণ, উন্নয়নের সূচক, উন্নয়নের শ্রেণিবিন্যাস, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ, সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা, সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য, সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত, সামাজিক উন্নয়নের উপাদান, সামাজিক উন্নয়নের সূচক, সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্ক।

পরিচ্ছেদ দুই এর শিরোনাম : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা। এ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়গুলো হল- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা।

পরিচ্ছেদ তিন এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়গুলো হল, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যার পরিচয়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমি, বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যার পরিচয়, বাংলাদেশের মৌলিক সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা, বাংলাদেশের আর্থ-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা, দারিদ্র্য সমস্যা, দারিদ্র্যের পরিচয়, ইসলামে দারিদ্র্যসীমা, বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি, দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কর্মসূচী, বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, বেকার সমস্যা, বেকারত্বের পরিচয়, বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী, বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, জনসংখ্যা সমস্যা, জনসংখ্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ, সুদ সমস্যা, ইসলামের আলোকে বাংলাদেশ থেকে সুদ নিরসনে করণীয়, সুদ নিরসনই ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল উদ্দেশ্য, শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা, ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা, শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সমস্যা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষা বিস্তারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ, দুর্নীতি সমস্যা, বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রভাব, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী, দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা, ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী, ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম, নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী এবং নারী নির্যাতন রোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম।

***অধ্যায় তিন* এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা : পর্যালোচনা।**

পরিচ্ছেদ এক এর শিরোনাম : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর সংজ্ঞা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের মৌলিক উপাদান, অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশক, বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা।

পরিচ্ছেদ দুই এর শিরোনাম : বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান। এ পরিচ্ছেদে আলোচিত বিষয়সমূহ হল, সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা, সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশক, সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্যতা, বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক উন্নয়ন পরিস্থিতি, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক উন্নয়ন পরিস্থিতি ও বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান।

পরিচ্ছেদ তিন এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান : পর্যালোচনা। এ পরিচ্ছেদের আলোচ্য বিষয়সমূহ হল, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক পথযাত্রা, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি, পরিচালনাগত যুদ্ধে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাফল্য, ইসলামী ব্যাংকগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা, সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য, সুদমুক্ত ব্যাংকিং -এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সঞ্চয়নীতির ভূমিকা, সুদমুক্ত ব্যাংকিং -এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের ভূমিকা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের উপকারভোগী কারা, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন : ইসলামী ব্যাংকগুলোর পথ পরিক্রমা, শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান, সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামাজিক বিনিয়োগ : ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন সংযোজন এবং একবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ।

***অধ্যায় চার* এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন।**

পরিচ্ছেদ এক এর শিরোনাম : বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র। এ পরিচ্ছেদে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিকাশ, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ, প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক খাত, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জন, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তারল্য, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেমিট্যান্স আহরণ কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মসংস্থান তৈরী কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংসমূহের নারী উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম এবং প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্তমানবতার সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ দুই এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা। এ পরিচ্ছেদে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা, বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালন, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ, ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক অগ্রগতি, সততা ও আমনতদারীতার প্রশ্নে আস্থা অর্জন, কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইসলামী ব্যাংক দেশের সেরা ব্যাংক, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন, কৃষি খাতে বিনিয়োগে নেতৃত্ব প্রদান, বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে সবার শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক, পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে সেরা, কর্মসংস্থান তৈরীতে অসামান্য অবদান, নারী উন্নয়নের প্রথ প্রদর্শক, দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের জনপ্রিয়তা, একনজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার কারণ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা, বিনিয়োগে কাংখিত ইসলামী পদ্ধতির অনুসরণ করতে না পারা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে না পারা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে সচেতন করে তুলতে না পারা, পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থতা, প্রকল্প মূল্যায়নে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা, শরী'আহ্ রায় ও কাউন্সিলগুলোর মাঝে মতৈক্যের অভাব, তারল্য দলিলপত্রের অভাব, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রচারের অভাব, পেশাদার ব্যাংকারের অভাব, সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব, সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনগ্রসরতা, কৃষি খাতে বিনিয়োগে অপ্রতুলতা, পল্লী শাখা খুলতে না পারা, এক নজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতার কারণ, ইসলামী অর্থ বাজারের অভাব, ইসলামী ব্যাংকিং -এর জন্য রেগুলেটরি ও সুপারভাইজারি কাঠামোর অভাব, দীর্ঘমেয়াদী উপযুক্ত সম্পদের অভাব, সহায়তাদানকারী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি, যথাযথ শিক্ষিত লোকের অভাব, বিদেশী ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অভাব, ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব,

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন, সফলতা ও ব্যর্থতার নিরিখে কতিপয় পরামর্শ, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, শরী'আহ্ কাউন্সিলকে আরোও শক্তিশালী করে তোলা, কৃষি বিনিয়োগে বাই সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করা, গরীবদেরকে বিনিয়োগের প্রধান টার্গেটে পরিণত করা, চারিত্রিক মানোন্নয়ন ঘটানো, ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা, সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা, শরী'আহ্ কাউন্সিলকে সুসংগঠিত করা, পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা, ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তির জন্য আচরণবিধি তৈরী করা, সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো, বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদার করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা, নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরিচ্ছেদ তিন এর শিরোনাম : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা। এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা, যুগোপোযোগী কার্যকর কর্মসূচী প্রণয়ন করা, শরী'আহ্ পরিপালন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করা, বিনিয়োগে স্থানীয় আমানতকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা, গরীবমুখী ইসলামী ব্যাংকিং প্রণয়ন করা, ব্যাংকসমূহকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামীকরণ করা, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী শাখা পরিচালনায় সর্বাত্মক সহায়তা করা, সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা, উদ্ভূত সমস্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিলে ডায়ালগের ব্যবস্থা করা, ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে মনিটরিং সেল গঠন করা, পল্লী এলাকাকে ব্যাংকের প্রধান কর্মক্ষেত্র বানানো, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণবিধি প্রণয়ন করা, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণে স্বাধীন অডিট কমিটি গঠন করা, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা, সর্বসম্মত ইসলামী ব্যাংকিং কোড প্রণয়ন করা, 'ইসলামী ব্যাংক ফোরাম অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী ব্যাংক কম্যুনিটি গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালু করা, ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, অনলাইনভিত্তিক ফ্রি ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করা, 'আলিমদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং -এর সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা, সৎ দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি গড়ে তোলা, পল্লী উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, ইসলামী কমন মার্কেট গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংক পাবলিকেশন্স প্রতিষ্ঠা করা, আলাদা মিডিয়া বিভাগ চালু করা, কৃষি বান্ধব বিনিয়োগ ও প্রকল্প বৃদ্ধি করা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো, আলাদা নারী উন্নয়ন বিভাগ চালু করা, গ্রাম পর্যায়ে শাখা বৃদ্ধি করা, কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিস্তার ঘটানো, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া, গ্রাম পর্যায়ে স্বল্প ও মাঝারি ব্যবসায়িক বুথ স্থাপন করা, সহজ শর্তে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, এসএমই উন্নয়ন এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো, 'সম্পূর্ণ অর্থায়ন' কর্মসূচি চালু করা, যাকাতভিত্তিক কল্যাণ ফান্ড গঠন করা, সাদাকা তহবিল গঠন করা এবং দুর্যোগ সহায়তা তহবিলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। উপসংহারে এ অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস তুলে ধরা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ, সাময়িকী ও সংবাদপত্রসমূহের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত তালিকা উপস্থাপন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় এক

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

পরিচ্ছেদ : এক

ইসলামী ব্যাংকের পরিচয়

'ইসলামী ব্যাংক' ইসলামী অর্থনীতির আলোকে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যার্জন এবং মানবতার আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনের প্রয়াসে বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এ ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং সার্বজনীন সমস্যা দারিদ্র্যতা থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হল ইসলামী ব্যাংক। এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, আধুনিক ব্যাংকিং খাতে ইসলামের ন্যায়নীতির আলোক শিখা প্রজ্জলন করা এবং প্রচলিত ব্যাংকিং খাত থেকে সুদকে চিরতরে নির্মূল করে ইনসাফভিত্তিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো। ইসলামী ব্যাংকের এ মহান লক্ষ্যই ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞায় বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামী ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকিং খাতে ইসলামের অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রয়োগ ঘটানোই এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে সুদ নির্মূল করে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠন করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কাজ।[১] ইসলামী ব্যাংক এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখানে ইসলামী ব্যাংকের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

- ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC) ইসলামী ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সর্বসম্মত সংজ্ঞা নিরূপন করেছে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা অনুমোদন করা হয়। তাতে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে বলা হয় :

  > Islamic Bank is a financial Institution whose statutes, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.[২]

- ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Association of Islami Banks (IAIB) কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে :

  > The Islamic Bank basically implements a new banking concept, in that it adheres strictly to the ruling of the Islamic Shariah in the fields of

---

১. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ১ম সং, ২০০৮, পৃ. ১২৭

২. Definition by the General Secretariat of the O I C accepted in the Foreign Minister Conference held in Dakar in 1978; cited in many books & journals including in different Publictions of I B B L and in the Text Book on Islamic Banking, I E R B, 2003

Dhaka University Institutional Repository

finance and other dealings. Moreover, the bank which is functioning in this way must reflect Islamic Principles in real life. The bank should work towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deepening of the religious spirit among the people.[১]

- ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়ার পার্লামেন্টে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস করা হয়। ঐ আইনে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয় :

  Islamic Bank is a company which carries on Islamic Banking business... Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the religion Islam.[২]

এছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী অর্থনীতিবিদগণও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা প্রদান করেন। যেমন-

- ড. জিয়াউদ্দীন আহমাদ বলেন :

  Islamic Banking is essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam.[৩]

- ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে ড. শাওকী ইসমা'ঈল সাহতা বলেন :

  It is therefore, ...imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and practices commercial investment and social activities, as an institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy.[৪]

- অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন এর মতে :

  ইসলামী ব্যাংক হল, ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে ইসলামী শরী'আতের নীতিমালার আলোকে পরিচালিত ব্যাংক।[৫]

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ১ম সং, ২০০৭, পৃ. ৮২

২. Islamic Banking Act 1983 of Malaysia (Act No. 272); cited in many books & journals including the text book on Islamic Banking : I E R B, 2004

৩. M. Ali & A. A. Sarkar, 'Islamic Banking and Operational Methodology', *Thoughts on Economics*, I E R B, July-December, Vol. 5, Dhaka, 1995, P. 20-25

৪. Ibid

৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২য় সং, ২০১৩, পৃ. ১৪২

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা সাপেক্ষে বলা যায় যে, ইসলামী ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, যা তার সকল কার্যক্রমে সুদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলে এবং এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এমনভাবে পরিচালিত হয়, যাতে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এ ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা কায়েম করা। সর্বপোরি এটি এমন এক ব্যাংক যা আর্থ-সামাজিক পুণর্গঠনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। ইনসাফভিত্তিক আর্থ-সামাজিক পুণর্গঠন ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশাল অঙ্গনে আল্লাহ্‌র বিধান কায়েম করে চলমান ভয়াবহ সুদী কারবার এবং অর্থনৈতিক শোষণ-বঞ্চনা তথা বে-ইনসাফি থেকে মানবতাকে মুক্ত করা ইসলামী ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য।[১] সুদ উৎপাটনের পাশাপাশি মানুষকে ভয়াবহ দারিদ্র্যতা থেকে মুক্ত করে একটি সুষম আর্থ-সামাজিক জীবন উপহার দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য। নিম্নে ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল :

১. **আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা :** আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য।[২] প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে একটি ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষেই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে যাতে কেউ সুদের শিকার না হয় এবং সম্পদ যাতে কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত না হয় ইসলামী ব্যাংক সে লক্ষ্যে কাজ করে। সম্পদ যাতে সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তা নিশ্চিত করা এবং যাদের কোন পুঁজি নেই, কুরআনের নির্দেশ[৩] অনুসারে তাদের জন্য পুঁজি সরবরাহ করা ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব। ইসলামী ব্যাংকের লক্ষ্য হল, সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উৎপাদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো। এ উদ্দেশ্যে দরিদ্র, স্বল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা, যাতে ধনীদের পাশাপাশি বিত্তহীনদের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী যাকাত, সাদাকাহ্ ও কারয-ই-হাসানাহ্ ইত্যাদির মাধ্যমে আর্থিক সুবিচার কায়েমের ব্যবস্থা করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৪]

২. **অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা :** পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহ্‌র খালীফাহ্। খালীফাহ্ হিসেবে মানুষ যাতে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারে সে ব্যবস্থা করা ইসলামের মূল অভিপ্রায়।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

২. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূ., ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১ম সং, ১৯৮৯, পৃ. ৪

৩. জনপদবাসীদের কাছ থেকে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের, রাসূলের নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতিমের, মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের, যাতে ধন-সম্পদ শুধু বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না থাকে। আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭

৪. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের এ অভিপ্রায়ের আলোকে আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান অনুসারে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, অপচয় রোধ এবং পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। মানুষকে অভাবমুক্ত, স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ জীবন উপহার দেয়া ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য। পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ অনুযায়ী সমাজ থেকে নিপীড়নমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেমন- সুদ, কালোবাজারী, মজুতদারী, মুনাফাখোরী, অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদির মূলোৎপাটন করে তদস্থলে ইসলামের ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থার প্রতীক যাকাত, সাদাকাহ্, কারয-ই-হাসানাহ্, ওয়াক্ফ ইত্যাদি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের কাজ। মানুষকে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অবস্থা এবং ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক সংকটের মুখে ঠেলে দেয়ার সকল রাস্তা বন্ধ করা এবং তা থেকে মানুষকে উদ্ধার করা ইসলামী ব্যাংকের দায়িত্ব। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ তাঁর দেয়া সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সমাজের মানুষের কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের যে তাগিদ দিয়েছেন ইসলামী ব্যাংক সে লক্ষ্যে কাজ করে।[১] ইসলামে সম্পদের মালিকানার যে শাশ্বত ধারণা, সে আলোকে সম্পদের সমবণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে সুষ্ঠু বাজার বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং আয় বৈষম্য কমিয়ে আনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে ইসলামী ব্যাংক। সকল মানুষ যাতে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেদের দৈনন্দিন অভাব মেটানোর মত আয়-উপার্জন করতে সক্ষম হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। সর্বপোরি সমাজের সকল মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামী ব্যাংকের উদ্ভব হয়েছে।[২]

৩. **সম্পদের সুষম বণ্টন :** সমাজে সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৩] সমাজের সকল মানুষের মাঝে সম্পদ যাতে সর্বদা সমভাবে বণ্টিত হয় ইসলামী ব্যাংক সর্বদা সে দিকে লক্ষ্য রাখে। আর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের যাবতীয় পদক্ষেপ ইসলামী ব্যাংক গ্রহণ করে। বিশেষকরে ইসলাম যাকাত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সম্পদ সম বণ্টনের যে নির্দেশনা প্রদান করেছে, ইসলামী ব্যাংক তা কার্যকর করতে ভূমিকা রাখে।[৪]

৪. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বিমোচন ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৫] সম্পদের যথার্থ ব্যবহার, অপচয়রোধ এবং সামর্থের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য। ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত দ্রব্যের উৎপাদন এবং তা বাজারজাত করণের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের ব্যবস্থা করে ইসলামী ব্যাংক।[৬] এতে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজ থেকে

---

১. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব-প্রয়োগ-পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ২৮

২. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

৪. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

৫. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৬. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, প্রাগুক্ত. পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

অনাকাঙ্ক্ষিত দারিদ্র্যের অবসান ঘটে।

৫. **পুঁজির ব্যবস্থা করা :** সম্পদ পুঞ্জীভূত করাকে ইসলাম পছন্দ করে না বরং অলস পুঁজি যথার্থ খাতে বিনিয়োগ করে তা দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পুঁজি উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা অপরিহার্য। এতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থানও বাড়ে। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদনশীল খাতে পুঁজি বিনিয়োগ করা সম্ভব নাও হতে পারে।[১] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীর পক্ষে বৃহৎপরিসরে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ প্রায় অসম্ভব। ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম লক্ষ্য হল, এ সকল সঞ্চয়ের সন্নিবেশ ঘটিয়ে তা উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে গতিশীলতা সৃষ্টি করা।[২] এতে সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণ প্রক্রিয়া হ্রাস পেয়ে উৎপাদন প্রক্রিয়া গতিশীল হয় এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৬. **সুদ উচ্ছেদ করা :** সুদ অর্থনৈতিক শোষনের প্রধান হাতিয়ার। চলমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের জন্য সুদ সর্বাগ্রে দায়ী।[৩] মানবতাকে সুদের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত করে মুনাফা ভিত্তিক একটি কল্যাণধর্মী অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য।[৪] এ উদ্দেশ্য সাধনে শরী'আহ্র নীতিমালা অনুসারে ইসলামী ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করা হয়েছে। বস্তুতঃ সুদ থেকে মানুষকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই ইসলামী ব্যাংকের উৎপত্তি। পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্ নিষিদ্ধ সুদের গ্রাস থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে ইসলামী ব্যাংক বদ্ধপরিকর।[৫]

৭. **ইসলামী শরী'আহ্র বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো :** ব্যাংকিং খাতে ইসলামী শরী'আহ্র বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।[৬] আর্থিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-নিষেধ মেনে চলা এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই মূলত ইসলামী ব্যাংক উৎপত্তি লাভ করেছে। সুতরাং ইসলামী শরী'আহ্র নীতিমালা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে তবেই ইসলামী ব্যাংককে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হয়। ইসলামী শরী'আহ্র অনুমোদন নেই এমন কোন কাজে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামী ব্যাংকের নেই।[৭] সুদ থেকে শুরু করে শরী'আহ্ অনুমোদিত নয় এমন কোন খাতে বিনিয়োগ করা এমনকি বিপুল আয়বর্ধক কোন খাতেও অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ এ প্রতিষ্ঠানের নেই।[৮] যতই লাভজনক হোক শরী'আহ্র অনুমোদন না থাকলে ইসলামী ব্যাংক তাতে বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ নীতিমালা থেকে শুরু করে

---

১. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩
২. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
৩. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৪. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫
৫. প্রাগুক্ত
৬. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
৮. ইকবাল কবির মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

বাজারে আর্থিক লেন-দেন শরী'আহ্র নীতিমালার আলোকে হচ্ছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য রয়েছে শক্তিশালী শরী'আহ্ কাউন্সিল। ব্যাংকের লেন-দেনে সুদের আবির্ভাব ঘটে কিনা বা কোন লেন-দেনে শরী'আহ্ লংঘিত হয় কিনা তা শরী'আহ্ কাউন্সিল নির্ধারণ করে।[১] শরী'আহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের যে কোন কার্যক্রমকে শরী'আহ্ নীতির আলোকে বাতিল ঘোষণা করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মত ইসলামী ব্যাংকও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের আলোকেই এ ব্যাংক পরিচালিত হয়। ইসলামী অর্থব্যবস্থার একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমূহ একে প্রচলিত ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে দিয়েছে। গুণগত দিক থেকে যে কোন ইসলামী ব্যাংক নিম্নোক্ত পাঁচটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যথা :

১. **সুদমুক্ত ব্যাংক :** ইসলামী ব্যাংকের প্রথম ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল এ ব্যাংক হল সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত। ইসলামী ব্যাংক নিজে সুদের ভিত্তিতে কোন প্রকার লেন-দেন বা ব্যবসা-বাণিজ্য তো করবেই না বরং অন্যদেরকেও সুদ থেকে বিরত রাখার নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।[২] এ ব্যাংক পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্র নির্দেশ অনুযায়ী সুদের মারাত্মক গুনাহ্ থেকে দেশ ও জনপদকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা করবে। এজন্য পদ্ধতিগত সকল পন্থার বিন্যাস এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রকে শরী'আহ্র নীতির আলোকে পরিচালনা করবে। কোন ব্যাংকের কার্যক্রমে সুদের নূন্যতম উপস্থিতিতে ঐ ব্যাংক আর যাই হোক, ইসলামী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ ইসলাম সুদকে সুস্পষ্ট হারাম ঘোষণা করেছে। ইসলামের এ নিষেধাজ্ঞাই হল ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি।[৩] মুসলিমদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে ইসলাম যে নির্দেশনা প্রদান করেছে, তার সাথে সুদ কোনভাবেই সংগতিপূর্ণ নয়। সুতরাং সামান্য সুদী কারবারের সাথেও যে ব্যাংক জড়িত থাকবে তা ইসলামী ব্যাংক হিসেবে পরিগণিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল, তা হবে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত।

২. **শরী'আহ্ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা করা :** ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ব্যাংক যে সব বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে, সে সব ইসলামী শরী'আহ্র দৃষ্টিতে হালাল বলে বিবেচিত হতে হয়। প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করে না। অথবা ইসলামী শরী'আহ্ মতে হালাল নয় এমন দ্রব্য যেমন : মদ ও মাদক দ্রব্য উৎপাদন এবং এসকল দ্রব্যের ব্যবসাও ইসলামী ব্যাংক করে না।[৪] অপরদিকে ইসলামী ব্যাংক নৈতিক চরিত্র বিধ্বংসী উপকরণ যেমন : সিনেমা, নাচ- গান, পর্নোগ্রাফী এবং তামাক ও সিগারেটের মত জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণন করে না, তা যতই লাভজনক হোক। প্রচলিত ব্যাংক যে সব প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সং, ২০০৫, পৃ. ১০৩

৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

Dhaka University Institutional Repository

করে, সে সব প্রকল্পের কাজের ধরন, সমাজের ওপর এর প্রভাব ইত্যাদি বিষয় তেমন বিচার-বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকে এ সব বিষয় বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। ইসলামী ব্যাংককে সর্বদা শরী'আহ্ অনুমোদিত পন্থায় এবং শরী'আহ্ অনুমোদিত খাতে বিনিয়োগ করতে হয়। ইসলামী ব্যাংক কেবল দু'টি পন্থায়[১] বিনিয়োগ ও ব্যবসা কার্য পরিচালনা করতে পারে। যথা :

ক. প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ : এ পন্থায় ইসলামী ব্যাংক সরাসরি নিজেই কোন প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে এবং লাভ-লোকসানের পুরোটাই ব্যাংক বহন করে। তবে তা অবশ্যই শরী'আহ্ সম্মত হতে হয়।

খ. অংশীদারী বিনিয়োগ : এ পন্থায় ইসলামী ব্যাংক কোন উৎপাদনমুখী প্রকল্পের মূলধনে অংশগ্রহণ করে এবং প্রকল্পের মালিকানায় অংশীদার হয়। এ ক্ষেত্রে সহ-অংশীদার হিসেবে প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানেও ব্যাংকের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থাকে এবং শরী'আহ্ মোতাবেক প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হয়। তবে ইসলামী ব্যাংক-এ পূর্বে কোন প্রকার মুনাফার হার নির্ধারিত থাকে না যেমন থাকে প্রচলিত সুদী ব্যাংকে।

৩. **শরী'আহ্ কাউন্সিল থাকা :** ইসলামী ব্যাংকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর শরী'আহ্ কাউন্সিল।[২] ব্যাংকের অভ্যন্তরীন কার্যক্রম থেকে শুরু করে বাজারে লেন-দেনসহ সকল প্রকার কার্যক্রমে যাতে কোন প্রকারেই সুদের অনুপ্রবেশ ঘটতে না পারে এবং ব্যাংক পরিচালনায় যেন শরী'আহ্র নীতিমালা লংঘিত না হয় তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার শুরুতেই একটি শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠন করে। এ কাউন্সিলের সদস্য হন ইসলামী শরী'আহ্ এবং অর্থনীতি সম্পর্কে বিদগ্ধ 'আলিমগণ।[৩] শরী'আহ্ কাউন্সিল সর্বদা ব্যাংকের কার্যক্রম নিরীক্ষণই করেন না বরং ব্যাংকের যে কোন কার্যক্রমকে শরী'আহ্ সম্মত নয় বলে চিহ্নিত করার মাধ্যমে তাতে বাধা দেয়ার ক্ষমতাও রাখেন।

৪. **যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা :** যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি[৪] যাকাত প্রদান ও তা সংগ্রহের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ইসলামের বিধান মোতাবেক দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা পালন করে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে বর্তমানে মুসলিমগণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে যাকাত প্রদান করে থাকে। এতে সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সাধন হয় না।[৫] তাই ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব উদ্যোগে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে যাকাতের অর্থ সংগ্রহ করে তা সমাজের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করে। যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর বৈষম্য দূর করার প্রয়াস চালানো ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৫. **আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন :** ইসলামী ব্যাংকের চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হল, সমন্বিতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। ইসলামের মৌলিক 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস এবং মানব জীবন সম্পর্কে

---

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ৪র্থ সং, ২০০৯, পৃ. ২২৯

৫. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

Dhaka University Institutional Repository

এর নিজস্ব ধারণা থেকেই ইসলামী ব্যাংকের এ বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব হয়েছে।[১] ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এর এক অংশকে অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের প্রতিও দৃষ্টি দেয়া ইসলামের নীতি। ইসলামী ব্যাংক যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে সামাজিক উন্নয়নকে অথবা সামাজিক উন্নয়ন থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চায় তাহলে তা ইসলামের মৌলিক দৃষ্টিঙ্গীর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে না। কারণ পৃথকভাবে শুধুমাত্র এর কোন একটির প্রতি নজর দিলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এজন্য ইসলামী ব্যাংককে সর্বদা আর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি দিতে হয়। ইসলামী ব্যাংককে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রধানত পাঁচটি[২] লক্ষ্যার্জন করতে হয়। যথা : ১. ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে ইন্‌সাফ প্রতিষ্ঠা করা ২. বিত্তহীন ও স্বল্প আয়ের লোকদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করা ৩. মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ৪. ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং ৫. মানবকল্যাণের সাথে পরিবেশের উন্নয়ন সাধন করা।

ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য পরিচালনাগত, আদর্শগত ও নীতিগত।[৩] ইসলামী ব্যাংকের কর্মধারাও প্রচলিত ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকের লেন-দেন সম্পূর্ণভাবে সুদমুক্ত এবং ন্যায়ানুগ মুনাফা এ ব্যাংকের আর্থিক লেন-দেনের ভিত্তি। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকের মূল ভিত্তি হল সুদ এবং উচ্চতর মুনাফা। ইসলামী ব্যাংকের মূল লক্ষ্য আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকের মূল লক্ষ্য হল যে কোন মূল্যে মুনাফা নিশ্চিত করা। ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্যসমূহ সুবিদিত। নিম্নে ইসলামী ব্যাংক ও প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ[৪] তুলে ধরা হল :

- **পরিচালনাগত পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংকের যাবতীয় কার্যাবলী পবিত্র কুর'আন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের কার্যাবলী এর কোনটির আলোকে পরিচালিত হয় না।
- **আদর্শিক পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংকের প্রধান লক্ষ্য হল, মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে সকল শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করে শোষণের অবসান ঘটানো। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংক সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক কল্যাণের ব্যাপারে নির্বিকার, বরং মুষ্টিমেয় শ্রেণীর ভাগ্যোন্নয়নই এর প্রধান লক্ষ্য।
- **নীতিগত পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক নীতিগতভাবে নিজেকে সমাজের একটি অংশ মনে করে। এর লক্ষ্য হল, আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম করা এবং সম্ভাব্য সকল উপায়ে মানুষকে আর্থিক

১. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং : একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬
৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩
৪. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬-২৮

Dhaka University Institutional Repository

সহায়তা প্রদান করা। কিন্ত প্রচলিত ব্যাংক আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমে দায়বোধ করে না।

- **শার‘ঈ পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক শরী‘আহ্র আলোকে নিজ সম্পদের যাকাত প্রদান করে এবং অন্যদের যাকাত, সাদকা ও অনুদানের অর্থ সংগ্রহ করে তা পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট খাতে জনকল্যানমূলক কাজে ব্যয় করে থাকে। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংকে এ ধরনের কোন কার্যক্রম নেই।
- **কারবারি পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক তার সকল কার্যক্রমে সম্পূর্ণরূপে সুদ পরিহার করে চলে। অপরপক্ষে প্রচলিত ব্যাংকের মূল ভিত্তি হল সুদ। ইসলামী ব্যাংকের আয়ের উৎস হল মুনাফা কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকের আয়ের উৎস সুদ। সুদ হল পূর্ব নির্ধারিত ও নিশ্চিত। প্রচলিত ব্যাংককে গ্রাহক সুদ দিতে বাধ্য থাকে এবং তাতে ব্যাংকের কোন লোকসান নেই। অপরদিকে মুনাফা অনির্ধারিত এবং অনিশ্চিত হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়কেই লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়।
- **ব্যবহারিক পার্থক্য :** গ্রাহকদের সাথে ইসলামী ব্যাংকের সম্পর্ক হল অংশীদারিত্ব ভিত্তিক। যাতে একে অন্যের লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব বহন করে। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের সম্পর্ক হল মহাজন-খাতকের। যাতে লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব ব্যাংক বহন করে না।
- **ব্যবসায়িক পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক সর্বদা অংশীদারিত্ব ভিত্তিক পণ্যের ব্যবসা করে কিন্তু টাকার ব্যবসা করে না। পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাই কেবল ব্যাংক লাভ করে থাকে। অপরপক্ষে প্রচলিত ব্যাংক পণ্য নয় বরং সরাসরি টাকার ব্যবসা করে, যাতে সুদ হল মুনাফা।
- **নৈতিক পার্থক্য :** যে সব পণ্য সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে পরিগণিত, তাতে অধিক মুনাফা অর্জিত হলেও ইসলামী ব্যাংক সে সব পণ উৎপাদনে বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে প্রচলিত ব্যাংক এসব বিষয়ে কোন বাছ-বিচার করে না।
- **প্রায়োগিক পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক বাস্তবতার নিরিখে সামাজিক উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক এ ধরনের কোন কার্যক্রম অনুশীলন করে না।
- **তাত্ত্বিক পার্থক্য :** ইসলামী ব্যাংক সর্বাগ্রে অত্যাবশ্যকীয় খাত ও সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করে থাকে। অপরপক্ষে প্রচলিত ব্যাংক এসব বিবেচনা না করে মুনাফার ওপরই অধিক গুরুত্ব দেয়।

সুতরাং, ইসলামী ব্যাংক হল এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান যা ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, সমাজ থেকে সুদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে ইনসাফভিত্তিক অর্থব্যবস্থা কায়েম করা। ইসলামী ব্যাংক তার সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এর স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যকার পার্থক্য হল নীতিগত ও পদ্ধতিগত। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক লেন-দেন ও বিনিয়োগসহ অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় সব ধরণের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত 'ইসলামী অর্থব্যবস্থা' কোন নতুন ধারণা নয়। প্রায় ১৪০০ বছর আগে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর নেতৃত্বে পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় এ অর্থব্যবস্থার গোড়াপত্তন হয়।[১] আর তা থেকেই আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি। বিশ্বে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় মিসরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে এবং বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে। বর্তমানে বিশ্বের ৭০টিরও বেশী দেশে প্রায় তিন শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদমুক্ত আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে মোট ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। তাছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বিবরণী অনুযায়ী আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক চালুর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং দেশের শতকরা ৯২ ভাগ মুসলিম জনগণের আত্মিক প্রত্যাশার প্রতিফলন। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের সাথে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সূচনার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিংশ শতাব্দির অর্থনীতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি ঘটনা। সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব আধুনিক অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। প্রায় ৩শত বছর[২] ধরে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় নিষ্পেষিত মুসলিম উম্মাহ্র মনে যখন এই ধারণা বদ্ধমূল হতে শুরু করে যে, সুদ বিহীন আধুনিক ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন রূপকথার উপাখ্যান বৈ অন্য কিছু নয়, তখন ১৯৬৩ সালে মিসরের মিটগামারে 'সেভিংস ব্যাংক' নামে বিশ্বের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৩] এ ব্যাংকটি আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সফল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা পর্বকে দু'টি ভাগে আলোচনা করা যায়। যথা :

---

১. Prof. M. Raihan Sharif, *Islamic Economics : Principles and Applications*, Dhaka : I F B, 1st Ed., 1985, P. 17; আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব-প্রয়োগ-পদ্ধতি*, প্রাগুক্ত পৃ. ২৫

২. প্রতিষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং ঠিক কবে শুরু হয় এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, এগারো শতকের কোন এক সময় প্রথম 'ব্যাংক অব ভেনিস' এর যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১১৫৭ সালে জেনেভায় 'দি ব্যাংক অব সেনজির্জিও' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে ১৪০১ সালে 'ব্যাংক অব বার্সেলোনা' এবং ১৬৯৪ সালে 'ব্যাংক অব ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বে আধুনিক ব্যাংকিং-এর যাত্রা শুরু হয়।

৩. ইকবাল কবীর মোহন, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ক. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার তাত্ত্বিক যুগ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মুসলিম দেশগুলোর জনমনে নিজ জাতিসত্তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায়।[১] ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক সমাজ পুনর্গঠনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে সুদ বর্জন এবং ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সমকালীন মুসলিম চিন্তাবিদদের[২] ক্ষুরধার লেখনিতে প্রধান স্থান দখল করে। কুড়ি শতকের শেষ পর্বে এ সকল মুসলিম চিন্তানায়কগণ বিশ্বব্যাপী সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার বিপরীতমুখী আধুনিক ইসলামী অর্থব্যবস্থার কল্যাণকর দিকসমূহ ক্রমাগতভাবে তাঁদের বক্তৃতা-বিবৃতি ও লেখনির মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরতে থাকেন। তন্মধ্যে ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা ও সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি মুসলিম চিন্তাবিদগণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে সুদবিহীন ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা নির্দেশ করে তা বাস্তবায়নের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে মুসলিম চিন্তাবিদদের ক্রমাগত প্রচার মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং এ সময় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর মৌলিক গবেষণাকর্ম[৩] সম্পাদিত হয়।

খ. ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন যুগ

চল্লিশের দশক থেকে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদদের প্রদত্ত বাস্তব দিক-নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে ফলপ্রসূ হতে শুরু করে ষাটের দশকের শুরুতে। ১৯৬১ সালে মিসরের সর্বোচ্চ ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'কলেজ অব ইসলামিক রিসার্চ' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে এ কলেজের পক্ষ থেকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে ৪০টিরও বেশী মুসলিম দেশের শতাধিক নেতৃস্থানীয় ইসলামী চিন্তাবিদ যোগদান করেন। সম্মেলনে

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২. বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে আরম্ভ করে আশির দশক পর্যন্ত যে ক'জন মনীষী ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাধারায় ব্যাপক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হন তন্মধ্যে 'আল্লামা ইকবাল, সাইয়েদ হাসান আল বান্না, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, 'আল্লামা হিফজুর রহমান, আনোয়ার ইকবাল কোরেশী, শেখ মাহমুদ আহমদ, মোহাম্মদ 'উজায়ের, মোহাম্মদ আল-'আরাবী, এস. এ ইরশাদ, ড. নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, এম মোহসিন প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

৩. চল্লিশের দশকের শেষের দিকে আনোয়ার ইকবাল কোরেশী ইসলামী ব্যাংকিং এর একটি কাঠামোগত ধারণা পেশ করেন। ১৯৫২ সালে শেখ মাহমুদ আহমাদ তাঁর প্রবন্ধে জয়েন্ট স্টক কোম্পানীর ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার বিষয়টি উত্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালে মোহাম্মদ 'উজায়ের তাঁর প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংকের কর্মপদ্ধতিতে মুদারাবা মূলনীতি সংযুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯৮২ সালে এম মোহসিন আধুনিক পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর ব্যাপারে একটি বিস্তৃত কাঠামো উপস্থাপন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সুদভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিকল্পস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও মতামত আহ্বান করা হয়।[১] এটিকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দেয়ার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আধুনিক বিশ্বের সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে মিসরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে ড. আহমদ আল নাজ্জারের উদ্যোগে।[২] পরবর্তীতে এ ব্যাংকটির অনুকরণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর প্রক্রিয়া জোরদার হতে থাকে।

সরকারীভাবে সর্বপ্রথম ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক 'তাবুং হাজী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে মালয়েশিয়ায় ১৯৬৯ সালে।[৩] কোন মুসলিম দেশে সরকারীভাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর এটিই প্রথম উদ্যোগ। ষাটের দশক পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তব ও সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর পর সত্তরের দশকে তা একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রা লাভ করে। ১৯৭২ সালে নাসের স্যোসাল ব্যাংক, ১৯৭৫ সালে দুবাই ইসলামী ব্যাংক, ১৯৭৭ সালে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ও ফায়সাল ইসলামী ব্যাংক মিসর ও সুদান প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৪] সত্তরের দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ধারার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) IDB -এর প্রতিষ্ঠা লাভ। আইডিবির কার্যক্রম শুরু হওয়ার পরবর্তী পাঁচ বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কুড়িটির বেশী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫]

আশির দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সর্বাধিক অগ্রগতি সাধিত হয়। এ দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতিসমূহ হল :

- সৌদী আরবে ১৯৮১ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে বিভিন্ন মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক নিজ নিজ দেশে 'নিজস্ব ও স্বতন্ত্র' ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানানো। সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্টের অংশগ্রহণ এবং ঐ আহ্বানে তাঁর সাড়া প্রদান।[৬]
- ১৯৮১ সালে খার্তুম সম্মেলনে OIC- এর সদস্য দেশসমূহের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সংস্থার প্রধানদের ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাব অনুমোদন।[৭]

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২. এ. এ. এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : হেলেনা পারভীন, ২য় সং, ২০০৪, পৃ. ৫৬

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

৪. *ইসলামী ব্যাংক : অগ্রগতির ২১ বছর*, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, দৈনিক সংগ্রাম, আবুল আসাদ সম্পা., ঢাকা : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৪, পৃ. ১৫

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮৩ সালে মালয়েশিয়া ও তুরস্কে সরকারীভাবে ইসলামী ব্যাংকিং আইন পাস।[১]
- ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রথম ইসলামী ব্যাংক হিসেবে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর কার্যক্রম শুরু।[২]
- ১৯৮৪ সালে ইরানের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে পুনর্গঠন।
- ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ইসলামী করণ।[৩]

আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে ক্রমবিকাশমান ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়ায় শতাধিক এবং পরবর্তী দশকে তা তিন শতাধিকে উন্নীত হয়।[৪] নব্বইয়ের দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সার্বিকভাবে একটি মজবুত কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান হয়।

- ১৯৯০ সালে বাহরাইনে ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ নীতিমালা প্রয়োগ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বা 'আওইফি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫]
- ১৯৯১ সালে 'আওইফি' একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়।[৬]

একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা পূর্ণ পেশাদারিত্বে প্রবেশ করে। এ দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত হয়।

- ২০০২ সালে শরী'আহ্ অনুসৃত দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামী আর্থিক সেবা শিল্পের বিকাশ ঘটানো এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালুর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Financial Services Board (IFSB)। ধর্ম, বর্ণ, জাতি নির্বিশেষে বিশ্বব্যাপী সবার জন্য ইসলামী অর্থনীতি জ্ঞানের ব্যবস্থা করা এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তৈরীর লক্ষ্যে ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Center for Education in Islamic Finance (INCEIF) বা 'ইনসেইফ'।[৭]

---

১. প্রাগুক্ত
২. *ইসলামী ব্যাংক : অগ্রগতির ২১ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫
৪. প্রাগুক্ত
৫. *ইসলামী ব্যাংক : অগ্রগতির ২১ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৬. সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন, *ইসলামিক ফাইন্যান্স*, ঢাকা, ২০০৫, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬
৭. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

Dhaka University Institutional Repository

ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৭০টি[১] মুসলিম-অমুসলিম দেশে বিস্তার লাভ করেছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এ ক্রমবিস্তারের প্রতি ইঙ্গিত করে সাইপ্রাসভিত্তিক আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা 'ক্যাপিটাল ইন্টেলিজেন্স' এর এক গবেষণায় বলা হয়েছে :

> সাম্প্রতিক বিশ্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত ক্রমবিকাশ ঘটছে। বহু দেশের উন্নয়ন কার্যক্রমে এ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপকতর গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে।[২]

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও সাফল্যে উৎসাহী হয়ে বহু সুদী ব্যাংক এবং বিশ্বের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম দেশ ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালু করেছে।[৩] বর্তমানে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও ভারতে[৪] ইসলামী ব্যাংকিং ক্রমবর্ধমান হারে বিস্তৃতি লাভ করছে এবং ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।[৫]

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পটভূমি

সুদ থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তেই ইসলামী ব্যাংকিং-এর উৎপত্তি।[৬] বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ মুসলিম। ইসলামে সুদকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন কাল থেকে এদেশের আপামর দরিদ্র জনসাধারণ সুদ দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হয়ে আসছে।[৭] যুগ যুগ ধরে এদেশের মানুষ লড়াই করেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এবং তাদের দোসরদের অর্পিত চড়া সুদের বিরুদ্ধে। ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং সুদ বঞ্চনার কারণে সুদের প্রতি এদেশের মানুষের মনে তৈরী হয়েছে প্রবল ঘৃণা। স্বভাবতই এদেশের মানুষের মনে দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার। ব্রিটিশ আধিপত্যবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি

---

১. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, Dhaka : Public Relations Department, I B B L, 2012, P. 9

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা', *মাসিক দারুস সালাম*, ইসলামী ব্যাংকিং সংখ্যা, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

৪. *ইসলামী ব্যাংক : অগ্রগতির ২১ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৫. ড. এম ওমর চাপরা, *ইসলামি দৃষ্টিকোন থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ড. মাহমুদ আহমদ অনূ., ঢাকা : বি আই আই টি, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ২৮৬

৬. কাজী ওমর ফারুক, *ইসলামী ব্যাংকিং : পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ৬২

৭. আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া, *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*, ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩, পৃ. ৪৩৮

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে পাকিস্তানের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭১ সালে যখন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে, তখন এদেশের মুসলিম জনসাধারণের মনে ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সে আকাঙ্ক্ষা আরো বহুগুণে বেড়ে যায়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথিতযশা ইসলামী চিন্তাবিদগণ[১] ক্রমাগতভাবে সুদমুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তিপূর্ণ ও জোরালো বক্তব্য রাখেন।[২] তাঁদের প্রচার-প্রচারণায় ইসলামে হারামকৃত সুদকে চিরতরে বয়কট এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান কায়েম করে সুদমুক্ত কল্যাণকর ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার বিষয় প্রাধান্য পায়। ইসলামী চিন্তাবিদগণ জনসাধারণকে এ ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, এ দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম সমাজকে সুদের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানো সম্ভব অপরদিকে এ দেশের আপামর জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও ঘটানো সম্ভব। ইসলামী অর্থব্যবস্থাই কেবল দেশের অর্থনীতিকে প্রাগ্রসর করে তুলতে পারে।[৩] ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পক্ষে প্রামাণিক ও যুক্তিভিত্তিক ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা এদেশের জনমনকে চূড়ান্তভাবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষী করে তোলে। স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জোর দাবী উঠতে থাকে।[৪] এ সময় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নানামুখী তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়। পরিশেষে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে স্থাপিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সূচনাপর্বে ত্রিমাত্রিক তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যায় :

ক. আন্তর্জাতিক তৎপরতা

খ. সরকারী তৎপরতা

গ. বেসরকারী তৎপরতা

ক. আন্তর্জাতিক তৎপরতা

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দির মধ্যভাগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গড়ে ওঠা ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের অংশ বিশেষ। ১৯৬৩ সালে মিসরের মিটগামার থেকে বিশ্বময় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। ষাটের দশকে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রপ্রধানগণ বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়নের যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ

---

১. বাংলাদেশে একটি সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে ক'জন অর্থনীতিবীদ ও ইসলামী চিন্তাবিদ জোরালো ভূমিকা পালন করেছেন তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক প্রফেসর ড. এম এন হুদা, প্রফেসর ড. কে টি হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ড. হাসান জামান, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, মাওলানা মুহাম্মদ 'আবদুর রহীম, 'আল্লামা 'আজীজুল হক ও মাওলানা নূর মোহাম্মদ 'আজমী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

করেন, এদেশের ইসলামী ব্যাংক সে পরিকল্পনার একটি অংশ।[১] ১৯৭৪ সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) জেদ্দা সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে Islamic Development Bank (IDB) বা ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে আইডিবি দেশে দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার তৎপরতা শুরু করে দেয়। আইডিবি বাংলাদেশেও সে প্রয়াসে এগিয়ে আসে।[২] ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে এবং বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ প্রদর্শন করে।[৩] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পেছনে যে কয়টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান মূখ্য ভূমিকা পালন করে আইডিবি তন্মধ্যে অন্যতম। আইডিবি ছাড়াও আরো দু'টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সরাসরি ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠানদ্বয় হল, দুবাই ইসলামী ব্যাংক ও বাহরাইন ইসলামী ব্যাংক।[৪] বাংলাদেশে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন দেশের নামকরা কয়েকটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তার অধিকর্তাগণ[৫] বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ও দেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন চুক্তি ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে একীভূত করে। তন্মধ্যে উল্লখযোগ্য[৬] হল-

- ১৯৭৪ সালে ওআইসির জেদ্দা সম্মেলনে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠার সনদে বাংলাদেশের স্বাক্ষর গ্রহণ।
- ১৯৭৮ সালে ডাকারে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে বাংলাদেশকেও ইসলামী ব্যাংক চালুর ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত করানো।
- ১৯৭৯ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত আরব আমীরাতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বাংলাদেশে দুবাই ইসলামী ব্যাংকের মতো ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করা।

---

১. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
২. প্রাগুক্ত
৩. *ইসলামী ব্যাংক : অগ্রগতির ২১ বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
৪. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৫. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য যে সকল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ও খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদী আরবের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত শাইখ ফুয়াদ 'আবদুল হামিদ আল খতীব, সৌদী আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শাইখ আহমদ সালেহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজের চেয়ারম্যান শাইখ আহমদ বা'জী আল্ ইয়াসমিন এবং রিয়াদের আলরাজী কোম্পানীর শাইখ সুলাইমান আল রাজী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
৬. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮১ সালে খার্তুম সম্মেলনে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার একটি সর্বসম্মত কাঠামো উদ্ভাবনের প্রস্তাবে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা।

খ. সরকারী তৎপরতা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ১৯৭১ সালে সদ্য স্বাধীন হওয়া বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের কাছে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ সুবাদে বাংলাদেশ সরকার কোনরূপ সংশয় ব্যতিরেকে বিশ্বব্যাপী ইসলামী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নেয়। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর প্রশ্নে জনগনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্তর্জাতিক চাহিদাকে সামনে রেখে সরকার ১৯৭৪ সাল থেকে বিভিন্ন তৎপরতায় অংশ নেয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। যেমন-

- ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ আইডিবি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং তাতে বাংলাদেশে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।[১]
- ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে এবং ইসলামী ব্যাংকের সংজ্ঞা ও এর পক্ষে সুপারিশ অনুমোদন করে।[২]
- ১৯৮০ সালে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং পর্যবেক্ষণ শেষে পরবর্তী বছর ঐ প্রতিনিধি বাংলাদেশ সরকারের কাছে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে প্রতিবেদন পেশ করে।[৩]
- ১৯৮০ সালে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পরাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়।[৪]
- ১৯৮০ সালে ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর দেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৫]

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, ibid, p. 9

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৪. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৫. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে ঐতিহাসিক মক্কা ও তায়েফ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট[১] বিশ্বের সকল মুসলিম দেশগুলোকে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানান।[২]

গ. বেসরকারী তৎপরতা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ১৯৭৭ সাল থেকে কর্মতৎপরতা শুরু করে। তন্মধ্যে ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ওয়াকিং গ্রুপ ফর ইসলামী ব্যাংকিং ইন বাংলাদেশ, মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট ফর ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, বায়তুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান[৩] উল্লেখযোগ্য। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার তিনটি প্রধান দিক লক্ষ্য করা যায় :

১. ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে ইসলামী ব্যাংকিং-এর দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

২. জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার-প্রচারণা চালানো এবং সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

৩. ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় ফাণ্ডের ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সূচনা পর্বে এসকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের উল্লেখযোগ্য কিছু কর্মতৎপরতা[৪] হল :

- ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ঢাকায় ইসলামী অর্থনীতির উপর তিনদিনব্যাপী একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে।
- ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে এ প্রতিষ্ঠানটিই দু'দিনব্যাপী আরেকটি সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্তনীতিবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশে একটি বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

---

১. বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মরহুম জিয়াউর রহমান ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'The Islamic countries should develop a separate banking system of their own in order to facilitate their trade and commerce.'

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৩. প্রাগুক্ত

৪. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট এর উদ্যোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর দু'দিনব্যাপী এক সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে বাইতুশ শরফ ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ১৯৮১ সালের ২৬ অক্টোবর-২৪ নভেম্বর সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর একমাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে।
- ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে ১২ দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে।
- ১৯৮২ সালে নভেম্বর মাসে আইডিবির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে একটি বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকা আগমন করে। প্রতিনিধি দল তাতে সন্তোষ প্রকাশ করলে চূড়ান্তভাবে সরকারের কাছে ব্যাংক স্থাপনের অনুমোদন চাওয়া হয়।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মপ্রক্রিয়ায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার পাশাপাশি দেশের প্রখ্যাত কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্বের[১] রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় যাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা অনস্বীকার্য ।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার শুভ যাত্রা

বহুমাত্রিক কর্মতৎপরতা ও দীর্ঘ চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর অবশেষে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আলোর মুখ দেখতে পায়। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধন লাভ এবং ২৮ মার্চ ব্যাংকিং লাইসেন্স লাভ করে একই বছর ৩০ মার্চ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' (আইবিবিএল) এর যাত্রা শুরু হয়।[২] রাজধানী ঢাকার ৭৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় ব্যাংকের রেজিস্টার্ড অফিসে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড' এর কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়।[৩] আইবিবিএল-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে পথচলা শুরু হয় বহু কাঙ্খিত সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার। আইডিবিসহ মধ্য প্রাচ্যের কয়েকটি ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের

---

১. বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সূচনা পর্বে যে ক'জন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন- এম. 'আযীযুল হক, সাইয়্যেদ মুহাম্মদ 'আলী, আলহাজ্ব আবদুর রাজ্জাক লস্কর, আলহাজ্ব মাওলানা 'আবদুল জাব্বার শাহ্, আলহাজ্ব মফিজুর রাহমান প্রমূখ।

২. আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ২০০৭, পৃ. ৬

৩. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সহযোগিতা এবং দেশীয় উদ্যোক্তাদের মূলধন নিয়ে ব্যাংকটি তার কার্যক্রম শুরু করে।[১] সূচনা পর্বে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০ কোটি টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৮কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধনের ৭০% যোগান দিয়েছে বিদেশী উদ্যোক্তারা। ১৫% মূলধনের যোগানদাতা দেশীয় উদ্যোক্তারা এবং বাংলাদেশ সরকার মূলধনের ৫% অংশীদার।[২] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এদেশের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘ দিনের আকাঙ্খার বাস্তবায়ন। এ নতুন পদ্ধতি চালু হওয়ার ফলে প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপনের বাস্তব সুযোগ সৃষ্টি হয়।[৩] দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থায় সঞ্চার হয় নতুন গতির।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের সাফল্যের পথ ধরে ১৯৮৭ সালের ২০ মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড' (প্রতিষ্ঠাকালীন নাম আল বারাকাহ্ ব্যাংক লিমিটেড)।[৪] পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড',[৫] ১৯৯৫ সালে ২২ নভেম্বর 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড',[৬] ২০০১ সালের ১০ মে 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড',[৭] ২০০৪ সালের ১ জুলাই প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয় 'এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড',[৮] ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয় 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'[৯] এবং ২০১৩ সালের ৭ এপ্রিল প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো একটি ইসলামী ব্যাংক 'ইউনিয়ন ব্যাংক'।[১০] ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ইউনিয়ন ব্যাংকের আলোচনা এ অভিসন্দর্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১
২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., *অগ্রগতির দুই বছর*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ১৯৮৫
৩. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০
৪. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 69
৫. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 28
৬. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 66
৭. Shahjalal Islami Bank, Annual Report 2012, Dhaka, pp. 66-67
৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯
৯. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35
১০. http://www.businesstimes24.com/?p=135861 (accessed 25 May 2014)

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশধারা

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ সরকার সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে এবং ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বহু কাঙ্ক্ষিত ইসলামী ব্যাংক। ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো ৬টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ২০১২ সালে এদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে। নিম্নে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের ধারা তুলে ধরা হল :

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের ক্রমধারা

- ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাসে আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর প্রদান। এতে বাংলাদেশ অন্যান্য মুসলিম দেশের মত নিজ দেশে ইসলামী শরী'আহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত সুদমুক্ত ব্যাংকিং চালুর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।[১]
- ১৯৭৮ সালে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশের আলোকে নিজ দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশের ঐকমত্য পোষণ।[২]
- ১৯৮০ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ওআইসিভুক্ত দেশসমূহের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক সদস্য দেশসমূহের জন্য একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সুপারিশ পেশ।[৩]
- ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন দেশের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ।
- ১৯৮০ সালে ডিসেম্বর মাসে ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরোর উদ্যোগে ঢাকায় ইসলামী ব্যাংকিং এর উপর একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠান। সেমিনারে বাংলাদেশে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান।[৪]
- ১৯৮১ সালের জানুয়ারীতে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট কর্তৃক বিশ্বের সকল মুসলিম দেশসমূহকে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে স্বতন্ত্র ব্যাংক ব্যবস্থা চালুর আহ্বান জানানো।[৫]
- ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে আইডিবির একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফরে আসে এবং

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় আইডিবির সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান।[১]

- ১৯৭৭ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারী আর্থ-সামাজিক সংস্থা কর্তৃক বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা। তন্মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষ জনবল তৈরীর উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন ।[২]
- ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ সর্বাত্মক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠা লাভ।[৩]
- ১৯৮৭ সালে ৩০ মে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠা লাভ।[৪]
- ১৯৯৫ সালে ২৭ সেপ্টম্বর বাংলাদেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠা লাভ।[৫]
- ১৯৯৫ সালে ২২ নভেম্বর চতুর্থ ইসলামী ব্যাংক 'সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এর আত্মপ্রকাশ লাভ।[৬]
- ২০০১ সালে ১০ মে দেশের পঞ্চম ইসলামী ব্যাংক 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' এর প্রতিষ্ঠা লাভ।[৭]
- ২০০৪ সালের ১ জুলাই বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংক 'এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড' এর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর লাভ।[৮]
- ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী সুদভিত্তিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিত্যাগ করে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড'।[৯]

---

১. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, ibid, p. 9

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৪. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*. Dhaka, p.8

৫. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৬. প্রাগুক্ত

৭. প্রাগুক্ত

৮. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯

৯. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

বাংলাদেশের মুসলিম জনসাধারণ বহুকাল যাবত সুদ ভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেষিত হয়ে আসছিল। ধর্মীয় ও নৈতিক দায়বোধের কারণে এ দেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে সুদ মুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়।[১] এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৮৩ সালে এ দেশে সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত দেশের প্রথম সুদ মুক্ত ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর শুভযাত্রা এ দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষের বহুকালের স্বপ্ন পূরণের পথে একটি মাইলফলক।[২] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড এর অসামান্য সাফল্যে এ দেশের মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। বাণিজ্যিকভাবে অর্জিত সাফল্য এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর কর্মতৎপরতা এ দেশের ব্যাংকিং জগতে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।[৩] বাংলাদেশে ব্যাংকিং সম্পর্কে কেবলমাত্র অর্থ লেন-দেনের ধরাবাঁধা প্রচলিত ধারণারও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয় ইসলামী ব্যাংকিং। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এখন বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে একটি মৌলিক কার্যসূচিতে পরিণত হয়েছে।

স্বল্প সময়ে অর্জিত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের পথ ধরে ক্রমান্বয়ে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত আরো ৬টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং আরো ৭টি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে কাজ করছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ৭৭০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ৩০টি উইন্ডোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।[৪]

---

১. মু. আযীযুল হক, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ঐতিহাসিক অগ্রগতি: অতীতের দিকে ফিরে দেখা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, জানুয়ারী-জুন ২০০৮, পৃ. ৪৭

২. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশের সনাতন ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর উপর একটি বিশেষ সমীক্ষা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, জানুয়ারী-জুন ২০০৮, পৃ. ৭১

৩. মু. আযীযুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক সর্বোত্তম ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ ও ২৯.৫ ভাগ। বাজারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগতি লক্ষণীয়। আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অংশ যথাক্রমে ১৭.৫% ও ২০.৭%। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ যথাক্রমে শিল্পে ১৯%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়নে ২০.৯% ও পরিবহণ খাতে ১৩.৩% ।[১]

নিম্নে বাংলাদেশে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ৮টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের নাম, প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমানে শাখার সংখ্যা তুলে ধরা হল :

বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহ[২]

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	শাখার সংখ্যা
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩০ মার্চ, ১৯৮৩	২৮৩
আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	৩০ মে, ১৯৮৭	৩৩
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২৭ সেপ্টম্বর, ১৯৯৫	১০০
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২ নভেম্বর ১৯৯৫	৮৬
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০ মে, ২০০১	৮৪
এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১ জুলাই, ২০০৪	৭২
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১ জানুয়ারী ২০০৯	১০০

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

২. ইকবাল কবীর মোহন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া যে সকল প্রচলিত ব্যাংক পৃথক শাখা খোলার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর বিবরণ নিম্নোক্ত ছকে দেয়া হল :

প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম[১]

ব্যাংকের নাম	ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু	ইসলামী ব্যাংকিং শাখার সংখ্যা
প্রাইম ব্যাংক লিমিটেড	১৯৯৫	৫
যমুনা ব্যাংক লিমিটেড	২০০১	২
ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	২
সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	৫
প্রিমিয়ার ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	২
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	২০০৩	১
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিমিটেড	২০০৪	১
এইচএসবিসি	২০০৪	১
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	৫
অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	৫
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	২০১০	২
স্টান্ডার্ড চ্যাটার্ড ব্যাংক লিমিটেড	২০০৯	২
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	২০০৮	৫
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	২০০৮	৪

বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিবরণ

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক হিসেবে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ সীমিত দায়ের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে নিবন্ধন লাভ করে।[২] ব্যাংকের প্রথম শাখা 'লোকাল অফিস' রাজধানী ঢাকার মতিঝিলে ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট ব্যাংকটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়। বর্তমানে ঢাকার ৪০, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ১৭তলা বিশিষ্ট নিজস্ব আধুনিক ভবন 'ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার'-এ ব্যাংকের কর্পোরেট অফিস

১. মু. আযীযুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, 'ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে', *অর্থনীতি গবেষণা*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পা., সংখ্যা-১৪, নভেম্বর, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৩৫

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থিত।[১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বর্তমানে দেশের প্রায় সবক'টি উপজেলায় ২৮৩টি (সর্বশেষ গোপালগঞ্জ) শাখা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।[২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর লক্ষ্য হল :

কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা করা এবং সব ধরণের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, বিভিন্নমুখী বিনিয়োগ কার্যক্রম বিশেষ করে দেশের অগ্রাধিকার খাত ও স্বল্পোন্নত এলাকায় বিনিয়োগের মাধ্যমে সুষম উন্নয়ন সাধন।

স্বল্প আয়সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থ সামাজিক উন্নয়ন করা ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।[৩]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর স্থানীয় উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল যথাক্রমে : দি ইবনে সিনা ট্রাস্ট, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ও বায়তুশ শরফ ফাউন্ডেশন। অপরদিকে বিদেশী উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, সৌদি আরব; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজ, কুয়েত; জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক, জর্ডান; ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এক্সচেঞ্জ কর্পোরেশন, কাতার; বাহরাইন ইসলামিক ব্যাংক, বাহরাইন; ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিং এসএ, লুক্সেমবার্গ; আল-রাজী কোম্পানি ফর কারেন্সি এক্সচেঞ্জ এন্ড কমার্স, সৌদি আরব; দুবাই ইসলামিক ব্যাংক, সংযুক্ত আরব আমিরাত; দি পাবলিক ইনস্টিটিউশন ফর সোস্যাল সিকিউরিটি, কুয়েত; মিনিস্ট্রি অব আওকাফ এন্ড ইসলামিক এফেয়ার্স, কুয়েত ও মিনিস্ট্রি অব জাস্টিস, কুয়েত।[৪] এছাড়া ব্যক্তি পর্যায়ে আরো অনেক উদ্যোক্তা রয়েছেন যাঁরা ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ৩৬.৯১% মালিকানা স্থানীয় শেয়ারহোল্ডারদের এবং ৬৩.০৯% মালিকানা বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের।[৫] বর্তমানে ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ৬০,৩০২।[৬]

১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠার সময় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮০ মিলিয়ন টাকা যা ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ১২,৫০৯.৬৪ মিলিয়ন টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।[৭] ব্যাংকটি কাজ শুরু করার সময় অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫০

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৫
২. দৈনিক সংগ্রাম, আবুল আসাদ সম্পাদিত, বৃহস্পতিবার, ১৪ নভেম্বর ২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১৩
৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৩
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ন টাকা[১] যা ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ২০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।[২] প্রতিষ্ঠাকালীন সময় পরিশোধিত মূলধনের ৭০% ছিল বিদেশী উদ্যোক্তাদের এবং স্থানীয় উদ্যোক্তাদের ছিল ১৫%। তাতে বাংলাদেশ সরকারের মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট মূলধনের শতকরা ৫%।[৩]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড শরী'আহ্ অনুমোদিত যে সকল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা পরিচালনা করে সেগুলো হল, বাই-মুরাবাহা, বাই-মুয়াজ্জাল, বাই-ইসতি'জার, বাই-সালাম, বাই-ইসতিসনা, শিরকাতুল মিল্‌ক, মুদারাবা, মুশারাকা ও বাই-আস্-সরফ। গ্রাহকদের সেবায় ব্যাংক যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল, আল-ওয়াদীয়াহ্ চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব, মুদারাবা বিশেষ নোটিশ হিসাব, মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী বন্ড হিসাব, মুদারাবা ওয়াক্‌ফ ক্যাশ আমানত হিসাব, মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক আমানত হিসাব, মুদারাবা মাহার সঞ্চয়ী হিসাব, স্টুডেন্টস মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা কৃষক সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা এনআরবি সঞ্চয়ী বন্ড।[৪] এছাড়া ব্যাংক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে যে সকল কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, কার বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, মহিলা উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প, সোলার প্যানেল বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি।[৫]

বাংলাদেশের ৪৭টি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বিনিয়োগ ও আমানতের পরিমাণ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০১২ সালে ব্যাংকের আমানত ২০১১ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২২% অর্থাৎ ৭৫,৯৯০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালের শেষে ৪,১৭,৮৪৪ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ব্যাংকের সাধারণ বিনিয়োগ ২২% বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ ২০১১ সালের তুলনায় ৬৭,০৮০ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালে শেষে দাঁড়িয়েছে ৩,৭২,৯২১ মিলিয়ন টাকা।

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *অগ্রগতির দুই বছর*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ১৯৮৫, (পৃষ্ঠা নং বিহীন)

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪৩

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *অগ্রগতির দুই বছর*, প্রাগুক্ত

৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৩৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের আমানত হিসাবের সংখ্যা ৭ মিলিয়নের উপর দাঁড়িয়েছে।[১] ২০১২ সালে ০.১১ মিলিয়ন নতুন বিনিয়োগ গ্রাহক সংযোজিত হয়ে বছর শেষে মোট বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ০.৭০ মিলিয়ন। ২০১২ সালে ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১৫,৬০৮ মিলিয়ন টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ২৩% বেশী এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ।[২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বহুমুখী বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কন্সট্রাকশন ও রিয়েল এস্টেট, অবকাঠামো, কৃষি প্রভৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকটি ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। ব্যাংকটি এসএমই খাতে এ যাবত সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে আসছে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৬.৯৩%। এরপর রয়েছে শিল্প খাতে শতকরা ২৯.২১%, বাণিজ্যিক খাতে শতকরা ১১.২৬%, আবাসনে ৫.৪৬%, কৃষিতে ৫.৭৮%, এবং পরিবহণে ১.৯০%।[৩] ব্যাংকটির বিনিয়োগের শতকরা ৮৭% শহরাঞ্চলভিত্তিক এবং বাকী ১৩% গ্রামাঞ্চলভিত্তিক।[৪]

শিল্পখাত হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতির জীবনীশক্তি। তাই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করে। এরই আলোকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে বিশেষকরে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে নিঃশঙ্কচিত্তে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. প্রধানত তৈরী পোশাক, স্পিনিং, টেক্সটাইল, স্টীল, ভোজ্য তেল পরিশোধনাগার এবং ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লি. দেশের একমাত্র ব্যাংক যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১% শিল্পখাতে ব্যয় করে থাকে। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ছিল প্রায় ৩১%। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিনিয়োগ বেড়েছে ২৫%। শিল্পখাতে বিনিয়োগের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সবার শীর্ষে অবস্থান করছে।[৫] শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রকল্প সংখ্যা সর্বমোট ৩,৬২১টি। তন্মধ্যে টেক্সটাইল- স্পিনিং, উইভিং ও ডাইং ৪২১টি, স্টিল, রি-রোলিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং ২০৩টি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প ৯৫০টি, পোশাক শিল্প ও পোশাক শিল্পের যন্ত্রাংশ ৫৭৫টি, খাদ্য ও বেভারেজ ৫০টি, সিমেন্ট শিল্প ৯টি, ঔষধ শিল্প ৩৬টি, পোল্ট্রি ফিড ও হ্যাচারি ১১০টি, স্যানিটারী দ্রব্য ৪৯টি, রাসায়নিক, প্রসাধন সামগ্রী ও

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

পেট্রোলিয়াম ১৬১টি, মুদ্রণ ও বাঁধাই ১৫৭টি, বিদ্যুৎ ৮টি, সিরামিক ও ইট ২১৭টি, স্বাস্থ্য সেবা ২৫৪টি, প্লাস্টিক শিল্প ৬৫টি, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন ৬৩টি, তথ্য প্রযুক্তি ১১টি, হোটেল ও রেস্তোরাঁ ১৭৭টি এবং অন্যান্য শিল্প ৩০৫টি।[১]

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগগুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ খাতটি শ্রমঘন এবং উৎপাদন সময়কাল স্বল্প হওয়ায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দ্রুত অবদান রাখতে সক্ষম। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে এ খাতটিকে বিশেষভাবে বিনিয়োগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। সাধারণ বাণিজ্য এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য ব্যাংক অনেকগুলো বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে। যেমন: পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, গৃহসামগ্রী প্রকল্প, ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি উপকরণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্প, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প, মিরপুর রেশম তাঁতীদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প, পোল্ট্রি বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী গৃহায়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প, নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প, নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প, এনআরবি বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি।[২]

দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালে ব্যাংক মোট ৭,৮২,৫৯৮ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। যার প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৯.২৯%। তন্মধ্যে ব্যাংক আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করেছে ২,৮৪,৫৮৮ মিলিয়ন টাকা এবং রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করেছে ১,৯৭,০৯৫ মিলিয়ন টাকা।[৩]

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বৈদেশিক রেমিট্যান্স। বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের পাঠানো রিমিট্যান্স আহরণে দেশের বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংক মোট ৩,০০,৯১৫ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করে। যা দেশের মোট আন্ত:রেমিট্যান্সের শতকরা ২৭.৭০%।[৪]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৮৫ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এবং ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) এর তালিকাভুক্ত হয়।[৫] ব্যাংকটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১১৬

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

এর ২০টি শীর্ষ কোম্পানীর Blue Chips তালিকায় ২০০১ সাল থেকে বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শীর্ষ ৩০টি কোম্পানীর তালিকায়ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।[১]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং প্রশিক্ষিত ১২,১৮৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী।[২] ব্যাংক যাদেরকে 'টিম-আইবিবিএল' হিসেবে আখ্যায়িত করে। এ ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ মানসম্পন্ন ব্যাংকিং এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে। এছাড়া ব্যাংকের শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করাও এ বোর্ডের কাজ। এছাড়া তরুণ মেধাবী শিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগে ব্যাংকটি সবসময় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আধুনিক জ্ঞান ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়তে ব্যাংকটির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সার্বিক মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকটি তার জনশক্তিকে দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ব্যাংকিং ডিপ্লোমা ও ডিসিসিএস সহ পেশাগত বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।[৩] অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপর প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে এ ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বিনিয়োগে স্থাপিত শিল্প কারখানা এবং এসএমই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যাবত লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং শরী'আহর প্রয়োগ তদারকির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে একটি উচ্চমান ও ক্ষমতাসম্পন্ন 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি'। এ কমিটি ব্যাংকে শরী'আহ্ অনুশীলনের জন্য শরী'আহ্ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং গাইডলাইনের আলোকে ইসলামী আইন ও ফিক্হ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে দেশের শীর্ষস্থানীয় 'উলামা, খ্যাতিমান ব্যাংকার, বিশিষ্ট আইনজীবী ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে ১২জন সদস্য নিয়ে শরী'আহ্ সুপারভাইজরি কমিটি গঠিত। শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি ব্যাংকের সকল কার্যক্রম বিশেষকরে বিনিয়োগ পদ্ধতিগুলোতে শরী'আহ্ নীতির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে। কমিটি ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদের গৃহীত বিশেষ উপবিধি দ্বারা পরিচালিত হয়।[৪]

---

১. আবদুর রকীব, 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : একটি সাফল্যগাঁথা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫১

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, পৃ. ৫৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাকিং-এ আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের নেপথ্যে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি গ্রাহকদের জন্য দ্রুত ও উত্তম সেবা নিশ্চিত করতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্রিয় রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সফলভাবে এটিএম নেটওয়ার্কের ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ফলে গ্রাহকরা অনলাইনের মাধ্যমে দেশের যে কোন শাখা থেকে ২৪ ঘন্টা লেন-দেন সম্পন্ন করতে পারছেন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং বৃহৎ শাখাসমূহে মোট ১,৮২০টি এটিএম বুথ রয়েছে।[১] এছাড়া ব্যাংক আরো যে সকল অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে সেগুলো হল : ইসলামী ব্যাংক এমক্যাশ, ইসলামী ব্যাংক কন্ট্যাক্ট সেন্টার, এটিএম নেটওয়ার্ক, আইবিবিএল কোর ব্যাংকিং, অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, এমআইএস ইত্যাদি। ব্যাংকটি ইতোমধ্যে দেশব্যাপী সুবিধা বঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে ব্যাকিং সেবার আওতায় আনার অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে মোবাইল ব্যাংকিং সার্ভিস (এমক্যাশ) চালু করেছে।[২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলারের (২০১১) মাধ্যমে নির্দেশিত 'গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি গাইডলাইনস' অনুযায়ী পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ করে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ নীতি অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. তামাকসহ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোন পণ্যে বিনিয়োগ করে না।[৩] শুরু থেকেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দৃঢ়তার সাথে গ্রীন ব্যাংকিং চেতনা লালন করে চলেছে। ব্যাংকটির রয়েছে একটি আলাদা 'গ্রীন ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট'।[৪] এ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রীন ব্যাকিং-এর যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সবুজ অর্থায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন, ফায়েল খায়ের কৃষি কর্মসূচী, ঢাকা শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে এক্সক্লুসিভ স্পন্সর, বৃক্ষরোপণ, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবশেগত ঝুঁকি বিবেচনা করা, গ্রীন ট্রাভেল ইত্যাদি।[৫] বাংলাদেশ ব্যাংকের রেটিং অনুযায়ী শীর্ষ ১০টি সবুজ ব্যাংকের মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. অন্যতম একটি।[৬]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে একটি সামাজিক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নানামুখী সমাজ উন্নয়নমূলক

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭
৫. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, ibid, p. 9
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১] দুস্থ ও অসহায় মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের রয়েছে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল, ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ইনস্টিটিউট, ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজী ও ইসলামী ব্যাংক হোমিওপ্যাথী চিকিৎসালয়। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে এ ফাউন্ডেশনের রয়েছে, ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ (রাজশাহী), ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল, ইসলামী ব্যাংক মহিলা মাদ্রাসা ও ইসলামী ব্যাংক আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব।[২] এছাড়া ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আরো রয়েছে বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ইসলামী ব্যাংক সেবা কেন্দ্র ও ইসলামী ব্যাংক দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মনোরম-ইসলামী ব্যাংক ক্রাফট্স এন্ড ফ্যাশন।[৩]

বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সর্বোচ্চ কর্পোরেট করদাতা এবং বাংলাদেশের ব্যাকিং খাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করদাতা। একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নিয়মিত এবং সময়মত কর পরিশোধ করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংকটি কর্পোরেট কর, বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তিত কর, আবগারি শুল্ক বাবদ সর্বমোট ৮,১০৬ মিলিয়ন টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে।[৪]

যৌথ মালিকানাধীন এজেন্সি ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিডে (CRISL) ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে A+ ব্যাংক রেটিং প্রদান করে। যা সময়মত ব্যাংকের আর্থিক দায়বদ্ধতা পরিশোধের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে। ২০০৫ সালে সংস্থাটি ব্যাংকটিকে AA- ব্যাংক রেটিংয়ে উন্নীত করে যা উচ্চমান সম্পন্ন, অধিক নিরাপদ, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বার নির্দেশক।[৫] সর্বশেষ ২০১২ সালে CRISL কর্তৃক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-কে প্রদত্ত রেটিং হল : দীর্ঘমেয়াদী উচ্চনিরাপত্তার স্মারকস্বরূপ AA+ এবং স্বল্পমেয়াদী সর্বোচ্চ গ্রেড ST-1।[৬]

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮৭
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১
৫. আবদুর রকীব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১
৬. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

একটি বিশ্বমানের ব্যাংক হওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে স্বচ্ছ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এ নানামুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বৃটেন ভিত্তিক শীর্ষ আর্থিক ম্যাগজিন 'দি ব্যাংকার' ২০১২ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে স্বীকৃতি প্রদান করে। ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'বিজনেস এশিয়া, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে 'মোস্ট রেসপেক্টেড কোম্পানী এ্যাওয়ার্ডস ২০১২' প্রদান করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাগাজিন 'গ্লোবাল ফাইন্যান্স' ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সালের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে দেশের সেরা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত করে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যানিভার্সারি 'এওয়ার্ডস ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১' এর উইনার হিসেবে ব্যাংকটিকে পুরস্কার প্রদান করে। ইনস্টিটিউিট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে 'সার্ক এ্যানিভার্সারি এওয়ার্ড ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১'-এ প্রথম পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৯ সালে মার্কিন ডলার নিকাশের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক, হংকং কর্তৃক 'গুণগত মান স্বীকৃতি পুরস্কার ২০০৯' লাভ করে। ব্যাংকারস ফোরাম কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ব্যাংটিকে সেরা ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান করে। দেশের মোট রেমিটেন্সের শতকরা ৩০ ভাগ ইসলামী ব্যাংক আনয়ন করায় এ ব্যাংককে পুরস্কৃত করেছে ইউএই এক্সচেঞ্জ।[১]

সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক স্বচ্ছ লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন, পুনর্বাসন ও নানামুখী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্যদিয়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইতোমধ্যে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারী ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। ব্যাংকটি স্বচ্ছতা ও আমানতদারীতায় এদেশের জনমানুষের সুদৃঢ় আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, ibid, p. 61

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[১]

• কোম্পানির নাম	:	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
• আইনগত কাঠামো	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
• রেজিস্ট্রেশন	:	১৩ মার্চ ১৯৮৩
• প্রথম শাখা উদ্বোধনের তারিখ	:	৩০ মার্চ ১৯৮৩
• আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	:	১২ আগস্ট ১৯৮৩
• শরী'আহ্ কাউন্সিল কমিটি গঠন	:	০১ মে ১৯৮৩
• সর্বশেষ অনুমোদিত মূলধন	:	২০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
• সর্বশেষ পরিশোধিত মূলধন	:	১২,৫০৯.৬৪ মিলিয়ন টাকা
ক. স্থানীয় অংশীদারিত্ব	:	৩৬.৯১%
খ. বিদেশী অংশীদারিত্ব	:	৬৩.০৯%
• ইক্যুইটি	:	৪২,০২৮.৩০ মিলিয়ন টাকা
• শাখার সংখ্যা	:	২৭৬
• অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা	:	১২,১৮৮
• শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা	:	৬০, ৩০২
• মোট আমানত	:	৪,১৭,৮৪৪.১৪ মিলিয়ন টাকা
• মোট বিনিয়োগ	:	৩,৭২,৯২০.৭২ মিলিয়ন টাকা
ক. শিল্প বিনিয়োগ	:	১,০৮,৯৩০ মিলিয়ন টাকা
খ. পোশাক শিল্প	:	১৩,০৯২ মিলিয়ন টাকা
গ. কৃষি ভিত্তিক শিল্প	:	১৭,৬১৪ মিলিয়ন টাকা
• পল্লী উন্নয়ন বিনিয়োগ		
মোট গ্রামের সংখ্যা	:	১৫, ৩৭১
কেন্দ্র	:	২৪,৬২৩
সুবিধাভোগী	:	৭,৩৩,৫২০
সুবিধাভোগী নারী	:	৮৫%
• কর্পোরেট ওয়েবসাইট	:	www.islamibankbd.com
• রেজিস্টার্ড অফিস	:	ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার ৪০ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০

---

১. দ্র. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

২. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আইসিবি ফাইন্যান্সিয়াল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালের ৩০ এপ্রিল ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করে এবং ১৯৮৭ সালের ২০ মে থেকে তফসিলি ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] আইডিবি, বাংলাদেশের খ্যাতনামা কয়েকজন উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ সরকার ও জেদ্দাভিত্তিক আল-বারাকা ইনভেস্টমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট কোম্পানীর যৌথ উদ্যোগে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২] ব্যাংকটি সর্ব প্রথম আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ নামে কাজ শুরু করে। ২০০৩ সালের ১৯ এপ্রিল প্রথমবার নাম পরিবর্তন করে 'দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড' রাখা হয় এবং ২০০৮ সালের ১৮ মে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে ব্যাংকটি অদ্যবধি আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[৩] ব্যাংকটির প্রধান শাখা অবস্থিত-টি. কে ভবন (১৫ তলা), ১৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশে।[৪]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> ICB Islamic Bank is committed towards creating and maximizing sustainable values for all its costomers, emploees, partners and shareholders and especially for the society it operates in by delivering excellence in its offerings in all areas of banking and financial services complying Islamic Shariah.[৫]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর ৪৭.০২% মালিকানা স্থানীয় এবং ৫২.৯৮% মালিকানা বিদেশী শেয়ারহোল্ডারদের। ব্যাংকটির র্সমোট শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ২১,৫৩৩। তন্মধ্যে বিদেশী শেয়ার হোল্ডারশিপ ২টি, দেশীয় ৩টি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৯৮টি, বাংলাদেশী অভিভাসীদের ১১১টি ও সাধারণ ব্যক্তিমালিকানায় ২১,২১৯টি।[৬]

২০১২ সালের শেষ নাগাদ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকায় এবং পরিশোধিত মূলধন ৬,৬৪৭.০২

---

১. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 69

২. আবু ওমর ফারুক আহমদ, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ সমস্যা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৯৪

৩. ICB Islamic Bank Limited, ibid

৪. Ibid, p. 7

৫. Ibid, p. 1

৬. Ibid, p. 70

Dhaka University Institutional Repository

মিলিয়ন টাকায়।[১] ব্যাংকটির মোট মূলধনের পরিমাণ ৯,২১৪.৮২ মিলিয়ন টাকা এবং আমানতের পরিমাণ ১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেডের ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১১,০০.৯২ মিলিয়ন টাকা।[২]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক যে সকল পদ্ধতিতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা পরিচালনা করে সেগুলো হল, Bai-Muajjal, Murabaha Under Secured Guarentee (MUSG), Ijhar Hire Purchase, Murabaha Post Import Finance (MIP)।[৩] ব্যাংকটি গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল, Al Wadiah Current Account, Mudaraba Saving Account, Mudaraba Minor Account, Al Muqafah Executive Account, Mudaraba Term Deposit Account, Mudaraba Monthly Profit Account, Mudaraba Instaprofit Term Deposit Account, Mudaraba Savings Plans Account।[৪]এছাড়া আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ হল, ICB Manzil (Home) Finance, ICB Rahbar (Auto) Finance, ICB Saahib (personal) Finance, Murabaha Under Secured Guarantee (MUSG)।[৫]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯০ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয় এবং বাজারে নিয়মিত শেয়ার বাণিজ্য পরিচালনা করে।[৬] ২০১২ সালে ব্যাংক প্রতিটি শেয়ার বাবদ ১.৬০ টাকা আয় করেছে।[৭]

২০১২ সালের শেষ নাগাদ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা। যা ২০১১ সালে ছিল ১২,৬১৯.১৬ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ১৩,৫৯৪.৫৫ মিলিয়ন টাকা, ২০০৯ সালে ১৩,০৪৬.১৫ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৮ সালে ১৩,০১৪.৩৫ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১১,০০৯.১৭ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মোট আমানত হিসাবের সংখ্যা ৪৫,৯৩৭টি।[৮]

---

১. Ibid, p. 69
২. Ibid, p. 45
৩. Ibid, p. 90
৪. Ibid, p. 83
৫. Ibid
৬. Ibid, p. 8
৭. Ibid, p. 70
৮. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগের প্রধান খাত বৈদেশিক বাণিজ্য। ২০১২ সালে রপ্তানি শিল্পে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৪৪.৫১ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছর অর্থাৎ ২০১১ সালে এর পরিমাণ ছিল ২.২০ মিলিয়ন টাকা। অপরদিকে ২০১২ সালে ব্যাংকটির আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৯,৯২.২১ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ৫,৪৯.০২ মিলিয়ন টাকা।[১]

দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংকটি সর্বোচ্চ ১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে শিল্প খাতে এবং ৯৩০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ও অন্যান্য খাতে। ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শিল্প ঋণ বিতরণ খাত হল- রপ্তানী শিল্প, আবাসন শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কেমিকেল ও চামড়া শিল্প, পরিবহণ শিল্প ইত্যাদি।[২]

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনায় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের সুনাম রয়েছে। ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি দক্ষ ম্যানেজমেন্ট কমিটির তত্ত্বাবধানে ব্যাংকটি ইতোমধ্যে একটি সর্বাধুনিক ও গ্রাহকের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উন্নত ব্যবস্থাপনা, আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, সন্তোষজনক আয়বর্ধনশীলতা এবং আর্থিক লেন-দেনে স্বচ্ছতা বিধানে ব্যাংকটির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড গ্রাহকদের জন্য আধুনিক ব্যাংকিং-এর যাবতীয় প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৬৮৮ জন প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতায় সর্বমোট ৩৩টি শাখা পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকটি গ্রাহকদেরকে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক সর্বোত্তম ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে।[৩]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের রয়েছে নিজস্ব 'শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কাউন্সিল'। দেশের প্রখ্যাত 'উলামা, ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট এ কাউন্সিল ব্যাংকের যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বাধীন ও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। ব্যাংকের সকল কার্যক্রমে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কাউন্সিল নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করে এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করে।[৪]

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের রয়েছে বিবিধ কর্মতৎপরতা ও পরিকল্পনা। গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় ব্যাংকটি ইতোমধ্যে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ব্যাংকটি মনে করে

---

১. ICB Islamic Bank Limited, ibid, p. 78
২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম : ২০১২-২০১৩*, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃ. ৭২
৩. ICB Islamic Bank Limited, ibid, p. 45
৪. Ibid, p. 27

Dhaka University Institutional Repository

সমন্বিত সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম সফল হতে পারে। এজন্য ব্যাংক তার নিজস্ব পরিসরে বৃক্ষরোপণ, পানি ও বিদ্যুতের ব্যবহার পরিমিত করণ ও পরিশোধন ব্যবস্থা চালু করেছে। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের রয়েছে একটি গ্রীন ব্যাংকিং স্লোগান- 'Reduce, Reuse and Recycle'। গ্রীন ব্যাংকিং-এর আওতায় ইতোমধ্যে ব্যাংক তার লেন-দেনের সকল প্রক্রিয়া অনলাইন ভিত্তিক করেছে।[১]

ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাংকটি সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। তন্মধ্যে বৃক্ষরোপণ, রক্তদান কর্মসূচী, শীতবস্ত্র বিতরণ, দুর্দশাগ্রস্তদেরকে আর্থিক অনুদান প্রদান ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[২]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান স্বরূপ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড নিয়মিত ও সময়মত কর পরিশোধ করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংকটি কর্পোরেট কর, বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তিত কর, আবগারি শুল্ক বাবদ সর্বমোট ১০ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে।[৩]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল :[৪]

● কোম্পানির নাম	:	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড
● আইনগত কাঠামো	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
● রেজিস্ট্রেশন	:	২০ মে ১৯৮৭
● আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	:	৩০ এপ্রিল ১৯৮৭
● অনুমোদিত মূলধন	:	১৫,০০০ মিলিয়ন টাকা
● পরিশোধিত মূলধন	:	৬,৬৪৭.০২ মিলিয়ন টাকা
● ইক্যুইটি	:	৯,২১৪.৮২ মিলিয়ন টাকা
● শাখার সংখ্যা	:	৩৩
● অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা	:	৬৮৮
● মোট আমানত	:	১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা
● মোট বিনিয়োগ	:	১১.০০৯.১৭ মিলিয়ন টাকা
● কর্পোরেট ওয়েবসাইট	:	www.icbislamic-bd.com
● রেজিস্টার্ড অফিস	:	টি কে ভবন (১৫তলা) কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১২

১. Ibid, p. 100
২. Ibid, p. 94
৩. Ibid, p. 113
৪. দ্র. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৫ সালের ১৮ জুন নিবন্ধন লাভ করে দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এবং ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে এ ব্যাংকটিই সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ব্যাংক।[২] ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন এদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। ব্যাংকটির প্রধান শাখা অবস্থিত- পিপলস্ ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৩৬, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশে।[৩]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য হল :

> To be a pioneer in Islami Banking in Bangladesh and contribute significantly to the growth of the national economy.[8]

আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সম্পূর্ণ দেশীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক। বর্তমানে ব্যাংকটির শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ৫২,৭৩৯।[৫] ২০১২ সালে ব্যাংকটির শেয়ারহোল্ডার ইকুইটির পরিমাণ ছিল ১৪,০৫০.৬৯ মিলিয়ন টাকা। যা ২০১১ সালে ছিল ১১,৯৮৯.১১ মিলিয়ন, ২০১০ সালে ৯,৭৯০.৩৬ মিলিয়ন, ২০০৯ সালে ৩,৫৬৪.৭৩ মিলিয়ন ও ২০০৮ সালে ছিল ২,৭৯৫.৭৪ মিলিয়ন টাকা।[৬]

বর্তমানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৭,১৩০.৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বমোট মূলধন হল ১৪,০৫০.৬৯ মিলিয়ন টাকা।[৭]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তার গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল, Mudaraba Term Deposit, Mudaraba Savings Deposit, Short Notice Deposit (SND), Monthly Hajj Deposit, Monthly Installment Term Deposit (ITD), Monthly Profit Based Term Deposit (PTD), Monthly Savngs Ivestment (SID), One Time Hajj Deposit, Marriage Saving Investment Scheme (MSIS),

---

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 28
৩. Ibid, p. 13
৪. Ibid, p. 11
৫. Ibid, p. 12
৬. Ibid, p. 15
৭. Ibid, p. 28

Dhaka University Institutional Repository

Pensioner Deposit Scheme, Special Saving (Pension) Scheme, Cash WAQF, Lakhopati Deposit Scheme, Kotipati Deposit Scheme, Millionaire Deposit Scheme, Double Benifit Scheme, Triple Benifit Deposi Scheme, Probashi Kallyan Deposit Pension Scheme, Mudaraba Savings Deposit-Student, Farmers ও Freedom Fighters Savings Account।[১] এছাড়া ব্যাংকটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কল্যাণমুখী প্রকল্পসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল, Small & Medium Enterprise Investment, Agricultural Investment, Al-Arafah Khamarbari Investment Scheme, Investment on Women Enterpreneur's, Grameen Small Investment Scheme এবং Al-Arafah Solar Energy Investment Scheme।[২]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৮ সালে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ব্যাংকটির সর্বশেষ প্রতিটি শেয়ার মূল্য ছিল ১০ টাকা যা সর্বোচ্চ মূল্য পায় ৩৪.৯০ টাকা। ব্যাংকটি এসইসির ব্রোকার এবং ডিলার নিবন্ধন সনদ লাভ করে ১৫ জানুয়ারী ২০০৯ সালে।[৩]

২০১২ সালে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০৬,৬৫০.৪২ মিলিয়ন টাকা এবং ব্যাংকটির সর্বমোট আমানতের পরিমাণ ১,১৮,৬৮৩.৩৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটি সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে থাকে বাণিজ্য খাতে। ২০১২ সালে বাণিজ্য খাতে ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬৪.৬৪%। এছাড়া শিল্প খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৪.৫১%, কৃষিতে ১.০১%, পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৩.৪১%।[৪]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ২০১২ সালে ৩৭,৩৮৭ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে সর্বোচ্চ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে শিল্প খাতে। যার পরিমাণ ১০,১১৬.০৮ মিলিয়ন টাকা। কৃষিতে বিতরণ করা হয়েছে ৭৮৫ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য খাতে ২৬,৪৩৪ মিলিয়ন টাকা।[৫] বিতরণকৃত ঋণের খাতগুলোর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, মৎস ও বনায়ন শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্প, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো হল, আল-আরাফাহ্ খামারবাড়ী ইনভেস্টমেন্ট স্কীম, ইনভেস্টমেন্ট অন ওমেন

১. Ibid, p. 37
২. Ibid, p. 32
৩. Ibid, p. 30
৪. Ibid, p. 32
৫. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম : ২০১২-২০১৩*, অর্থমন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

এন্টারপ্রেনার্স, গ্রামীণ স্মল ইনভেস্টমেন্ট স্কীম ইত্যাদি।[১]

অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিযোগিতামূলক ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাংকটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়বর্ধক খাত। ২০১২ সালে ব্যাংকে মোট ১,৫৩,৫২৮.৭০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৮,৪৭৬.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৭১,৯৩১.৭০ মিলিয়ন টাকা।[২]

বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি উল্লেখযোগ্য খাত বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি সর্বমোট ২৩,১২০.৪০ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে। যার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৩৬.০৪% বেশী।[৩]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অত্যন্ত সুদক্ষ ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি পরিচালনা বোর্ড। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাংকের ১০০টি শাখায় সর্বমোট ২,১১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদেরকে অত্যন্ত মানসম্পন্ন ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।[৪] ব্যাংকটির সাফল্যের মূল কারণ হল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সততা, নিষ্ঠা ও আমানতদারিতা। মানবসম্পদ উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক নিয়মিত নতুন কর্মী নিয়োগ প্রদান করে এবং কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংক মোট ৩৬০ জন নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১৫ জন অভিজ্ঞ ব্যাংকারকে বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রদান করেছে।[৫]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে দেশের প্রখ্যাত 'উলামা, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শরী'আহ্ কাউন্সিল। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করে। ব্যাংকের শাখাসমূহে দৈনন্দিন কার্যক্রম শরী'আহ নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি-না তা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে শরী'আহ্ সচিবগণ শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও রিপোর্ট প্রদান করেন। শরী'আহ ভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ ও সন্দেহজনক আয় কমিয়ে আনতে এ কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৬]

---

১. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid, p. 34
২. Ibid, p. 36
৩. Ibid
৪. Ibid, p. 42
৫. Ibid, p.41
৬. Ibid, p. 29

Dhaka University Institutional Repository

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদেরকে উন্নত ও মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সার্থকতার সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। শরী'আহ্ নীতি অক্ষুন্ন রেখে ব্যাংক গ্রাহকদের আধুনিক ব্যাংকিং-এর সকল প্রযুক্তিগত চাহিদা পূরণ করে চলেছে। ব্যাংকটি ইতোমধ্যে সকল শাখায় Real Time Online ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে। এছাড়া আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের আরো যে সকল প্রযুক্তি নির্ভর ব্যাংকিং সেবা রয়েছে সেগুলো হল-ATM, Internet Banking, SMS Banking, Online Utility Bill প্রদান ইত্যাদি।[১]

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুরসরণ করে থাকে। ব্যাংকটি 'সোলার এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট স্কীম' এর আওতায় ৩,৪৪২টি পরিবারকে সৌর বিদ্যুতের অংশীদার করেছে।[২] গ্রীন ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকটি কেরানীগঞ্জে একটি সম্পূর্ণ গ্রীন শাখা চালু করেছে। কর্মকর্তাদের গ্রীন ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যাংকটির রয়েছে বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থা। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাংকটি বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন- বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী উদযাপন, বনায়ন, সৌন্দর্যবর্ধন, জনসচেতনতা তৈরী ইত্যাদি।[৩]

মানবসম্পদ উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক নিয়মিতহারে জনশক্তি নিয়োগ প্রদান করে থাকে এবং তাদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটি জনশক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে Al-Arafah Islami Bank Training and Research Academy (AIBTRA) প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতি বছর এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। সর্বশেষ ২০১২ সালে এ প্রতিষ্ঠানের আওতায় ৫১টি কোর্সে মোট ২,২৪২ জন শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।[৪]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারী কোষাগারে নিয়মিত এবং সময়মত কর পরিশোধ করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংকটি কর্পোরেট কর বাবদ সর্বমোট ১,৯৯৯.৮৯ মিলিয়ন টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগরে জমা প্রদান করে।[৫]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. ২০১২ সালে 'ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ' কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী AA^3 রেটিং লাভ করে এবং স্বল্পমেয়াদী ST-2 রেটিং লাভ করে।[৬]

---

১. Ibid, p. 38
২. Ibid, p. 35
৩. Ibid, p. 45
৪. Ibid, p. 42
৫. Ibid, p. 17
৬. Ibid, p. 41

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে শিক্ষা ও সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম। 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে ব্যাংকের রয়েছে একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে 'আল-আরাফাহ্ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ' পরিচালনা করছে। শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারের লক্ষ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে সমৃদ্ধ 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী'।[১] এছাড়া সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার'। ব্যাংকটি বিভিন্ন জাতীয় দুর্যোগ যেমন- শীত, বন্যা ও যে কোন জাতীয় দুর্যোগে সাগ্রহে অনুদান প্রদান করে থাকে।[২]

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[৩]

● কোম্পানির নাম	:	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
● আইনগত কাঠামো	:	পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
● রেজিস্ট্রেশন	:	১৮ জুন ১৯৯৫
● আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	:	২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
● অনুমোদিত মূলধন	:	১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
● পরিশোধিত মূলধন	:	৭,১৩০.৯৮ মিলিয়ন টাকা
● ইক্যুইটি	:	১৪,০৫০.৬৯ মিলিয়ন টাকা
● শাখার সংখ্যা	:	১০০
● অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা	:	২,১১০
● মোট আমানত	:	১,১৮,৬৮৩.৩৯ মিলিয়ন টাকা
● মোট বিনিয়োগ	:	১,০৬,৬৫০.৪২ মিলিয়ন টাকা
● কর্পোরেট ওয়েবসাইট	:	www.al-arafahbank.com
● রেজিস্টার্ড অফিস	:	পিপলস ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং (৬-৯তলা) ৩৯, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা ঢাকা-১০০০।

১. Ibid, p. 43
২. Ibid, p. 44
৩. দ্র. Al-Arafah Islami Bank, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) ১৯৯৫ সালের ৫ জুলাই নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৯৫ সালের ২২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে এটি চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় মূখ্য ভূমিকা পালন করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. এম. এ. মান্নান।[২] প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকটি গ্রহকদেরকে সুদমুক্ত ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে। ব্যাংকটি বর্তমানে দেশের বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাঝে দ্রুতবর্ধনশীল একটি ব্যাংক। বিশ্বের কয়েকটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ মালিকানায় এ ব্যাংক পরিচালিত হচ্ছে। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের বিভিন্নস্থানে সর্বমোট ৮৬টি শাখা[৩] পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> Working together for a caring society.[৪]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি যৌথ মালিকানাধীন বেসরকারী ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটির ৫২.১৫% শেয়ার দেশীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের পরিমাণ ২২.৯১%, বিদেশী শেয়ারের পরিমাণ ০.৬৩%, বিভিন্ন কোম্পানীর ৮.২৪%, বিভিন্ন ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর ৩.৪২% এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের পরিমাণ শতকরা ১১.৫২%।[৫] ২০১২ সালে ব্যাংকটির সর্বমোট শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ছিল ৭৮,৫১৩।[৬]

১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৮.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮ বছর পর ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১০,৫৯৬.৫১ মিলিয়ন টাকায়।[৭]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শরী'আহ্ অনুমোদিত যে সকল বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে সেগুলো হল, Bai-Murabaha, Bai-Muajjal, Hire Purchase under Shirkatul Melk, Mudaraba, Musharaka, Bai-Salam, Documentary Bill Purchase, Quard, SIBL Employees' House

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
২. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 66
৩. Ibid, p. 17
৪. Ibid, p. 11
৫. Ibid, p. 37
৬. Ibid
৭. Ibid, p. 67

Dhaka University Institutional Repository

Building Investment Scheme, SME & Agricultural Finance ।[১] ব্যাংকটি গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল, Al-Wadeeah Current Account, Mudaraba Savings Account, Mudaraba Notice Deposit Account, Mudaraba Term Deposit Account, Mudaraba Scheme Deposit Accounts ।[২]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালের ১৮ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ২০০৫ সালে ৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানী হিসেবে বাজারে শেয়ার বেচা-কেনা শুরু করে।[৩]

বর্তমানে গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যাংকটির সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ৮১,০৯১.৩৯ মিলিয়ন টাকা।[৪] ২০১২ সালে এসআইবিএল এর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৬,০২৪.৯৭ মিলিয়ন টাকা।[৫] তন্মধ্যে বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭৫,৮২২ মিলিয়ন টাকা। শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩০,০০০ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া ২,৫০২টি শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে মোট ১৩,৯৭৭ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে ২৩০টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১,২৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং ২,২৭১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,৬৯৩ মিলিয়ন টাকা।[৬]

এসআইবিএল যে সকল উল্লেখযোগ্য খাতে ঋণ বিতরণ করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ব্যবসা-বাণিজ্যে শতকরা ৪৫.৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগে ০.৯%, নির্মাণে ২.৬%, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিতে ০.৪% এবং কৃষি, মৎস ও বনায়নে ১.২%। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মাইক্রো-ক্রেডিট এবং অন্যান্য ব্যাংকের মত এসএমই ফিন্যান্স ও স্বেচ্ছামূলক খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ ব্যাংকে রয়েছে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুবিধা।[৭]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০১২ সালে মোট ১,২৬,৫১৯.৯০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৪২,৭১২.২০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৭৬,৯৮৫.৬০ মিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী বছরের

১. Ibid, p. 34
২. Ibid
৩. Ibid, p. 18
৪. Ibid, p. 71
৫. Ibid, p. 67
৬. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম* ২০১২-২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

তুলনায় যার আনুপাতিক বৃদ্ধির হার শতকরা ১৬.৮১%।[১]

এসআইবিএল প্রচুর বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। ২০১২ সালে ব্যাংকটি সর্বমোট ৬৪২.১০ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করে। যার প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩২.৮৬%।[২]

মানবসম্পদ উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ব্যাংকটির রয়েছে ৭ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি।[৩] এছাড়া নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদানের পাশাপাশি জনশক্তির জন্য ব্যাংকের রয়েছে উন্নত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী। গ্রাহকদের জন্য মানসম্পন্ন সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংকটির ১০টি নতুন শাখা চালুর মধ্য দিয়ে বর্তমানে মোট শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৬টি। দেশের বিভিন্নস্থানে এসকল শাখা পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছে ১,৬২৫ জন প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারী।[৪] দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকের এ মানবসম্পদ নিরলস অবদান রেখে চলেছে।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কাউন্সিল।[৫] দেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত এ শরী'আহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহর প্রয়োগ তত্ত্বাবধান করে। শরী'আহ্ কাউন্সিল ব্যাংকের সামগ্রিক কর্মকান্ডে শরী'আহ্ পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়মিত পর্যালোচনা সভা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদানে এসআইবিএল প্রশংসিত একটি কোম্পানী। ব্যাংকটির লেন-দেন ও সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ অনলাইন ভিত্তিক করা হয়েছে। ব্যাংক তার নিজস্ব সফ্টওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে কুইক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। গ্রাহকগণ যে কোন শাখা থেকে দ্রুত ও সহজ উপায়ে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারছেন। প্রযুক্তি ব্যাংকিংয়ের আওতায় এসআইবিএল আরো যেসব সুবিধা প্রদান করছে সেগুলো হল, Any Branch Banking, Internet Banking, SMS Banking, IP Phone, ATM Network ইত্যাদি।[৬]

অন্যান্য ব্যাংকের মত এসআইবিএল এর রয়েছে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে ব্যাংক কেবল পরিবেশ বান্ধব খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী গ্রীন ব্যাংকিং

১. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 87
২. Ibid, p. 55
৩. Ibid
৪. Ibid, p. 88
৫. Ibid, p. 26
৬. Ibid, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা করে প্রথম সারির এমন দশটি ব্যাংকের মাঝে এসআইবিএল অন্যতম একটি।[১]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সরাসরি অংশীদার হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০১২ সালে কর্পোরেট কর, বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তিত কর, আবগারি শুল্ক বাবদ সর্বমোট ১৩০.১৫ মিলিয়ন টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগরে জমা প্রদান করে।[২]

ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কে ২০১৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ মেয়াদী AA- ব্যাংক রেটিং করে। যা উচ্চমানসম্পন্ন, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বার নির্দেশক।[৩]

বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি এসআইবিএল বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে থাকে। যেমন- বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, বন্যা ও শীতে ত্রাণ বিতরণ, বিভিন্ন দুর্যোগে সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি।[৪]

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. ইতোমধ্যে দু'টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। ২০১২ সালে লন্ডন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউরোপ বিজনেস এসেম্বলি কর্তৃক 'বেস্ট এন্টারপ্রাইজ' এবং 'ম্যানেজার অব দ্যা ইয়ার' পুরস্কারে ভূষিত হয়। এছাড়া আইসিএমএবি কর্তৃক দেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সার্টিফিকেট অব মেরিট' লাভ করে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড।[৫]

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড -এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[৬]

- কোম্পানির নাম : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
- আইনগত কাঠামো : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- রেজিস্ট্রেশন : ৫ নভেম্বর ১৯৯৫
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ২২ নভেম্বর ১৯৯৫
- শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠন : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫
- অনুমোদিত মূলধন : ১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
- পরিশোধিত মূলধন : ৬,৩৯৩.৯২ মিলিয়ন টাকা
- শাখার সংখ্যা : ৮৬

১. Ibid, p. 75
২. Ibid, p. 78
৩. Ibid, p. 82
৪. Ibid, pp. 124-130
৫. Ibid, pp. 59-60
৬. দ্র. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

- অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা : ১,৬২৫
- মোট আমানত : ৯৩,৫৮৪.২৯ মিলিয়ন টাকা
- মোট বিনিয়োগ : ৭৬,০২৪.৯৭ মিলিয়ন টাকা
- কর্পোরেট ওয়েবসাইট : www.siblbd.com
- রেজিস্টার্ড অফিস : সিটি সেন্টার
১০৩ মতিঝিল সি/এ
ঢাকা-১০০০।

৫. শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত পঞ্চম ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ২০০১ সালের ১ এপ্রিল কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০০১ সালের ১০ মে ঢাকার ৫৮ দিলকুশায় 'ঢাকা মেইন শাখা' নামে প্রথম শাখা খোলার মাধ্যমে আর্থিক লেন-দেন কার্যক্রম শুরু করে। ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় উদয় সান্জ, ২/বি গুলশান সাউথ এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশে অবস্থিত।[১] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর প্রধান কার্যাবলীর মধ্যে রয়েছে সুদমুক্ত ব্যাংকিং লেন-দেন, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ, খুচরা কারবারে বিনিয়োগ, এসএমই খাতে বিনিয়োগ, বাণিজ্যিক খাতে অর্থায়ন, প্রজেক্টে অর্থায়ন, চলতি মূলধনে অর্থায়ন, লীজ ও হায়ার পারচেজে অর্থায়ন, ডেবিট কার্ড ইস্যু ইত্যাদি।[২] দেশের বিভিন্নস্থানে সর্বমোট ৮৪টি শাখা পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।[৩]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য হল :

> To be the modern Islami Bank in Bangladesh and to make significant contribution to the national economy and enhance customer's trust & wealth, quality investment, employee's value and rapid growth in shareholders' eqity.[৪]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড যৌথ মালিকানাধীন কর্পোরেট কোম্পানী। ব্যাংকের সর্বমোট শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ৭৫,৫১৫।[৫]

---

১. Shahjalal Islami Bank, *Annual Report 2012*, Dhaka, pp. 66-67
২. Ibid, p. 67
৩. Ibid, p. 35
৪. Ibid, p. 10
৫. Ibid, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

২০১২ সালের শেষ নাগাদ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৬,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫,৫৬৬ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ ১১,০৫৫ মিলিয়ন টাকা।[১]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড যে সকল শরী'আহ্ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ পরিচালনা করে সেগুলো হল, Murabaha, Bai-Muajjal, Hire Purchase under Shirkatul Meelk, Ijara, Bai-Salam, Quard-e-Hasanah, Investment againist LC এবং Invest againist Scheme/Deposit।[২] ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল, Al-Wadiah Current Deposit, Mudaraba Savings Deposit, Mudaraba Special Notice Deposit, Mudaraba Term Deposit Receipt, Mudaraba Foreign Currency Deposit, Mudaraba SJIBL School Banking, Mudaraba Money Spinning Account।[৩] এছাড়া ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় যে সকল বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, Small Business Investment Programe, Small Enterpreneur Investment Programe, Medium Enterpreneur Investment Programe, Rural Investment Programe, Women Enterpreneur Investment Scheme।[৪]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২১ মার্চ ২০০৭ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ১৮ মার্চ ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানী হিসেবে বাজারে শেয়ার বিক্রি শুরু করে।[৫] ২০১২ সালে ব্যাংকটির ১০ টাকা মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ২৮.৫০ টাকা।[৬]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান আমানতের পরিমাণ ১,০২,১৭৭ মিলিয়ন টাকা। যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ৮৩,৩৫০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৬,১৮৫ মিলিয়ন টাকা।[৭]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বোচ্চ বিনিয়োগ গার্মেন্ট শিল্পে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের ১৫.৪৪%। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগের

১. Ibid, p. 71
২. Ibid, p. 16
৩. Ibid
৪. Ibid
৫. Ibid, p. 15
৬. Ibid, p. 35
৭. Ibid, p. 73

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে রয়েছে, কৃষি ও মৎস শিল্পে ০.৭৯%, কটন ও টেক্সটাইল শিল্পে ১০.৬৬%, সিমেন্ট শিল্পে ০.৭৮%, ওষুধ ও কেমিকেল শিল্পে ২.৮২%, রিয়েল এস্টেট শিল্পে ৯.১৭%, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৫.৬৫% এবং বাণিজ্যে ১৩.৬৮%।[১] ব্যাংকটি ২০১২ সালে জাতীয় কোষাগারে ১,৮০৫.০৫ মিলিয়ন টাকা আয়কর প্রদান করে।[২]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ২০১২ সালের শেষ নাগাদ মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে ২,২৫,৫৫৩ মিলিয়ন টাকার। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১,৬৬,৯০৯ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১,১০,৭৮৯ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানির পরিমাণ ছিল ১,১১, ৮৩৭ মিলিয়ন টাকা।[৩]

বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণেও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে বিশেষ অবস্থান। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি সর্বমোট ২,৯২৭ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করে। তবে এর পরিমাণ ২০১১ সালে থেকে ১৩% কম।[৪]

মানবসম্পদ উন্নয়নে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ব্যাংকটির ৮৪টি শাখায় বর্তমানে ১,৮৮১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত রয়েছে।[৫] ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন ৮সদস্য বিশিষ্ট একটি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক্সিকিউটিভ কমিটি।[৬] ব্যাংক নিয়মিত কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ এবং তাদের পেশাদারিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত প্রশিক্ষণের সুব্যবস্থা করে থাকে। প্রত্যেক কর্মী নিজ মেধার যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে উজ্জল ক্যারিয়ার গঠনের সুযোগ রয়েছে এ ব্যাংকটিতে।

ব্যাংকের আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশনের ৩০ ধারা অনুযায়ী ব্যাংকের রয়েছে ৮সদস্য বিশিষ্ট একটি শরী'আহ্ সুপারভাইজরী কমিটি। দেশের প্রখ্যাত 'উলামা, ব্যাংকার আইনজীবী এবং অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত। এ কমিটির পরামর্শে শরী'আহ্ নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৭]

আর্থিক সেবা তথা ব্যাংকিং খাতে প্রযুক্তি সুবিধা এবং তথ্যের নিরাপত্তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ লক্ষ্য পূরণে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা অনুসরণ করে গ্রহকদের জন্য প্রযুক্তি সেবা নিশ্চিত করেছে। ব্যাংকটি গ্রাহকদের জন্য যে সকল প্রযুক্তি সেবা প্রদান করছে সেগুলো হল, ATM Service, Remittance Service,

---

১. Ibid, p. 76
২. Ibid, p. 38
৩. Ibid, p. 77
৪. Ibid
৫. Ibid, p. 83
৬. Ibid, p. 29
৭. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

Locker Service, Online Banking, Phone Banking, SMS Push-Pull, SWIFT, ROUTERS ইত্যাদি।[১]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে আর্থ-সমাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম। 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' এর আওতায় ব্যাংকটি সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।[২] এ ফাউন্ডেশনের কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে দরিদ্র ও বিপর্যস্ত মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল', দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ'। এছাড়া ব্যাংকটি বন্যা, ঘূর্ণিঝড় এবং যে কোন জাতীয় দুর্যোগে আক্রান্তদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[৩]

ক্রেডিট রেটিং এণ্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্যাংকটিকে দীর্ঘমেয়াদী AA এবং স্বল্পমেয়াদী ST-2 রেটিং করে।[৪] সন্তোষজনক পুঁজির পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, সন্তোষজনক পরিচালনাগত দক্ষতা, ভালো আর্থিক ফলাফল, বাজারে ব্যাংকের শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা, নন-ফান্ডেড ব্যবসার ফলাফল এবং শাখা বৃদ্ধি বিবেচনায় এ রেটিং প্রদান করা হয়।

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষতা ও সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সালে 'ইউরোপিয়ান এওয়ার্ড ফর বেস্ট প্র্যাকটিসেস-২০১২', 'দি আর্ক অব ইউরোপ-ইউরোপ কোয়ালিটি এওয়ার্ড-২০১২ এবং 'আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়।[৫]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[৬]

- কোম্পানির নাম : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড
- আইনগত কাঠামো : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- রেজিস্ট্রেশন : ১ এপ্রিল ২০০১
- আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন : ১০ মে ২০০১
- শরী'আহ্ কাউন্সিল কমিটি গঠন : ০১ মে ১৯৮৩

১. Ibid, p. 16
২. Ibid, p. 89
৩. Ibid
৪. Ibid, p. 88
৫. Ibid, p. 2
৬. দ্র. Shahjalal Islami Bank, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

• অনুমোদিত মূলধন	:	৬,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
• পরিশোধিত মূলধন	:	৫,৫৬৫.৮২ মিলিয়ন টাকা
• ইক্যুইটি	:	১১,০৫৫ মিলিয়ন টাকা
• শাখার সংখ্যা	:	৮৪
• অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা	:	১,৮৮১
• শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা	:	৭৫,৫১৫
• মোট আমানত	:	১,০২,১৭৭ মিলিয়ন টাকা
• মোট বিনিয়োগ	:	৯৬,১৮৫ মিলিয়ন টাকা
• কর্পোরেট ওয়েবসাইট	:	www.shahjalalbank.com.bd
• রেজিস্টার্ড অফিস	:	উদয় সান্জ ২/বি গুলশান সাউথ এভিনিউ গুলশান-১, ঢাকা-১২১২।

৬. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৪ সালের ১ জুলাই প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] শরী'আহ্ মোতাবেক সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিবন্ধিত বাংলাদেশের ষষ্ঠ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটির রেজিস্টার্ড অফিস- সিম্ফনি, প্লট নং-এসই (এফ)-৯, রোড নং- ১৪২, গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশে অবস্থিত।[২] ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৭২টি শাখা[৩] পরিচালনার মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে।

এক্সিম ব্যাংক এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> The gist of our vision is `**Together Towards Tomorrow**'. Export Import Bank of Bangladesh Limited believes in togetherness with its customers, in its march on the road to growth and progress with service. To achieve the desired goal, there will be pursuit of excellence al all stages with a climate of continuous improvement, brcause, In Exim Bank, we believe, the line of excellence is never ending. Bank's strategic plans and networking will strengthen its competitive environment. Its personalized quality servies to the customers with the trend of constant improvement will

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯
২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 12
৩. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

be the cornerstone to achieve our operational success.[১]

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ মালিকানাধীন একটি কর্পোরেট কোম্পানী। দেশী-বিদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মিলে ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ব্যাংকটির শেয়ার হোল্ডার সংখ্যা ছিল ১,৩৯,৪৮২ যা ২০১১ সালে ছিল ১,২৬,৬৮১।[২]

এক্সিম ব্যাংক ১৯৯৯ সালে ১,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত মূলধন ও ২২৫.০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির সার্বিক মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৮,২১৪.৩১ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১৬,১০৯.৫৬ মিলিয়ন টাকা।[৩]

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড ব্যবসা পরিচালনায় শরী'আহ সম্মত যে সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে সেগুলো হল- Bai-Muajjal, Bai-Murabaha, Bai-Salam, Izara bil baia, Bai-as-Sarf এবং Musharaka।[৪] ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল- Al-Wadeeah Current Account, Mudaraba Savings Deposit Account, Mudaraba Special Notice Deposit Account, Mudaraba Cash Waqf Deposit Account, Mudaraba Term Deposit Account, Mudaraba Monthly Savings Deposite Scheme, Mudaraba Monthly Income Deposit Scheme, Mudaraba Multiplus Savings Deposit Scheme, Mudaraba Super Savings Deposit Scheme, Mudaraba Exim Student Savers Account, Mudaraba Hajj Deposit Scheme এবং Mudaraba Denmohor/Marriage Savings Deposit Scheme।[৫] এছাড়া ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক যে সকল প্রকল্প পরিচালনা করে সেগুলো হল, Crops investment, Fisheries investment, Livestock investment, Farm Machineries investment, Crops storage investment, Cold storage investment, Irrigation Machineries investment, Poverty alleviation investment, Exceptional and un-tapped agricultural investment।[৬]

২০১২ সালে ব্যাংকটির সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,১৮,২১৯.৯৯ মিলিয়ন টাকা। যা ২০১১ সালে ছিল ৯৯,৬৯৯.৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৯৩,২৯৬.৬৫ মিলিয়ন

১. Ibid, p. 13
২. Ibid
৩. Ibid
৪. Ibid, p. 24
৫. Ibid, p. 31
৬. Ibid, p. 33

Dhaka University Institutional Repository

টাকা।[১] বর্তমানে ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ ১,৪০,৩৬৯.৬৬ মিলিয়ন টাকা। যা ২০১১ সালে ছিল ১,০৭,৮৮১.২১ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ৯৪,৯৪৯.৪০ মিলিয়ন টাকা, ২০০৯ সালে ৭৩,৮৩৫.৪৬ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৮ সালে ছিল ৫৮,৮৩৩.০৬ মিলিয়ন টাকা।[২]

এক্সিম ব্যাংক যে সকল খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নীট ও তৈরী পোশাক, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, ইনফরমেশন টেকনোলজী সংক্রান্ত ব্যবসা, কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন পণ্যাদি, মৎস সম্পদ, টেলিযোগাযোগ, পরিবহণ ও গণযোগাযোগ, বন ও আসবাবপত্র, হাউজিং ও কনস্ট্রাকশন, সিরামিকস, প্রিন্টিং ও প্যাকেজিং, শিক্ষা, খাদ্য ও তেল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ইত্যাদি।[৩] এক্সিম ব্যাংক দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে আধুনিক সকল ব্যাংকিং সেবার পাশাপাশি ডিপোজিট-বিনিয়োগ পণ্য/সেবা, বৈদেশিক ব্যবসা, রেমিট্যান্সসহ অন্যান্য সেবাসমূহ ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত সুবিধা এবং পেশাদারিত্বের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম প্রদান করে আসছে।[৪]

কৃষি ও পল্লী উন্নয়নখাত একদিকে যেমনি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্সিম ব্যাংক দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লীখাতে সরাসরি বিনিয়োগ প্রদান করে। 'এক্সিম কিষাণ' নামে ব্যাংকটির রয়েছে একটি কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প। ২০১১-১২ অর্থ বছরে কৃষি ও পল্লীখাতে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৫৮৫.৩৩ মিলিয়ন টাকা।[৫]

বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। ২০১২ সালে ব্যাংকটি সর্বমোট ২,৭০,০৮১.৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। তন্মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ১,২০,৯৯৬.৯০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১,৪৩,৩১৪.৪০ মিলিয়ন টাকা।[৬]

এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০১২ সালে ৫৬,৮৪৮ জন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারীর প্রেরিত অর্থ জমা গ্রহণের মাধ্যমে ৫,৭৭০.২০ মিলিয়ন টাকা রেমিট্যান্স আহরণ করে। এক্সিম ব্যাংকের রয়েছে ৭ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটি এবং ১,৯০৯ জন প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমন্বয়ে একটি সুসংগঠিত টিম।[৭]

ব্যাংকটি ১৭৬ জন নির্বাহী ও ১৩২১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিরবচ্ছিন্ন কর্মতৎপরতার মাধ্যমে দেশের বিভিন্নস্থানে মোট ৭২ টি শাখায় ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে আসছে।[৮] মানবসম্পদ

১. Ibid, p. 24
২. Ibid, p. 23
৩. Ibid, pp. 27-28
৪. Ibid, p. 33
৫. Ibid, p. 32
৬. Ibid, p. 26
৭. Ibid
৮. Ibid, p. 43

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে এক্সিম ব্যাংকের রয়েছে বিবিধ উদ্যোগ। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেশাগত জীবনের সমৃদ্ধিসাধন এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ব্যাংকটির রয়েছে নিজস্ব প্রশিক্ষণ সেন্টার 'এক্সিম ব্যাংক ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ একাডেমী'।[১]

একটি প্রথম সারির ব্যাংক হিসেবে এক্সিম ব্যাংক ২০০৪ সালে প্রথাগত ব্যাংক থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। শরী'আহ্ সম্মতভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ব্যাংকের রয়েছে দেশের প্রখ্যাত 'উলামা, ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন শরী'আহ্ কাউন্সিল।[২] এক্সিম ব্যাংকের শরী'আহ্ কাউন্সিল দুই ধরণের ভূমিকা পালন করে। প্রথমত: নতুন বিনিয়োগ বা সেবা পদ্ধতিসমূহ শরী'আহ্ সম্মত কি না সেটির সিদ্ধান্ত প্রদান করা। দ্বিতীয়তঃ ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালনা করছে কি না সেটির তত্ত্বাবধান করা।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহের মাঝে এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকদেরকে সর্বাধুনিক ও যুগোপযোগী ব্যাংকিং প্রযুক্তি সেবা প্রদান করছে। এক্সিম ব্যাংক সফলভাবে বিশ্ববিখ্যাত কোর ব্যাংকিং সফটওয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম তুলনামূলক সাশ্রয়ী ও ঝুঁকিমুক্তভাবে সম্পাদন করছে। গ্রাহকদের জন্য ব্যাংকিং সেবা অধিকতর সহজলভ্য করার লক্ষ্যে ব্যাংক বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি সেবা চালু করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, অন-লাইন ব্যাংকিং সফ্টওয়্যার চালু, ইসলামী ভিসা কার্ড/ডেবিট কার্ড, এটিএম, ই-স্টেটমেন্ট, এসএমএস ব্যাংকিং, ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ও ফোন ব্যাংকিং সুবিধা ইত্যাদি।[৩]

জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব ঠেকাতে ও পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রীন ব্যাংকিং নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে এক্সিম ব্যাংক। পরিবেশ বান্ধব প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংক এ কর্মসূচির সফলতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় ব্যাংকটির রয়েছে একটি আলাদা গ্রীন ব্যাংকিং ইউনিট। এছাড়া ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক একটি আলাদা বাজেট প্রণয়ন করে। গ্রীন ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকটির কার্যক্রমসমূহ হল, বিদ্যুত সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার ও সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন, নগর সৌন্দর্যায়ন, বৃক্ষ রোপণ এবং কাগজ নির্ভরতা কমানো।[৪]

নিয়মিত এবং সময়মত কর পরিশোধ করার মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রাখছে। একটি দায়িত্বশীল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ২০১২ সালে কর্পোরেট কর, বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তিত কর, আবগারি শুল্ক বাবদ সর্বমোট ৫০০ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা প্রদান করে।[৫]

---

১. Ibid, pp. 42-43
২. Ibid, pp. 33-34
৩. Ibid, pp. 36-37
৪. Ibid, p. 18
৫. Ibid, pp. 43-44

Dhaka University Institutional Repository

বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাংকটির রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচী। ইতোমধ্যে রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জে 'এক্সিম ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি (ইবিএইউবি)' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্যাংক।[১] স্বাস্থ্য সেবায় ব্যাংকটির রয়েছে 'এক্সিম ব্যাংক হসপিটাল'।[২] এছাড়া ব্যাংকটির রয়েছে 'এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাংক দেশ-বিদেশে দুস্থ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুস্থ পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান এবং যে কোন জাতীয় দুর্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান।[৩]

২০১২ সালে CSRL এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেডকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে A+ ও স্বল্পমেয়াদি ক্ষেত্রে ST-2 রেটিং প্রদান করে।[৪]

বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মাঝে এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকদেরকে উন্নত পরিসেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি রিসার্চ এর কাছ থেকে 'International Diamond Prize for Excellence in Quality' লাভ করে এবং ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স ফ্রম লন্ডন কর্তৃক ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেরা ইসলামী ব্যাংক এর পুরস্কার লাভ করে।[৫]

এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড -এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[৬]

- কোম্পানির নাম : এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড
- আইনগত কাঠামো : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- রেজিস্ট্রেশন : ২ জুন ১৯৯৯
- ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর : ১ জুলাই ২০০৪
- অনুমোদিত মূলধন : ২০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
- পরিশোধিত মূলধন : ১০,৫১৪.৮৬ মিলিয়ন টাকা
- ইক্যুইটি : ১৮২১৪.৩১ মিলিয়ন টাকা
- শাখার সংখ্যা : ৮৪
- সর্বশেষ অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা : ১,৮৮১

১. Ibid, p. 58
২. Ibid, p. 60
৩. Ibid, p. 56-57
৪. Ibid, p. 42
৫. Ibid, p. 47
৬. দ্র. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

- শেয়ার হোল্ডার সংখ্যা : ১,৩৯,৪৮২
- মোট আমানত : ১,৪০,৩৬৯.৬৬ মিলিয়ন টাকা
- মোট বিনিয়োগ : ১,১৮,২১৯.৯৯ মিলিয়ন টাকা
- কর্পোরেট ওয়েবসাইট : www.eximbankbd.com
- রেজিস্টার্ড অফিস : সিম্ফনি, প্লট নং-এসই (এফ)-৯ রোড নং- ১৪২ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২।

৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

ফার্স্ট সিকিউিরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটিডে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়া দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ১৯৯৯ সালের ২৯ আগস্ট পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম আরম্ভ করে। পরবর্তীতে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী প্রথাগত ব্যাংকিং থেকে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়।[১] ব্যাংকটি ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্র প্রয়োগে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য দেশের প্রখ্যাত 'উলামা, ব্যাংকার, আইনজীবী ও অর্থনীতিবিদ নিয়ে একটি শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠন করে। এই কাউন্সিল ব্যাংকের কাঠামো অনুযায়ী বিশেষ মর্যাদা লাভ করে এবং শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংকিং পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের প্রধান শাখা : হাউজ নং- এস ডব্লিউ /এ, রোড নং-৮, গুলশান-১, ঢাকা-২০১২, বাংলাদেশে অবস্থিত।[২]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> To be the premier financial institution in the country by providing high quality products and services backed by latest technology and a team of highly motivated personnel to deliver excellence in Banking.[৩]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর আমানতের পরিমাণ ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এসে দাঁড়ায় ১,০৯,৯০৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ৭৮,১৪৫.০৪ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৫৬,৩৪৪.৯৫ মিলিয়ন টাকা। মোট বিনিয়োগ এবং অগ্রিমের পরিমাণ ২০১২ সালের সমাপ্তিতে দাঁড়ায় ৯৬,৩০৪.২৩ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য এবং বিদেশী রেমিট্যান্স সংগ্রহের পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ২৪,০৫৬.২০ মিলিয়ন, ৭,২৭৯.৪০ মিলিয়ন এবং ৪,৭৩১.৬০ মিলিয়ন টাকায়।[৪]

---

১. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35
২. Ibid, p. 6
৩. Ibid, p. 4
৪. Ibid, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এসে দাঁড়ায় ৮,১৪৫.৩৩ মিলিয়ন টাকা যা ২০১১ সালে ছিল ৫,৪৪৯.৪৪ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে (২০১২) ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৩,৭৪০.৩৫ মিলিয়ন টাকা।[১]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য যে সকল আমানত হিসাব পরিচালনা করে সেগুলো হল যথাক্রমে : আল ওয়াদিয়া চলতি হিসাব, মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব, মুদারাবা মেয়াদী আমানত, মুদারাবা বিশেষ নোটিশ আমানত, মুদারাবা মাসিক জমা প্রকল্প, মুদারাবা মাসিক মুনাফা সঞ্চয় প্রকল্প, মুদারাবা আমানত দ্বিগুণ প্রকল্প ও বৈদেশিক মুদ্রা আমানত। ব্যাংকের প্রচলিত আমানত প্রকল্পসমূহ হল : বন্ধন, নিরাময়, আলো, অবসর, অংকুর, প্রাপ্তি, প্রবীণ, সম্মান, হজ্জ, যাকাত, মর্যাদা, অগ্রসর, আরবা, ঘরণী, স্বদেশ, শুভেচ্ছা, উন্নতি, প্রয়াস, প্রজন্ম, উদ্দীপন, ক্যাশ ওয়াক্ফ ও ট্রিপল বেনিফিট।[২] এছাড়া ব্যাংকের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ হল : কর্পোরেট বিনিয়োগ, ব্যবসা বিনিয়োগ, শিল্প বিনিয়োগ, লিজ বিনিয়োগ, সিন্ডিকেট বিনিয়োগ, হায়ার পারচেজ বিনিয়োগ, গৃহায়ন বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ।[৩] ব্যাংক গ্রাহকদের জন্য যে সকল অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে সেগুলো হল : এটিএম কার্ড, শিক্ষা, রেমিট্যান্স সেবা, এসএমএস ব্যাংকিং, লকার সেবা, বিল সংগ্রহ, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি।[৪]

২০০৮ সালে ব্যাংকটি সফলভাবে ১.১৫ কোটি শেয়ারের বিপরীতে ১১৫ কোটি টাকার IPO কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এতে সাধারণ বিনিয়োগকারী, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট থেকে চমৎকার সাড়া পাওয়া যায়। ব্যাংকের শেয়ার ঢাকা এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।[৫] ২০১২ সালে ব্যাংক শেয়ার প্রতি ১.৮৫ টাকা মুনাফা অর্জন করে।[৬]

বিনিয়োগ একটি ব্যাংকের মূল সম্পদ। ব্যাংক সবসময়ই বিনিয়োগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার শর্তানুযায়ী প্রকৃত ঝুঁকি নিরূপণ সাপেক্ষে সব ধরণের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গুণগত মানসম্পন্ন সম্পদ আহরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব প্রদান করে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. বিনিয়োগ ও অগ্রিম বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের বিনিয়োগ ও অগ্রিমের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় মোট ৯৬,৩০৪.২৩ মিলিয়ন টাকা যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ৬৯,৪৬৭.৩২ মিলিয়ন টাকা।[৭]

---

১. Ibid
২. Ibid, p. 37
৩. Ibid
৪. Ibid
৫. Ibid, p. 35
৬. Ibid, p. 7
৭. Ibid, p. 36

Dhaka University Institutional Repository

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বাধিক বিনিয়োগ শিল্প খাতে, যার পরিমাণ ৫,১৯৫ মিলিয়ন টাকা। কৃষিতে ব্যাংক ঋণ বিতরণ করে ৭.২১ মিলিয়ন টাকা এবং অন্যান্য ৯০,৩৮৮ মিলিয়ন টাকা। খাতওয়ারি ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের হার যথাক্রমে ব্যবসা-বাণিজ্যে ৫১.২%, নির্মাণে ১২.৪%, শিল্পে ২.৫%, যোগাযোগে ০.৬%, কৃষি-মৎস ও বনায়নে ০.৭% এবং অন্যান্য খাতে ২৯.৫%।[১]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে। ব্যাংকের আয়ের প্রধান খাত বৈদেশিক বাণিজ্য। ২০১২ সালে ব্যাংক মোট ৩৬,০৬৭.২০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ৪০,৮০৭.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৩৫,১০৩.৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংক সর্বমোট ২৪,০৫৬.২০ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য এবং ৭,২৭৯.৪০ মিলিয়ন টাকার রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে।[২] ব্যাংকের আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলো হল : গম, ভোজ্যতেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, কয়লা, তুলা, ফেব্রিক্স ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি। রপ্তানি বাণিজ্যের খাতগুলো হল : তৈরী পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্যসামগ্রী, কৃষিপণ্য ইত্যাদি।[৩]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত রেমিট্যান্স আহরণে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১২ সালে ব্যাংক সর্বমোট ৪,৭৩১.৬০ মিলিয়ন টাকার রেমিট্যান্স আহরণ করেছে। রেমিট্যান্স আহরণে ব্যাংক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজ যেমন : মানিগ্রাম, এক্সমানি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, প্লাসিড এনকো কর্পোরেশন, সুপার এক্স-১০ গ্লোবালমানি ও ইউনাইটেড ট্রেডার্স ইউকে এর সাথে রেমিট্যান্স ব্যবসা পরিচালনা করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এছাড়া কানাডা ও ইতালিতে অবস্থিত ব্যাংকের দু'টি এক্সচেঞ্জ হাউজও রেমিট্যান্স আহরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।[৪]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট্য অত্যন্ত দক্ষ ও পেশাদার এক্সিকিউটিভ কমিটি। এ কমিটির পরিচালনায় ২০১২ সালের শেষ নাগাদ দেশের বিভিন্ন জেলায় ব্যাংকের সর্বমোট ১০০টি শাখায় ২,০৯০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিরবচ্ছিন্নভাবে গ্রাহকদেরকে অত্যন্ত মানসম্মত ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।[৫] ব্যাংকটি ইতোমধ্যে একটি সেবাধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রাহকদের মাঝে বিপুল সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে।

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১১৯
২. First Security Islami Bank Ltd., op. cit, p. 36
৩. Ibid
৪. Ibid
৫. Ibid, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

মানবসম্পদ উন্নয়নে ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ এবং তাদেরকে নিয়মিত শিক্ষণ-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংক দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিভিন্ন পদে নিয়মিত কর্মী নিয়োগ এবং নিয়োগকৃত কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির নিমিত্তে ব্যাংক নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন করে থাকে।[১] ২০১২ সালে ব্যাংক বিভিন্ন পদে সর্বমোট ৭৪৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করে।[২]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে দেশের প্রখ্যাত ‘উলামা, ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন শরী‘আহ্ কাউন্সিল। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রমে ইসলামী শরী‘আহর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে এ কাউন্সিল দায়িত্ব পালন করে। ব্যাংকের শাখাসমূহে দৈনন্দিন কার্যক্রম শরী‘আহ্র নীতিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে সচিবগণ শাখাসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন ও রিপোর্ট প্রদান করেন। শরী‘আহ্ ভিত্তিক খাতে বিনিয়োগ ও সন্দেহজনক আয় কমিয়ে আনতে এ কাউন্সিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।[৩]

বর্তমানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অচল। ব্যাংকিং-এ আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির (ICT) ক্রমোন্নয়ন একটি অবধারিত উপাদানে পরিণত হচ্ছে। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা যেমন- অনলাইন ব্যাংকিং, এসএমএস ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এটিএম, পওস ইত্যাদি সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যাংকিং খাতে অবশ্যম্ভাবী এ প্রযুক্তি ব্যবহারে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি সুবিধাসমূহ হল- তিন স্তর বিশিষ্ট ডেটা সেন্টার, পিসিব্যাংক ২০০০ থেকে আলটিমাস কোর ব্যাংকিং সিস্টেম এ রূপান্তর, কোর ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রয়োগ, এটিএম সেবা, এসএমএস ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডিজাস্টার রিকভারি সাইট ইত্যাদি।[৪]

অন্যান্য ব্যাংকের মত পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিংয়েও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। গ্রীন ব্যাংকিং এখন বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি মূখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত। একটি দায়িত্বশীল আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের পরিবেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করে পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিংকে বিস্তৃত করেছে। ব্যাংক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ, অস্বাভাবিক জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়ুদূষণ প্রভৃতি থেকে পরিবেশকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন করেছে।[৫] ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক

১. Ibid, pp. 43-44
২. Ibid, p. 7
৩. Ibid, p. 19
৪. Ibid, p. 37
৫. Ibid, p. 43

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশ বান্ধব নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বাজেট প্রণয়ন ও সদ্ব্যবহার, পরিবেশগত ঝুঁকি নির্ণয়, পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন এবং জলবায়ু ঝুঁকি তহবিলের সদ্ব্যবহারের জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পরিবেশবান্ধব ইভেন্ট ও পরিবেশবান্ধব প্রকল্প, পরিবেশবান্ধব বিপণন ও সামর্থ্য অর্জনের জন্য তহবিলের সদ্ব্যবহার, অনলাইন ব্যাংকিং, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবেদন তৈরী ও প্রকাশকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।[১]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পাশাপাশি রয়েছে সমাজ উন্নয়নমূলক এবং জনমানুষের কল্যাণে নিবেদিত বিভিন্নমুখী কার্যক্রম। ব্যাংক সিএসআর এর আওতায় বিধিবদ্ধভাবে সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১৩ সালে ব্যাংক সমাজ উন্নয়নমূলক খাতে সর্বমোট ১২,২৮,৫৩,২৪৬ টাকা ব্যয় করেছে।[২] এছাড়া ব্যাংক প্রতিবছর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুঃস্থ পুনর্বাসনমূলক কাজে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আসছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এবং বিভিন্ন দুর্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ দান করেছে। এর মাধ্যমে দেশের অসংখ্য অসহায় ও গরীব মানুষ আর্থ-সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছে।[৩]

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সংক্ষিপ্ত প্রোফাইল[৪]

- কোম্পানির নাম : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড
- আইনগত কাঠামো : পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী
- রেজিস্ট্রেশন : ২৫ মে ১৯৯৯
- ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তর : ১ জানুয়ারী ২০০৯
- অনুমোদিত মূলধন : ১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা
- পরিশোধিত মূলধন : ৩,৭৪০.৩৫ মিলিয়ন টাকা
- ইক্যুইটি : ৫,৬৬৪.৪৮ মিলিয়ন টাকা
- শাখার সংখ্যা : ১০০
- সর্বশেষ অফিসার-কর্মচারীর সংখ্যা : ২,০৯০
- মোট আমানত : ১,০৯,৯০৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা
- মোট বিনিয়োগ : ৯৬,৩০৪.২৩ মিলিয়ন টাকা
- কর্পোরেট ওয়েবসাইট : www.fsiblbd.com
- রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩ দিলকুশা কমার্শিয়াল এরিয়া ঢাকা-১০০০

১. Ibid
২. Ibid, p. 90
৩. Ibid
৪. দ্র. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : চার

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বর্তমান চিত্র

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। এ দেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর সফলতার পথ ধরে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক। ২০১২ সাল পর্যন্ত এ দেশে মোট ৭টি ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ও সুদমুক্ত এ সকল ইসলামী ব্যাংক হল যথাক্রমে : ১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৫. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ৬. এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড। তন্মধ্যে দু'টি ব্যাংক- এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়।

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ও রূপান্তরিত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত সফলতার সাথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রতিবছর ব্যাংকসমূহের মূলধন, আমানত, বিনিয়োগ, পরিসম্পদ, পরিচালনগত মুনাফা, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শাখা উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক সফলতার পাল্লা অধিকতর ভারী। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ইতোমধ্যে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহ যেমন : কৃষি, শিল্প, নির্মাণ, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রতিবছর সন্তোষজনক হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করছে। কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য অর্থনৈতিক খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রম ক্রমবর্ধমান। শিল্পখাতে আকারভিত্তিক বিনিয়োগ পরিচালনায়ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সুদমুক্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম এ দেশের ব্যাংকিং জগতে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা। পল্লী এলাকায় বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম ক্রমবিস্তার লাভ করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাতেও এই ব্যাংকগুলো অগ্রগতি লাভ করেছে। নিম্নোক্ত সারণিসমূহে মোট ৭টি ইসলামী ব্যাংক-এর সার্বিক কার্যক্রমের বর্তমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যাতে উপরোক্ত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-১

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	২০০০০	২০০০০	১০০০০	১০০০০	১০০০০	৫০০০	৫০০০	৫০০০	৩০০০	৩০০০	১০০০
২	পরিশোধিত মূলধন	১২৫১০	১০০০৮	৭৪১৩	৬১৭৮	৪৭৫২	৩৮০২	৩৪৫৬	২৭৬৫	২৩০৪	১৯২০	৬৪০
৩	রিজার্ভ ফান্ড	২৭২৪৬	১৭৭৯৩	১৬০৮১	১৩৯২৮	৯৩০৮	৭৪১৮	৬৫৫১	৫৪৫১	৪৫২২	৩২৪৩	২৮৫২
৪	মোট আমানত	৪১৭৮৪৪	৩৪২২৩৮	২৯১৯৩৫	২৪৪২৯২	২০০৩৪৩	১৬৬৩২৫	১৩২৪১৯	১০৭৭৮৮	৮৭৭২১	৬৯৬৫৫	৫৫৪৬২
	তলবি আমানত	৫৪৯৯০	৪৪৪৮৯	৩৭৮৮১	৩০৪২৯	২৭৬৪২	২৪২২৫	১৭৭২৪১৯	১০৭৭৮৮	৯৫৭৮	৭৭৮৩	৭২৮৬
	মেয়াদি আমানত	৩৬২৯৫৪	২৯৭৭৪৯	২৫৪০৫৪	২১৩৮০০	১৭২৭০১	১৪২১০০	১৭৭৩১	১৭৪৫৪	৭৮১৪৩	৬১৮৭২	৪৮১৭৬
৫	ঋণ ও অগ্রিম	৩৬১১৬৮	৩০৫৮৪০	২৬৩২২৫	২১৪৬১৬	১৯১২৩০	১৪৪৯২১	১১৪৬৮৮	৯০৩৩৪	৭৬৮২৬	৫৯০০৭	৪৬২৮১
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৪২১৩	৮২৯২	৪৬৫৬	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৩.৮১	২.৭১	১.৭৭	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	২৭০১০	১৬৯৩২	১২২৯৯৬	১১১৩৭	৭৫৩৩	২০৩৬৬	১১৩৫৭৫	৯৩৬৪৪	৩৫৩৬	৩৪	৩৪
৯	মোট পরিসম্পদ	৪৮২৫৩৬	৩৮৯১৯২	৩৩০৫৮৬	২৭৮৩০৩	২৩০৮৭৯	১৯১৩৬২	৩৫৫৮	৩৫৩৪	১০২১২৮	৮১৬১৫	৬৫০৮১
১০	মোট আয়	৫০৩৪৬	৩৮৪০১	৩০১২৯	২৫৪০৪	২৪২৩০	১৭৬৯৯	১৫০২৫৩	১২২৮৮০	৮৪০০	৬৮৪১	৫২৩৪
১১	মোট ব্যয়	৩৪৭৩৮	২৫৬৭০	২০৫৫৯	১৮৮৮৬	১৭৩৯৬	১৩৯১৮	১৪০৩৮	১০৫৮৭	৭১৭৫	৬০৩৮	৪২৪০
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	১৫৬০৮	১২৭৩২	৯৫৭০	-	-	-	১১১৩০	৮৪২৪	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	৭৮২৫৯৭	৭১৬০৫৮	৬০৯৭৩১	৪৬২৩৭০	৪০২৬৯৫	২২৯৫০৩	২০১৮২২	১৪৭৬৪২	১১২৬২৪	৮৪৬৪৩	৬৫১৩১
	রপ্তানি	১৯৭০৯৫	১৭৮২৪৪	১৪৮৮২১	১০৬৪২৪	৯৩৯৬২	৫৯০৯৭	৫১১৩৩	৩৬১৬৯	২৯১৫১	২১৭৩৮	১৬৬৭৩
	আমদানি	২৮৪৫৮৭	৩০১২০৭	২৪৬২৮১	১৬১২৩০	১৬৮৩২৯	১০৩২৯৩	৯৬৮৭০	৭৪৫২৫	৫৯৮০৪	৪৬২৩৭	৩৩৭৮৮
	রেমিট্যান্স	৩০০৯১৫	২৩৬৬০৭	২১৪৬২৯	১৯৪৭১৬	১৪০৪৪০৪	৬৭১১৩	৫৩৮১৯	৩৬৯৪৮	২৩৬৬৯	১৬৬৬৮	১৪৬৭০
১৪	মোট জনবল	১২১৮৮	১১৪৬৫	১০৩৫০	৯৫৮৮	৯৩৯৭	৮০৮৩	৭১৩৩	৫৮৮৪	৪২৬১	৩৭৫২	৩২৯৭
	কর্মকর্তা	৯৮৩৮	৯১৫৩	৮২৪৬	৭৬৬২	৫৩৪১	৬৭১১	৫৮৯৪	৪৮৫৪	৩৩২৭	২৯২৪	২৬৯২
	কর্মচারি	২৩৫০	২৩১২	২১০৪	১৯২৬	৪০৫৬	১৩৭২	১২৩৯	১০৩০	৯৩৪	৮২৮	৬০৫
১৫	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক	৫৩০	৯৪০	৯৩২	৯১৯	৯০৬	৮৮৪	২৪০	২৪০	২৩৫	৮৪০	৮৩০
১৬	মোট শাখা	২৭৬	২৬৬	২৫১	২৩১	১৯৬	১৮৬	১৭৬	১৬৯	১৫১	১৪১	১২৮
	বাংলাদেশে	২৭৫	২৬৬	২৫১	২৩১	১৯৬	১৮৬	১৭৬	১৬৯	১৫১	১৪১	১২৮
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(মিলিয়ন টাকায়)

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	৫৭২০	৫০৬০	৪৮৯০	৩১০৬	৩০	২৩	১৯	১৭	১৮	৬০	৪৭
২	মোট শিল্প ঋণ	১৭১৯৩৩	১৫২৮৮০	১২০৭৮৮	১৫২০২৮	১০০৫৪৫	৭৪৪৮৯	৫৭০৬৫	৪৬৭৯৯	৩২১৫৩	২০৮৮৫	১৪৯৯৭
	মেয়াদি ঋণ	৫৭৫৫৬	৫৪৪১৩	২১০৪৯	৬২০০৮	৩৮৪৪১	২৪০৬৮	১৩৭৬৬	১০৭০০	৪১৭৪	৪১২৬	২৯২৩
	চলতি মূলধন	১১৪৩৭৭	৯৮৪৬৭	৯৯৭৩৯	৯০০২০	৬২১০৪	৫০৪২১	৪৩২৯৯	৩৬০৯৯	২৭৯৭৯	১৬৭৫৯	১২০৭৪
৩	অন্যান্য	৩১৫৪৬১	২০৭৬১৬	১৮৩৬৫৭	১৫৯২২০	৮৩৪৬০	৬১৩২৫	৬১৩২০	৫৫২১০	১১৮৬৯৮	১২৯৬৬৯	৯৭৫৪০
৪	**সর্বমোট**	**৪৯৩১১৪**	**৩৬৫৫৫৬**	**৩০৯৩৩৫**	**৩১৪৩৫৪**	**১৮৪০৩৫**	**১৩৫৮৩৭**	**১১৮৪০৪**	**১০২০২৬**	**১৫০৮৬৯**	**১৫০৬১৪**	**১১২৫৮৪**

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ *থেকে* ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮	৪২	৯৬	৪০০	৪০০	১৮০	৬০	৩৪	-	২৯	১১
			পরিমাণ	৬২৯৭৩	২৬৫৩১	২৫৪৩৫	৪৫৬৮০	২৯৮০২	৪৮০	২০৩৯০	১৮৯৭০	-	৬৩৫২	৫২৬২
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	১৬১	২৬৬	১৪৭	৫১৫	৫০০	১৫০	২৩০	৬৯	-	৮৮	২০
			পরিমাণ	৩৮৬১	৩১৬২৯	৫০৭	৩৯৪০	৫১৪	১০৩	৯১৬১	২১৫৮	-	২৬০০	২২২১
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	২০৯	৩০৮	২৪৩	৯১৫	৯০০	৩৩০	২৯০	১০৩	-	১১৭	৩১
			পরিমাণ	৬৬৮৩৪	৫৮১৬০	২৫৯৪২	৪৯৬২০	৩০৩১৬	৫৮৩	২৯৫৫১	২১১২৮	-	৮৯৫২	৭৪৮৬

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	৮৭৩২	৬০২৩	৫৩৮০	৩২৩৭	৩০৯৭	৩৪২৭	৩৪১২	২১৩৪	১৯০১	৭০	৫৫
	শস্য	২৩০১	২৪৬০	৩৯১০	২০৬৮	১৯৪২	৮	৬	১২	১৯৩	৫	২
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫১৪৬	২৩৪১	৫৪০	৮৫১	১০৮১	৩৩৭৯	৩৩৬৮	২১২২	১৭০৮	৬৫	৫৩
	মৎস	১১৯০	৫১১	৩৯০	৩১৮	৬১	৩৬	৩৪	-	-	-	-
	বনায়ন	৯৫	৭১১	৫৪০	-	১৩	৪	৪	-	-	-	-
২	শিল্প	৮৬৫১৪	৮০৭৮১	৮০০৪৮	৪৯০৮৮	৫৩৫১১	২৮২০৩	২৭৯৩৬	৪৬০৬৪	৩৭৪১২	২৪৪৮০	১৮২৯৩
	বৃহৎ ও মাঝারি	৮৪৪২১	৭৯৫৪৬	৭৮৪৬১	৪৮৬০৯	৫৩১৩৪	২১১৮২	২১০৯২	৩২০৪৯	২৯০০৪	১৬৬২৫	১১৬৫৭
	ক্ষুদ্র ও কুটির	২০৯৩	১২৩৫	১৫৮৭	৪৭৯	৩৭৭	৭০২১	৬৮৪৪	১৪০১৫	৮৪০৮	৭৮৫৫	৬৬৩৬
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	১১১৩৭৬	৬৩০০৮	৬৭৬০১	৫৬৮০১	৫২৭৯০	৩০৯১০	৩০৭০৬	-	-	-	-
৪	নির্মাণ	২১৭৬২	১৭১১৩	১২৭৪৬	৯১৪৫	১০১৭২	৭৪০৭	৮৩৫৮	৭৭১৯	-	-	-
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৪৫১৪	৪৩৮৪	২৫০০	৫৮৯৯	-	-	-	-	-	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬৪৬৩	৬৫১৩	৫১৫২	৩৭১৬	৩১২৯	১১১৮	২৭২০	২৯৭৬	২৩৮২	২৩৪৫	১৮৫১
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	১০৬০৮২	৯৮০৪০	৮৮০৭৪	৭৪৭৬৫	৬১৮৮৭	৬৯৫৬৮	৩১৮০৭	২৯৮৭৪	-	-	-
	পাইকারি ও খুচরা	৭১১২১	৬৫০৭৫	৬০২৬৯	৪৪৮৮৩	৩২১১২	৩২৩১৮	১৮৩০২	২৯৮৭৪	-	-	-
	রপ্তানি	৩১৯২	৭২১৯	৫৪৭২	৬৩৩০	৮১৪৩	১৩৩৮৭	২৪৮১	-	-	-	-
	আমদানি	৩১৫৩৫	২৫৭০৩	২২৩২৩	২৩৫৪১	২১৬৩২	২৩৮৬৩	১১০২৪	-	-	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	২৩৪	৪৩	১০	১১	-	-	-	-	-	২৪৪০৩	২১১২৫
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	২৭৬৩	১৬৬০	১৭২৪	২০৫০	৩০১২	২৩০১	২২৪২	১১০২	২৭০৪	৫৫৮	৪৩২
৯	অন্যান্য	১২৯৬২	২৮৩১৮	-	৯৯১৫	৩৬৩২	১৯৮৭	৬৩৯৪	৩৭৭১	৪৪৯৩	২১৩৯	৮৮০
	সর্বমোট	৩৬১১৬৮	৩০৫৮৪০	২৬৩২২৫	২১৪৬১৬	১৯১২৩০	১৪৪৯২১	১১৩৫৭৫	৯৩৬৪৪	৭৬৮২৬	৫৯০০৭	৪৬২৮১

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

২. আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০	১০০০০	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	৬০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৬৬৪৭	৫১৯	৫১৯	৫১৯	৫১৯	৫১৯	২৬০
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩	৬৩৩	৭৯	৭৯	৮০	৮০	৮০	৮০	৮০
৪	মোট আমানত	১২৩৮১	১২৬১৯	১৩৫৯৩	১৩০৪৬	১৩৮৯৭	২০৯০৭	২১২১৬	২৩৯৭৩	২৪৫২৭	২০৫৫০	১৫৮৩৬
	তলবি আমানত	৫৭৭	৬৮৮	১০৫৯	২১০৮	৫৫৪	৫২৮	৯৩০	৪৫৪৮	১৮১৩	১৪৪৩	৮৮৬
	মেয়াদি আমানত	১১৮০৪	১১৯৩১	১২৫৩৪	১০৯৩৮	১৩৩৪৩	২০৩৭৯	২০২৮৬	১৯৪২৫	২২৭১৪	১৯১০৭	১৪৯৫০
৫	ঋণ ও অগ্রিম	১১০০৭	১৪২২২৩	১৩৯০৪	১৩৪১০	-	-	১৭০৫১	১৮০৩২	১৭২৪৭	১৫৭৯৬	১১৭০৪
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৬৬৯১	৮১৪৫	৮৫৬৫	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৬০.৭৮	৫৭.২৭	৬১.৬০	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	২১১	১১	১৩	১৩৪২১	১৫০২০	১৬০২৩	৫	৫	৫	৪	৪
৯	মোট পরিসম্পদ	৪০৮	৩৯৭	৪৬৬	১৮৮৮৮	১৮৬২৭	১৮৩০৬	২১৪১০	২৩২১১	২৪১৯১	১৯৬৮৫	১৫৪৯৪
১০	মোট আয়	৬৪৬	৫৬৬	৫০৬	৫৯৫	১০৭৩	১১৯৯	১৬৮৩	২০৪৭	৩১০৮	১৫৮০	৯২১
১১	মোট ব্যয়	৫৮১	৫৩৬	৫৬৫	৬৫৭	৮৩৫	২০৪০	২৮৪৬	২৪২০	৩৩৫৮	১৯৭৩	১৫২৯
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	৬৫	৩০	৫৯.০০	-	-		-	-	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	৩১৬১	৯৫৫	৪৮১	১২২৯	১৬৩১	৪৫০২	৭৩১৩	১৫২৪	১৮৯৮১	১৭৩১৬	৯০৩২
	রপ্তানি	১৪৫	২১	১৩৯	৪২৩	৬৪২	২৫০৬	৩৭১৮	৫৫৩৬	১১৫০৮	৪০৬৬	২৩৫৮
	আমদানি	৯৯২	৫৪৯	১০০	২৭৭	২৭৬	৯৬২	২২৮২	৬৪৭৪	৫২০৪	১১৩৯১	৫৬৯৮
	রেমিট্যান্স	২০২৪	৩৮৫	২৪২	৫৩৯	৭১৩	১০৩৪	১৩১৩	৩২৩৫	২২৮৯	১৮৫৯	৯৭৬
১৪	মোট জনবল	৬৮৪	৬৬৬	৬৮১	৭১৩	৭০৯	৭০৯	৬৭৭	৭১৬	৬৭৯	৬৯২	৬৩৯
	কর্মকর্তা	৫৩৭	৪৪৬	৪৫৯	৪৯১	৪৫৭	৪৭৭	৩৩০	৫২০	৪৯৮	৫৩০	৪৮৫
	কর্মচারি	১৫০	২২০	২২২	২২২	২৫২	২৩২	৩৪৭	১৯৬	১৮১	১৬২	১৫৪
১৫	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক	৬	১৩	১৩	১৩	-	-	১৯	১৯	-	-	-
১৬	মোট শাখা	৩৩	৩৩	৩৩	৩২	৩১	৩০	৩০	৩০	৩১	৩৪	৩৪
	বাংলাদেশে	৩৩	৩৩	৩৩	৩২	৩১	৩০	৩০	৩০	৩১	৩৪	৩৪
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৬

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	-	-	-	-	১৫	-	-	-	-	-	-
২	মোট শিল্প ঋণ	১৫৬	৪২৩	৭৯৭	১৮৬	১৭৭	-	-	৫৫	৫৫৫	২৬৬০	২২০৮
	মেয়াদি ঋণ	১২০	২৫০	৬৩০	-	৪২	-	-	-	৫০	২০৫	১৯৪
	চলতি মূলধন	৩৬	১৭৩	১৬৭	১০	১৩৫	-	-	৫৫	৫০৫	২৪৫৫	২০১৪
৩	অন্যান্য	৯৩০	৭০৮	৬৪২	১৮৬	৮	-	-	৩০২	১০২৫	৭০৫৪	৬৯৪৮
৪	**সর্বমোট**	**১০৮৬**	**১১৩১**	**১৪৩৯**	**১৯৬**	**২০০**	**-**	**-**	**৩৫৭**	**১৫৮০**	**৯৭১৪**	**৯১৫৬**

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৭

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৩	১২	১২	-	-	-	-	২৫	৪৫	৫৯
			পরিমাণ	৭৫৩	১৯	১৫২৫	১৫২৫	-	-	-	৫৫	৩৫০	১৬৬৫	১৫৫০
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯	০	৭	৭	-	-	-	-	-	-	-
			পরিমাণ	৭৭	০	৫৬	৫৬	-	-	-	-	-	-	-
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	৩	১৯	১৯	-	-	-	-	২৫	৪৫	৫৯
			পরিমাণ	৮৩০	১৯	১৫৮১	১৫৮১	-	-	-	৫৫	৩৫০	১৬৬৫	১৫৫০

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৮

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	২৯৭	৩০	৩২	৪৫	৫৭	৫৭	৯৭	-	-	-	-
	শস্য	২৯৩	২০	২২	২০	-	৫৭	-	-	-	-	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৪	-	৪	১৯	১৯	-	-	-	-	-	-
	মৎস	-	৪	৬	৬	৩৮	-	-	-	-	-	-
	বনায়ন	-	৬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	শিল্প	৭০৪	২২১৩	১৭৩৪	২৪৯৯	১৩৩৪	১১০৭২	২৯১৩	২৬৭৩	৬০১৬	৫৬০৫	৫২৮৫
	বৃহৎ ও মাঝারি	৬৩৮	১৬৪১	১২৪৮	২০২২	১১৬৪	১০৪২২	-	-	-	৫৬০৬	৫২৮৫
	ক্ষুদ্র ও কুটির	৬৬	৫৭২	৪৮৬	৪৭৭	১৭০	৬৫০	-	-		-	-
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	৭৩১	৮৫১	১১৩০	৯৮২	-	-	৩১২৮	৫৫৩২	-	-	-
৪	নির্মাণ	৩৭৭	২০৮৭	-	-	৫২৭	৩২৮	৯৮৯	১৩২১	-	-	-
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	-	-	-	-	২৭	-	-	-	-	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	১৪০	৫১১	৫৩০	৪৪২	৪৩২	২৬৬	৫৩১	৪০০	৬০০	৪৯৫	৫০৫
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	৪২২৭	৫০৬৪	৬৬৪০	৫২১৩	৩৪৭৫	৯৬৩	৫৮৮১	৫৮৮১	১১০০	৮৫০	৮৬১
	পাইকারি ও খুচরা	২৫৮৯	২৮৮১	৩৬৬১	৩০৪১	২৭০৮	-	-	-	-	৬৮১৫	৩৪৫২
	রপ্তানি	১২০	৫৬০	৪৭৩	৬৭২	-	৯৬৩	-	-	-	-	-
	আমদানি	১৫১৮	১৬২৩	২৫০৬	১৫০০	৫৮৯	-	-	-	-	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	-	-	-	-	১৭৮	-	-	-	৭৫০০	-	-
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-	১০	-	-	-	-	-	-
৯	অন্যান্য	৪৫৩১	৩৪৬৭	৩৮৩৮	৪২২৮	৬৮৮৫	৩৩৩৭	১৩৮০	২২২৫	২০৩১	২৪৩১	১৬০১
	সর্বমোট	১১০০৭	১৪২২৩	১৩৯০৪	১৩৪১০	১২৭৪৭	১৬০২৩	১৭০৫১	১৮০৩২	১৭২৪৭	১৫৭৯৬	১১৭০৪

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ *থেকে* ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

৩. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-৯

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	৫০০০	৫০০০	২৫০০	২৫০০	২৫০০	১০০০	-	১০০০	১০০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৭১৩১	৫৮৯৩	৪৬৭৭	১৭৯৯	১৩৮৪	১১৫৩	৮৫৪	৬৭৮	-	৫০৬	২৫৩
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৬০৪৮	৩৮৩৮	৩০০১	২২৯৯	৮৩৯	৮৮৪	৮৩৬	৫৪২	-	৩৫০	২৩১
৪	মোট আমানত	১২৪৪৮০	৮৪৭১১	৫৮৬৫৪	৩৮৩৫৫	৩১৪৭০	২৩০০৯	১৬৭৭৫	১১৬৪৪	-	৮৬৪৩	৭১৬৩
	তলবি আমানত	১৪৭৯০	২১৬২	৬৩৮৭	৪৫৮৯	৩৪৬০	২২৬৬	২৯৭৯	২৫৩৯	-	৩৯৮৮	৩৪৭৩
	মেয়াদি আমানত	১০৯৬৯০	৮২৫৪৯	৫২২৬৭	৩৩৭৬৬	২৮০১০	২০৭৪৩	১৩৭৩৬	৯১০৫	-	৪৬৫৩	৩৬৯০
৫	ঋণ ও অগ্রিম	১০১৫৬০	৭৩৪৩৪	৫৩৫৮২	৩৬১৩৪	২৯৭২৩	১৯২১৪	-	-	-	৭৫৭২	৫২৮৯
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৭৮৩	৭৫১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	১.৬৩	০.৯৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	৫১৯৭	৩৬২৯	২১৭৮	১৫০২	৮৮	৮৭	১৭৪২৩	১১৪৭৪	-	-	-
৯	মোট পরিসম্পদ	১৪৬৩৩৫	১০৩৫১৯	৭৪০০৫	৫০৫৭৭	৩৯১৫৮	৩০১৮২	২১৩৬৮	১৫৩৩৭	-	১০৮৮৭	৮৭৫৯
১০	মোট আয়	১৬০৯৮	১০৬৬৭	৭৫২২	৫২৮১	৪৪১৪	২৯৫৫	২১৭২	১৪৫৩	-	৯৮৮	৮৩৫
১১	মোট ব্যয়	১১৬৯৪	৭০১২	৩৫৩২	৩৫৩২	২৮৪১	২১৯৯	১২০৩	৯০৪	-	৬৮১	৬৭১
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	৪৪০৪	৩৬৫৫	-	-	-	-	-		-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	১৫৩৫২০	১৩৫১৯০	৯২৪০৮	৬০৪৫২	৫৫৫৩৩	৪১৫৯৯	২৮৮৬৫	১৮০১৯	-	১১০৭৬	৭২৩৭
	রপ্তানি	৫৮৪৭০	৫২২০২	৩২০৪২	২৩৫৪৬	২০১৭৬	১২৭১৪	৯১৪৩	৪৯৩১	-	৩০৭৬	১৮৯৫
	আমদানি	৭১৯৩০	৭৬১১২	৫৫৯৩৪	৩৪০৭৪	৩২৬৮৫	২৭০৪২	১৮৮২১	১২৬৩২	-	৭৬৯৮	৫১৬৩
	রেমিট্যান্স	২৩১২০	৬৮৭৬	৪৪৩২	২৮৩২	২৬৭২	১৮৪৩	৯০১	৪৫৬	-	৩০২	১৭৯
১৪	মোট জনবল	২১১০	১৮৪২	১৭১১	১২৯৬	১০৭৭	১০৩৬	৯১২	৭৭১	-	৬৮৫	৬৭০
	কর্মকর্তা	১৭৩২	১৫৮৯	১৪৮৫	১১৯৭	৯৯৪	৯৫৭	৪৬	৪৫	-	৬০১	৫৮৫
	কর্মচারি	৩৭৮	২৫৩	২২৬	৯৯	৮৩	৭৯	৮৬৬	৭২৬	-	৮৪	৮৫
১৫	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক	২৪	১৯	১৯	১৯	১৭	১৭	১৫	১৫	-	-	-
১৬	মোট শাখা	১০০	৮৮	৭৮	৬০	৫০	৪৬	৪৬	৪১	-	৪০	৪০
	বাংলাদেশে	১০০	৮৮	৭৮	৬০	৫০	৪৬	৪৬	৪১	-	৪০	৪০
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(মিলিয়ন টাকায়)

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১০

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	৭৮৫	৪২৩	৫২	২১	১৬	১৯	১৫	১৩	-	৯	৮
২	মোট শিল্প ঋণ	১০১৬৮	৯৪৫৪	৪৫৫৫	২১৩৪	১৬৫৪	২১৭১	২১৮০	৬৯৯	-	২৬০	২৩১
	মেয়াদি ঋণ	৪৫১৪	৪২১৮	২০২৮	১০২৬	৭৯৫	১০৫৯	৯১০	২৪৫	-	১৭৪	১৫১
	চলতি মূলধন	৫৬৫৪	৫২৩৬	২৫২৭	১১০৮	৮৫৯	১১১২	১২৭০	৪৫৪	-	৮৬	৮০
৩	অন্যান্য	২৬৪৩৪	৪১২৫৩	৩৮১২৫	২৮১০৯	২৩৫৭১	৩১১৬০	২৭০২৩	১৬০৪০	-	৯৯৯০	৮৫৩১
৪	**সর্বমোট**	**৩৭৩৮৭**	**৫১১৩০**	**৪২৭৩২**	**৩০২৬৪**	**২৫২৪১**	**৩৩৩৫০**	**২৯২১৮**	**১৬৭৫২**	**-**	**১০২৫৯**	**৮৭৭০**

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

সারণি-১১

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	১৩০	১৬৬	১১৫	৫৮	৪২	১৫	১৩	-	-	৮	-
			পরিমাণ	৯৫২০	৯২৬৫	৯২৬৫	৫২৭৭	২৩৫০	৫৩২৫	১১৭৫	-	-	৫০	-
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৩১০	২৫৪	১৮৫	৮৪	৫৫	১২	৩	-	-	৪	-
			পরিমাণ	৫৮০	৫২৪	৫২৪	২১৮	১১৩	২৩	৬	-	-	২০	-
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৪৪০	৪২০	৩০০	১৪২	৯৭	২৭	১৬	-	-	১২	-
			পরিমাণ	১০১০০	৯৮৭৯	৯৭৮৯	৫৪৯৫	২৪৬৩	৫৩৪৮	১১৮১	-	-	৭০	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১২

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	১৩৮২	৬২৯	৪২৮	৫৮৮	৩৫৩	১৬	২	৩	১	৭	৬
	শস্য	৫৬২	২৭০	৩৩০	৫২৩	৯	-	-	-	-	-	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৭৫	২৫৫	৩০	১৬	৩৪৪	১৬	২	৩	১	৭	৬
	মৎস	২৪৫	১০৪	৬৮	৪৯	-	-	-	-	-	-	-
	বনায়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	শিল্প	৪৩৭৯৯	২২০৪৩	২১৫৯৭	১৩৮৮৪	৫১১৬	২০০০	৭৮৫	৮৫১	৩৮৪	৮২৬	৪০৪
	বৃহৎ ও মাঝারি	২৪৮০৩	১৫৭১৮	১৫৪১৮	১০৫৬২	৫০১৮	১৯৪০	৭৫৩	৮১৮	৩৬২	৭৮৬	৩৬৭
	ক্ষুদ্র ও কুটির	১৮৯৯৬	৬৩২৫	৬১৭৯	৩৩২২	৯৮	৬০	৩২	৩৩	২২	৪০	৩৭
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	১০৪৭৩	৯৭৮৮	৬৫১৬	৪৯৬৭	৪৬৮৫	২৯১৮	৬৯৩	৪৬৮	-	-	-
৪	নির্মাণ	৬৫৭০	৬২৩৫	৫২৬৬	১৮১২	১৮১৩	৯৮২	১০০৪	৯৪৬	৫৯৮৮	৪১৮০	২৬৮৯
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২৬২	২৪৫	২৩০	২০৬	১১	-	-	-	-	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৩৮০	২২৩১	১৭৫৬	১২৩৬	১০৫১	৮৮৭	৫৯৮	১১৮	৬০	৬৭	১৭
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৬৬৩২	৩২২২৯	১৭৭৭৫	১৩৪২৫	১৬৬১২	১২৩২০	১০১২৫	৭৫০২	-	১৯৫৩	২১৫৫
	পাইকারি ও খুচরা	৩০২৫৯	২১২৬৩	১১৩৪১	৩৫৫৯	৭২৯৬	৩৯৪০	৩৪৫৫	২৮৭৪	-	-	-
	রপ্তানি	২৫৪৬	৭৮৫৪	৪৭৭৯	২৭৩৮	১১২৩	৩২৫০	২৫৩৬	১৭৪৪	-	-	-
	আমদানি	৩৮০২	৩১০২	১৬৫১	৭১২৩	৮১৮৭	৫১২৫	৪১৩৩	২৮৮৩	-	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	২৫	১০	৪১	৫	৬	৫	১	১	-	-	-
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	৬২	৩৪	১৫	১৬	১০	৫৪	২৩	১০	৪	২	-
৯	অন্যান্য	-	-	-	-	১১২	৩৭	৪২৯৩	১৫৭৬	৬৩২	৫২০	১৮
	সর্বমোট	১০১৫৬০	৭৩৪৩৪	৫৩৫৮৩	৩৬১৩৪	২৯৭২৩	১৯২১৪	১৭৪২৩	১১৪৭৪	৮১৫০	৭৫৭২	৫২৮৯

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

৪. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-১৩

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	১০০০০	১০০০০	৪০০০	৪০০০	৪০০০	৪০০০	৪০০০	১০০০	১০০০	১০০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৬৩৯৪	৬৩৯৪	২৯৮৮	২৬৯১	১১১৯	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৫	৫৮৭	২৬০	২৬০
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৩৮৬৭	৩২৬৯	১২১১	৮৪০	৬৫৯	৯৯২	৩৯৬	৩৩৮	৪৮৮	৬০৬	৪৯৬
৪	মোট আমানত	৯৩৫৯৪	৬৬৮৫২	৪৪৮৫১	৩১৫৮৮	২২৬৮৮	১৮১৭৬	১৬১৭১	১৬৮৬২	১০১০৮	১৯৭০৯	১৫১৪১
	তলবি আমানত	১২৮৫৯	১০০৬৮	৮০৮২	৭১৭৮	৪৮১৪	৪০৬০	২০৭৭	২১৭৭	১৯০০	১৭৮৯	১৭৩০
	মেয়াদি আমানত	৮০৭৩৫	৫৬৭৮৪	৩৬৭৬৯	২৪৪১০	১৭৮৭৪	১৪১১৬	১৪০৯৪	১৪৬৮৫	৮২০৮	১৭৯২০	১৩৪১১
৫	ঋণ ও অগ্রিম	৭৫৮২২	৫৩৯০৯	৩৬৬৮০	২৬৫৮০	১৮৭২৫	১৫৮৬৯	১৫৩১৩	১৫০৯৭	৮১৫০	১০০৫৯	৭৫০৪
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	২৫৩৩	২১১৬	১৭৪৬	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৩.৩৪	৩.৯৩	৪.৭৬	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	৬১৪৪	৫২৪১	৩০৫০	১৩১০	৯২২	৫০১	৫০১	৫০১	-	০.১	০.১
৯	মোট পরিসম্পদ	১১৫১৬৮	৮৪৩৮৪	৫৫১৬৯	৩৯৯৭৯	২৯২৬২	২১৯২০	১৯৬৯২	২০৩৫৯	১২৮৫০	২১১৯৪	১৬২২৪
১০	মোট আয়	১৩০৫৬	৮৫২৭	৫০৬৮	৩৮১৬	১৬১১	১১৯৪	২২২৯	১৯২২	১১২১	৩২৩৩	২২৯৪
১১	মোট ব্যয়	৯৪৩৯	৫৯১৯	৩৪২৯	২৭১৪	১১৯০	৯৪২	১৯৩৩	১৭০৯	৮০৯	২৭৩২	১৮৭৪
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	৩৬১৭	২৬০৮	১৬৩৯	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	১২৬৫২০	১০৮৩০৮	৪৭৯৭০	৩৪৮৮৮	২৭০২৪	২৬৩৭৩	২৩২৮০	১৭৪৩৮	১৩০৬৮	১৯০৬৫	১৩৫২০
	রপ্তানি	৭৬৯৮৬	৬৮১৯৮	১৬৫৪০	১৩৯৬৪	৮৬৯৬	১১৭৪১	১০৭১৪	৫৫২৮	৩৬৩৯	৪০৩৬	২২৮৮
	আমদানি	৪২৭১২	৩৪৯৭৫	২৯৯০০	১৮২৮৭	১৭২৮৬	১৩৯৭৭	১১৭৯১	১১৫৭৭	৯১৩৭	১৪৯০৯	১১১২৫
	রেমিট্যান্স	৬৮২২	৫১৩৫	১৫৩০	২৬৩৭	১০৪২	৬৫৫	৭৭৫	৩৩৩	২৯২	১২০	১০৭
১৪	মোট জনবল	১৬২৭	১৩৭৫	১০৮৬	৯৬৫	৬৯৪	৬৬৯	৬৭৪	৬৮৬	৮০২	৫৯৭	৪৭২
	কর্মকর্তা	১৪৯১	১২৫৩	৯৯৬	৮৮২	৬১৮	৫৯৭	৬০২	৬১৫	৭২৩	৫৩৫	৪২৭
	কর্মচারি	১৩৬	১২২	৯০	৮৩	৭৬	৭২	৭২	৭১	৭৯	৬২	৪৫
১৫	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক	৪৩৫	৪২৭	৪২৭	১৮০০	২২০০	২৪৮০	২৩৬৬	৩৫৭৫	-	৩৫৭৫	২২০২
১৬	মোট শাখা	৮৬	৭৬	৬৪	৩১	২৮	২৪	২৪	২৪	৪০	২৪	১৯
	বাংলাদেশে	৮৬	৭৬	৬৪	৩১	২৮	২৪	২৪	২৪	৪০	২৪	১৯
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৪

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	১০১৭	২১০০	১১৮৭	৯১৩	৭৭৭	২৭৩	-	১৫১৮	৮	১২৫	-
২	মোট শিল্প ঋণ	৩০০০০	৩১০০০	১৯২২৬	১৪৭৮৯	১০১৫০	১১৩২	১৫৫৭	৪৮৭৯০	৫৫০	৭২১	১০৫৩
	মেয়াদি ঋণ	১২৭৫০	১৩০০০	৮৫৪৪	৬৫৭২	৫০১৯	৮৮	২২৩	৪৬২৫	১৯২	১০৫	১০৭
	চলতি মূলধন	১৭২৫০	১৮০০০	১০৬৮২	৮২১৭	৫১৩১	১০৪৪	১৩৩৪	৪৪১৬৫	৩৫৮	৬১৬	৯৪৬
৩	অন্যান্য	৩৬১৬০	২৯০০০	১৬৩২৭	১২৫৫৯	২৫৯০৭	১৫০৩৬	১৩৭৫৬	১৮১৯১৫	১১৪৫৭	১৯০৪৮	১৩৫৪৮
৪	**সর্বমোট**	**৬৭১৭৭**	**৬২১০০**	**৩৬৭৪০**	**২৮২৬১**	**৩৬৮৩৪**	**১৬৪৪১**	**১৫৩১৩**	**২৩২২২৩**	**১২০১৫**	**১৯৮৯৪**	**১৪৬০১**

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৫

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	২৩০	৬২	৫৫	২১	২০	১৫	৯৯	৫	-	-	৭
			পরিমাণ	১২৮৪	২৪০০	১৮০০	২২৬০	১৮৫	৫৩২৫	৩০৩২	৯০	-	-	২৪২
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	২২৭২	১৫৫	১৪০	১১২	৯০	১২	২৫৮	১৩	-	২১	৬৩
			পরিমাণ	১২৬৩	২১০০	১৯০০	২৪৮০	১৫১	২৩	৩৩৮৫	১৩	-	৫৮৭	১০
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	২৫০২	২১৭	১৯৫	৬৮৫	২২৬	২৭	৭০৩	১৯	-	২১	৭০
			পরিমাণ	১৩৯৭৭	৪৫০০	৩৭০০	২০৪৭০	৪৩৭	৫৩৪৮	১৫০৯৬	১০৩	-	৫৮৭	২৫২

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৬
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	৯১১	৫৪২	৬২২	৫১৮	৫৪৩	৪৬৬	৩৬৬	১৩৫	৬৭	১৩৯	-
	শস্য	৩৭৭	১৬৫	৭৫	৬৩	৫০	২১	-	৫	২	-	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	১৫৬	৩০৫	৪৩৫	৩৬২	২৮৪	২৩৬	-	৮৮	৪৪	১৩৯	-
	মৎস	৩৭৮	৭২	১১২	৯৩	২০৯	২০৯	১০৮	৪২	২১	-	-
	বনায়ন	-	-	-	-	-	-	২৫৮	-	-	-	-
২	শিল্প	২২৫৭৩	৬৪৪০	৫০৬৪	৪২১৯	২১৬৮	১৭৫১	১৫৯১	১৯৪০	৬২৭	৬২১	২৫০
	বৃহৎ ও মাঝারি	২১১৯৬	৫৫৫৫	২৩৩১	১৯৪২	১১২৬	১০৮২	৫৯০	৬৪০	১৭০	-	২৩২
	ক্ষুদ্র ও কুটির	১৩৭৭	৮৮৫	২৭৩৩	২২৭৭	১০৪২	৬৬৯	১০০১	১৩০০	৪৫৭	৬২১	১৮
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	৬১৮২	৪৮৩৬	৪৩৯৬	৩৬৬৪	১৯০৩	১৭৪৮	১১৯৮	১১৫৮	১৮১১	-	-
৪	নির্মাণ	১৯৭৯	১৭৮৬	১৬৩৭	১৩৬৪	১৮৬০	১৮৬০	১৭৮২	১৫৭৫	৭৪৭	-	-
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৩১৩	৩১৩	৯৫	৭৯	৮৯	৮৯	৬০	৬১	৩১	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৬৫৫	৭২৯	৬২১	৫১৭	৪২৯	৪৭৫	৬২৪	৭৮৩	৩৩৯	২৯০	৩২৩
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	৩৪৬৭০	২৪৭৭৭	১৪৩৮৩	১১৯৮৫	৯৭৭৮	৭৮৭৪	৭৯৪৫	৭৯২৫	৮১২৯	৪১৪	৫২৪
	পাইকারি ও খুচরা	২৩০১৫	১৬৪৭২	৯৫৬২	৭৯৬৮	৬০৯৩	৪৬২১	৪৭৫০	৪৪০৩	৪৩১৫	৪৩৭১	-
	রপ্তানি	৪৭২৬	৩৩৮২	১৭৮৯	১৮৯১	১২৮৭	১১২৩	৫৪৯	৭৯২	২৯৪	-	-
	আমদানি	৬৭৮২	৪৮৫৪	২৮১৮	২৩৪৮	২১৭৬	২০০৮	২৫৫৮	২৬৬৫	৩৪৮৮	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	১৪৭	৬৯	২১৪	১৭৮	২২২	১২২	৮৮	৬৫	৩২	-	৪০০১
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	১২০৯	৬১৮	৩৬৬	৩০৫	২৮০	১৩১	২৯৪	১১৭	৫২	৪১	৩২
৯	অন্যান্য	৭৩৩০	১৩৮৬৮	৯৪৯৮	৩৯২৯	১৬৭৫	১৩৭৫	১৪৫৩	১৪০৩	১০৮৫	৪১৬০	২৩৫৪
	সর্বমোট	৭৫৮২২	৫৩৯০৯	৩৬৬৮০	২৬৫৮০	১৮৭২৫	১৫৮৬৯	১৫৩১৩	১৫০৯৭	১২৮৮৭	১০০৫৯	৭৫০৪

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

৬. শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-১৭

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	৬০০০	৬০০০	৬০০০	৪০০০	৪০০০	২০০০	২০০০	২০০০	২০০০	৮০০	৮০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৫৫৬৬	৪৪৫৩	৩৪২৫	২৭৪০	২২৪৬	১৮৭২	৯৩৬	৯৩৬	৪৬৭	২৩১	২০৫
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৪০৮২	৩৪৬৪	৪৩২২	২৬৯০	১৮২৩	১১৬৯	৪২৭	২১৭	৩৩৯	১৫৫	৬৯
৪	মোট আমানত	১০২১৭৭	৮৩৩৫০	৬২৯৬৫	৪৭৪৫৯	৩৬৪৮৪	২২৬১৮	১৮০৯১	১২২০৫	৯০৯২	৬০৩৯	৩৩৩৩
	তলবি আমানত	১০৭৫৬	৮৪৭৬	৩৫১২	৬৫১২	৩২৫২	২১২৪	১৬২৮	১২১১	৮৬৪	৬২৮	৪০৪
	মেয়াদি আমানত	৯১৪২১	৭৪৮৭৪	৫৯৪৫৩	৪০৯৪৭	৩৩২৩২	২০৪৯৪	১৬৪৬৩	১০৯৯৪	৮২২৭	৫৪১১	২৯২৯
৫	ঋণ ও অগ্রিম	৯৬১৮৫	৮০৫৯২	৬১৪৪০	৪৩৯৫৮	৩২৯১৯	২৪৬১৭	১৫৫১৫	১০৫৯০	৭১৪৯	৪৩১৯	২০০১
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	২৮৪২	১৫২৩	১১৭৩	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	২.৩৬	১.৮৯	১.৯১	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	৫১৬৩	৩৩৭৭	২২২৯	৩৪৮৩	১১৪৪	৮৫৯	৫০০	২০০	২০০	-	-
৯	মোট পরিসম্পদ	১৩২৮২৩	১০৭২২৯	৭৮৮০০	৫৮৯২০	৪৫২১৭	২৮৩৪৭	২১৩৪২	১৪৪৪৩	৯৭৪২	৬৫৮৯	৩৬৭০
১০	মোট আয়	১৭৪৪১	১২০০৭	৯৫০৯	৭১১৭	৫২৮৫	৩৫৮৯	২৫৭০	১৬২১	৮৪১	৬৬৮	৩১৭
১১	মোট ব্যয়	১২৯৯২	৯০০৯	৫৯৮০	৫০৭৬	৩৪৭৫	২২৭৪	১৭২৫	১১১৯	৭৬৬	৪৭৯	২২২
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	৪৪৪৯	২৯৯৮	৩৫২৯	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	২২৫৫৫৩	১৬৬৯০৬	১১৫০৭৯	৭৯৪৫০	৭৮৩৯৬	৪৪৮৬৯	৩৩৫০১	২০০৯৯	১৪৩২৪	৬৭৪৫	৩৬৭০
	রপ্তানি	১১০৭৮৯	৭৯২২৫	৪৮৮৫৭	২৯৪৩৪	২৬৩৪৭	১৫০৮৪	১১২৮২	৬২৯৫	৪২৪০	১৮০	৬৪৪
	আমদানি	১১১৮৩৭	৮২৩৪১	৬০০৬৬	৩৯৫৪৩	৪২৫৫১	২৫৪৯০	১৮৬৮৪	১৩১১৪	১০০১৭	৫৫৮৪	২৬৭৪
	রেমিট্যান্স	২৯২৭	৫৩৪০	৬১৫৬	১০৪৭৩	৯৪৯৮	৪২৯৫	৩৫৩৫	৬৯০	৬৭	৯৮১	৩৫২
১৪	মোট জনবল	১৮৮১	১৬২৪	১৬৭১	১২৯৯	৮৭৮	৫৫৫	৩৭৭	৩৪০	২৮৩	২৪৩	১৯৫
	কর্মকর্তা	১৪৪১	১১৫৪	১২৮০	৯৫৫	৬৪৩	৪২৮	৩১২	২৮৪	২৩২	১৯৮	১৬১
	কর্মচারি	৪৪০	৪৭০	৩৯১	৩৪৪	২৩৫	১২৭	৬৫	৫৬	৫১	৪৫	৩৪
১৫	বিদেশী প্রতিসংগী ব্যাংক	৩৮৬	৩৮১	৩১	৩০	২৯	২৪	২৩	২৩	২২	-	-
১৬	মোট শাখা	৮৪	৭৩	৬৩	৫১	৩৩	২৬	২১	১৬	১২	১০	৮
	বাংলাদেশে	৮৪	৭৩	৬৩	৫১	৩৩	২৬	২১	১৬	১২	১০	৮
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৮

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	১০৪১	১৮৭	১১০	১০০	১১৩	১০৯	১২৩	১০২	১০৫	৯৯	-
২	মোট শিল্প ঋণ	১৬১৫০	১০৯০৮	১১১৯৭	৮৩৯৫	৭৭৪৬	৩২৮২	৩২৭০	২৮৩৬	১৩৩১	১০৬৯	৮৮৭
	মেয়াদি ঋণ	৩৭২৭	২৬৯৭	২৭৭২	২৪৩৭	১৫৩৬	১২৬৫	১৩৩৫	১০৫২	৫৮১	২৯৫	৪৬৯
	চলতি মূলধন	১২৪২৩	৮২১১	৮৪২৫	৫৯৫৮	৬২১০	২০১৭	১৯৩৫	১৭৮৪	৭৫০	৭৭৪	৪১৮
৩	অন্যান্য	২১১৩৩	১৬৮২৪	১৬৪৮৩	৯০৪৯	৯৫৪৬	৮১৬৫	৭৪৮২	৬০৫৪	৩৭৪৭	৭৫৯৮	১১১৩
৪	**সর্বমোট**	**৩৮৩২৪**	**২৭৯১৯**	**২৭৭৯০**	**১৭৫৪৪**	**১৭৪০৫**	**১১৫৫৬**	**১০৮৭৫**	**৮৯৯২**	**৫১৮৩**	**৮৭৬৬**	**২০০০**

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১৯
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৬৭	৭৩	২৬	২৩	২৯	২৭	৩১	৩৫	-	১২	২৬
			পরিমাণ	১৫৮৯৫	৯৮৭৩	৭৩৯৭	৪২৬৫	৩৯১৬	২০৭৩	১১৫৬	৯৯২	-	১০৬৩	৮৬৫
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	১২৯	১৬০	৬৭	১২	১১	১২	১০	৭	-	৯	-
			পরিমাণ	২১৬	১৪৮	৩১	১৬	১৪	১৮	২১	২৯	-	২৪	-
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	১৯৬	২৩৩৩	৯৩	৩৫	৪০	৩৯	৪১	৪২	-	২১	২৬
			পরিমাণ	১৬১১১	১০০২১	৭৪২৮	৪২৮১	৩৯৩০	২০৯১	১১৭৭	১০২১	-	১০৮৭	৮৬৫

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২০

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	৭৫৮	৩৬২	২৭০	৩৯৯	৩৬৫	২৬২	২৫৪	১৯৩	১৩৬	৭৩	-
	শস্য	৫০	৫৭	১৮	-	-	-	-	-	-	-	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৫৪২	১৮৭	২০৬	৩৩১	৩০২	২৩৮	২২৫	১৭৭	১৩৬	৭৩	-
	মৎস	১৬৬	১১৮	৪৬	৬৮	৬৩	২৪	২৯	১৬	-	-	-
	বনায়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	শিল্প	১০৭৩২	৮৫১৬	৬১৯৪	৫৭১৯	৩৭৩০	২৮৪৮	২০৮৩	১৩১৮	২৪০	১১৩৮	৮৮৭
	বৃহৎ ও মাঝারি	১০৩৫৬	৮১৭৮	৬০২২	৫৬৯০	৩৬৮৭	২৭৯২	২০৫২	১২৯৩	২৩৮০	১১২০	৮৮৭
	ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৭৬	৩৩৮	১৭২	২৯	৪৩	৫৬	৩১	২৫	২৬	১৮	-
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	২৪৫৭৪	১৫৫৮২	১১৯৯৪	৯৯৪৬	৯৪০২	৩৯৭৬	২৩৭৩	১৭৯৬	-	-	-
৪	নির্মাণ	১৩৯০৩	৯৩৬৯	৬৮৬৩	৫২৩৯	৩১১১	১৩৬৮	৯৯৫	১০২৬	৬৯৭	৭৪১	-
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	২৫৫২	১০২৫	৭১৪	৭৬৫	৬১৯	৪৬৫	-	-	-	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২২৬৬	২৮১৫	১৮৩৯	২০৬২	১২৯৬	৪৮৩	৪৪২	৩৪৪	২৬৬	২০০	-
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	২৩০৯৩	২৪৬৬৯	১৭৮৬৯	১১০১৫	৮০৪২	৬৭৪৮	৪৬৪৭	৩২৭৯	-	-	-
	পাইকারি ও খুচরা	১২১৬৩	৯৩৭৮	৬৩৬৯	৩৮১০	৩২৭২	১৮৩৩	১৫৪৯	১০৬৬	১৭৩৬	১২৬৩	৯৪৮
	রপ্তানি	২৫৮৫	৫২৭৩	৪৪৯৭	৩৮৭১৩	১৯৮৩	১৮১৮	৮৩১	৭৩৫	-	-	-
	আমদানি	৭৫৪৫	৯০৮৬	৬৩২০	৩০৬৫	২৭৮৭	৩০৯৭	২২৬৭	১৪৭৮	-	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৮০০	৯৩২	৬৮৩	২৫৮	-	-	-	-	-	-	-
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	১০৮	২০৮	৪৭২	৩৩২	-	-	-	-	-
৯	অন্যান্য	১৮৩০৭	১৮২৫৪	১৫৫৮৯	৮৬০৫	৫৮৮২	৪১৩৫	৪৭২১	২৬৩৪	১৯০৮	৯০৪	১৬৬
	সর্বমোট	৯৬১৮৫	৮০৬৯২	৬১৪৪০	৪৩৯৫৮	৩২৯১৯	২০৬১৭	১৫৫১৫	১০৫৯০	৭১৪৯	৪৩১৯	২০০১

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

৭. এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-২১

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	২০০০০	২০০০০	১০০০০	১০০০০	৩৫০০	৩৫০০	৩৫০০	১০০০	১০০০	-	-
২	পরিশোধিত মূলধন	১০৫১৫	৯২২৪	৬৮৩২	৩৩৭৩	২৬৭৮	২১৪২	১৭১৪	৮৭৯	৬২৮	-	-
৩	রিজার্ভ ফান্ড	৬১৬৫	৫২৬১	৫৬১৪	৩২৮০	৩০৮৬	২৪২৭	১৭৫৪	১০৩৪	৭৯৮	-	-
৪	মোট আমানত	১৪০৩৬৬	১০৭৮৮১	৯৪৯৫২	৭৩৮৩৪	৫৭৫৮৭	৪১৫৪৭	৩৫০৩২	২৮৩১৯	১৯০৭৮	-	-
	তলবি আমানত	১৯২৭৫	১৮৬১৬	১৪২৫৪	৯৭৬৫	৮০৩২	৫৮৫৩	৪০৩৬	৪০৯০	২২৭২	-	-
	মেয়াদি আমানত	১২১০৯১	৮৯২৬৫	৮০৬৯৭	৬৪০৬৯	৪৯৫৫৫	৩৫৬৯৪	৩০৯৯৬	২৪২২৯	১৬৮০৬	-	-
৫	ঋণ ও অগ্রিম	১১৭৪৫৩	৯৯৭০০	১৬৬১২৮	৬৮৬০৮	৫৩৬৩৯	৪০১৯৭	৩২৬৪১	২৬০৪৬	১৯৩৩২	-	-
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	৫০৫২	১৬২৭	১৮৫৫	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	৪.৩০	১.৬৩	১.৯৯	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	১১৩১৫	৭৬৫৪	৪৫২২	২১৮৯	২৮৯৪	২৪৫৮	২২৩৩	১৬৩৩	১৫৪৩	-	-
৯	মোট পরিসম্পদ	১৬৭০৯২	১২৯৮৭৪	১১৩০৪৭	৮৬২১২	৬৮৪৪৬	৫১৫০৩	৪১৭৯৪	৩৩৭১৭	২৪৩৫৮	-	-
১০	মোট আয়	২০৩৬১	১৫৮০২	১৩৭৩৭	১০৩৮৭	১১০২৯	৬৪০৮	৪৯৬৮	৩৪৩৩	২৬৪৭	-	-
১১	মোট ব্যয়	১৫০২৩	১১৮৪৬	৭৮৬২	৭১৮৪	৮৩৫৯	৪৪৯০	৩৫৮৯	২২৫৮	১৮০৯	-	-
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	৫৩৩৮	৩৯৫৬	৫৮৭৬	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	২৭০০৮১	২৫৪৪০৭	২২৭৯৬৭	১৬২৬০৪	১৫৬৪৩৪	১১৭৮৯৯	৯৬১৭৫	৭২৯৪০	৪৯৩১৪	-	-
	রপ্তানি	১২০৯৯৭	১২২২১৭	৯৫৩৫৯	৭৬২৪১	৭৬৪৬৬	৫৫৭৯০	৪৬২৩৪	৩১২৮৫	২২৪১৮	-	-
	আমদানি	১৪৩৩১৪	১২৮৪৪৬	১২৯৫৭১	৮৩৯১১	৭৮৫৪০	৬১৩৯৯	৪৯৫৯৭	৪১৪৩২	২৬৭৮২	-	-
	রেমিট্যান্স	৫৭৭০	৩৭৪৪	৩০৩৬	২৪৫২	১৪২৮	৭১০	৩৪৪	২২৩	১১৪	-	-
১৪	মোট জনবল	১৯০৯	১৭২৪	১৬৮৬	১৪৪০	১৩১২	১১০৪	১০২০	৯৩৪	৭৬৮	-	-
	কর্মকর্তা	১৪৯৭	১৩৬১	১৩৬৮	১১৩১	১০৩০	৮৫৩	৭৯৩	৭২৮	৫৯৮	-	-
	কর্মচারি	৪১২	৩৬৩	৩১৮	৩০৯	১৮২	২৫১	২২৭	২০৬	১৭০	-	-
১৫	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক	৩৯৮	৩২৩	৩১৪	৩৩৩	২৭৮	২৫০	২৪৬	২২২	১৯৬	-	-
১৬	মোট শাখা	৭২	৬২	৫৯	৫২	৪২	৩৫	৩০	২৮	২৪	-	-
	বাংলাদেশে	৭২	৬২	৫৯	৫২	৪৪২	৩৫	৩০	২৮	২৪	-	-
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২২

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	৭৩৭	৪৭১	৩৫১	৯৪	৩৬	২৭	১৮	৫২	৯৪	-	-
২	মোট শিল্প ঋণ	৪৭৩৭৯	২৪৫৯৬	২৪৩৮০	২১৩১৮	১৫১৮৭	১৩৩৬৯	১০৩৫৭	৭৫৫৬	৯৯৫৫	-	-
	মেয়াদি ঋণ	২৯২৪৬	১০৫৫২	৯৮৪৮	৯১৮৭	৪২৬৪	৩৩৮৬	২৪১৩	২২৩৫	২১৪৯	-	-
	চলতি মূলধন	১৮১৩৩	১৪০৪৪	১৪৫৩৩	১২১৩৪	১০৯২২	৯৯৮৩	৭৯৪৪	৫৩২১	৭৮০৭	-	-
৩	অন্যান্য	১২৪০৫৮	৯৫৭৫৭	১০০৭৯৭	৭১৩০৯	৫৫৮৮১	৪২৭১৬	৩৫৬১২	২৬০৭৫	২৩৮৩৩	-	-
৪	**সর্বমোট**	**১৭২১৭৪**	**১২০৮২৪**	**১২৫৫২৮**	**৯২৭২১**	**৭১১০৪**	**৫৬১১২**	**৪৫৯৮৭**	**৩৩৬৮৩**	**৩৩৮৮২**	**-**	**-**

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৩

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৩৮	৭৪	৮১	১০১	৬৬	৪৯	৪৩	৭৪	-	-	-
			পরিমাণ	১০৫৮	৩১৯৬	২৪২৬	৪৮৯২	৩০৩১	১০৯১	২০৭৬	৬০১০	-	-	-
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	১১৬	৯৪	৭৪	৩০	৩৫	২৯	৩৭	-	-	-
			পরিমাণ	৪৪	৪৩১	৩০৫	২৮৪	৫২	১২৯	৯৬	৪৮৪	-	-	-
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	১৯০	১৭৫	১৭৫	৯৬	৮৪	৭২	১১১	-	-	-
			পরিমাণ	১১০২	৩৬২৭	২৭৩১	৫১৭৬	৩০৮৩	১২২০	২১৭২	৬৪৯৪	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৪

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	১২০৮	৩৫৯	৩৬০	৩৯৭	৪৫	১৬	১০৭	৪৫	১৩৩	-	-
	শস্য	১৬৯	২৫৫	১৭৫	২৯০	২৩	১	-	-	-	-	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৮৪৬	১০০	১৮১	১০৬	১৬	৭	৬	২৬	১৩৩	-	-
	মৎস	১৯০	৩	৩	১	৬	৮	১০১	১৯	-	-	-
	বনায়ন	৩	১	১	-	-	-	-	-	-	-	-
২	শিল্প	২৪২৪৬	২১৩৪২	১৮৩৯২	১৮৮০৩	১৩২৪২	৯৮২৬	৬৯৯৬	৪৬১৮	৫৭৭১	-	-
	বৃহৎ ও মাঝারি	২০৭১৭	১৯৪৯৬	১৬৬১৭	১৭১০৫	১১৬৪১	৮৮৫৬	৬৫৩০	৪৪৫৮	৫৬৭২	-	-
	ক্ষুদ্র ও কুটির	৩৫২৯	১৮৪৬	১৭৭৫	১৬৯৮	১৬০১	৯৭০	৪৬৬	১৬০	৯৯	-	-
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	৯৮৩০	৭৫২৯	৭৯৭৩	৮৯২৫	৭৪৩০	৫১৪৭	৪৭৮৯	৩৮৭১	-	-	-
৪	নির্মাণ	৯৩৫৪	৮৭৩৩	৮৪২৭	৫৪২১	৪৮৫৫	২৭০৭	২৩২৫	১৪২৯	৫৫৮	-	-
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	১২৮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	২৮০৯	১৮৫৩	১৭৬০	১৮৮১	১৩৫৬	১০৫৫	৬৯৫	৫৪৭	৪০১	-	-
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	৫৭১২০	৪৮৬৪৬	৫৪৪৪০	৩১৪১৪	২৪৮৬৬	১৯৭৩২	১৬৪৭৫	১৩৬৯৫	-	-	-
	পাইকারি ও খুচরা	২৭২৪৪	১৫৫৯৬	১৫২৭	১০৫৯৮	৯৬৪১	৭০৮২	৫৯১৬	৫০৭৮	-	-	-
	রপ্তানি	৯৮৩০	১৩৩২২	১৬৯৪০	১০৯৩১	৮৪০৭	৬১৪৩	৫৫১৮	৩০১৮	-	-	-
	আমদানি	১৯৬৮৩	১৯৪২৭	২১৭৭৩	৯৮৮৫	৬৮১৮	৬৫০৭	৫০৪১	৫৫৯৯	-	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	৩৬৩	৩০১	-	-	-	-	-	-	১১৫৯১	-	-
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৯	অন্যান্য	১২৭৫৮	১১২৩৮	১৯৪৫	১৭৬৭	১৮৪৫	১৭১৪	১২৫৪	১৮৪১	৮৭৯	-	-
	সর্বমোট	১১৭৪৫৩	৯৯৭০০	১৬৬১২৮	৬৮৬০৮	৫৩৬৩৯	৪০১৯৭	৩২৬৪১	২৬০৪৬	১৯৩৩২	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

৭. ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক কার্যক্রম

সারণি-২৫

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অগ্রগতির প্রধান বৈশিষ্ট্য[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	অনুমোদিত মূলধন	১০০০০	৪৬০০	৪৬০০	৪৬০০	৪৬০০	৩৬০০	১৫০০	১৫০০	১৫০০	১০০০	১০০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৩৭৪০	৩২৪০	৩০৩৬	২৩০০	২৩০০	১০০	৯০০	৬০০	৩২০	৩২০	২০০
৩	রিজার্ভ ফান্ড	১৯২৪	১১২৭	৮৭৯	৫৬৯	২৩৯	১৩৪	১০৪	২২১	২১১	৫৪	১১
৪	মোট আমানত	১০৯৯০৫	৭৮১৪৫	৫৬৩৪৫	৪২৪২৩	২৫৮৫৫	২৩৫০৪	১৭৫৯২	১৪০১২	১১২৩২	৯৪৪৪	৫৫১১
	তলবি আমানত	৬২২২	৪৫০৫	৩৭৫৫	২৫৬৯	১৪২৩	১৪৩৯	৮৪৮	৭৩৬	৯০৬	৮২৫	৯১২
	মেয়াদি আমানত	১০৩৬৮৩	৭৩৬৪০	৫২৫৯০	৩৯৮৫৪	২৪৪৩২	২২০৬৫	১৬৭৪৪	১৩২৪৯	১০৩২৬	৮৬১৯	৪৫৯৯
৫	ঋণ ও অগ্রিম	৯৬৩০৪	৬৯৪৬৭	৫২১২৪	৩৮৭২৬	২৫০৯৫	১৮৬১৬	১৩৬৪৬	১০৭২২	৮৫০০	৬৪৭৭	৪১০৩
৬	শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ	১৭৮৫	১৩৪০	১৩৬০	-	-	-	-	-	-	-	-
৭	শ্রেণীকৃত ঋণের হার	১.৮৫	১.৯৩	২.৬১	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	বিনিয়োগ	৪৯১৩	৩৯৭৭	২৯৯৭	১৯৩১	১৩৩৩	২৪৯৮	২০৬৩	১৬৬২	১২৭২	৭৫২	৫৪০
৯	মোট পরিসম্পদ	১২৯৭৩৩	৯০৯৫৬	৬৩৬২০	৪৭৯৭৯	৩১২৩৯	২৬৯৪২	২০৪৪৯	২০২৬০	১৬১৬৯	১৩৩৬৯	৭২২৭
১০	মোট আয়	১৪০৬৮	৯৪০৭	১০৯৪১	৮২৮২	৫৮৫৮	২৫৪৫	১৯২১	২০১৯	১৫১৮	১১৭৬	৭৫৫
১১	মোট ব্যয়	১২১১৬	৭৮১৭	৯৭৩৭	৭৫১৬	৫৬৬৮	২৪১৬	১৭১৮	১৮৯৪	১১৩৪	৯৩৯	৬২৬
১২	পরিচালনাগত মুনাফা	১৯৫২	১৫৯০	১২০৩	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	বৈদেশিক বাণিজ্য	৩৬০৬৭	৪০৮০৫	৩৫১০৩	২০২১০	১৪০১৮	১৮৩২২	১০১৬২	৯৫২৩	১১০৯৮	৮৫৩৬	৫৮০০
	রপ্তানি	৭২৭৯	১০২৬০	৫৮৬৯	৩৫৪৯	৪১৪৫	৩৬৪৮	২৯৬১	২৮৫৬	৩৬৫১	২৮০৭	১৯৮৮
	আমদানি	২৪০৫৬	২৯৫৩৬	২৮৩৯১	১৬১০২	৯২৮৭	১৪৩৪৪	৭১৫৩	৬৬০৫	৭৪১৪	৫৬৪৬	৩৭৫১
	রেমিট্যান্স	৪৭৩২	১০১১	৮৪৩	৫৫৯	৫৮৬	৩৩০	৪৮	৬২	৩৩	৮৩	৬১
১৪	মোট জনবল	২০৯০	১৫৩৫	১১৮৯	৯৯৫	৬২৩	৫১৪	৪১৫	৪২৩	৪৬৭	৪৩৩	৩৭৬
	কর্মকর্তা	১৭১৪	১২১৮	৯২৭	৭৭৫	৪৮৩	৪০৮	৩১৮	৩১৩	৩৩৭	৩১৪	২৬৪
	কর্মচারি	৩৭৬	৩১৭	২৬২	২২০	১৪০	১০৬	৯৭	১১০	১৩০	১১৯	১১২
১৫	বিদেশী প্রতিসঙ্গী ব্যাংক	২০০	২০০	২৪০	২৪০	২৩৫	২৪৫	২৬২	২৬০	২৫৩	২২৩	২১৬
১৬	মোট শাখা	১০০	৮৪	৬৬	৫২	২৯	২০	১৫	১২	১২	১১	১০
	বাংলাদেশে	১০০	৮৪	৬৬	৫২	২৯	২০	১৫	১২	১২	১১	১০
	বিদেশে	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৬
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি ঋণ	৭২১	৩৯৩	২৯৮	২২৪	১৬৪	১৬০	১০৮	১৬৮	৯৩	-	-
২	মোট শিল্প ঋণ	৫১৯৫	৫৩৬১	৫১৪৫	২০৯৪	১২৮৬	৪৪০	৩৮৮	৪৭৪	৭১১	৬৩৭	৪৮১
	মেয়াদি ঋণ	২৪০২	২২৫৭	২৫২১	১৪৫২	৯৮৯	২৪২	২১১	১৯৩	১৩১	৪৫	-
	চলতি মূলধন	২৭৯৩	৩১০৪	২৬২৪	৬৪২	২৯৭	১৯৮	১৭৭	২৮১	৫৮০	৫৯২	৪৮১
৩	অন্যান্য	৯০৩৮৮	৬৩৭১৩	৪৬৬৮১	৩৬৪০৮	২৩৬৪৫	১৮০১৬	১৩১৫০	১০০৮০	৭৬৯৬	৫৮৩৯	৪৪৯৪
৪	**সর্বমোট**	**৯৬৩০৪**	**৬৯৪৬৭**	**৫২১২৪**	**৩৮৭২৬**	**২৫০৯৫**	**১৮৬১৬**	**১৩৬৪৬**	**১০৭২২**	**৮৫০০**	**৬৪৭৬**	**৪৯৭৫**

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৭
ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৭	৯	৭	৩	১৯	-	২	-	৪	৫৪
			পরিমাণ	৭২০	৬০৫	১০৬৫	৪৫৫	১০৯	২১৭১	-	৪২	-	৯১	২০৫৫
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১২	৩	৫	-	১০৫৯	২	৫	-	৩	২০
			পরিমাণ	৭৫	৬২	৪	৮	-	১১১২	১৩	১৯৪	-	১০৩	৫৬
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	১৫	১৯	১২	১২	৩	৩১১৬০	২	৭	-	৭	৭৪
			পরিমাণ	৭৬৫	৬৬৭	১০৬৯	৪৬৩	১০৯	৩৩৩৫০	১৩	২৩৬	-	১৯৪	২১১১

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২৮

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগের স্থিতি চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩	২০০২
১	কৃষি মৎস ও বনায়ন	৭২১	৩৯৩	২৯৮	২২৪	১৬৪	১৬০	১০৮	১৬৮	৯৩	১২০	৬০
	শস্য	৬২	৩৯	১০	২	১	১	-	-	-	৪৬	-
	শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৬৩	২৪০	১৮৬	১০৬	৭৩	৭২	১০৮	১৬৮	৯৩	৭৪	৬০
	মৎস	২৯৬	১১৪	১০২	১১৬	৯০	৮৭	-	-	-	-	-
	বনায়ন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২	শিল্প	২৪০২	২২৫৭	২৫২১	১৪৫২	৯৮৯	৮৯০	৩৮৮	৪৭৪	৭১১	৬৩৭	৪৯২
	বৃহৎ ও মাঝারি	২২৯৩	২১৬৮	২৪৯৪	১৪২৯	৯৭৪	৮৬৫	৩৬৫	৪৬৪	৫০৭	৪৭৭	৩১৪
	ক্ষুদ্র ও কুটির	১০৯	৮৯	২৭	২৩	১৫	২৫	২৩	১০	২০৪	১৬০	১৭৮
৩	চলতি মূলধন ও অর্থায়ন	২৭৯৩	৭৬৫০	৬৪০১	৩৯৫১	৮০৭	৭২৪	৫৮৯	৫৯২	৫৭৯	-	-
৪	নির্মাণ	১১৯৭৯	৭১৯৩	৫০৩৩	১৯৮৯	৭৯০	৬৪০	৫৯৯	৩৮১	৩৫৯	৩৯৯	৩৩০
৫	বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৪৩১
৬	পরিবহণ ও যোগাযোগ	৫৭৯	৮৫৪	৩৪৯	৭৯	৭৪	৬৩	১৮	৫৭	৮৩	৮৬	৭৩৯
৭	ব্যবসা-বাণিজ্য	৪৯৩১৬	৩৯৪০৪	২৭৫৮২১	২২৪৬৯	৬৯৪০	৫৬০০	৩৩৫২	৪০৭৩	১৭৫৬	-	-
	পাইকারি ও খুচরা	২৯৪৪২	২৩৪৭৪	৬২৭৩	১১৩৮৪	৫৯৪৮	৪৬০৮	২৪৭৫	১১৬৬	৩৭৭	৮২৪	-
	রপ্তানি	১৭০৪	৫৮৬	৩৭২	১১২৮৯	৭২৮	৬৮৪	৫২৫	৩৭৮	৮৩৯	-	-
	আমদানি	১৮১৭০	১৫৩৪৪	১০৯৩৭	৯৬১	২৪৬	২৩৫	২১৭	২২৮৯	৩১০	-	-
	হোটেল ও রেস্তোরাঁ	-	-	-	-	-	৭৩	১৩৫	২৪০	২৩০	-	-
৮	দারিদ্র্য বিমোচন	১৪৫	১০৭	৫৭০	৬৭০	৬৩০	৫৯৫	৪১৫	৪২০	৪০০	-	-
৯	অন্যান্য	২৮৩৬৯	১১৬০৯	৯৩৭০	৭৮৯২	১৪৭০১	৯৯৪৫	৮১৭৭	৪৫৫৭	৪৫১৯	৪৪১১	২০৫১
	সর্বমোট	৯৬৩০৪	৬৯৪৬৭	৫২১২৪	৩৮৭২৬	২৫০৯৫	১৮৬১৬	১৩৬৪৬	১০৭২২	৮৫০০	৬৪৭৭	৪১০৩

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০০২-২০০৩ *থেকে* ২০১২-২০১৩

পরিচ্ছেদ : পাঁচ

বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র

ডিসেম্বর ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংক কাজ করছে। তন্মধ্যে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক হল ৪টি, বিশেষায়িত ব্যাংক ৪টি, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩০টি এবং বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক ৯টি।[১] ৪৭টি ব্যাংকের মাঝে মাত্র ৭টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক শরী'আহ্ মোতাবেক সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত মূলত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর রয়েছে অনুকূল বাজার ব্যবস্থা এবং আইনি সুবিধাদির মাঝে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা। সে তুলনায় একদিকে নতুন ও অভিজ্ঞতাহীন এবং অপরদিকে প্রতিকূল বাজার ব্যবস্থায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাংকিং কার্যক্রম ২০১২ সালে সবেমাত্র ৩০ বছরে পদার্পণ করেছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিকাশ লাভ করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রচলিত ব্যাংকসমূহ যে হারে শাখা বৃদ্ধি করেছে, সে তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধির হার বেশী। বাণিজ্যিক কার্যক্রমে সাফল্য লাভের বিবেচনায়ও ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে এগিয়ে রয়েছে। আমানত, বিনিয়োগ ও মূলধন বৃদ্ধিতে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এছাড়া বাজার অংশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত, তারল্য, উদ্বৃত্ত/ঘাটতি ইত্যাদির বিচারেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল :

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমবিকাশ চিত্র

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধি, আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, মূলধন বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত, তারল্য, উদ্বৃত্ত/ঘাটতি ইত্যাদির বিচারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগামিতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। নিম্নে সারণি ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ এ বাংলাদেশের সুদী ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমবিকাশের চিত্র তুলে ধরা হল :

---

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ২৪৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১ : বিগত পাঁচ বছরের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধির চিত্র[১]

নং	ব্যাংকের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২৭৬	২৬৬	২৫১	২৩১	২০৬
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	৩৩	৩৩	৩৩	৩৩	৩১
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০৮	৮৮	৭৮	৬০	৫৪
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৮৬	৭৬	৬৪	৫২	২৮
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৮৪	৭৩	৬৩	৫১	৩৩
৬	এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	৭২	৬২	৫৯	৫২	৪২
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০০	৮৪	৬৬	৫২	৩৫
মোট		৭৫৯	৬৮২	৬১২	৫৩১	৪২৯

সারণি- ১ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হারে বিকাশ লাভ করছে। প্রায় প্রতিটি ব্যাংকই প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখা বৃদ্ধি করে চলেছে।

সারণি- ২ : বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত বৃদ্ধির চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	ব্যাংকের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৪১৭৮৪৪.১৪	৩৪১৮৫৩.৬৭	২৯১৯৩৪.৬০	২৪৪২৯২.১৪	২০২১১৫.৪৫
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	১৩০১৪.৩৫	১৩০৪৬.১৫	১৩৫৯৪.৫৫	১২৬১৯.১৫	১২৩৮১.৩৯
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১১৮৬৮৩.৩৯	৮২১৮৬.৯৪	৫৩৮৮২.৯৬	৩৮৩৫৫.৫০	২৯৬৯০.১২
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৯৩৫৯৪.২৯	৬৬৮৫২.৫৫	৪৪৪৫০.৭৭	৩১৫৮৮.১৬	২৪০৯৯.৮২
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০২১৭৭	৮৩৩৫০	৬২৯৬৫	৪৭৪৫৯	৩৪২৮০
৬	এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১৪০৩৬৯.৬৬	১০৭৮৮১.২১	৯৪৯৪৯.৪০	৭৩৮৩৫.৪৬	৫৮৮৩৩.০৬
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১৩৯৫২০	১০৯৯০৫.৫৭	৭৮১৪৫.০৪	৫৬৩৪৪.৯৫	৪২৪২৩৬.০৯

সারণি- ২ এ দেখা যায় যে, বিগত পাঁচ বছরে (২০১২-২০০৮) বাংলাদেশের মোট ৭টি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকের আমানত ক্রমবৃদ্ধি লাভ করেছে।

১. দ্র. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা; ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Exim Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; First Security Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

২. দ্র. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩ : বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ বৃদ্ধির চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	ব্যাংকের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	৩৭২৯২০.৭২	৩০৫৮৪০৫৬	২৬৩২২৫.১৩	২১৪৬১৫.৮০	১৮০০৫৩.৯৪
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	১১০০৯.১৭	১৪২২২.৪৫	১৩৯০৪.৮৪	১৩৪১৯.৬৪	১৪৭৫৬.৪৯
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০৬৬৫০.৪২	৭৭৭১৪.৯৫	৫৩৫৮১.৯৬	৩৬১৩৪.০৮	২৭৭৪২.৫৭
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭৬০২৪.৯৭	৫৩৯০৮.৫৮	৩৬৬৮০.২৮	২৬৫৮০.৫৮	১৯৯৫১.৩০
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৯৬১৪৫	৮০৫৯২	৬১৪৪০	৪৩৯৫৪	৩২৯১৯
৬	এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১১৮২১৯.১৯	৯৯৬৯৯.৬৩	৯৩২৯৬.৬৫	৬৮৬০৯.৯১	৫৩৬৩৭.৬৮
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১১৪৬০১.৮০	৯৬৩০৪.২৩	৬৯৪৬৭.৩২	৫২১২৩.৯০	৩৮৭২৫.৮৭

সারণি- ৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমবৃদ্ধি লাভ করেছে।

১. দ্র. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪ : বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধির চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	ব্যাংকের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	১৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	২,৫০০.০০
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০	৬,০০০.০০	৪,০০০.০০	৪,০০০.০০
৬	এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৩,৫০০.০০
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	৪,৬০০.০০	৪,৬০০.০০	৪,৬০০.০০

সারণি : ৪ এ দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে।

১. দ্র. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫ : বিগত পাঁচ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধির চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	ব্যাংকের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড	১২৫০৯.৬৪	১০০০৭.৭১	৭৪১৩.১২	৬১৭৭.৬০	৪৭৫২.০০
২	আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড	৬৬৪৭.০২৬	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩
৩	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৭১৩০.৯৮	৬৮৯৩.৩৭	৮৬৭৭.২৮	১৭৯৮.৯৫	১৩৮৩.৮১
৪	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৬৩৯৩.৯২	৬৩৯৩.৯২	২৯৮৭.৮১	২৬৯১.৭২	১৩০৯.৮৮
৫	শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	২২৪৬	২৭৪০	৩৮২০	৪৪৫৩	৫৫৬৬
৬	এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড	১০৫১৪.৮৬	৯২২৩.৫৬	৬.৮৩২.২৭	৩.৩৭৩.৯৬	২.৬৭৭.৭৫
৭	ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	৪১১৪.৩৮	৩৭৪০.৩৫	৩.৪০০	৩.০৩৬	২.৩০০

সারণি- ৫ এ দেখা যাচ্ছে যে, বিগত বছরগুলোতে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি লাভ করেছে।

১. দ্র. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সুদী ও ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকাশের তুলনামূলক চিত্র

১৯৮৩ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০১২ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ অন্যান্য ব্যাংকগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য, কৃষি, আমদানি-রপ্তানিসহ বিভিন্ন খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেও জোরালো প্রবৃদ্ধি বজায় রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকিং খাত সম্পদ, অর্থায়ন ও আমানতের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধির মাধ্যমে সামগ্রিক ব্যাংকিং সেক্টরে তার অংশগ্রহণ ও অবদান ক্রমেই বাড়িয়ে তুলেছে। নিম্নে সারণি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ এবং ১৩ -এ সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিকাশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৬ : বিগত পাঁচ বছরে সুদী ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা ক্রমবৃদ্ধির তুলনামূলক চিত্র[১]

ব্যাংকের ধরণ	২০১২		২০১১		২০১০		২০০৯		২০০৮	
	মোট শাখা	বৃদ্ধি	মোট শাখা	বৃদ্ধি	মোট শাখা	বৃদ্ধি	মোট শাখা	বৃদ্ধি	মোট শাখা	বৃদ্ধি
সুদী ব্যাংক (৪০টি)	৭,৩০০	২৭০	৭,০৩০	৩৯৬	৬,৬৩৪	৭০	৬,৫৬৪	৫৫	৬,৫০৯	--
ইসলামী ব্যাংক (৭টি)	৭৫৯	৭৭	৬৮২	৭০	৬১২	৮১	৫৩১	১০২	৪২৯	--

সারণি : ৬ এ দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের মোট ৪০টি সুদী ব্যাংকের শাখা ২০০৯ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫৫টি, বিপরীতে মাত্র ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি লাভ করেছে ১০২টি। অনুরূপভাবে ২০১০ সালে ৪০টি সুদী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি লাভ করেছে মাত্র ৭০টি, বিপরীতে ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি লাভ করেছে ৮১টি। ২০১১ সালে ৪০টি সুদী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৯৬টি, বিপরীতে ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি লাভ করেছে ৭০টি। সর্বশেষ ২০১২ সালে ৪০টি সুদী ব্যাংকের শাখা বেড়েছে ২৭০টি, বিপরীতে মাত্র ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে ৭৭টি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, প্রচলিত ব্যাংকের সংখ্যানুপাতে ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধির পরিমাণ বহুগুণ বেশী।

---

১. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৭-২০০৮ থেকে* ২০১২-২০১৩; ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা; ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*,Dhaka; Exim Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; First Security Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৭ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০০৬[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০০৬	২০০৬	২০০৬	২০০৬
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৬	১০	১৬	৪৮
মোট আমানত	২১৪৯৫০.০০	১৮০৩১.০০	২৩২৯৮১.০০	১৪০৫৩৩০.০০
মোট বিনিয়োগ	১৯৮২৭০.০০	১২২২৩.৮০	২১০৪৯৩.৮০	১৪১৪৩৭০.০০
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	০.৯২	০.৬৮	০.৯০	০.৫৯
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৭৯১৩.৬০	১০৪৩.২০	৮৯৫৬.৮০	১০৯৪১৬.১০

সারণি- ৭ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৮টি ব্যাংকের মধ্যে ৬টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১০ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৬ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৩২,৯৮১.০০ মিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ৯.৬৭ ভাগ। জুন ২০০৬ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,১০,৪৯৩.৮০ মিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৪.৮৮ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০০৫-২০০৬, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৮ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০০৭[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০০৭	২০০৭	২০০৭	২০০৭
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৬	১০	১৬	৪৮
মোট আমানত	২৬৩.১	২৩.৪	২৮৬.৫	২০০৫.৮
মোট বিনিয়োগ	২৪৯.৬	১৫.৮	২৬৫.৪	১৫৪১.৯
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	০.৯৫	০.৬৮	০.৯৩	০.৭৭
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	১৯.২	০.০৭	১৯.২৭	১৪২.৮

সারণি- ৮ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৮টি ব্যাংকের মধ্যে ৬টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১০ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৭ সালের শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮৬.৫ বিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৪.৩ ভাগ। জুন ২০০৭ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৫.৪ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৭.২ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০০৬-২০০৭, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৯ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০০৮[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০০৮	২০০৮	২০০৮	২০০৮
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	৯	১৬	৪৮
মোট আমানত	৪২৮.০	৩৬.৪	৪৬৪.৪	২৬০৩.১
মোট বিনিয়োগ	৪১১.৫	২২.৮	৪৩৪.৪	১৯৩৯.৯
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	০.৯৬	০.৬২	০.৯৪	০.৭৫
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৩৫.০	-	৩৫.০	৩৪৭.৬

সারণি- ৯ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ৯ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৯ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬৪.৪ বিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৭.৮ ভাগ। জুন ২০০৮ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৩৪.৪ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২২.৪ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০০৮-২০০৯, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১০ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০০৯[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০০৯	২০০৯	২০০৯	২০০৯
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	৯	১৬	৪৭
মোট আমানত	৪৭০.২	৬২.৪	৫৩২.৬	৩০৩৭.৮
মোট বিনিয়োগ	৪৫৬.০	৩৬.৯	৪৯২.৯	২৪৩৯.৮
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	১.০	০.৬	০.৯	০.৭
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৩৩.৮	-	-	৩৩৫.০

সারণি- ১০ দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৯ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ৯ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৯ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৩২.৬ বিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৭.৫ ভাগ। ডিসেম্বর ২০০৯ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৯২.৯ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০.২ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০০৯-২০১০, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১১ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০১০[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০১০	২০১০	২০১০	২০১০
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	১৬	২৩	৪৭
মোট আমানত	৬২৭.৬	৪৮.০	৬৭৫.৬	৩৮৫৮.৯
মোট বিনিয়োগ	৫৮৭.২	৪১.৬	৬২৮.৭	৩২৯৭.৫
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	৯৩.৬	৮৬.৭	৯৩.১	৮৫.৫
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	২৫.৫	০.৫	২৬.০	২১১.৮

সারণি- ১১ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০১০ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুরোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৭৫.৬ বিলিয়ন টাকা। যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৭.৫ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১০ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬২৮.৭ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৯.১ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১০-২০১১, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১২ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০১১[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০১১	২০১১	২০১১	২০১১
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	১৬	২৩	৪৭
মোট আমানত	৭৫১.১২	৫৬.২	৮১৮.৯	৪৪৪৮.৪
মোট বিনিয়োগ	৬৩৯.০	৪৫.৮	৭৩৮.৮	৩৬৪২.৬
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	৯০.৯	৮১.৪	৯০.২	৭৯.৭
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৩১.০	০.৫	৩১.৫	৩৫৮.৫

সারণি- ১২ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮১৮.৯ বিলিয়ন টাকা। যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৩ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১১ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭৩৮.৮ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২০.৩ ভাগ।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৩ : সুদী ও ইসলামী ব্যাংকিং খাতের তুলনামূলক চিত্র ২০১২[১]

(বিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	ইসলামী ব্যাংক	প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা	ইসলামী ব্যাংকিং খাত	সকল তফসিলি ব্যাংক
	২০১২	২০১২	২০১২	২০১২
১	২	৩	৪	৫
ব্যাংকের সংখ্যা	৭	১৬	২৩	৪৭
মোট আমানত	৯৬১.২	৫৬.৭	১০১৭.৯	৫৩৯৬.০
মোট বিনিয়োগ	৮৫৮.৯	৫১.২	৯১০.১	৪৩১৮.৬
বিনিয়োগ-আমানতের অনুপাত	৮৯.৪	৯০.৩	৮৯.৪	৭৬.৬
তারল্য ঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	৫১.০	০.৮	৫১.৯	৫০৫.৪

সারণি- ১৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, ২০১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডিসেম্বর ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১৭.৯ বিলিয়ন টাকা। যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৯ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১০.১ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২১.১ ভাগ।

সার্বিকভাবে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সুদী ব্যাংকসমূহের মূলধন, আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ এবং শাখা ক্রমবৃদ্ধির নিরীক্ষণে দেখা যায় সুদী ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক আনুপাতিক হারে সার্বিক দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন, ২০০৭ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭৭ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত ০.৯৫। ২০০৮ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭৫ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুপাত ০.৯৬। ২০০৯ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭ সেখানে ইসলামী বাংকসমূহের অনুপাত ১.০। ২০১০ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৮৫.৫ সেখানে ইসলামী বাংকসমূহের অনুপাত ৯৩.৬। ২০১১ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৭৯.৭ সেখানে ইসলামী

---

১. Bangladesh Bank, *Annual Report 2012-1013*, Department of Communications & Publications, Bangladesh Bank, Dhaka, p. 38

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকসমূহের অনুপাত ৯০.৯ এবং ২০১২ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৭৬.৬ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ৮৯.৮। এছাড়া সারণি : ৬ এ সুদী ব্যাংকসমূহ ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা প্রবৃদ্ধির যে চিত্র উঠে এসেছে, তাতে সুদী ব্যাংকসমূহের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগতি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় দুই

আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও উন্নয়ন : পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

পরিচ্ছেদ : এক

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : পরিচিতি ও পরিধি

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন 'উন্নয়ন' তত্ত্বের একটি উপতত্ত্ব। সুতরাং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে মূলতত্ত্ব উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

উন্নয়নের সংজ্ঞা

উন্নয়ন বলতে কোন কিছুর ইতিবাচক বিকাশ বা বিস্তারকে বুঝায়।[১] উন্নয়ন ধারণার উৎপত্তিকাল থেকে উন্নয়ন বলতে প্রধানত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বুঝানো হতো। উৎপাদনমুখী দৃষ্টিকোন থেকে মনে করা হতো মূলধনের বিকাশ এবং শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করাই হল উন্নয়ন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়ন সম্পর্কে এমন একমুখী ধারণার পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সৃষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতির বিশেষ শাখা হিসেবে 'উন্নয়ন অর্থনীতি' ক্রমেই জনপ্রিয় হতে শুরু করে এবং ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'স্থানীয় উন্নয়ন' বিষয়ে ব্যাপকভাবে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়।[২] ফলে উন্নয়ন প্রত্যয়টি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহুমুখী মাত্রা সংযোজিত হয়। বর্তমানে চিরাচরিত অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও মানব উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহকে উন্নয়নের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্বের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ও বিশ্লেষকদের চিন্তা-ভাবনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। নিম্নে প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী প্রদত্ত উন্নয়নের কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

- K. C Alexander বলেন :

  Development is fundamentally a process of change that involves the whole society-its economic. socio-cultural, political and physical structures as well as the value system and way of life of the people.[৩]

- Michael P. Todaro এর মতে :

  Development must, therefore, be conceived of as a multidimensional process involving major change in social structures, popular attitudes, and national institutions as well as the acceleration of absolute poverty.[৪]

- অধ্যাপক Dudley Seers বলেন :

  The question to ask about a country's development are therefore, what has

---

১. মিয়া মুহম্মদ সেলিম, *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*, ঢাকা : বা এ, ১ম সং, ২০০৯, পৃ. ১৫৪

২. রবার্ট চ্যাম্বার্স, *উন্নয়ন ভাবনা*, মোঃ আমিনুল ইসলাম অনূ., ঢাকা : এএইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ১২১; ড. রেজাউল করিম, জাকির আল-ফারুকী, *উন্নয়ন সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০১০, পৃ. ২৬

৩. K. C Alexander, 'Dimensions and Indicators of Development', *Jurnal of Rural Development*, Vol. 12 (3), NIRD, Hydrabad, 1993, P. 257

৪. উদ্ধৃত, মিয়া মুহম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

Dhaka University Institutional Repository

been happening to poverty? What has been happening to unemployment. What has been happening to inequality? If all three of these have declined from high levels than beyond doubt this have been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have. If would be strange to call the result, development, even if per capital income doubled.[১]

- P. Thirlwall এর মতে :

  A concept of development is required which embraces the major economic and social objectives and values that societies the major economic and social objectives and values that societies strive for. This is not easy, perhaps the best attempts to data is that by Goulet, who distinguishes three basic component or care values in this wider meaning of development, which he calls, life sustenance, self-estem and freedom, life sustenance is concerned with the feeling of self-respect and independence. Freedom refers to freedom from three evils; want, ignorance and secular; so that people are more able to determine their destiny.[২]

- নোবেল জয়ী ভারতের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে :

  জনগণের সক্ষমতা বিকাশই গোটা জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে না। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে ব্যক্তি মানুষের সত্ত্বাধিকারের ওপর। ব্যক্তি কি পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা সামগ্রির ওপর তার সত্ত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তার ওপর সক্ষমতা নির্ভর করে। মাথাপিছু কি পরিমাণ খাদ্য পাবে তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে না। বরং মাথাপিছু কি পরিমাণ খাদ্য ক্রয়ের ক্ষমতা মানুষ অর্জন করেছে, তার ওপর উন্নয়ন নির্ভর করে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দরিদ্রদের উন্নয়ন হবে না। যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠী উৎপাদিত খাদ্যের ওপর সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতা অর্জন না করে। উন্নয়ন বলতে একটা দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে নির্দেশ করে না। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুফল স্থায়ী ও ন্যায় সঙ্গতভাবে বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান হল উন্নয়ন।[৩]

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়ন ধারণাটি যে কোন মানবীয় সমস্যা ও প্রয়োজন পূরণ এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণের সক্ষমতা অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থনীতির সনাতন প্রবৃদ্ধিমুখী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পুঁজির বিকাশ ও শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি হল উন্নয়ন। কিন্তু আজকের পরিবর্তনশীল বিশ্বে ব্যাপক দারিদ্র্য-বৈষম্য, উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারতম্যমূলক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রতিবন্ধকতা ও পরিবেশগত ব্যবস্থার পরিণতি থেকে উত্তরণের চেষ্টা উন্নয়নকে বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্ত করেছে। ফলে সনাতন উৎপাদনমুখী চিন্তাধারার সাথে সমসাময়িক বাস্তবতার মুখোমুখী হয়ে

---

১. উদ্ধৃত, *উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, ঢাকা : বা এ, ১৯৯৩, পৃ. ৫

২. উদ্ধৃত, মিয়া মুহম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন ধারণা বিস্তৃত ভাবধারায় বিকশিত হয়েছে। সুতরাং উন্নয়ন হল, পরিবর্তনের এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাথে গোটা সমাজ সম্পৃক্ত। উন্নয়ন বলতে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামো, মূল্যবোধ ব্যবস্থা, জীবনধারা প্রভৃতি সার্বিক দিকের পরিবর্তনকে বুঝায়।

উন্নয়নতত্ত্বের বিকাশধারা

উন্নয়ন ধারণাটি এ যাবত বহুমুখী ধারায় বিকশিত হয়েছে। যেমন- প্রথমত, কোন দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে উন্নয়ন হিসেবে নির্দেশ করা হয়। কিন্তু কোন দেশের মুষ্টিমেয় লোকের আয় ব্যাপক বৃদ্ধি ও সিংহভাগ লোকের আয় কম থাকলে সেটা দ্বারা উন্নয়ন বুঝায় না। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন হচ্ছে কোন দেশের জনগণের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, উন্নয়ন হচ্ছে কোন দেশের জনগণের প্রকৃত মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন। চতুর্থত, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে শিল্প প্রধান অর্থনীতিতে পরিবর্তনই উন্নয়ন। পঞ্চমত, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার পরিবর্তন, সুবিধাবঞ্চিত জনগণের উন্নয়ন তথা তাদের অনুকূলে জাতীয় আয়, সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার পুনর্বন্টন হল উন্নয়ন। ষষ্ঠত, পুনর্বণ্টিত আয় ইত্যাদি যদি মানুষ ভাগ করতে না পারে বা যদি মানুষের নিরাপত্তা না থাকে তবে উন্নয়ন হবে না। কাজেই উন্নয়ন হচ্ছে পুনর্বণ্টিত আয় ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিরাপত্তাসহ ভোগ করতে পারা।[১]

তবে মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন, সুবিধাবঞ্চিত জনগণের অনুকূলে জাতীয় মাথাপিছু আয়কে সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন বলা যাবে না। যদিও উন্নয়নের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথনির্দেশ করতে গিয়ে ভূমিবাদীরা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থ এবং বাণিজ্যিক উদ্বৃত্তের উপর জোর দিয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অর্থের পরিবর্তে ভূমিবাদীরা প্রকৃত উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ্যাডাম স্মিথ ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি পুঞ্জীভূতকরণের উপর জোর দিয়েছেন। অন্যদিকে নয়া-ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কারিগরি উন্নতির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ও দক্ষ বণ্টন এবং ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছেন।[২]

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সুমপিটার অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্ভাবন, প্রযুক্তি, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। উন্নয়ন অর্থনীতির সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটান অর্থনীতিবিদ পি এন রোজেস্টাইন রোডেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উন্নয়ন ধারণার আরও বিকাশ ও সম্প্রসারণ ঘটে।[৩]

---

১. মুহাম্মদ হাসান ইমাম সম্পা., *উন্নয় ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ*, ঢাকা : তাম্রলিপি, ১ম সং, ২০০৯, পৃ. ৬৫-৬৭

২. মোহাম্মদ শহীদুল আলম, গৌর সুন্দর বণিক, 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারণা ঃ পটভূমি বিবর্তন ও গতিশীলতা', *উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, বা এ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫

৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, *সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা*, ঢাকা : ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিবিদ Gerald M. Meier এর মতে, Economic Development is a process whereby the real per capital income of a country increases over a long period of time.[১] কিন্তু উন্নয়নের এ ধারণা অত্যন্ত সীমিত হওয়ায় পরবর্তীকালে উন্নয়ন ক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উন্নয়ন বলতে কেবল প্রবৃদ্ধিকে বুঝানো হতো। কিন্তু পরবর্তীতে এ ধারণার অবসান ঘটে। অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এতে দারিদ্র্য বাড়ে। পরবর্তীতে বিশ্ব ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় ও অর্থনীতিবিদ পল স্ট্রিটিন, জেমস গ্রান্ট, মাহবুবুল হক প্রমুখের হাত ধরে মৌলিক চাহিদা তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। এর মূল অর্থ এসে দাঁড়ায় মানুষের মৌল মানবিক চাহিদা পূরণ।[২]

সত্তর দশকের নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডালের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো- সমগ্র সমাজকাঠামোর উন্নয়ন। তখন থেকে উন্নয়ন বলতে শুধু সংখ্যাত্মক নয়, গুণগত পরিবর্তনও নির্দেশ করা হয়। যেমন সমাজকাঠামো, বৈষম্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি। অধ্যাপক ডাডলি সিয়ার্স উন্নয়নকে বুঝাবার জন্য ৩টি প্রশ্নের অবতারণা করেন। তাঁর মতে, যদি উপর্যুক্ত ৩টি সূচকই কোন দেশে উঁচু স্তর থেকে নিম্নগামী হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সেই দেশটি উন্নয়ন যুগে প্রবেশ করবে। আর যদি ৩টি উপাদানের কোন একটি বা দু'টি অথবা ৩টি ঊর্ধ্বগামী হয় তবে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হওয়া সত্ত্বেও সে দেশটির উন্নয়ন হয়েছে এমনটি বলা যাবে না।[৩]

আশির দশকে উন্নয়নের সংজ্ঞা আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। তখন থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুকূলে বস্তুগত সামগ্রী বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধনকে উন্নয়নের সংজ্ঞা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এজন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, অধিকার প্রতিষ্ঠা, সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। উন্নয়নের স্বার্থে দেশের জনগনের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু ও জাতীয় উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি এবং এগুলোর সুবিধা ভোগ করার নিশ্চয়তা বিধান করা আবশ্যক।[৪]

উন্নয়নে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিমুখী ধারণার বিপরীতে এভাবে মৌল চাহিদা, দারিদ্র্য বিমোচন, সুষম বণ্টন, সামাজিক নিরাপত্তাবিধান প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে সক্ষমতা অর্জন। ডেনিস গোওলেট এজন্য ৩টি উপাদানের উল্লেখ করেছেন- জীবন নির্বাহের সামর্থ, আত্মমর্যাদাবোধ ও অধীনতা থেকে মুক্তি। এ ৩টি উপাদান বা মূল্যবোধকে সর্বোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন মনীষী এ. পি. থার্লওয়াল, যা মানুষের চাহিদা ও প্রত্যাশা পূরণ এবং সক্ষমতা অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

---

১. Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, New Delhi : Oxford University Press, 5th Ed., 1990, p.7
২. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪
৩. Dudley Seers, *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969
৪. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

এ দৃষ্টিকোন থেকে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'জনগণের সক্ষমতা বিকাশই উন্নয়ন।'[১] মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে সত্ত্বাধিকারের উপর অর্থাৎ কী পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা সামগ্রিতে সে তার সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার ওপর।

বর্তমানে উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সকল দিক অন্তর্ভুক্ত করে বিশ্লেষণ করা হয়। এ প্রসঙ্গে Michael P. Todaro বলেন, 'উন্নয়ন অবশ্যই একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে পরিগণিত হবে যাতে সমাজকাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং তদ্রুপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস ও নিরঙ্কুশ দারিদ্র্যের মূলোৎপাটনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।'[২]

আধুনিক দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়কে বহুমুখী প্রক্রিয়া হিসেবে আখ্যায়িত করা হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে একই সূত্রে গ্রথিত করা হয়। ১৯৯০ সালে 'মানব উন্নয়ন' ধারণা উপস্থাপন করে মানুষকে উন্নয়নের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে উপস্থাপন করা হয়। UNDP -এর মতে, 'মানব উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের দ্বারা মানুষের জন্য মানুষের উন্নয়ন।'[৩] এভাবে সামাজিক উন্নয়ন ধারণার বিকাশ সাধিত হয়।

উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক সমান গুরুত্ববহ। সুতরাং উন্নয়ন ধারণাটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে আধুনিক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সমাজের মানুষের প্রকৃত মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, আর্থ-সমাজিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সম্পদের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণ প্রভৃতির এক গতিশীল প্রক্রিয়া হল উন্নয়ন।

উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক ও গতিশীল প্রক্রিয়া। আদিকাল থেকেই উন্নয়ন প্রচেষ্টা অবিরাম গতিতে চলছে। কোন কিছুর ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি ও ইতিবাচক পরিবর্তন তার উন্নয়ন নির্দেশ করে। পূর্ব অবস্থা থেকে বর্তমান অবস্থার তুলনামূলক অগ্রগতি হলেই বুঝা যাবে উন্নয়ন হয়েছে বা হচ্ছে। সামাজিক চিন্তা বিকাশের পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সাথে সাথে উন্নয়ন চিন্তারও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপক পরিবর্তনজনিত কারণে উন্নয়ন ধারণা নির্দিষ্ট আঙ্গিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়। এসময় উন্নয়নধারা এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত চিন্তাধারার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা হয়।[৪] বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি, মানবিক চাহিদা, ক্ষমতা, রাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন প্রত্যয়টির কাঠামোগত ব্যাখ্যা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উন্নয়ন প্রত্যয়ের পরিচিত সংজ্ঞাগুলো ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণ করলে এর কতিপয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন :

১. উন্নয়ন প্রত্যয়টির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এটি কেবল কোন কিছুর ইতিবাচক বিকাশ বা পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। কিন্তু কোন কিছুর নেতিবাচক পরিবর্তনকে উন্নয়ন হিসেবে গণ্য

১. অমর্ত্য সেন, *জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি*, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৩৯৭, পৃ. ১২১

২. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

৩. প্রাগুক্ত

৪. এস. আমিনুল ইসলাম, *উন্নয়নচিন্তার পালাবদল*, ঢাকা : দিব্যপ্রকাশ, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

করা হয় না। উন্নয়নের সাথে ইতিবাচক ও গঠনমূলক পরিবর্তনের সম্পর্ক রয়েছে।

২. ১৯৭০ সালের শুরুতে উন্নয়ন সম্পর্কিত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে।[১] উন্নয়নের লক্ষ্য, সূচক ও মাত্রা এসময়কার আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। উন্নয়নকে এসময় আধুনিকীকরণের পথে অগ্রযাত্রা, জাতি গঠন ও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩. উন্নয়নের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, উন্নয়নকে অভিপ্রেত, অনভিপ্রেত, পরিকল্পিত ও অপরিকল্পিত বিভিন্ন পর্যায় ও মাত্রায় বিশ্লেষণ করা হয়। এখানে সুপ্রসারিত সমাজকল্যাণকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপাদানরূপে গ্রহণ করা হয়।

৪. উন্নয়ন হল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া। যার সাথে গোটা সমাজ, রাষ্ট্র ও সমগ্র বিশ্ব সম্পৃক্ত। উন্নয়নের সাথে মানুষের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অবকাঠামো, মূল্যবোধ, জীবনধারা ইত্যাদি বিষয় জড়িত। উন্নয়ন বলতে এসবের সার্বিক পরিবর্তনকে বুঝায়।

৫. উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, একে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। কারণ আজকে যে অবস্থাকে উন্নয়ন বলা হচ্ছে আগামীতে সে অবস্থাকে আর উন্নয়ন বলা নাও যেতে পারে। অতএব উন্নয়ন হল প্রগতিশীল একটি প্রত্যয়। এটি কোন সুনির্দিষ্ট পরিসরে আবদ্ধ নয়।

৬. উন্নয়ন প্রত্যয়কে কতিপয় উদ্দেশ্য ও আদর্শ অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন- স্বাস্থ্যমানের উন্নয়ন, গৃহায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন, পুষ্টিমান বৃদ্ধি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি।

৭. উন্নয়ন হল প্রত্যাশিত, পরিকল্পিত এবং সরকারী কার্যক্রম দ্বারা প্রভাবিত একটি সামগ্রিক ইতিবাচক পরিবর্তন।

৮. উন্নয়ন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া। যার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন।

উন্নয়নের ধরন

উন্নয়নকে কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ভাগ করা যায় না। আধুনিক কালে উন্নয়ন প্রত্যয়টিকে ব্যাপক ও বহুবিধ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কথাটির ব্যবহার লক্ষণীয়। এজন্য এর সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক শ্রেণীবিভাগ করা কঠিন। তথাপি বিশ্লেষকগণ আলোচনার সুবিধার্থে উন্নয়নকে সর্বমোট ৭টি ভাগে ভাগ করেছেন।[২] যে বিভাগগুলোতে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অবকাঠামোগত এবং জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রের উন্নয়নের আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। উন্নয়নের ধরনগুলো হল :

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন

২. সামাজিক উন্নয়ন

১. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

৩. মানব উন্নয়ন
৪. রাজনৈতিক উন্নয়ন
৫. সাংস্কৃতিক উন্নয়ন
৬. চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়ন
৭. অবকাঠামোগত উন্নয়ন

তবে এ অভিসন্দর্ভে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল প্রথম দু'টি অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন। উন্নয়নের এ দু'টি বিভাগকে যৌগিক শব্দে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

উন্নয়নের সূচক

কোন কিছুর পরিমাপকের নাম হল হল সূচক।[১] আর উন্নয়ন পরিমাপের কৌশল বা প্রক্রিয়া হল উন্নয়নের সূচক। অথবা উন্নয়নের ফলে যে পরিবর্তনের সূচনা হয় তা পরিমাপণ যন্ত্র বা কৌশলই হল উন্নয়নের সূচক। যে কোন ধরনের উন্নয়ন পরিকল্পনা, উন্নয়ন নীতিমালা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের জন্য দেশের উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে জানা একান্ত প্রয়োজন। উন্নয়ন সূচকটি একটি আধুনিক ধারণা। আজকাল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এ প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় এবং তা পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কতিপয় উপনিবেশ স্বাধীনতা লাভ করে। দেখা যায়, স্বাধীনতা লাভের পরিপ্রেক্ষিতে 'অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন'–এ ধারণা বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হতে শুরু করে। এ সময় চুপসেপড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত্ত্বে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে উৎপাদিত দ্রব্যাদির বণ্টনের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া হয় এবং মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন সূচকের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ষাটের দশকের উন্নয়ন অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোতে একদিকে অনাপেক্ষিক দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় এবং অপরদিকে সম্পদশালী আরো অধিক সম্পদশালী এবং দরিদ্র আরো দরিদ্রতর হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সত্তরের দশকে বিশ্বব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় মৌলিক চাহিদা পূরণ তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে। এ তত্ত্বের মূল কথা হল, সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা উন্নয়নের লক্ষ্য। পরবর্তীতে মৌলিক চাহিদা চাহিদা পূরণ মতবাদের সাথে 'জীবনের ভৌত মান' সূচক উদ্ভাবিত হয়। ১৯৯০ সালে UNDP এর উদ্যোগে 'Human Development Index' (মানব উন্নয়ন সূচক) নামে উন্নয়ন সূচকের বিকাশ ঘটে।[২] ১৯৯১ সালে মানব উন্নয়নে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সূচক উদ্ভাবিত হয়। বর্তমানে উন্নয়ন পরিমাপে যেসব সূচক ব্যবহার করা হচ্ছে সেগুলো হল-

১. মাথাপিছু আয় (GNP)
২. জীবনের ভৌত মান (PQLI)
৩. মানব উন্নয়ন (HDI) ও
৪. রাজনৈতিক স্বাধীনতা (PFI)

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
২. রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১ম সং, ২০১০, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের শ্রেণীবিন্যাস

উন্নয়ন এমন একটি ব্যাপকতর ধারণা যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে প্রয়োজন মাফিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা যায়। উন্নয়নকে বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। আবার একে বৃহত্তর (জাতীয়), বহুমুখী (অবকাঠামোগত), ক্ষুদ্রতর বা সংকীর্ণ (পল্লী), সনাতন (উৎপাদন বৃদ্ধি) ও আধুনিক দৃষ্টিতেও বিবেচনা করা হয়।[১] অন্যদিকে বিকাশমুখী ধারায় উন্নয়নকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে উন্নয়নকে প্রথমদিকে যেভাবে চিত্রিত করা হয় তাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকটি বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। পরবর্তীতে সামাজিক খাতকে এর সাথে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এ দু'টিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারণার প্রকাশ ঘটানো হয়। পরবর্তী কালে আধুনিকায়নের সাথে পরিবেশ সুরক্ষার দিকে নজর দিয়ে টেকসই উন্নয়নের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। এতদ্ব্যতীত উন্নয়ন ধারণা প্রসারের নবতর সংস্করণ হচ্ছে মানবিক উন্নয়ন।[২] বৈশ্বিকরণ প্রক্রিয়া যখন খুব জোরেসোরে উচ্চারিত হতে শুরু করে তখন স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের সাথে মানবকি উন্নয়নকেও বিবেচনা করা আরম্ভ হয়। মাত্রাগত দিক থেকে উন্নয়নকে অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক, ভূ-রাজনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়। নিম্নে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশদ আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

মানুষের উন্নয়ন সাধনের প্রচেষ্টা চিরন্তন। আদি কাল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও অধ্যয়ন এবং ব্যাপক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়। এমনকি উন্নয়ন ধারণাটির বিকাশে পঞ্চদশ শতকে বাণিজ্যতন্ত্রী থেকে শুরু ফিজিওক্রাট্স, ক্লাসিক্যাল, নয়া ক্লাসিক্যাল ও বর্তমান সময়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ গড়ে উঠতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এ থেকে উন্নয়ন অর্থনীতি নামে অর্থনীতির একটি বিশেষ শাখাও বিকশিত হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা ব্যাপক অবদান রেখে চলেছেন। পল এন রোজেস্টাইন রোডান সর্বপ্রথম উন্নয়ন অর্থনীতিতে তাত্ত্বিক অবদান রাখেন।[৩] তবে বর্তমানে সামগ্রিক দিক অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন ধারণা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বস্তুগত বা আর্থিক দিকে অধিক গুরুত্বারোপ করে। এটি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের সমান নয়। বরং সমাজের সার্বিক উন্নয়নের একটি অংশ বা দিক মাত্র। অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়ন মানুষের সামাজিক দিক তথা মানবীয় সম্পদের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের সমন্বিত একটা প্রচেষ্টার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে।

---

১. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২. মাহবুবুল হক, *বাংলা বানানের নিয়ম*, ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৯, পৃ. ১১

৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়ন ধারণাটি একেবারেই নতুন। অতীতে এটিকে পরিবার ও পরিবেশের প্রবৃদ্ধির মনো-সামাজিক প্রক্রিয়ার দিক রূপে দেখা হতো। বর্তমানে এটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া। অপরদিকে সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মে সামাজিক উন্নয়নের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে নতুন। তবে সমাজকল্যাণেই এর মূল নিহিত রয়েছে।[১]

অর্থনৈতিক উন্নয়ন

সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কোন দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নকে বুঝায়।[২] তবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কথাটিকে এক কথায় সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সঠিক কি বুঝায় সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের মাঝে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিয়েছেন। কারো মতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। কিন্তু জাতীয় আয় বেড়ে যাওয়ায় সবসময় জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে না বলে এতে অনেকের আপত্তি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে দেখানো হয়, অনেক দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয় না। যেমন, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। আবার কারো মতে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেলে বা লোকসংখ্যা হ্রাস পেলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পলেও যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে তা অনেকে মানতে রাজি নন।

অন্যভাবে বলা যায় যে, যদি কোন দেশের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদন, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং যদি দেশটি দীর্ঘকাল ধরে স্বধারায় পুষ্ট হয়ে অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে একটি ঊর্ধ্বমুখী গতিময়তা অর্জন করে তাহলে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে বলে ধরা হয়। অনেকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং প্রবৃদ্ধিকে এক করে ফেলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি পরিভাষার মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মত প্রকাশ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন। অপরদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হল কোন দেশের অর্থনীতির মানোন্নয়নের পরিমাপক বা হার। অর্থনীতিবিদ কিন্ডলবার্গ[৩] বলেন, 'Economic growth means more output; while economic development implies both more output and changes in the technical and institutional arrangements by which it is produced and distributed.'
অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কতিপয় সংজ্ঞা উল্লেখ করা হল :

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৩. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

- অধ্যাপক বাট্রিক ও উইলিয়ামস বলেন :

  Economic developmet refers to the process where by the people of a country or region comes to utilise the resources available to bring about sustaines increase in per-capital production of goods and services.[১]

- অধ্যাপক জুনার ম্যাড্রাল এর মতে :

  Economic development may be defined as nothing less than the upward movement in the entire social syatem.[২]

- অধ্যাপক স্নাইডারের মতে :

  Economic development refers to the longrun or secular increase in per-capital productivity.[৩]

- অর্থনীতিবিদ সি. ই. ব্ল্যাক এর মতে :

  Economic development may be defined as the attainment of a number of ideas of modernization such as the rise productivity, social and economic equalization, modern knowledge improved institutions and attitude and a national coordinated system of policy measures that can removed the host of undesirable condition in the social system that have perpetual a state of underdeveloped or undeveloped.[৪]

- অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মায়ার ও বলডুইন এর মতে :

  Economic development is a process where by an economy's real national income increase over a long period of time.[৫]

- অধ্যাপক সুইডারের মতে :

  দীর্ঘকালব্যাপী মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয়।[৬]

- অধ্যাপক বুকানন ও এলসির ভাষায় :

  বিনিয়োগের সাহায্যে অনুন্নত এলাকায় জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন।[৭]

---

১. উদ্ধৃত, মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৪. C. E. Black, *The Dynamics of Modernization*, New York, 1966, PP. 55-56

৫. Gerald M. Meier, *Leading Issues in Economic Development*, New Delhi : Oxford University press, 5th Ed. , 1984, p. 7

৬. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

- অধ্যাপক লুইস বলেন :

  প্রতি ঘন্টা কাজের ভিত্তিতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবেই বুঝতে হবে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে।[১]

- অধ্যাপক রস্টো[২] মানুষের কতগুলো প্রবণতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সেগুলো হল :

  ১. মৌলিক বিজ্ঞানসমূহের উন্নতির প্রবণতা।

  ২. অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞানের ব্যবহারের প্রবণতা।

  ৩. নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা।

  ৪. বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা।

  ৫. ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা।

  ৬. সন্তান লাভের প্রবণতা।[২]

  রস্টোর মতে এসব প্রবণতার মধ্যেই কোন দেশ বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল উপাদান নিহিত।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে কেবল মাথাপিছু ও জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন না। তাঁদের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন দেশের বস্তুগত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পায় ও দীর্ঘকাল মেয়াদে জনগণের জীবনমান উন্নত হয়। এটি সমাজের সকল স্তরের মানুষের জীবনযাত্রার মানের ঊর্ধ্বগতি নির্দেশ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর পরিধি হচ্ছে কোন দেশের সার্বিক উন্নয়ন। এটি উৎপাদন বৃদ্ধি, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার, মূলধন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক প্রসার, জনগণের নৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি বৃদ্ধি, নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু মৌলিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপাদান বলতে ঐসব উপকরণকে বুঝায় যেগুলো কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিতান্তই অপরিহার্য। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত করার জন্য যে সকল উপাদান বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন, সেগুলো সর্বদা সব দেশে সমভাবে লক্ষ্য করা যায় না। এসব উপাদানগুলোকে প্রধানত অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। অধ্যাপক লুইসের[৩] মতে, 'The growth of per head depends on the one hand on the natural resources available and on the other hand on human behaviour.'

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

২. উদ্ধৃত, মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যাপক মায়ার ও বল্ডউইন[১] এর মতে, 'The psychological and sociological requirements for developments are as important as the economic requirements.' অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেবল অর্থনৈতিক উপকরণই পর্যাপ্ত নয়। বরং সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক উপকরণও আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আবশ্যকীয় উপাদানসমূহ[২] হল : ১. প্রাকৃতিক সম্পদ ২. মানবসম্পদ বা দক্ষ জনশক্তি ৩. প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ৪. মূলধন গঠন ৫. উন্নত অবকাঠামো ৬. ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ৭. কারিগরি জ্ঞান ৮. দক্ষ উদ্যোক্তা শ্রেণী ৯. শিল্পায়ন ও শহরায়ন ১০. বাজারের পূর্ণাঙ্গতা ১১. শ্রম বিভাগ বা কর্মবিশেষীকরণ ১২. অর্থনৈতিক কাঠামোগত আনুকূল্য ১৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি ১৪. জাতীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা ১৫. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ১৬. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ১৭. অনুকূল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ১৮. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ১৯. সুশাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা এবং যোগ্য নেতৃত্ব ২০. জাতীয় সংহতি প্রভৃতি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ

ষাটের দশক থেকে অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নের নির্দেশক নির্ধারণের চেষ্টা করে আসছেন। অধ্যাপক E E Hagen[৩] তাঁর A Framework for Analysing Economics and Development নিবন্ধে বেশ কিছু পরিমাপকের নির্দেশনা প্রদান করেন। যথা : স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, শিল্প পণ্যের ব্যবহার, যোগাযোগ ও অপরাপর সেবাসমূহ, স্থায়ী ভোগ্য পণ্য, শহরায়ন, মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদন প্রভৃতি। দার্শনিক D H Niewaroski তাঁর The Level of Living of Nations : Meaning and Measurement নিবন্ধে ১৪টি নির্দেশক এর কথা উল্লেখ করেন। জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট UNRISD এর Contents and Measurement of Social and Economic Development নামক সমীক্ষায় উন্নয়নের ১৮টি মূল নির্দেশক নির্ধারণ করা হয়। Irma Adelman ও C T Morris অর্থনৈতিক উপাদানের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকের সমন্বয়ে ৪১টি নির্দেশকের একটি তালিকা তুলে ধরেন। পরে F H Harbinson, J Maruhnic ও J R Rensick[৪] মানব উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে উন্নয়নের নির্দেশক নির্দেশ করেন। এসকল অর্থনৈতিক নির্দেশকসমূহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারণার প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচলিত নির্দেশকসমূহ[৫] হল :

১. **মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product-GNP) :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক হচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়। মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সনাতনী

---

১. প্রাগুক্ত

২. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

এবং সর্বাধিক শ্রুত ও ব্যবহৃত সূচক। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যে সব চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়ন করে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) পাওয়া যায়। জিডিপির সাথে নিট উপকরণ আয় যোগ দিয়ে মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি) বের করা হয়। এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদ মনে করেন, মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধির প্রবণতা উন্নয়ন নির্দেশ করে। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, স্বকৃতদের (যেমন গৃহবধু) অবদান গণ্য না হওয়া, উৎপাদনের বাহ্য প্রভাব ও কালো টাকার লেনদেন জিএনপি পরিমাপে না আসা, আয় বণ্টন প্রসঙ্গে কিছু না বলা প্রভৃতি কারণে এ নির্দেশক সর্বদা কার্যকর হয় না।

২. **প্রকৃত জাতীয় আয় (Real National Income) :** কোন দেশের স্থির মূল্যে পরিমাপকৃত দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্যই হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় আয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশনায় শুধু অর্থের মাধ্যমে করা হলে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় না। কারণ আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি পেলেও অর্থনৈতিক উন্নতি ও মানুষের জীবনমান উন্নয়ন নাও হতে পারে। সেজন্য দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় পরিমাপে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়। সে সাথে ক্ষয়-ক্ষতি, খরচ ইত্যাদি বাদ দিয়ে প্রকৃত আয় বের করা হয়। নিট জাতীয় আয় দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক ও গতিশীল হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়। তবে এ পদ্ধতি দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত চালচিত্র চিহ্নিত করা কঠিন বলে অনেকে মনে করেন। কারণ বাণিজ্য চক্র, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বাণিজ্যিক ঘাটতিতে মুদ্রার অবমূল্যায়ন প্রভৃতির দরুন উন্নয়নের সঠিক স্তর নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।

৩. **মাথাপিছু আয় (Per Capital Income) :** প্রকৃত মাথাপিছু আয় দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করা হয়। দীর্ঘ মেয়াদে একটি দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। অর্থনীতিবিদ মায়ার এর মতে, দীর্ঘকাল ধরে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন। জাতীয় আয় ও উন্নয়ন হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে বেশী হলে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পায়। অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক।

৪. **আর্থিক কল্যাণ (Financial Well-being) :** বস্তুগত কল্যাণের অব্যাহত উন্নতি হচ্ছে মানব কল্যাণ। মানব কল্যাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এজন্য অনেকে অর্থনৈতিক কল্যাণকে উন্নয়নের নির্দেশক হিসেবে গণ্য করেন। মূল কথা হল, মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলে বৈষম্য হ্রাস ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থনীতিবিদ ওকান রিচার্ডসনের মতে, দ্রব্যের ও সেবার বর্ধিত প্রবাহে প্রকাশিত বৈষয়িক উন্নতির অব্যাহত ও নিরপেক্ষ সম্প্রসারণকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা হয় -এ বক্তব্যের আলোকে উন্নয়ন পরিমাপণ আর্থিক কল্যাণ নির্দেশক রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এ পদ্ধতির বিপক্ষে আপত্তি হল, ধনীদের আয় বৃদ্ধি ও গরিবদের আয় হ্রাস, বণ্টন বৈষম্য, জনসংখ্যানুপাতে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর কম সরবরাহ, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের পরিবর্তে বিলাস দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতিতে অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্ভব হয় না। এজন্য জনকল্যাণের স্বার্থে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে কল্যাণমূলক অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে মাথাপিছু আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সুবিধা বৃদ্ধি, দ্রব্য মূল্যের

Dhaka University Institutional Repository

স্থিতিশীলতা, জন্ম ও মৃত্যু হ্রাস, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি নির্দেশক মান ইতিবাচক হওয়া প্রয়োজন।

৫. **জীবনমান (Standard of Living) :** আধুনিক অর্থনীতিবিদরা জীবনযাত্রার মানকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপক হিসেবে উল্লেখ করেন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এখানে জীবনধারণ বা জীবনযাত্রার মানোন্নয়নকে বুঝানো হয়। যেমন, মাথাপিছু গড় আয় বৃদ্ধি, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্থিতিশীল দ্রব্যমূল্য, জন্ম ও মৃত্যু হ্রাস, কর্মসংস্থান, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান নিশ্চিতকরণ, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ। মোটকথা, জীবন নির্বাহের উপকরণসমূহের গুণগত ও ইতিবাচক পরিবর্তনই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করবে।

৬. **আর্থিক বা উপরি-কাঠামো (Financial or Super-structure) :** কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের উন্নতমানের আর্থিক বা উপরি-কাঠামোর উপর। উন্নয়নে এ কাঠামো একটা নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। যেমন, ব্যাংক, বীমা, স্টক এক্সচেঞ্জ ও অন্যান্য অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান।

৭. **অবকাঠামোগত অবস্থা (Infrastructure) :** কোন দেশের অবকাঠামোগত অবস্থা তার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে। যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, পূর্ত কর্ম, বন্দর, পোতাশ্রয়, যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্য, নির্মাণ সামগ্রী প্রভৃতি। এগুলোর উন্নত অবস্থা অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্দেশ করে ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে নানাবিধ বাধা থাকতে পারে। অথবা অনুন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ কাজ করে। যেমন :

১. উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পুঁজি বা মূলধনের অপর্যাপ্ততা।
২. প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা, অপচয় ও সদ্ব্যবহারের অভাব।
৩. ত্রুটিপূর্ণ জনসংখ্যা, জনসংখ্যার আধিক্য, নির্ভরশীলতা, বেকারত্ব, অদক্ষতা প্রভৃতি।
৪. জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, গবেষণা ও কারিগরী দিকের অভাব, অপর্যাপ্ততা ও পশ্চাৎমুখিতা।
৫. সামাজিক ও অর্থনৈতিক দ্বৈততা, কুসংস্কার বর্ণভেদ প্রথা প্রভৃতি।
৬. অনুন্নত ধর্মীয় পরিবেশ (গোঁড়ামি, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি)।
৭. দুর্বল আর্থ-সামাজিক কাঠামো।
৮. কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা।
৯. দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র- উৎপাদন, আয়, সঞ্চয়, মূলধন, বিনিয়োগ ইত্যাদি কম।
১০. ব্যাপক শিল্পায়নের অভাব ও অনুন্নত শিল্প কাঠামো।
১১. বৈদেশিক বাধা, বাণিজ্য বিরোধ ও ঘাটতি, ঋণের বোঝা ও অন্যান্য নির্ভরতা।
১২. দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সাহসী উদ্যোক্তার অভাব।
১৩. দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের অভাব ও অপর্যাপ্ততা।
১৪. নিম্ন মাথাপিছু উৎপাদন ও আয়।
১৫. বিবিধ আর্থ-সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, দুর্নীতি প্রভৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে হলে উপর্যুক্ত বাধাসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দূর করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।[১]

সামাজিক উন্নয়ন

মানুষের জন্য সামাজিক জীবন অপরিহার্য। সামাজিক জীবন যাপন ছাড়া মানুষ কখনো বিকশিত হতে পারে না। কোন মানুষই তার একক শক্তির মাধ্যমে নিজের সকল অভাব-অভিযোগ মোচন করতে সক্ষম নয়।[২] তাই মানুষের বিকাশ এবং উন্নতি বা অগ্রগতি যাই বলা হোক, তা সামাজিক উন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত।

উন্নয়ন তত্ত্বের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হচ্ছে 'সামাজিক উন্নয়ন'। এটি সমগ্র সমাজের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি সকল দিক নিয়ে ব্যাপৃত একটি উন্নয়ন তত্ত্ব। এর আওতায় আসে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাথাপিছু আয়, নাগরিক জীবনমান, চিত্ত বিনোদন, সমাজ সেবা, জনসংখ্যার গতি-প্রকৃতি, পরিবেশ প্রভৃতি এবং স্বল্প পরিসরে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। অবশ্য কেউ কেউ সামাজিক উন্নয়ন বলতে অর্থনীতি বিষয়ক নয়, এমন সব কিছুর উন্নয়নকে বুঝিয়ে থাকেন।[৩] তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়নের স্থায়িত্বের জন্য সামাজিক উন্নয়ন এর কোন বিকল্প নেই। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ও মানবজীবনের সামাজিক বিষয়াদি উপেক্ষিত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক উন্নয়ন ধারণার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে।

সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা

'সামাজিক উন্নয়ন' (Social Development) বলতে সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক উর্ধ্বমুখী অবস্থাকে বুঝায়।[৪] মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ, মানবীয় স্বাধীনতা ও কার্যক্রম প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনকে সামাজিক উন্নয়ন বলা হয়। অন্যকথায় সামাজিক উন্নয়নের অর্থ হল- অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং সামাজিক দিকের উন্নয়ন।[৫]

- সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সমাজবিজ্ঞানী James Midgley বলেন :

  Social development is a process of planned social change designed to promote the well-being of the population as a whole in conjunction with a dynamic process of economic development.[৬]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

২. লেখকমণ্ডলী, *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৮, পৃ. ৯৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৪. এস. আমিনুল ইসলাম, *উন্নয়নচিন্তার পালাবদল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৫. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

৬. James Midgley, *Social development*, London : Sage publications, 1995, p. 25

Dhaka University Institutional Repository

- সামাজিক উন্নয়নকে বহুমুখী প্রক্রিয়া রূপে উল্লেখ করে সংকর পথিক বলেন :

  Social Development is a comprehensive concept which implies major structural change-political, economic and cultural which are introduced as a part of deliverate action of transform society.[১]

- P. D Kulkarni বলেন :

  Social development is a systematic change purposefully initiated through the instrument of social policy and planning for improvement in the levels of living and quality of life of the mass of people particularly the weaker section among them, with their active involvement at all stages.[২]

- সমাজ বিশেষজ্ঞ M. S. Gore এর ভাষায় :

  Social Development emphasises the development of the totality of society in its economic, political, social and cultural aspects.[৩]

- মণীষী J. F. K. Paiva এর মতে :

  Social Development is concerned with the creation or alteration of institutions in order to meet human needs.[৪]

- Pandey বলেন :

  Social Development is the improvement in the quality of life of people, eqitable distribution of resources, broad based participation in the process of decision making and special measures that will enable marginal groups and communities to move in the mainstream.[৫]

- Encyclopedia of Social Work in India -তে বলা হয়েছে :

  Social development is a comprehensive concept which implies major structural change –political, economic and cultural which are introduced as a part of deliberate action to transform society.[৬]

---

১. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

২. David Macarov, *Social welfar : structure & practice*, London : Sage Publication, 1995, p. 7

৩. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

৪. J F K Paiva, 'A Concept of Social Development', *Social Service Review*, The University of Chicago, Vol. 51, No.2, 1977, p. 329

৫. Edited by Pradip N. khandwalla, *Social Development : A new role for the organizational sciences*, London : Saga publication, p. 102

৬. Ministry of Social Welfare, *Encyclopedia of social work in India*, Government of India, Vol-3, 1987, p. 57

Dhaka University Institutional Repository

- ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত World summit for social Development সম্মেলনে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল সামাজিক উন্নয়নের সংজ্ঞায় বলেন :

  Social Development as a commitment to put people at the centre of development and international co-operation with the goal of satisfying social needs as an integral part of efforts for greater national and international stability.[১]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাসমূহের আলোকে বলা যায় যে, সামাজিক উন্নয়ন হল একটি পরিকল্পিত লক্ষ্যার্জন প্রক্রিয়া, যাতে মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। সমাজের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এর অন্তর্ভুক্ত। এটি বৈষয়িক-অবৈষয়িক উভয় উন্নয়নে ব্যাপৃত।

সামাজিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য

সামাজিক উন্নয়নের কিছু সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন :

১. **প্রয়োজন পূরণ প্রক্রিয়া :** সামাজিক উন্নয়ন মানবজীবনের পরিকল্পিত পরিবর্তন ও সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রয়োজন পূরণ করে থাকে। এ ধরনের পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজকাঠামোয় নতুন রূপ বা দিক সূচিত হয়।

২. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট :** সামাজিক উন্নয়ন অকাট্যভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। সমাজবিজ্ঞানী James Midgley[২] বলেন : সামাজিক উন্নয়নের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। সামাজিক উন্নয়ন সুস্পষ্টভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাঝে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করে। উভয়টিই উন্নয়নের গতিশীল প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য উপাদানরূপে পরিগণিত।

৩. **উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ :** সামাজিক উন্নয়ন জাতীয় পরিকল্পনার অংশ বা উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে সামাজিক দিকের উপর জোর দেয়া হয় সামাজিক উন্নয়ন তার উদ্দেশ্য পূরণে সহায়তা করে।

৪. **সমাজের সামগ্রিকতা :** সামাজিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত হলেও এটি সমাজের সামগ্রিকতার প্রতি বিশেষ জোর দেয়।

৫. **সমাজকল্যাণ :** সমাজকল্যাণ সামাজিক উন্নয়নের একটি বিশেষ দিক হিসেবে বিবেচিত হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, কর্মসংস্থান, ভোগ ও সঞ্চয়, আশ্রয়, বস্ত্র, বিনোদন, আপ্যায়ন, সামজিক নিরাপত্তা, মানবীয় স্বাধীনতা ও কল্যাণ, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি সকল কিছু সমাজকল্যাণের অংশ বিশেষ। আর সামাজিক উন্নয়নের মধ্যদিয়েই সমাজকল্যাণ বাস্তবায়িত হয়।

৬. **সামাজিক খাতের উৎকর্ষ বিধান :** সামাজিক উন্নয়ন সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক বা উর্ধ্বমুখী উৎকর্ষ বিধানকারী পরিবর্তন প্রক্রিয়া। মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য,

১. James Midgley, ibid, p. 25
২. Ibid, p. 23

Dhaka University Institutional Repository

আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজকাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনই সামাজিক উন্নয়ন।

৭. **বিজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি :** সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যয়টি বিভিন্ন বিজ্ঞান থেকে জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি গ্রহণ করেছে। অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম/সমাজকল্যাণ, রাজনীতি বিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়ন বিকাশে অবদান রাখে।

৮. **বিভিন্ন সংস্থার অবদান :** সামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্র, জাতিসংঘ, বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সকল আঞ্চলিক সংঘ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রভৃতি অবদান রাখে।

৯. **বহুমুখী দিক :** সামাজিক উন্নয়ন সামষ্টিকভাবে উন্নয়নের বহুমুখী দিককে অন্তর্ভুক্ত করে। সামাজিক উন্নয়নের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। সমাজের সার্বিক দিক, জাতীয়, আঞ্চলিক, শহর ও গ্রামীণ এলাকা, দারিদ্র্য, অবহেলিত ও অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণির উন্নয়ন এবং মানবকল্যাণে সামাজিক উন্নয়ন ব্যাপৃত।

১০. **বিভিন্ন কৌশল :** সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জিত হয় বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ এবং মানুষের বহুমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ করা।

১১. এছাড়াও সামাজিক উন্নয়ন প্রকৃতিগত দৃষ্টিকোন থেকে প্রগতিশীল। এটি মানুষের ভবিষ্যৎ কল্যাণ প্রত্যাশী হওয়ায় প্রচলিত ব্যবস্থা, বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতি বিরুদ্ধ নয়। সামাজিক উন্নয়ন মানবজাতির নিরপেক্ষতা, জনগণের মৌলিক জন্ম অধিকার, মূল্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, অংশগ্রহণ, আয় ও অন্যান্য সম্পদের সমবণ্টন প্রভৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক উন্নয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া যা সামাগ্রিকভাবে সমাজ তথা জনসাধারণের মূল্যায়ন করে থাকে। সেজন্য সমাজের সার্বিক দিকের উন্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। এ সম্পর্কে পেইভার[১] বলেন, The goal of social development ist the welfare of the people as determinsd by the people themselves.

সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত

যে কোন দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু মৌলিক বিষয় নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। যেগুলো সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। অধ্যাপক মায়ার ও বল্ডউইন বলেন, উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপকরণসমূহও প্রয়োজনীয়।[২] সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে যে বিষয়গুলে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন সেগুলো হল : ১. শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ ২. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ৩. সামাজিক পরিবর্তন ৪. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা ৫. সামাজিক বুনিয়াদ-সংস্থা ৬. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৭. অনুকূল ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ৮. উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ৯. সুষ্ঠু নেতৃত্ব ১০. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ

---

১. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১১. আত্মকর্মসংস্থান ১২. নারীর মর্যাদা ও চাহিদার স্বীকৃতি এবং অংশগ্রহণ ১৩. সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ১৪. জনগণের ক্ষমতায়ন ও সমষ্টির অংশগ্রহণ ১৫. শিক্ষার প্রসার ১৬. নীতি ও পরিকল্পনা ১৭. সুশাসন ও গতিশীল প্রশাসন ১৮. জাতীয় ও সামাজিক সংহতি প্রভৃতি।

সামাজিক উন্নয়নের উপাদান

সামাজিক উন্নয়ন একটি গতিশীল, ব্যাপক ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। যে কোন দেশের সামাজিক উন্নয়নের জন্য কিছু মৌলিক উপাদান আবশ্যক। অধ্যাপক A K Caironcross[১] বলেন, 'উন্নয়ন কেবল একটি অর্থনৈতিক বিষয় নয়। প্রচুর অর্থ থাকলেই উন্নয়ন হবে এমন কথা বলা যায় না। এটি অ-অর্থনৈতিক বিভিন্ন উপাদান দ্বারাও প্রভাবিত হয়।' সামাজিক উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ হল যথাক্রমে : ১. শিক্ষা ২. মানবসম্পদ ৩. বুদ্ধিবৃত্তি ৪. জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও সহযোগিতা এবং অর্থবহ অংশগ্রহন ৫. নৈতিকতা ৬. সামাজিক বুনিয়াদ, মূলধন ও প্রতিষ্ঠান ৭. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ৮. ধর্মীয় উপাদান ৯. সাংস্কৃতিক উপাদান ১০. উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ১১. জনগণের ক্ষমতায়ন ও সমষ্টির অংশগ্রহণ .১২. পরিকল্পনা প্রণয়ন ১৩. প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন ১৪. সুশাসন, প্রশাসনিক দক্ষতা ও জাতীয় নীতি, পরিকল্পনা ও সংহতি ১৫. পরিবর্তন আনয়নকারী শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ ১৬. দক্ষ ও যোগ্য কর্মী এবং সুষ্ঠু ও সমৃদ্ধ দল এবং নেতৃত্ব প্রভৃতি। উন্নয়নে সামাজিক বিভিন্ন উপাদান ও রাজনৈতিক শর্তগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। Ragner Narkse[২] বলেন, 'Economic Development has much to do with human endowments, social attitudes, political conditions and historical accidents.' সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের অবদান প্রসঙ্গে অধ্যাপক A K Caironcross[৩] মন্তব্য করেন, 'Development is impossible if it does not take place in the minds of men.' রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একান্ত আবশ্যক। স্থিতিশীল সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়নের মাধ্যমে উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে পারে। W A Lewis[৪] মন্তব্য করেন, 'The behaviour of government plays an important role on stimulating of discouraging economic activity.' তিনি আরও বলেন, 'No country has made progress without positive stimulus from intelligent government.' উন্নয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতি ও ঐকমত্যের কোন বিকল্প নেই। সৃজনশীলতা, উদ্ভাবন, প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োগ, পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়ন প্রভৃতি আবশ্যক। কাজেই একটি জাতীয় সরকার, আইনের শাসন ও প্রশাসনকে জাতীয় সংহতি বুঝায়, যা সমগ্র জাতিকে কোন কাজে উদ্বুদ্ধ ও একত্রিত রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

১. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা সামাজিক বুনিয়াদসমূহের গঠনমূলক পরিবর্তন প্রয়োজন। যেমন : দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, শিক্ষা প্রভৃতি।

সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশক

উন্নয়ন পরিমাপের জন্য যে পন্থা বা উপায় নির্ধারণ করা হয় তাকেই উন্নয়ন নির্দেশক বলা হয়। অন্যকথায়, একটি দেশ বা সমাজের উন্নয়ন, অনুন্নয়ন, দারিদ্র্য প্রভৃতি পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সূচককেই উন্নয়ন নির্দেশক (Indictors) বলা হয়।[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নে সামাজিক ও কল্যাণগত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ উন্নয়নের সামাজিক দিক পর্যবেক্ষণ করে আসছে। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, আবাসন, আয় প্রভৃতি। মোট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্রুত বাড়লেও সকল জনগণের খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়াজন পূরণ নাও হতে পারে।[২]

জাতিসংঘের অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব দেশের দ্রুত উন্নয়নে সামাজিক মনোভাব, মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতষ্ঠানের মৌলিক পরিবর্তনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশকের প্রতি জোর দিয়ে অধ্যাপক লুইস[৩] বলেন, ‘Development is impossible if it does not take place in the minds of the men.’ নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জি. মিরডাল[৪] বলেন, ‘আধুনিক মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুন্নত দেশের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক।’ সমাজকর্ম অভিধান মতে, সামাজিক নির্দেশক জনবৈজ্ঞানিক, পরিবেশগত ও সামাজিক অবস্থার পরিমাপক যা সামগ্রিক ও ভারসাম্যময় পরিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়।

উন্নয়নের সামাজিক দিকের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (UNRIDS) এর আন্তর্জাতিক কমিটি উন্নয়নের নিম্নলিখিত নির্দেশক নির্ধারণ করেছে। ভৌগলিক অবস্থাসহ স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাক্ষরতা ও দক্ষতাসহ শিক্ষা, কাজের অবস্থা, কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, গড় ভোগ ও সঞ্চয়, পরিবহণ, গৃহ সামগ্রী সুবিধাসহ আবাসন, বস্ত্র, বিনোদন ও আপ্যায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৫] সামাজিক উন্নয়নের নির্দেশকসমূহ হল :

১. **জীবনের ভৌত মান সূচক (Physical Quality of life Index-PQLI)** : প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Morris D. Morris ১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Oversease

---

১. মিয়া মুহাম্মদ সেলিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

২. Dudley Seers, *The Meaning of Development*, 11th World Conference of the Society for International Development, New Delhi, 1969

৩. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

৪. প্রাগুক্ত

৫. United Nations Reasearch Institute for Social Development (UNRISD), *Contents and Measurement of Socio-Economic Development*, New York, 1972

Dhaka University Institutional Repository

Development Council -এর উদ্যোগে উন্নয়নের ৩টি বিশ্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ উপদান নির্ধারণ করেন এবং এদের ভিত্তিতে উন্নয়নের যৌগিক নির্দেশমালার[১] (Composit indicator of development) বিকাশ ঘটান। যথা :

ক. জীবন প্রত্যাশা (Life expectancy)

খ. শিশু মৃত্যুহার (Infant morality)

গ. স্বাক্ষরতা (Literacy)

উন্নয়ন নির্দেশক পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) বৃদ্ধি পেলেও সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট অথবা মোটেও উপকৃত নাও হতে পারে। অন্যদিকে, একটি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলেও সামাজিক নিরাপত্তা, ঐক্য, জীবনের দৈর্ঘ্য, মৃত্যুহার প্রভৃতি ভাল থাকতে পারে। সেজন্য উৎপাদনের পরিমাপক সর্বদা কল্যাণকর নয়। সুতরাং জীবনের সম্ভাবনা (আয়ুস্কাল) ও শিশু মৃত্যুহার সমগ্র সমাজ প্রক্রিয়ার ফলাফলের উত্তম নির্দেশক, যা সামাজিক সম্পর্ক, পুষ্টিমান, জনস্বাস্থ্য ও পারিবারিক পরিবেশের সম্মিলিত ফলাফলের যোগফল। সাক্ষরতার হার উন্নয়নের সম্ভাবনা নির্দেশ করে এবং এর সম্প্রসারণে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সম্ভাব্যতা ও সুবিধা ভাগ করে নিতে পারে। জীবনের ভৌতমান (PQLI) নির্ধারণে এ তিনটি নির্দেশক স্বতন্ত্রভাবে হিসাব করে গড়ে ১০০ মাত্রা ধরা হয়। এ হিসাবে সুইডেন, জাপান প্রভৃতি দেশে PQLI প্রায় ১০০ ভাগ।[২]

২. **সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রদত্ত নির্দেশকমালা :** জাতিসংঘের সামাজিক উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (UNRISD) উন্নয়নের ১৮টি মূল নির্দেশকের একটি সেট সনাক্ত করে। এগুলো চলকসমূহের একটি সেট (a core set of variables) তৈরী করে। উন্নয়নের সাথে নির্দেশকগুলোর মাঝে গড় সহ-সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হয়। অতঃপর এগুলোকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংজ্ঞায়িত করতে সনাক্ত করা হয়। UNRISD কর্তৃক সনাক্তকৃত উন্নয়নের মূল নির্দেশকসমূহ (Core Indicators of Development Identified by UNRISD) নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হল :

১. K C Alexander, `Dimensions and Indicators of Development', *Journal of Rural Development*, Vol. 12(3), NIRD, Hydrabad, 1993, p. 260

২. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

UNRISD কর্তৃক সনাক্তকৃত উন্নয়নের মূল নির্দেশকসমূহ[১]

বিষয়সমূহ	নির্দেশকসমূহ	অন্যান্য বিষয়ের সাথে গড় সহসম্পর্ক
১	জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা	.৭৪৪
২	২০০০ ও তদুর্ধ্ব অধ্যুষিত এলাকার জনসংখ্যার হার	.৭৩০
৩	দৈনিক মাথাপিছু প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ	.৭৯১
৪	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি	.৭৭৭
৫	কারিগরি শিক্ষার্থী ভর্তির অনুপাত	.৭৮৮
৬	কক্ষপ্রতি মানুষের গড় সংখ্যা	.৭৮৩
৭	প্রতি ১০০০ জনে সংবাদপত্র প্রচার	.৮২৩
৮	প্রতি ১০০০ জনে টেলিফোন সংখ্যা	.৭৬২
৯	প্রতি ১০০০ জনে বেতার গ্রাহক	.৭৩৭
১০	বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি প্রভৃতির মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম জনসংখ্যার হার	.৭৬৯
১১	প্রতি কৃষকের কৃষি উৎপাদন	.৮৩৯
১২	কৃষিক্ষেত্রে বয়স্ক পুরুষ শ্রমিকের শতকরা হার	.৮০৯
১৩	জনপ্রতি বিদ্যুৎ ভোগ, কিলোওয়াট	.৬৮৭
১৪	জনপ্রতি ইস্পাত ভোগ, কেজি	.৭৬৫
১৫	জনপ্রতি শক্তি ভোগ, কেজি	.৭৬০
১৬	উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত GDP-র শতকরা হার	.৭৫২
১৭	জনপ্রতি বহির্বাণিজ্য	.৭৩৭
১৮	অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম মোট জনসংখ্যার মজুরি ও বেতনভোগীর শতকরা হার	.৭৫০

মূল নির্দেশকগুলোর মাঝে আন্তঃসম্পর্কের মাধ্যমে উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে 'সাদৃশ্য বিন্দু' প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এ সাদৃশ্য বিন্দুসমূহ খসড়া ও আসন্ন মান বা কাছাকাছি এবং এগুলো উন্নয়নের বিভিন্ন নির্দেশকের মধ্যে সংলগ্ন রূপে নির্ধারণ করা হয়।

৩. **ESCAP কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশক :** এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (ESCAP) জীবনমানের (Quality of life) ভিত্তিতে উন্নয়নের কিছু নির্দেশক নির্ধারণ করেছে। যেমন :

ক. দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য : আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় (ব্যয় ও সঞ্চয়ের), দারিদ্র্য (সীমারেখা)।

খ. স্বাস্থ্য : আয়ুস্কাল, অসুস্থতা, মৃত্যুর হার (শিশু ও শৈশবকালীন মৃত্যুহার), পুষ্টি (বয়সভেদে, জন্মকালে, ক্যালরি গ্রহণ, প্রোটিন গ্রহণ) ও দুর্যোগ (দুর্যোগে মৃত্যু/অক্ষমতা, দুর্যোগ কবলিতদের ক্ষতিপূরণ)।

গ. বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন : সাক্ষরতা (হার), আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (শিক্ষার্থীর হার), জীবনভর শিখন (প্রতি ১০০০ জনসংখ্যায় গ্রন্থাগার, পত্রিকা-সাময়িকী, রেডিও, টিভি; বিশ্ববিদ্যালয়সহ বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র), সাংস্কৃতিক (সুবিধা, সংগঠনে অংশগ্রহণ) ও ধর্মীয় জীবন।

ঘ. কর্মজীবন : বেকারত্ব/অর্ধ-বেকারত্ব (হার), কর্ম সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনা (দুর্ঘটনা/আঘাত হার), শিল্প সংঘাত (ধর্মঘট, লক-আউট, হারানো কর্মদিন), কর্মশর্ত (কর্মঘন্টা, ছুটি, নিরাপত্তা)।

১. Source : Contents and Measurement of Socio-Economic Development, Geneva, UNRISD, 1972

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. **বাহ্যিক পরিবেশ :** বাসস্থান (পানীয় জল, পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুৎ ও শয়ন এককে গৃহস্থালীর হার, জনপ্রতি আবাসিকতা), অবকাঠামো (প্রতি ১০০০ জনে পাকা রাস্তা, গণ যানবাহণ, টেলিফোন ও দুর্ঘটনা), প্রাকৃতিক পরিবেশ (বিপর্যয়ের ঘটনা, দূষণ, ক্ষয় ও স্থানচ্যুতি)।

চ. **পারিবারিক জীবন :** শিশু (প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে গৃহহীনতা ও মাতৃপিতৃহীনতা), কিশোর, যুবক (কিশোর অপরাধী, নেশাগ্রস্ততা), বয়স্ক (একাকী বসবাস, বিবাহ বিচ্ছেদ, মহিলা কর্ত্রী)।

ছ. **সমষ্টি জীবন :** আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অংশগ্রহণ (স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ভোটদান, দল সংখ্যা), বিরোধ (প্রতিবাদ, দেশত্যাগ, মৃত্যু, স্থানচ্যুত লোক), অপরাধ (ধরণভেদে হার) প্রভৃতি।

৪. **মানব উন্নয়ন সূচক :** জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) মানব উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ১৯৯০ সালে একটি নির্দেশক উদ্ভাবন করে। জনগণের জীবনযাত্রার মানের উপর প্রভাব নির্ণয়ই এর মূল লক্ষ্য। এটি সামাজিক উন্নয়ন পরিমাপে ব্যবহৃত হয়। UNDP-এর মতে, মানব উন্নয়নকে বলা হয় : Human Development is development of the people for the people by the people.[১] মানব উন্নয়ন সূচক তিনটি উপাদান[২] নিয়ে গঠিত। যথা :

১. **জীবনের দীর্ঘতা বা গড় আয়ুস্কাল (Longevity of life) :** গড় আয়ুস্কাল জীবনের দীর্ঘতার অন্তর্নিহিত মূল্যের উপর নির্ভরশীল। এটি উন্নত স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান নির্দেশ করে। জন্মকালে জীবন প্রত্যাশা গড় আয়ুর নির্দেশক।

২. **জ্ঞানের স্তর বা শিক্ষার হার (Level of life) :** সাক্ষরতার হার শিক্ষার হার নির্দেশ করে।

৩. **জীবনের স্তর বা ক্রয় ক্ষমতা (Level of living) :** ক্রয় ক্ষমতা সম্পদের উপর প্রধান্য নির্দেশ করে। একটি সমাজে বসবাসরত মানুষের কল্যাণ তার আয়ের মাত্রার ওপর নয়, বরং তার আয় কতখানি কাজে লাগানো হয় তার ওপর নির্ভরশীল।

৫. **জীবনের উৎকর্ষতা :** সামাজিক দিকে প্রাধান্য দিয়ে আধুনিক অর্থনীতিবিদরা প্রকৃত মাথাপিছু আয় ছাড়া জীবনমান ও এর উৎকর্ষতা বৃদ্ধিকে উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। জীবনের উৎকর্ষতা নির্দেশক যেসব বিষয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় সেগুলো যথাক্রমে- ক. জীবন প্রত্যাশা/গড় আয়ুস্কাল (life expectancy) বৃদ্ধি খ. শিশু মৃত্যুর (infant morality) হারহ্রাস গ. সাক্ষরতার (literacy) হার বৃদ্ধি প্রভৃতি। এই নির্দেশক আবার উৎপাদন বৃদ্ধি তথা অর্থনীতির কিছু উপাদান বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যেমন : ক. জাতীয় আয়ের কাঠামো খ. বণ্টন গ. ব্যবহার প্রভৃতি। তবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির সাথে জীবনের উৎকর্ষতা অনেকখানি নির্ভর করে।

---

১. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

২. নাসিরউদ্দীন আহমেদ, মোঃ মনজুরুল হক, 'প্রকল্পের সংজ্ঞা প্রকারভেদ ও প্রকল্প চক্র', *উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত*, নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও মোহাম্মদ তারেক সম্পা., বা এ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৬

Dhaka University Institutional Repository

৬. অন্যান্য নির্দেশকসমূহ : উপর্যুক্ত সামাজিক নির্দেশকসমূহ ছাড়াও বেশ কিছু নির্দেশক সামাজিক উন্নয়নে নির্দেশিত হয়ে থাকে। যেমন :

ক. জনমিতিক নির্দেশিকা : এটি মূলত মোট জনসংখ্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, গঠন কাঠামো, বণ্টন, ঘনত্ব, স্থূল জন্ম ও মৃত্যুর হার, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার, বিয়ের গড় বয়স, গর্ভনিরোধক ব্যবহার, গড় আয়ুস্কাল ইত্যাদি নিয়ে ব্যাপৃত। এসব জনমিতিক নির্দেশকের উন্নতি সামায়িক উন্নয়নের পরিচিতি বহন করে।

খ. মানবীয় মূলধন : শিক্ষিত, কর্মক্ষম, দক্ষ ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল মানবীয় মূলধন হিসেবে উন্নয়নের মাপকাঠি রূপে বিবেচিত।

গ. শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ : শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। সেজন্য এগুলো উন্নয়নের নির্দেশক রূপে গৃহীত হয়।

ঘ. সমাজ ও সংস্কৃতি : সুস্থ, স্থিতিশীল ও সংস্কারমুক্ত সমাজ ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য অনুকূল। কাজেই এটি উন্নয়নের একটা পরিমাপক।

ঙ. স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টি : স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়নে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, সুস্থ ব্যক্তির উৎপাদনশীলতা ও কর্মক্ষমতা বেশী। জনমিতিক নির্দেশিকাসহ (যেমন : স্থূল জন্ম ও মৃত্যুর হার, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার, বিয়ের গড় বয়স, গর্ভনিরোধক ব্যবহার, গড় আয়ুস্কাল) চিকিৎসক, সেবিকা ও হাসপাতাল শয্যা প্রতি জনসংখ্যা, সুপেয় পানি ব্যবহার, পয়ঃনিষ্কাশন প্রভৃতি নির্দেশক ব্যবহৃত হয়।

চ. চাহিদা পূরণ : খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও মানুষের অনুভূত চাহিদা পূরণে উন্নয়ন নির্ভরশীল। মানুষের চাহিদা পূরণ হলে উন্নয়ন সহজ হয়।

ছ. দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও বৈষম্য হ্রাস : এগুলোকে যে কোন দেশের উন্নয়নের মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করা হয়।

জ. রাজনৈতিক পরিবেশ : গণতন্ত্র চর্চা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদি উন্নয়ন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র গঠনের অনুকূল। কাজেই রাজনৈতিক পরিবেশ গুরুত্বপূর্ণ।

ঝ. লিঙ্গ ব্যবধান : নারী-পুরুষ ব্যবধান উন্নয়ন নির্দেশনায় বিশেষ গুরুত্ববহ। বিশেষকরে নারী সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও অবদান না থাকলে এবং তারা বঞ্চিত ও নির্যাতিত হলে উন্নয়ন পিছিয়ে থাকবে।

ঞ. পৃথকীকরণ : কে সি আলেজান্ডারের মতে : সমাজের উন্নয়ন ঘটলে এর কাঠামোতে জটিলতা দেখা দেয় ও সমজাতীয়তা নষ্ট হয়। তখন একক পরিবার গঠন, শ্রম বিভাগ প্রবর্তন ও বাজার প্রসার ঘটে; যা সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশক।

ট. আধুনিকায়ন : সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, শিক্ষা, কলাকৌশল, জনস্বাস্থ্য, কলা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন উন্নয়নের অন্যতম নির্দেশক।

উপরোক্ত উন্নয়ন নির্দেশকসমূহ পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সুতরাং এগুলো পৃথক বা এককভাবে উন্নয়নের স্তর বা মান নির্দেশনায় চূড়ান্ত পরিমাপক নয়। বরং কোন কোন নির্দেশক আপেক্ষিক। কাজেই নির্দেশকসমূহ সুনিশ্চিতভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে সন্দেহাতীতভাবে এগুলোর গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম।

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য বিষয়। সামাজিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়নও মূল্যহীন। সুতরাং সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়নে সামাজিক উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য সামাজিক উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। কেবল এর মাধ্যমেই দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে। সামাজিক উন্নয়নের উপর যে কোন দেশের সামগ্রিক অগ্রগতি নির্ভর করে। নিম্নে সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করা হল :

১. **সুষম উন্নয়ন :** সামাজিক উন্নয়ন সুষম উন্নয়নের দিকনির্দেশনা দেয়। উন্নয়নে সমতাবিধান করার জন্য সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, কারিগরী প্রভৃতি উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত থাকে। ফলে সর্বস্তরের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ভোগ ও সঞ্চয়, পরিবহণ, আবাসন, বস্ত্র, বিনোদন ও আপ্যায়ন, সামাজিক নিরাপত্তা ও মানবীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। কাজেই সামাজিক উন্নয়ন সমাজের সকল দিকের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।

২. **চাহিদা পূরণ :** চাহিদা বিশেষত মৌলিক চাহিদা পূরণে সামাজিক উন্নয়ন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কেবল মানুষের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিই নয় বরং সেই সাথে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে আয় পুনর্বণ্টন ও নিরাপত্তাসহ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করতে পারাকে বর্তমানে উন্নয়ন নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সামাজিক উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংকর পথিক[১] বলেন, 'It aims at meeting the basic needs of the people at all levels, especially those who constitute the present deprived segment of the society.'

৩. **মানবসম্পদের বিকাশ :** আধুনিক কালে উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব সম্পদ অতীব তাৎপর্যবহ। আর সামাজিক উন্নয়ন মানবকল্যাণ তথা মানব সম্পদ নিয়ে ব্যাপৃত। সমাজ বা রাষ্ট্রের টেকসই উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি, মানব প্রতিভা বিকাশ, নারী উন্নয়ন ও অন্যান্য মানবীয় খাত উপাদানের উন্নয়ন অত্যাবশ্যকীয়। এগুলোই মানবসম্পদ উন্নয়নের মূল কথা। আর অর্থনৈতিক সম্পদের তুলনায় মানবসম্পদের অবদান অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

৪. **লক্ষ্য অর্জন :** যে কোন উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচির একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। সামাজিক উন্নয়ন উন্নয়নে সমতা বিধান করে সে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করে। যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রভৃতি। পেইভার[২] বলেন, `The goal of a social development is the welfare of the people as determined by the people themselves.'

১. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২. J F K Paiva, ibid, p. 329

Dhaka University Institutional Repository

৫. **জীবনমান উন্নয়ন :** সামাজিক উন্নয়ন মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও মর্যাদা বৃদ্ধির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে থাকে। মোট জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও সমাজের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠী যথেষ্ট অথবা মোটেও উপকৃত নাও হতে পারে। অন্যদিকে একটি দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলেও সামাজিক নিরাপত্তা, ঐক্য, জীবনের দৈর্ঘ্য, মৃত্যুহার প্রভৃতি ভাল থাকতে পারে। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে সামাজিক উন্নয়ন মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভাল নির্দেশক হিসেবে কাজ করে।

৬. **দারিদ্র্য বিমোচন :** দারিদ্র্য বিমোচনে সামাজিক উন্নয়ন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে উন্নয়ন ধারণার সম্প্রসারণ ঘটে। তখন থেকেই উন্নয়ন বলতে দারিদ্র্য বা সুবিধাবঞ্চিত জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। জাতিসংঘের বিশ্ব সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলনে সর্বসম্মত গৃহীত সিদ্ধান্ত[১] হচ্ছে- Eqitqble social development is a necessary foundation for development and an important factor for the eradication of poverty.

৭. **বৈষম্য হ্রাস ও সুষম বণ্টন :** অর্থনীতিবিদ ডাডলি সিয়ার্স উন্নয়ন বিশ্লেষণে বৈষম্য হ্রাস বা অসম বণ্টনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।[২] সম্পদের সুষম বণ্টনে সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। মাথাপিছু ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা বস্তুগত সম্পদ বৃদ্ধিই সঠিক উন্নয়ন নয়। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগণের উন্নয়ন তথা তাদের অনুকূলে জাতীয় আয়, সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধার পুনর্বণ্টনই হল উন্নয়ন।

৮. **অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। উভয়ই একে অপরকে অর্থবহ করে তোলে। সুসামঞ্জস্যপূর্ণ জাতীয় উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। যেমন, জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, মূলধন গঠন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, সম্পদের সদ্ব্যবহার।

৯. **গণঅংশগ্রহণায়ন :** সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, সামাজিক সমস্যার সমাধান এবং জনগণের নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক উন্নয়ন এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. **স্থিতিশীলতা অর্জন :** সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জন সম্ভব। এর মাধ্যমে উন্নত সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, নিয়ম-কানুন গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং উন্নয়ন এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১১. **সামাজিক সমস্যার সমাধান :** সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব যেমন : দারিদ্র্য, বেকারত্ব, জনসংখ্যাস্ফীতি, বৈষম্য, অসম বণ্টন প্রভৃতি। অধ্যাপক

---

১. UN : Agenda for Development, *Policy Framework : Including Means Implementation*, New York, 1997, p. 37

২. উদ্ধৃত, মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮

Dhaka University Institutional Repository

ডাডলি সিয়ার্স উন্নয়ন বোঝাতে তিনটি প্রশ্নের[১] অবতারণা করেছেন : ক. দারিদ্র্যের কি ঘটেছে? খ. বৈষম্যের কি ঘটেছে? এবং গ. বেকারত্বের কি ঘটেছে? তাঁর মতে, যদি উপর্যুক্ত তিনটি উপাদানই কোন দেশে উঁচু স্তর থেকে নিম্নগামী হয় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে সেই দেশটি উন্নয়নের যুগে প্রবেশ করবে।

১২. **সামাজিক নিরাপত্তা বিধান :** সামাজিক নিরাপত্তাবিধানে সামাজিক উন্নয়ন সহায়তা করে থাকে। পেশাজীবি ও শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণার্থে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১৩. **বাঞ্ছিত পরিবর্তন :** সামাজিক উন্নয়ন বাঞ্ছিত পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে সমাজিবিজ্ঞানী J. Midgly বলেন[২], 'সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে গতিশীল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণকর অবস্থার উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন আনয়নের প্রক্রিয়া।'

১৪. **জাতীয় উন্নয়ন :** জাতীয় উন্নয়নের জন্য যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক উন্নয়নও অপরিহার্য। এজন্য গ্রাম, শহর ও আঞ্চলিক ব্যবধান হ্রাসের পদক্ষেপ নেয়া হয়। সুতরাং সামাজিক উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

১৫. **সার্বিক সমাজকল্যাণ :** সমাজকল্যাণের জন্য সামাজিক উন্নয়ন খুবই জরুরী। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সমাজকল্যাণ নিশ্চিত করে না। সামাজিক উন্নয়ন সমাজকল্যাণের জন্য অপরিহার্য। উন্নত সমাজ গঠনকল্পে সমাজকল্যাণ সামাজিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তা, বৈষম্য হ্রাস ও সুষম বণ্টন প্রভৃতি সমাজকল্যাণের পরিধিভুক্ত। সুতরাং সমাজকল্যাণ ও সামাজিক উন্নয়ন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

এছাড়াও সামাজিক উন্নয়ন সমাজ তথা দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভৃতি দিকের সমন্বয়সাধন, গণতন্ত্রায়ন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, জীবন প্রত্যাশা বৃদ্ধি, জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন, আধুনিকায়ন প্রভৃতিতে সহায়তা করে। এতে নারীসহ জনগণের ক্ষমতায়ন সম্ভব হয়, অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয় এবং সামাজিক সেবা সুবিধা সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হয়। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক উন্নয়নের তাৎপর্য অনন্য ও অপরিসীম।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের আন্তসম্পর্ক

অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে সাধারণত এমন এক প্রক্রিয়া বা গতিশীল পদ্ধতিকে বুঝায় যার মাধ্যমে কোন নির্দিষ্ট সময়ে অর্থনৈতিক শক্তি বা চলকসমূহের সাহায্যে জনগণের মাথাপিছু ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।[৩] অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়ন বলতে সমাজ সংক্রান্ত বা সামাজিক খাতের ইতিবাচক

---

১. মোহাম্মদ শহীদুল আলম, গৌর সুন্দর বণিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২. James Midgley, ibid, p. 25

৩. মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

Dhaka University Institutional Repository

ঊর্ধ্বমুখী অবস্থাকে বুঝায়। মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয়ুষ্কাল, সমাজকল্যাণ, পরিবেশ প্রভৃতি পূর্বাপেক্ষা উন্নত হওয়া এবং সমাজ কাঠামোর আশানুরূপ বাঞ্ছিত পরিবর্তনই সামাজিক উন্নয়ন।[১]

ক. সাদৃশ্যপূর্ণ দিকসমূহ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্কের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারণা। বলা হয়, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক উন্নয়নের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্যসমূহ হল :

১. **সার্বিক উন্নয়ন :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন বহুমাত্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। উভয় উন্নয়নের ফল হচ্ছে সার্বিক বা বৃহত্তর উন্নয়ন। বৃহত্তর উন্নয়নে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সমান গুরুত্ববহ। এদের মাধ্যমে উৎপাদন ও বৈষয়িক দিকের ঊর্ধ্বমুখী উত্তরণ ও সন্তোষজনক জীবনমান অর্জন সম্ভব হয়। যাতে রয়েছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ভীত। একটি ছাড়া অন্যটি অর্থহীন। এ প্রসঙ্গে James Midgley বলেন[২], 'Within the process of development, social and economic development from teo sides of the same coin.'

২. **সমাজ ও মানুষ :** অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সমাজ ও মানুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সমাজ ও মানুষের জন্যই উভয় ধরণের উন্নয়ন পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হয়।

৩. **অভিন্ন লক্ষ্য :** সমাজ ও মানুষের কল্যাণ সাধনই অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য। মানবজীবন যাতে সমৃদ্ধ ও সুখী হয় সেজন্য উভয় ধরণের উন্নয়নই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমেই সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য পূরণ সহজতর হয়। যেমন : মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে উন্নত জীবন মান অর্জন সম্ভব হয়।

৪. **উভয়ের সমন্বয় :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়ন লাভ করা যায়। সেজন্য সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমন্বয় সাধনের প্রতি জোর দেয়া হয়। এ সম্পর্কে J Midgly বলেন[৩]: সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়া। সুতরাং সামগ্রিক উন্নয়নের দু'টি সম্পর্কযুক্ত ধারা হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

৫. **অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য :** উভয় ধরণের উন্নয়ন পরস্পরের জন্য অপরিহার্য এবং উভয়কে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য অর্থনীতির পাশাপাশি মানব সম্পদ মূলধন অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যেমন সামাজিক উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনি সামাজিক উন্নয়নকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপরিহার্য।

---

১. প্রাগুক্ত

২. James Midgley, ibid, p. 25

৩. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

৬. **সহায়ক :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক অপরের সহায়ক রূপে বিবেচিত হয়। সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে উভয় উন্নয়ন নির্ভরশীল।

৭. **চালিকাশক্তি :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এক অন্যটির চালিকাশক্তি ও ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এজন্য উভয়টির উন্নয়ন অপরিহার্য।

৮. **প্রেক্ষাপট ও নির্ভরশীলতা :** সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন একে অপরের প্রেক্ষাপট তৈরী করে। আবার সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন যুগপৎভাবে সমাজে সার্বিক কল্যাণের প্রচেষ্টা চালায়। অতএব উভয়েই পরস্পর নির্ভরশীল।

৯. **সমন্বয় ও সামঞ্জস্য :** দেশের সার্বিক ও সার্বজনীন উন্নয়নে যেসব নীতি, পরিকল্পনা গৃহীত হয়, সেগুলোতে উভয় উন্নয়নে সমন্বয় সাধন করা হয়। যেমন : জনকল্যাণ।

১০. **জাতীয় উন্নয়ন :** উভয়ের দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন সমাজ কাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে তেমনি সামাজিক উন্নয়ন গতিশীল অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমগ্র সমাজে সার্বিক উন্নয়নে সচেষ্ট। কাজেই উভয়ের মিলিত প্রবাহেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হয়।

খ. বৈসাদৃশ্যমূলক দিকসমূহ : অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন :

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে বুঝায়, যার মাধ্যমে কোন দেশের বস্তুগত দ্রব্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং জনগণের দীর্ঘ মেয়াদী জীবনমান উন্নত হয়। পক্ষান্তরে, সামাজিক উন্নয়ন দ্বারা মানব সম্পদের সার্বিক উন্নয়নকে বুঝায়- সমাজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যার অন্তর্ভুক্ত।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়ন কেবল বৈষয়িক দিকের উন্নয়ন ও বস্তুগত পরিবর্তন নিয়ে ব্যাপৃত। এটি কেবল বস্তুগত পরিবর্তন বা দিক নিয়ে কাজ করে। পক্ষান্তরে, সামাজিক উন্নয়ন বৈষয়িক ও অবৈষয়িক উভয় দিকের উন্নয়ন নিয়ে ব্যাপৃত। এতে অবস্তুগত দিক নিয়ে এবং বস্তুগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানে কাজ করা হয়।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়বস্তু ও ক্ষেত্র হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতাসমূহ। এর খাতসমূহ প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। অন্যদিকে সমাজ সংক্রান্ত মানবীয় কর্মকাণ্ডসমূহ হল সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্র। এর ক্ষেত্রসমূহ দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদনশীলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪. অর্থনৈতিক শক্তি ও চলকসমূহের (আয়, ব্যয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি) উর্ধ্বমুখী বা গতিশীল পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়ন শব্দটির উদ্ভব ও ব্যবহার। পক্ষান্তরে, সামাজিক উন্নয়নের উপাদান হচ্ছে জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আশ্রয়, পরিবেশ, দুর্যোগ, অপরাধ নিরাময় ও সামাজিক নিরাপত্তা।

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সম্পর্ক ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা। কিন্তু সুষম বণ্টন, জীবনমান উন্নয়ন, গণঅংশায়ন, মানবীয় প্রয়োজন পূরণ প্রভৃতি সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য।

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়বস্তু ও প্রতিক্রিয়া বেশ সহজ-সরল। ফলে এগুলো প্রয়োজনে পরিবর্তন করা যায়। যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি সীমিত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি এখানে জোর দেয়া হয়। এতে মূলত আয়, ব্যয়, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, মানবিক, মনস্তাত্ত্বিক, পরিবেশগত প্রভৃতি বিভিন্ন দিক এখানে সংশ্লিষ্ট।

৮. অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এখানে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা করা হয়। পক্ষান্তরে, সামাজিক উন্নয়নে মানবীয় অর্থাৎ সামাজিক সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়। অর্থ বহির্ভূত বিষয়, মানবাচরণ প্রভৃতি এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সামাজিক অধিকারের প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়।

৯. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশী প্রযুক্তি, প্রক্রিয়া ও উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়নে দেশীয় মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, আদর্শ ও ভাবধারা কাজে লাগানো হয়।

১০. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক মূলধনই মুখ্য। কিন্তু সামাজিক উন্নয়নে সামাজিক মূলধন তথা মানবসম্পদ মুখ্য।

১১. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ন্যায়-অন্যায় বা নৈতিকতা ও আদর্শের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত গৌণ। অপরপক্ষে সামাজিক উন্নয়নে নৈতিকতা ও আদর্শ প্রাধান্য পায়।

১২. অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্তি ও ভোগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জিত হয়। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর্থিক ভূমিকা পালন করে। পক্ষান্তরে, সুখী-সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজই সামাজিক উন্নয়নের মাপকাঠি। সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক ভূমিকা পালন করে।

১৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা এবং অন্যদিকে সামাজিক উন্নয়নে সমাজ বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পৃথক পৃথক ধারণার পরিচয়বাহী। এদের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একে অপরের সাথে অপরিহার্য সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ। একটিকে পাশকাটিয়ে অন্যটির উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। তাই বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের সংযোগের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের যৌথ পথচলা শুরু হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে অত্যন্ত পশ্চাৎপদ।[১] এদেশের অর্থনীতিকে নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[২] বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ হল- মধ্যম হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, পরিব্যাপ্ত দারিদ্র্য, আয় বণ্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য বেকারত্ব, জ্বালানী, খাদ্যশস্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা এবং কৃষি খাতের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে পরিসেবা খাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি।[৩] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশ অর্থনীতিতে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্প বিশ্বের বৃহত্তম শিল্পের মধ্যে অন্যতম। ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত পাট ও পাটজাত পণ্য নির্ভর ছিল। কিন্তু ১৯৭০ সাল থেকে পাটজাতদ্রব্যের জনপ্রিয়তা ও বাণিজ্য কমতে থাকে। বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি স্বাধীনতার পরপর ১৯৭০ এর দশকে সর্বোচ্চ ৫৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে এ প্রবৃদ্ধি বেশিদিন টেকেনি। ১৯৮০ এর দশকে এ হার ছিল ২৯% এবং ১৯৯০ এর দশকে ছিলো ২৪%। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল- বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও মোট জনসংখ্যার ১০% থেকে ১৫% অপুষ্টি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।[৪] বাংলাদেশের কৃষি মূলত অনিশ্চিত মৌসুমী চক্র এবং নিয়মিত বন্যা ও খরার উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। দেশের যোগাযোগ, পরিবহণ ও বিদ্যুৎ খাত সঠিকভাবে গড়ে না ওঠায় দেশটির অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশের শিল্প কাঠামো এখনো অনেক দুর্বল এবং অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ কিন্তু মজুরি সস্তা। মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। একই আয়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সেবার মান কম। বাংলাদেশে ঐতিহাসিকভাবেই বিরাট বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে এবং অর্থনীতি বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকের পাঠানো রেমিট্যান্সের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ১৯৯৫-৯৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ে চলে যায়। বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে রিজার্ভ স্থিতিশীল রয়েছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬.০৭ শতাংশ ও ৬.৭১ শতাংশ। মন্দা পরবর্তী

---

১. বশিরা মান্নান, মোঃ নুরুল ইসলাম, *উন্নয়ন ও সমাজকর্ম*, ঢাকা : অসডার, ১ম সং, ১৯৮৩, পৃ. ১৭

২. Dr. M. Kabir Hassan, *The Bangladesh Economy in the 21st Century*, Dhaka : Public Relations Department, I B B L, 1st Ed., 2003, p. 76; Reproductive Health and Rights is Fundamental for Sound Economic Development and Poverty Alleviation, United Nations Population Fund, Retrieved June 9, 2009

৩. সৈয়দ আশরাফ আলী, *ফরেন এক্সচেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সং, ২০০৮, পৃ. ১৫৭

৪. http://bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের_অর্থনীতি (accessed 14 March 2013)

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশে উন্নীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় ৬.২৩ শতাংশ। বর্তমানে বিশ্ব বাণিজ্যের শ্লথ গতির মাঝে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে এবং রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।[১] অর্থনীতির বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করার ফলে বাংলাদেশকে ভবিষ্যৎ Asian Tiger Economy ভাবা হয়।[২]

একটি নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল এবং স্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার চিরায়ত বৈশিষ্ট্যসমূহ হল- অনগ্রসর অর্থনীতি, নিম্নমানের মাথাপিছু আয়, অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, যুব সমাজের বিশাল অংশ বেকার, সহিংস রাজনীতি এবং দুর্নীতি ও অপরাধ প্রবণ সমাজ। বাংলাদেশের সামাজিক খাতগুলোর উন্নয়নে সরকারের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সীমিত। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষাকর্মসূচিতে সরকারি ব্যয় মোট বাজেটের মাত্র এক তৃতীয়াংশ। প্রাচীন কাল থেকে ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক কলহ, সামরিক শাসন, ভূস্বামীদের কর্তৃত্ব এবং স্থানীয় সরকারের স্বাধীন ভূমিকার অভাবে এদেশের জনগণ মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় ধীরগতিসম্পন্ন শিল্পায়ন, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশে জনগণের আয় বৈষম্য এবং আঞ্চলিক বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উপরন্তু প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস এদেশের সমাজ জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক খাতসমূহ যেমন- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহণ ও যোগাযোগ, মানবসম্পদ, দারিদ্র্য এবং পরিবেশ ইত্যাদির উন্নয়নে এখনো দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৫৯ মার্কিন ডলার।[৩] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় প্রবৃদ্ধির যে হার পরিলক্ষিত হয় তাতে খুব বেশী উচ্ছসিত হওয়া না গেলেও বাংলাদেশ ধীর পায়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে -এ কথা বলা যায়। এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের অর্থনীতিও বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি থেকে মোটেও বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা তুলে ধরার পূর্বে বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন।

---

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, পৃ. ১৫

২. The Next Asian Tiger? A Conversation with U.S Amb. to Banglades Dan Mozena, Bangladesh Bank, Retrieved 25 April 2014

৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০১২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ গতি দ্বিতীয়ার্ধে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ইউরো অঞ্চলে গৃহীত জোরালো কর্মসূচি এবং যুক্তরাষ্ট্রের fiscal cliff উদ্ভূত আর্থিক সংকোচন এর ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইতিবাচক ধারায় ফিরে আসে। ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণ সমস্যার তীব্রতা বর্তমানে প্রশমিত হয়ে এসেছে এবং ঋণ সমস্যা মিটাতে তুলনামূলকভাবে ছোট অর্থনীতির দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদী সার্বভৌম ঋণ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশসমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইতোমধ্যে গতি সঞ্চার হয়েছে। তবে ইউরো অঞ্চলে বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের ধীর গতির কারণে এসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি। ফলে উন্নত দেশসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যে শ্লথ গতি উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি বাণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর World Economic Outlook (WEO), April 2013 -এ ২০১৩ অর্থবছরে বিশ্বের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৪.০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস রয়েছে। এর মধ্যে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ১.২ শাতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ২.২ শাতাংশে দাঁড়াতে পারে।[৩] বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে গতিশীল হয়েছে। এসকল দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৫.৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে তা ৫.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আভাস রয়েছে।

এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এর Asian Development Outlook, 2013 অনুযায়ী এশিয়ার দেশসমূহে ২০১২ সালে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হ্রাস পেলেও বহি:খাতের ও একই সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগব্যয় তথা অভ্যন্তরীণ চাহিদা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে ২০১৩ সালে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা ফিরে আসে এবং জিডিপি বৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়। সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি ও ক্ষেত্র বিশেষ রাজস্বনীতি, এবং সুসংহত শ্রমবাজার এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে সুসংহত রাখবে এবং পাশাপাশি এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি ও ভারসাম্যহীনতা প্রশমনে নজরদারী বৃদ্ধি করা হলে তা টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশা করা হয়।[১]

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

খ. বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক অবস্থা

সারণি-১ : বাংলাদেশের প্রধান সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের গতিধারা[১]

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৪	অর্থবছর ০৫	অর্থবছর ০৬	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
১	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার	৬.৩	৬.০	৬.৬	৬.৪	৬.২	৫.৭	৬.১	৬.৭	৬৩
২। ব্যাপক মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধির হার	১৩.৮	১৬.৭	১৯.৩	১৭.১	১৭.৬	১.২	২২.৪	২১.৩	১৭.৪
৩। জিডিপি ডিফ্লেটর (শতকরা পরিবহণ)	৪.২	৫.১	৫.২	৬.৮	৮.৮	৬.৫	৬.৫	৬.৩	৮.০
৪। বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার	৫.৮	৬.৫	৭.২	৭.২	৯.৯	৬.৭	৭.৩	৮.৮	১০.৬
৫। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মার্কিন ডলার)	২৭০৫	২৯৩০	৩৪৮৪	৫০৭৭	৬১৪৯	৭৪৭১	১০৭৫০	১০৯১২	১০৩৬৪
৬। নীট বৈদেশিক সম্পদ	১৬৩.২	১৮৬.৮	২২০.১	৩২৮.৭	৩৭৩.২	৪৭৪.৬	৬৭০.৭	৭০৫.৪	৭৮৮.২
৭। বিনিময় হার (টাকা ডলার)	৫৮.৯	৬১.৪	৬৭.১	৬৯.০	৬৮.৬	৬৮.৮	৬৯.২	৭১.২	৭৯.১
৮। রিয়ার সূচক জুন শেষে	৯০.৪	৮৮.৫	৮৩.৯	৮৬.৬	৮৬.০	১.৩	৭.৭	৮৯.৮	৯.৯
৯। টাকায় মাথাপিছু জিডিপি	২৪৬২৮	২৭০৬১	২৯৯৫৫	৩৩৬০৭	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৬	৬০৩৫০
১০। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	১৯.৫	২০.০	২০.৩	২০.৪	২০.৩	২০.১	২০.১	১৯.৬	১৯.৪
১১। বিনিয়োগ	২৪.০	২৪.৫	২৪.৭	২৪.৫	২৪.২	২৪.৪	২৪.৪	২৪.৭	২৫.৫
১২। রাজস্ব আয়	১০.৬	১০.৬	১০.৮	১০.৬	১১.৩	১১.৩	১১.৫	১২.১	১২.৬
১৩। রাজস্ব ব্যয়	৮.৫	৯.০	৮.৮	৯.৭	১০.৬	১০.৯	১১.১	১০.৬	১০.০
১৪। রাজস্ব উদ্বৃত্ত (+)/ রাজস্ব ঘাটতি (-)	২.১	১.৬	২.০	০.৯	০.৭	০.৪	০.৪	১.৫	২.৬
১৫। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)	৫.৭	৫.৫	৫.২	৩.৮	৪.১	৩.৭	৪.১	৪.৫	৪.৫
১৬। অন্যান্য ব্যয়	০.৬	০.৫	০.৭	০.৭	২.৫	০.৭	১.৯	২.২	০.৫
১৭। মোট ব্যয়	১৪.৮	১৫.০	১৪.৭	১৪.১	১৭.৩	১৫.৩	১৫.৯	১৬.৫	১৭.৬
১৮। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদান ব্যতীত)	৪.২	৪.৪	৩.৯	৩.৭	৬.২	৪.১	৩.৭	৪.৪	৫.১
১৯। সার্বিক বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ)	৩.৪	৩.৭	৩.৩	৩.২	৫.৪	৩.৩	৩.৩	৩.৯	৪.৬
২০। সার্বিক বাজেট ঘাটতির অর্থায়ন (ক+খ)	৪.৬	৪.৫	৪.১	৩.৫	৪.৪	৪.১	৩.২	৪.৪	৪.৬
ক. নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	২.৪	২.৪	১.৯	১.৬	১.৮	১.৮	০.৯	১.৩	০.৮
খ. নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.২	২.১	২.২	১.৯	২.৬	২.৩	২.৩	৩.২	৩.৮
১. ব্যাংক ঋণ	০.৮	১.০	১.৫	০.৯	২.০	১.৭	-০.৩	২.৩	৩.২
২. ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ	১.৪	১.১	০.৭	১.০	০.৬	০.৬	২.৬	০.৯	০.৬
২১। সরকারের ঋণের স্থিতি (১+২)	৪৮.২	৪৭.০	৪৬.৭	৪৪.৮	৪২.৭	৪১.০	৩৭.১	৩৭.৪	৩৭.২
১. অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.৪	১৬.৪	১৬.৬	১৬.৬	১৭.২	১৭.৭	১৬.৯	১৭.৭	১৭.৫
২. বৈদেশিক ঋণ	৩১.৮	৩০.৫	৩০.১	২৮.২	২৫.৫	২৩.৩	২০.৩	১৯.৪	১৯.৭
২২। চলতি হিসাবের ভারসাম্যঃ উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	০.৩	-০.৯	১.৩	১.৪	০.৯	২.৭	৩.৭	০.৯	১.৪

১. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১১-২০১২*, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশের মাথাপিছু জিডিপি স্বাধীনতার পরপর ১৯৭০ এর দশকে সর্বোচ্চ ৫৭% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে। তবে এ প্রবৃদ্ধি বেশিদিন টেকেনি। ১৯৮০ এর দশকে এ হার ছিল ২৯% এবং ১৯৯০ এর দশকে ছিলো ২৪%।[১] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৩ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৮৪০ ও ৭৬৬ মার্কিন ডলার যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৩৮ মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধির সম্ভাব্য হার হবে ৬.০৩ শতাংশ।[২] পূর্বাভাস অনুযায়ী কৃষি খাতে বিগত বছরসমূহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিত্তির প্রভাবের ফলে বিশেষ করে শস্য ও শাক-সবজি উপখাতে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় সার্বিকভাবে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। পাশাপাশি শিল্প ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিও সামান্য হ্রাস পাওয়ায় জিডিপির কাংখিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে অব্যাহত ঋণপ্রবাহ, খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া আগামী ধান রোপন মৌসুমে অনুকূল বৃষ্টি পাওয়া গেলে ধানের ফলন আশানুরূপ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আলু ও ভুট্টা ফলনে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নিম্নে সারণি- ২ এবং সারণি- ৩ এ সাম্প্রতিক সময়ে জিডিপি হার ও খাতভিত্তিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ২ : চলতি বাজার মূল্যে জিডিপি, জিএনআই, মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জিএনআই[৩]

সূচক	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
জিডিপি (কোটি টাকায়)	৫৪৫৮২২	৬১৪৭৯৫	৬৯৪৩২৪	৭৯৬৭০৪	১৮১৪১	১০৩৭৯৮৭
জিএনআই (কোটি টাকায়)	৫৯৪২১২	৬৭০৬৯৬	৭৫৮২৮	৮৬৯২১৭	১০০৭৪৪৩	১১৪২৪৭
জনসংখ্যা (কোটিতে)	১৪.২৪	১৪.৪২	১৪.৬১	১৪.৯৭	১৫.১৬	১৫.৩৬
মাথাপিছু জিডিপি (টাকায়)	৩৮৩৩০	৪২৬২৮	৪৭৫৩৬	৫৩২৩৮	৬০৫৭১	৬৭৫৭৭
মাথাপিছু জিএনআই (টাকায়)	৪১৭২৮	৪৬৫০৪	৫১৫	৫৮০৮৩	৬৬৪৬৩	৭৪৩৮০
মাথাপিছু জিডিপি (মার্কিন ডলারে)	৫৫৯	৬২০	৬৮৭	৭৪৮	৭৬৬	৮৩৮
সাথাপিছু জিএনআই (মার্কিন ডলারে)	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪০	৯২৩

* সাময়িক হিসাব

১. http://bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের_অর্থনীতি, (accessed 14 March 2013)

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩ : জিডিপি'র খাতওয়ারী প্রবৃদ্ধি[১]

(অর্থবছর ৯৬'র স্থির মূল্যে শতকরা হার)

	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১[স]	অর্থবছর ১২[সা]
১। কৃষি	৪.১	৫.২	৫.১	২.৫
ক. কৃষি ও বনজ	৪.১	৫.৬	৫.১	১.৭
১. শস্য শাক-সবজি	৪.০	৬.১	৫.৭	০.৯
২. পশু সম্পদ	৩.৫	৩.৪	৩.৫	৩.৪
৩. বনজ সম্পদ	৫.৭	৫.২	৩.৯	৪.৪
খ. মৎস সম্পদ	৪.২	৪.২	৫.৩	৫.৪
২। শিল্প	৬.৫	৬.৫	৮.২	৯.৫
ক. খনিজ সম্পদ	৯.৮	৮.৮	৪.৮	৬.৩
খ. ম্যানুফ্যাকচারিং	৬.৭	৬.৫	৯.৫	৯.৮
১. বৃহৎ ও মাঝারি	৬.৬	৬.০	১০.৯	১০.৮
২. ক্ষুদ্র	৬.৯	৭.৮	৫.৮	৭.২
গ. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ	৫.৯	৭.৩	৬.৬	১৪.১
ঘ. নির্মাণ	৫.৭	৬.০	৬.৫	৮.৫
৩। সেবা	৬.৩	৬.৫	৬.২	৬.১
ক. পাইকারি ও খুচরা বিপণন	৬.২	৫.৯	৬.৩	৫.৯
খ. হোটের ও রেস্তোরা	৭.৬	৭.৬	৭.৬	৭.৬
গ. পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৮.০	৭.৭	৫.৭	৬.৬
ঘ. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা	৯.০	১১.৬	৯.৬	৯.৫
১. মনিটারী প্রাতিষ্ঠানিক সেবা (ব্যাংক)	৯.১	১০.৫	.০	৯.৪
২. বীমা	৮.৪	১৪.৯	১১.৬	.৮
৩. অন্যান্য	১১.১	১৬.১	১০.১	৯.৯
ঙ. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও ব্যবসা কর্মকান্ড	৩.৮	৩.৯	৪.০	৪.১
চ. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	৭.০	৮.৪	৯.৭	৬.১
ছ. শিক্ষা	৮.১	৯.২	৯.৪	৮.৬
জ. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা	৭.২	৮.১	৮.৪	৭.৯
ঝ. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা	৪.৭	৪.৭	৪.৭	৪.৮
জিডিপি (অর্থবছর ৯৬'র স্থির বাজার মূল্যে)	৫.৭	৬.১	৬.৭	৬.৩

সা= সাময়িক, স= সংশোধিত

২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকারী সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ছে। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয়ে (১৯.২৬) কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবাহের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ফলে জাতীয় সঞ্চয় ২৯.১৮ শতাংশ বেড়ে ২৯.৫২ শতাংশ হয়েছে। গত বছরের তুলনায় বেসরকারী বিনিয়োগ ২০.০৪ শতাংশ নেমে ১৮.৯৯ শতাংশ হয়েছে। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ ৬.৫০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭.৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মোট বিনিয়োগ ২০১১-১২ অর্থবছরের ২৬.৫৪ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৮৪ তে পৌঁছেছে।[২]

---

১. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৪ : ভোগ, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (জিডিপির শতকরা হারে)[১]

খাত	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১. ভোগ	৭৯.৬৯	৭৯.৯১	৭৯.৯০	৮০.৭১	৮০.৭৪	৮০.৭৫
সরকারী	৫.২৮	৫.২৬	৫.৩৭	৫.৭৮	৫.৫৯	৫.৪৮
বেসরকারী	৭৪.৪১	৭৪.৬৫	৭৪.৩	৭৪.৯৩	৭৫.১৫	৭৫.২৬
২. বিনিয়োগ	২৪.২১	২৪.৩৭	২৪.৪১	২৫.১৫	২৬.৫৪	২৬.৮৪
সরকারী	৪.৯৫	৪.৭০	৫.০১	৫.৬৪	৬.৫০	৭.৮৫
বেসরকারী	১৯.২৫	১৯.৬৭	১৯.৪০	১৯.৫১	২০.০৪	১৮.৯৯
৩. অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.৩১	২০.০৯	২০.১০	১৯.২৯	১.২৬	১৯.২৫
৪. জাতীয় সঞ্চয়	৩০.২১	২.৫৭	৩০.০২	২৮.৭৮	২.১৮	২৯.৫১

* সাময়িক হিসাব

৩. মূল্যস্ফীতির অবস্থা

মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা। ২০১১-১২ অর্থবছরে বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৬২ শতাংশ। এসময় মূলত: আন্তর্জাতিক বাজারে তেল ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রেখেছে। তবে বর্তমানে মূল্যস্ফীতির চাপ কমে এসেছে। পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার এপ্রিল ২০১৩ মাসে ৭.৯৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা এপ্রিল ২০১২-এ ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এপ্রিল পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৭.৮৫ শতাংশ, ২০১১-১২ এর একই সময়ে এ হার ছিল ১০.৯৯ শতাংশ। এসময়ে খাদ্য-মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল রয়েছে ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ১৩.৭৭ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৯.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।[২] সারণি-৫ এ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির চিত্র তুলে ধরা হয়েছে :

১. উদ্ধৃত, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৫ : বার্ষিক গড়ভিত্তিক ভোক্তা মূল্যসূচকে নির্ণীত মূল্যস্ফীতি[১]

বিভাগ	ভার	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১	অর্থবছর ১২
ক. জাতীয় পর্যায়				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২২১.৫৩ (৭.৩১)	২৪১.০২ (৮.৮০)	২৬৬.৬১ (১০.৬২)
খাদ্য	৫৮.৮৪	২৪০.৫৫ (৮.৫৩)	২৬৭.৩ (১১.৩৪)	২৯৫.৮৬ (১০.৪৭)
খাদ্য বহির্ভূত	৪১.১৬	১৬.৮৪ (৫.৪৫)	২০৫.০১ (৪.১৫)	২২৭.৮৭ (১১.১৫)
খ. গ্রামীণ				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২২৩.৩৯ (৭.১৬)	২৪৪.৩৮ (৯.৪০)	২৬.৩১ (১০.২০)
খাদ্য	৬২.৯৬	২৩৫.৬ (৭.৯৬)	২৬৪.১৩ (১২.০৩)	২৮৯.৮২ (৯.৭৩)
খাদ্য বহির্ভূত	৩৭.০৪	২০২.৩৬ (৫.৬২)	২১০.৮১ (৪.১৮)	২৩৪.৪৭ (১১.২২)
গ. শহর				
সাধারণ সূচক	১০০.০০	২১৬.৯৮ (৭.৬৯)	২৩২.৮১ (৭.৩০)	২৬০.০১ (১১.৬৮)
খাদ্য	৪৮.৮০	২৫২.২১ (৯.৮৫)	২৭৬.৮২ (৯.৭৬)	৩১০.৫৮ (১২.২০)
খাদ্য বহির্ভূত	৫১.২০	১৮৩.৪০ (৪.৯৯)	১৯০.৭ (৪.০৭)	২১১.৮২ (১০.৯৮)

৪. রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক আয়ের প্রধান খাত রাজস্ব। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুল্কখাতে রাজস্ব আহরণ হ্রাস পেয়েছে। তবে কর প্রশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, করের আওতা বৃদ্ধি ও কর প্রদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্যক্রমসহ কর ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন, ভ্যাট আইন ২০১২ প্রণয়ন ইত্যাদির ফলে স্থানীয় পর্যায়ে কর-রাজস্ব আহরণ বিশেষ করে আয়কর খাতে রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি হয়েছে। জুলাই-মার্চ ২০১২-১৩ পর্যন্ত এনবিআর বহির্ভূত কর-রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৫২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরে ৫৪.৪৮ শতাংশ ছিল।[২]

রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে নির্ধারণ করা হয় ১,৩৯,৬৭০ কোটি টাকা। যার মধ্যে এনবিআর কর রাজস্ব ১,১২,২৫৯ কোটি টাকা। এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৪,৫৬৫ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২২,৮৪৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম নয় মাসে আহরিত হয়েছে এনবিআর কর রাজস্ব ৭২,৩০৮ কোটি টাকা,

১. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭৫, ২০৮ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৬,৪০০ কোটি টাকা। সার্বিকভাবে প্রথম নয় মাসে মোট রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৯১,৬০৮ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের মোট রাজস্ব আহরণ অপেক্ষা ১২.৪ শতাংশ বেশী। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ মাস পর্যন্ত এনবিআর রাজস্ব কর আহরিত হয়েছে ১৪.২৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১৮.১৩ শতাংশ। খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে (ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত) আমদানী শুল্ক : ২.৮ শতাংশ, আমদানী পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর : ১২.০২ শতাংশ, আমদানী পর্যায়ে সম্পুরক শুল্ক : ০.৭৬ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর : ১৯.৭৬ শতাংশ, স্থানীয় পর্যায়ে সম্পুরক শুল্ক : ২.৬৭ শতাংশ এবং আয়কর : ৩০.৮৫ শতাংশ।[১]

সারণি-৬ : সাম্প্রতিক রাজস্ব আয় পরিস্থিতি[২]

(কোটি টাকায়)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
মোট রাজস্ব	৩৫৪০০	৩৯২০০	৪৪৮৬৮	৪৯৪৭২	৬০৫৩৯	৬৯১৮০	৭৯৪৮৪	৯৫১৮৮	১১৭০৩৩
কর রাজস্ব	২৮৩০০	৩১৯৫০	৩৬১৭৫	৩৯২৪৭	৪৮০১২	৫৫৫২৬	৬৩৯৫৬	৭৯০৫২	৯৪৭৫৪
কর বহির্ভূত	৭১০০	৭২৫০	৮৬৯৩	১০২২৫	১২৫২৭	১৩৬৫৪	১৫৫২৮	১৬১৩৫	২২২৭৯
স্থুল দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর শতকরা হিসাব									
মোট রাজস্ব	১০.৬৩	১০.৫৭	১০৭৯	১০.৫৮	১১.৩০	১১.২৫	১১.৫	১২.০৯	১২.৭৯
কর রাজস্ব	৮.৫০	৮.৬২	৮.৭০	৮.৪০	৮.৯৬	৯.০৩	৯.৩	১০.০৪	১০.৩৬
কর বহির্ভূত রাজস্ব	২.১৩	১.৯৬	২.০৯	২.১৮	২.৩৪	২.২২	২.২	২.০৫	২.৪৩

৫. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সুনির্দিষ্ট কৌশলের পটভূমিতে জাতীয় বাজেট প্রণীত হয়। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাজেটে ঘাটতি বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত অর্থনৈতিক সমস্যা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মূল বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৬,০২৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৩,৯৩৭ কোটি টাকা। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ১১, ৯০৩ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৩১,৭১১ কোটি টাকা সংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩] নিম্নের সারণিতে গত দশকের বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়নের উপাত্ত উপস্থাপন করা হল :

১. প্রাগুক্ত

২. উদ্ধৃত, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৭ : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন চিত্র[১]

(জিডিপির শতকরা হার)

	২০০৩-৪	২০০৪-৫	২০০৫-৬	২০০৬-৭	২০০৭-৮	২০০৮-৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদান ব্যতীত)	-৪.২	-৪.২	৩.৯	-৩.৭	-৬.২	-৪.০	-৩.৯৮	-৪.৫২	-৫.১	-৫.০
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য (বৈদেশিক অনুদানসহ)	-৩.৪	-৩.৪	-৩.৩	-৩.৩	-৫.৪	-৩.২	-৩.৫	-৩.৯৮	-৪.৫	-৪.৪
নীট বৈদেশিক অর্থায়ন	২.৩	২.৪	১.৭	১.৮	২.৫	১.৮	২.০	১.২	১.৩	১.১৫
নীট অভ্যন্তরীন অর্থায়ন	২.২	১.৮	২.২	১.৯	৩.৭	২.২	২.৫	৩.৩	৩.৮	৩.১২

৬. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় দুই যুগ একটি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদের সাম্প্রতিক ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশকে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে বৈদেশিক সূত্র থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে সার্বিকভাবে বৈদেশিক উৎসের তুলনায় অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নোক্ত সারণিতে তা স্পষ্ট হবে।[২]

২০১২-১৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারী মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রা প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময় ব্যাপক মুদ্রা ও সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১৮.১১ শতাংশ ও ১১.০৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৭.৬০ শতাংশ ও ৬.৫৬ শতাংশ। অন্যদিকে নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ হ্রাস পেলেও নিট বৈদেশিক

১. উদ্ধৃত, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

২. http://bn.m.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের-রাজস্ব-নীতি (accessed 16 March 2013)

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৬৪ শতাংশে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১২.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২২.৪৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ শেষে বেসরকারী খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৭২ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৪৫ শতাংশ।[১]

সারণি-৮ : সাম্প্রতিক মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি[২]

সূচক	জুন ২০০৯	জুন ২০১০	জুন ২০১১	জুন ২০১২	জানু ২০১২	জানু ২০১৩
মেয়াদ শেষে স্থিতি (কোটি টাকায়)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	৪৭৪৫৯.৪	৬৭০৭৩.৭	৭০৬২০.০	৭৮৮৬০.৩	৬৯৬৯৬.০	১০০২৬৮.৬
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	২৪৯০৪০.৬	২৫৫৭.৪	৩৬৯৯০০.০	৪৩৮২৪৯.২	৪০৪০০৭.৭	৪৬২৫০৮.৮
ক. অভ্যন্তরীণ ঋণ	২৮৮৫৫২.৪	৩৪০২১৩.৬	৪৩৩৫২৫.৯	৫১৮২০৬.৭	৪৮১৭৯৭.৬	৫৫০৫৬৯.৩
১. সরকারী খাত (নীট)	৫৮১৮৫.২	৫৪৩২.৩	৭৩৪৩৬.১	৯১৮৯৯.২	৮৯০১৯	৯৮২৮৮.৯
২. রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	১২৪৩৯.৭	১৫০৬০.৭	১৯৩৭৭.১	১৮৪০৫.৯	১৭৯২৩	২১৮৫১.১
৩. বেসরকারী খাত	২১৭৯২৭.৫	২৭০৭৬০.৬	৩৪০৭১২.৭	৪০৭৯০১.৬	৩৭৪৮৫৫.৬	৪৩০৪২৯.৩
খ. অন্যান্য সম্পদ	-৩৯৫১১.৮	-৪৪২৫৬.২	-৬৩৬২৫.৯	-৭৯৯৫৭.৫	-৭৭৭৮৯.৯	-৮৮০৬০.৫
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	৬৬৪২৭.০	৮৭৯৪৪.৩	১০৩১০১.১	১০৯৭২১.৪	১০৪৫৬৫.৯	১১৪১৩৮.৬
ক. জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও নোট মুদ্রা	৩৬০৪৯.২	৪৬৪৫৭.১	৫৪৭৯৫.১	৫৮৪১৭.১	৫৭৮৮৩.৪	৬৫৪১৩.০
খ. তলবি আমানত	৩০৩৭৭.৮	৪১৮৩১.২	৪৮৩০৬.০	৫১৩০৪.৩	৪৬৬৮২.৫	৪৮৭২৫.৬
৪. মেয়াদি আমানত	২৩০০৭৩.০	২৭৫০৪২.৮	৩৩৭৪১৮.৯	৪০৭৩৮৮.১	৩৬৯১৩৭.৮	৪৪৮৬৩৮.৮
৫. ব্যাপক মুদ্রা	২৯৬৫০০.০	৩৬৩০৩১.১	৪.৪০৫২০.০	৫১৭১০৯.৫	৪৭৩৭০৩.৭	৫৬২৭৭৭.৪
মেয়াদ শেষে বছর ভিত্তিতে শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭.১৮	৪১.৩৩	৫.২৯	১১.৬৭	৩.০০	৪৩.৮৭
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৭৬	১৮.৮৪	২৪.৯৮	১৮.৪৮	১৬.০৫	১৪.৪৮
ক. অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৬.০৩	১৭.৯০	২৭.৪৩	১৯.৫৩	১৩.৫৯	১৪.২৭
১. সরকারী খাত (নীট)	২৪.০৪	-৬.৫২	৩৫.০১	২৫.১৪	৬২.৪১	১০.৪১
২. রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	৬.৯৪	২১.০৭	২৮.৬৬	-৫.০১	-৯.৭৮	২১.৯২
৩. বেসরকারী খাত	১৪.৬২	২৪.২৪	২৫.৮৪	১৯.৭২	১৮.৯৪	১৪.৮৩
খ. অন্যান্য সম্পদ	-৬.২১	১২.০১	৪৩.৭৭	২৫.৬৭	৮৬.৪৫	১৩.২০
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা	১১.৯৯	৩২.৪৬	১৭.১৮	৬.৪২	-১.৫০	৯.১৫
ক. জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি ও নোট মুদ্রা	১০.২৮	২৮.০৪	১৮.৭১	৬.৬১	১১.৪৯	১৩.০১
খ. তলবি আমানত	১৪.১০	৩৭.৭০	১৫.৪৮	৬.২১	-১৩.৯৪	৪.৩৮
৪. মেয়াদি আমানত	২১.৪২	১৯.৫৫	২২.৬৮	২০.৭৪	১৯.২২	২১.৫৪
৫. ব্যাপক মুদ্রা	১৯.১৭	২২.৪৪	২১.৩৪	১৭.৩৯	১৩.৯৩	১৮.৮০

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৭. পুঁজি বাজার

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের পুঁজি বাজারে অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এর নেপথ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, নিয়মিত দরপতন এবং শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারীকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর নাগাদ বৈশ্বিক মন্দাকালে পুঁজিবাজার চাঙ্গা ছিল, তবে মন্দা পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাজারে বড় ধরণের মূল্য সংশোধন ঘটে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১১ সালে জুন মাসের ৪৯০ টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালে ৩০ জুন তারিখে ৫১১টিতে দাঁড়ায়, যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩,৩৬২.৯৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ বেশী। ৩০ জুন ২০১১এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের ১২.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালের জুন শেষে ২৩.৮৭ শতাংশহ্রাস পায় ও ২০১২ সালের ৩০ জুন নাগাদ এর হার ৭.৭৫ শতাংশ।[১]

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১১ সালের জুন মাসের ২৩৮টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালের জুন মাস নাগাদ ২৫১টিতে দাঁড়ায় যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭,৫২৭.৪৯ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪.৪৫ শতাংশ বেশী। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালে জুন শেষে ১৯.৪৮ শতাংশ নেমে আসে এবং তা ২০১২ সালের ৩০ জুন ৬.৪২ শতাংশে নামে। জুন-ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ৩.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ইস্যুকৃত বাজার মূলধন গত বছরের চাইতে ৪.৩৯ শতাংশহ্রাস পেয়েছে।[২]

সারণি-৯ : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী[৩]

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২৮৬	২২	৭০৩১.৩	২২৮২৯.০	৬৪৮৩.৬	১২৭৫.১
২০০৬	৩১০	১২	১১৮৪৩.	৩১৫৪৪.৬	৬৫০৬.৯	১৩২১.৪
২০০৭	৩৫০	১৪	৭২১৪৪৭.০	৭৪২১৯.৬	৩২২৮২.০	২৫৩৬.০
২০০৮	৪১২	১২	৩৭২১৫.৬	১০৪৩৭৯.৯	৬৬.৭৯৬.৫	২৩০৯.৪
২০০৯	৪১৫	১৮	৫২২০.৯	১৯০৩২২.৮	১৪৭৫৩০.১	৩৭৪৭.৫
২০১০	৪৪৫	১৮	৬৬.৪৩৪.০	৩৫০৮০০.৬	৪০০৯৯১.৩	৬৮৭৭.৭
২০১১	৪৯০	৭	৮০৯৩৬.৭	২৮৫৩৮৯.২	৯০২৪৮.৩	৫০৯৩.২
২০১২ জুন	৫১১	১৬	৯৩৩৬২.৯৬	২৪১৬১.২৯	১১৭১৪৫.১৪	৪৫৭২.৮৮
২০১৩ এপ্রিল	৫২২	১০	৯৬৯৪৮.৫৩	২১৬৬৫৭.৭৩	৬৬৪৭০.৭৬	৩৬১৮.৪৯

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১০ : চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী[১]

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সার্বিক/সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক
২০০৫	২১০	১৬	৫৫৫১.৯	২১৯৯৪.৩	১৪০৪.৩	৩৩৭৮.৭
২০০৬	২১৩	৬	৬৯৩৭.৯	২৭০৫১.১	১৫৮৯.৩	৩৭২৪.৪
২০০৭	২২৭	১৩	৮৯১৭.৪	৬১২৫৮.০	৫২৫৯.০	৭৬৫৭.১
২০০৮	২৩৮	১২	১২১৬০.৩	৮০৭৬৮.৪	৯৯৮০.৪	৮৬৯২.৮
২০০৯	২১৭	১৮	১৫৫১২.৫	১৪৭০৮০.৭	১৬২৫৬.৩	১৩১৮১.৪
২০১০	২৩২	১৮	২০১১১.৫৬	২৫৩৪৩৯.৩	২১৫২০.৪	১৮১১৬.১
২০১১	২৪১	৭	৩০১৫৫.৩	১৯৭২৪২.৩	১৮৬৩৩.৭	১৪৮৮০.৪
২০১২ জুন	২৩৮	৬	৩৭৫২৭.৪৯	১৮৭৮১৭.১৪	১৯৫৯.৫	১৩৭৩৬.৪

৮. রপ্তানি পরিস্থিতি

রপ্তানি বাণিজ্য বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বলা হয় Open Economy[২] অর্থাৎ- দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অনেকখানি আমদানি-রপ্তানি নির্ভর। সাম্প্রতিক সময়ে উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোর মুদ্রামানের বড় ধরণের দরপতনের প্রভাবে বাংলাদেশের রপ্তানি চাপের মুখে পড়েছে। বিশেষকরে প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরী পোশাক খাতকে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে বাড়তি প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে।[৩] এতদসত্ত্বেও ইতোমধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।[৪] ২০০৮-০৯ সময়ের মন্দা পরিস্থিতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতি বেরিয়ে আসার সাথে সাথে বাংলাদেশের রপ্তানি খাত গত ২০১০-১১ অর্থবছরে সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছে। যেখানে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছে পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪১.৪৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২০১১-১২ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯,৭০৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরী পোশাক এবং নিটওয়্যার পণ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরের আলোচ্য সময়কালেও অব্যাহত থাকে। এসময় রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, প্রেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য, পাদুকা, পাটজাত পণ্য, চামড়া, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, তৈরী পোশাক, প্রকৌশল সামগ্রী, নীটওয়্যার এবং সিরামিক দ্রব্যখাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে চা, হিমায়িত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, কাঁচা পাট এবং কৃষিজাত পণ্য খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি পণ্যের বাজার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।[৫] সারণি-১১ ও সারণি-১২ এ বাংলাদেশের রপ্তানি পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে :

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

২. সৈয়দ আশরাফ আলী, *ফরেন এক্সচেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮

৩. http://m.prothomalo.com/economy/article/47357/প্রতিযোগীদের_মুদ্রার_চাপে_পড়েছে_বাংলাদেশের (accessed 17 November 2013)

৪. http://www.bbc.uk/bengali/mobile/news/2013/06/130625_sg_bangladesh_export_doubles.shtml (accessed 17 November 2013)

৫. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-১১ : রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস[১]

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানিতে শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
১। প্রাথমিক পণ্য	১৩১৬	১২৬৭	৯৪১	৫.৭	৫০২	৪.৮	৪৮.৯	-৩.৭	-৩.২
ক. হিমায়িত খ্যদ্য	৬২৫	৫৯৮	৩৯৭	২.৭	২.৫	২.০	৪০.৪	-৪.৩	-১৬.২
খ. চা	৩	৩	২	০.০	০.০	০.০	-৫০.০	১২.৭	-৪২.৭
গ. কৃষিজাত পণ্য	২৬২	৩০৫	২৫২	১.১	১.৩	১.৩	৪২.৪	১৬.৩	-১১.১
ঘ. কাঁচাপাট	৩৫৭	২৬৬	১৭৩	১.৬	১.১	০.৯	৮২.১	-২৫.৫	-১৩.৪
ঙ. অন্যান্য	৬৯	৯৫	১১৮	০.৩	০.৪	০.৬	৩০.১	৩৭.৩	৮৩০.৬
২। শিল্পজাত পণ্য	১৯৯৮৬	২১২৪৮	১৭৪৯৮	৮৭.২	৮৭.৪	৮৮.৮	৩০.৪	৬.৩	১১.৫
ক. তৈরী পোষাক	৮৪৩২	৯৬০৩	৮০৯০	৩৬.৮	৩৯.৫	৪১.১	৪০.২	১৩.৯	১৩.৮
খ. নীটওয়ার	৯৪৮২	৯৪৮৬	৭৫৮৭	৪১.৪	৩৯.০	৩৮.৫	৪৬.৩	০.০	৮.৪
গ. চামড়া	২৯৮	৩৩০	২৭২	১.৩	১.৪	১.৪	৩১.৯	১০.৭	১৫.০
ঘ. পাটজাত পণ্য	৭৫৮	৭০১	৫৯৩	৩.৩	২.৯	৩.০	৪০.৪	-৭.৫	১৫.৭
ঙ. সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	১০৫	১০৩	৭৩	০.৫	০.৪	০.৪	১.৯	-১.৯	-১৪.৬
চ. পাদুকা	২৯৮	৩৩৬	৩১১	১.৩	১.৪	১.৬	৪৬.১	১২.৬	১৯.৪
ছ. সিরামিক দ্রব্য	৩৮	৩৪	২৮	০.২	০.১	০.১	২২.১	-	৬.৮
জ. প্রকৌশল সামগ্রি	৩১০	৩৭৫	২৮৩	১.৪	১.৫	১.৪	-০.৩	২১.১	৮.৯
ঝ. প্রেট্রোলিয়াম উপজাত	২৬১	২৭৫	২৫৭	১.১	১.১	১.৩	-১৩.৩	৫.৪	২৪.১
ঞ. হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৪	৫	৪	০.০	০.০	০.০	০.০	২৫.০	১৪.৬
ট. অন্যান্য	১৬২৩	১৭৮৭	১২৬৫	৭.১	৭.৪	৬.৪	৪৬.৮	১০.১	৩.৯
মোট রপ্তানি	২২৯২৪	২৪৩০২	১৯৭০৪	১০০.০	১০০.০	১০০.০	৪১.৫	৬.০	১০.২

*জুলাই-মার্চ

সারণি- ১২ : দেশভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি[২]

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থ-বছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেল-জিয়াম	ইতালি	নেদার-ল্যান্ড	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৫-৬	৩০৩৯.৭৭	১৭৬৩.৩৮	১০৫৩.৭৪	৬৭৮.৯৪	৩৫৯.৩৩	৪২৭.৮৯	৩২৭.২০	১৩৮.৪৫	২৩৩০.৪	১০৫২৬.১৬
২০০৬-৭	৩৪৪১.০২	১৯৫৫.৩৮	১১৭৩.৯৫	৭৩১.৭৬	৪৩৫.৮২	৫১৫.৬৬	৪৫৯.০১	১৪৭.৪৭	২৮৬০.৫৮	১২১৭৭.৮৬
২০০৭-৮	৩৫৯০.৫৬	২১৭৪.৭৪	১৩৭৪.০৩	৯৫৩.১৩	৪৮৮.৩৯	৫৭৯.২৩	৬৫৩.৮৮	১৭২.৫৬	৩৫৫৯.৮৫	১৪১১০.৮০
২০০৮-৯	৪০৫২.০০	১৫০১.২০	২২৬৯.৭০	১০৩১.০৫	৪০৯.৮০	৬১৫.৫১	৯৭০.৮০	২০২.৬০	৩৮৪৯.৩৩	১৫৫৬৫.১৯
২০০৯-১০	৩৯৫০.৪৭	২১৮৭.৩৫	১৫০৮.৫৪	১০২৫.৮৮	৩৯০.৫৪	৬২৩.৯২	১০১৬.৮৮	৩৩০.৫৬	৪৫২২.৩৩	১৬২০৪.৭০
২০১০-১১	৫১০৭.৫২	৩৪৩৮.৭০	২০৬৫.৩৮	১৫৩৭.৯৮	৬৬৬.২৪	৮৬৬.৪২	১১০৭.১৩	৪৩৪.১২	৬৭৫৬.২২	২২৯২৪.৩৮
২০১১-১২	৫১০০.৯১	৩৬৮৮.৯৮	২৪৪৪.৫৭	১৩৮০.৩৭	৭৪১.৯৬	৯৭৭.৪১	৬৯১.৩০	৬০০.৫৩	৭৬৬৭.৯৬	২৪৮৭.৬৬
২০১২-১৩*	৩৯৫২.৭৪	২৯০৬.৮৯	২০৫২.৯৪	১০৫৭.৭৫	৫২৮.৮৮	৭৩৫.৭০	৫১৭.৪৩	৫৫৩.৭৮	৬৫৮৫.২০	১৯৭০৩.৯৪

*জুলাই-মার্চ

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৯. আমদানি পরিস্থিতি

প্রতি বছর বাংলাদেশে গড়ে এক লক্ষ কোটি টাকার বেশী পণ্য আমদানি করা হয়।[১] কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার ফলে সাম্প্রতিক সময়ে আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে আমদানি ব্যয় ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৬,৯৪৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়কালে মোট আমদানি ব্যয় পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২২,৪১৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে দেশের আমদানি ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৮.৯৮% চীন থেকে করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও মালয়েশিয়া। আমদানি পণ্যের ধরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঋণপত্র নিস্পত্তির ভিত্তিতে জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সময়ে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি ব্যয় ৩৮.৭৫ শতাংশ, শিল্পের কাঁচামাল আমদানি ব্যয় ৩৫.৫২ শতাংশ, পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য আমদানি ব্যয় ৩৭.৪৬ শতাংশ এবং প্রধান ভোগ্যপণ্য আমদানি ব্যয় ৩৬.২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।[২] নিম্নে সারণি ১৩ -এ বাংলাদেশের সাম্প্রতিক আমদানি পরিস্থিতি দেখানে হল :

সারণি- ১৩ : পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয় এর তুলনামূলক পরিস্থিতি[৩]

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
ক. প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	৩৪৫৫	২৯১৬	২৯৪০	৫৬২৬	৪১৪৯	২৩০৩
চাল	৮৭৪	২৩৯	৭৫	৮৩০	২৮৮	১৮
গম	৫৩৭	৬৪৩	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৪৩৩
তৈলবীজ	১৩৬	১৫৯	১৩০	১০৩	১৭৭	১৫৪
অপরিশোধিতপেট্রোলিয়াম	৬৯৫	৫৮৪	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	৫৯৯
তুলা	১২১৩	১২৯১	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	১০৯৯
খ. প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৪৮৪৪	৫০৩৫	৪৯৫৭	৭৫১১	৯২৬৩	৫৩২১
ভোজ্য তেল	১০০৬	৮৬৫	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	৮০২
পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যসামগ্রি	২০৫৮	১৯৯৭	২০২১	৩৭৮৬	৩৯২২	২২২০
সার	৬৩২	৯৫৫	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	৯৩৫
ক্লিংকার	৩৪৭	৩১৪	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	২৭৪
স্টেপল ফাইবার	১১০	১১২	১১৮	১৮০	৪২৮	২৫৩
সূতা	৬৯১	৭৯২	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	৮৩৭
গ. মূলধনী যন্ত্রসামগ্রি	১৬৬৪	১৪২০	১৫৯৫	২৩২৫	২০০৫	১০৮৭
ঘ. অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	১১৬৬৬	১৩১৩৬	১৪২৪৬	১৮১৯৬	২০০৯৯	১১০৯৯
সর্বমোট (সিআইএফ)	২১৬২৯	২২৫০৭	২৩৭৩৮	৩৩৬৫৮	৩৫৫১৬	১৯৮১০
শতকরা পরিবর্তন	২৬.১	৪.১	৫.৫	৪১.৮	৫.৫	-৬.৩

*জুলাই-জানুয়ারী

১. সৈয়দ আশরাফ আলী, *ফরেন এক্সচেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১০. বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বিশ্ব অর্থনীতির অনেক মানদণ্ডেই বাংলাদেশের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। কিন্তু এক দশক ধরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের পাঠানো অর্থ বা রেমিট্যান্স দেশের জন্য নিয়ে এসেছে এক অসামান্য আশীর্বাদ। এখন বিশ্বের শীর্ষ ১০ রেমিট্যান্সগ্রহীতা দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান পঞ্চম।[১] বৈশ্বিক মন্দার কারণে ২০১১ অর্থবছরে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে এবং শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। শুধু ২০১২ সালে প্রায় ৬.০৮ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১,১১২.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৬৭ শতাংশ বেশী। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র শতকরা ১০.৫৫ ভাগ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫০.৬৪ ভাগ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা ১১.১১ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫২.৯২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ জিডিপি'র ৯.৫ শতাংশ।[২] সারণি- ১৪ এবং সারণি- ১৫ -তে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের রেমট্যান্স আহরণের পরিমাণ তুলে ধরা হয়েছে :

সারণি- ১৪ : প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ[৩]

অর্থবছর	কর্মজীবির সংখ্যা (০০০)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা পরিবর্তন (%)	কোটি টাকা	শতকরা পরিবর্তন (%)
২০০২-৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭১৯.৫৮	২৩.১৪
২০০৩-৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৭২.৩৯	১২.১৫
২০০৪-৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৪৬.৯৭	১৮.৯৯
২০০৫-৬	২৯১	৪৮০১.৮৮	২৪.৭৮	৩২২৭৪.৬০	৩৬.৪৯
২০০৬-৭	৫৬৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৪১২৯৮.৫০	২৭.৯৬
২০০৭-৮	৯৮১	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৫৪২৯৩.২৪	৩১.৪৫
২০০৮-৯	৬৫০	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৬৬৬৭৪.৮৭	২২.৮০
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬১০.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২৯৯২৮.৯	৯.০৪
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩.৪৩	১০.২৪	১০১৮৮২৭.৮০	২২.৭৬
*২০১২-১৩	৩৭৩	১২৩০৩.৬৪		৮৯৬৩৪৮.৬২	

* জুলাই ২০১২-ফেব্রুয়ারী ২০১৩

১. http://ekush.wordpress.com/2011/12/03/remittance-boost-bangladesh-economy/ (accessed 20 December 2013)

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৫ : দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ[১]

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	সর্বমোট
২০০২-৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৩০৬১.৯৭
২০০৩৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৬৪	১১৮.৫৩	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	৩৩৭১.৭
২০০৪-৫	১৫১০.৪৬	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০৮২	৬৪.৮৪	৪৮০১.৮৮
২০০৬-৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৬.৪৭	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-৮	২৩২৪.২৩	১১৩৫.১৪	২৮৯.৭৯	২২০.৬৪	৮৬৩.৭৩	১৩৮০.০৮	৮৯৬.১৩	৯২.৪৪	১৩০.১১	৭৯১৪.৭৮
২০০৮-৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২	১৬৫.১৩	৯৬৮৯.২৬
২০০৯-১০	৩৪২৭.০৫	১৪৫১.৮৯	৩৬০.১১	৩৪৯.০৮	১০১৯.১৮	১৮৯০.৩১	৮২৭.৫১	৫৮৭.০৯	১৯৩.৪৬	১০৯৮৭.৪০
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৩৬	২৪০৪.৭৮	৩৩৫.৩২৬	৪০০.৯৩	১১৯০.১৪	১৪৯৮.৪৬	৯৮৭.৪৬	৮৪৭.৪৯	৩১১.৪৬	১২৮৪৩.৪৪
২০১২-১৩*	২৭০৩.৪৫	১৯৪৩.৩	২০২.২৬	৪০৪.০৭	৭৯৫.৩৯	১২২৪.৫৬	৭০৮.৫১	৬৫৮.৮২	৩২৯.৬৫	৯৮৯১.৯৭

* ফেব্রুয়ারী ১৩ পর্যন্ত

১১. বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারী সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ৬,৩৮৪ মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ২৬.২৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪,৭০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আয় হিসাবে ঘাটতি শতকরা ৩৫.৯২ ভাগ, অন্যদিকে সেবা খাতে ঘাটতি শতকরা ৩৭.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। মাধ্যমিক আয় প্রবাহ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা মাত্র ১৬.৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১,৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬৬০ মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ খাতে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[২] নিম্নের সারণিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে :

---

১. উদ্ধৃত, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৬ : বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য[১]

খাতসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১[স]	অর্থবছর ১২[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	**-৩৪৫৮**	**-৫৩৩০**	**-৪৭১০**	**-৫১৫৫**	**-৭৭৪৪**	**-৭৯৯৫**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১২০৫৩	১৪১৫১	১৫৫৮১	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৯২
তৈরী পোশাক (আরএমজি)	৯২১১	১০৭০০	১২৩৪৮	১২৪৯৭	১৭৯১৪	১৯০৯০
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-১৫৫১১	-১৯৪৮১	-২০২৯১	-২১৩৮৮	-৩০৩৩৬	৩১৯৮৭
সেবা	**-১২৫৫**	**-১৫২৫**	**-১৬১৬**	**-১২৩৩**	**-২৩৯৮**	**-২৫৬৬**
গ্রহণ	১৪৮৪	১৮৯১	১৮৩২	২৪৭৮	২৫৭০	২৬৮৪
প্রদান	-২৭৩৯	-৩৪১৬	-৩৪৪৮	৩৭১১	-৮৯৬৮	৫২৫০
আয়	**-৯০৫**	**-৯৯৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**	**-১৩৫৪**	**-১৫০৮**
গ্রহণ	২৪৪	২১৭	৯৫	৫২	১১৯	১৯৫
প্রদান	-১১৪৯	-১২১১	-১৫৭৯	-১৫৩৬	-১৪৭৩	১৭০৩
অফিসিয়াল সুদ পরিশোধ	-২১২	-২৩৪	-২৩৮	-২১৫	-২২০	৩৭৩
চলতি হস্তান্তর	**৬৫৫৪**	**৮৫৫১**	**১০২২৬**	**১১৫৯৬**	**১২০৭৫**	**১৩৬৯৯**
সরকারী	৯৭	১৪৯	৭২	১২৭	১২৭	১০৫
বেসরকারী	৬৪৫৭	৮৪০২	১০১৫৪	১১৪৬৯	**১১৯৪৮**	১৩৯৪
বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	৫৯৭৯	৭৯১৫	৯৬৮৯	১০৯৮৭	১১৬৫০	১২৮৪৩
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**৯৩৬**	**৭০২**	**২৪১৬**	**৩৭২৪**	৯৯৫	**১৬৩০**
মূলধনী হিসাব	**৪৯০**	**৫৭৬**	**৪৫১**	**৫১২**	৬০০	**৪৬৯**
মূলধন হস্তান্তর	৪৯০	৫৭৬	৪৫১	৫১২	**৬০০**	৪৬৯
আর্থিক হিসাব	**৭৬২**	**-৪৫৭**	**৮২৫**	**-৬৫১**	**-১৫৮৪**	**-৯৫৫**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)	৭৯৩	৭৪৮	৯৬১	৯৩১	৭৬৮	৯৯৫
পোর্টফোলিও বিনিয়োগ	১০৬	৪৭	-১৫৯	-১১৭	**-২৮**	১৯৮
অন্যান্য বিনিয়োগ	-১৩৭	-১২৫২	-১৬২৭	-১৪৪৭	-২৩২৪	-২১৪৮
মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রাপ্তি	১০৩৭	১৩৩৮	১২০৪	১৫৮	১০৫১	১৪৬০
মধ্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ পরিশোধ	-৫২৫	-৫৮০	-৬৪১	-৬৮৭	৭৩৯	৭৮৯
অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ (নীট)	-২৪	-৬	-৭০	১৫১	-১০১	-৫৭
আন্যান্য স্বল্প মেয়াদি ঋণ (নীট)	৪৯৩	-১৬০	-১৬৯	৬২	৫৩১	২৪২
অন্যান্য মূলধন	-৫৩৫	-৬০৩	-৬৫০	-৯০২	-৬৬১	-১৬০৬
বাণিজ্য ঋণ	-৪৮১	-১১০৮	-১২৭৭	-১০৪৩	-২৫৬৯	-১৪৫০
বাণিজ্যিক ব্যাংক	-১০২	-১৩৩	-২৪	-৩১৫	-১৬০	৫২
সম্পদ	-৮৬	-১৪৬	-১২৯	-৪১০	-৪৫২	৪৪৩
দায়	-১৬	১৩	১০৫	৯৫	২৯২	**৪৯৫**
ভ্রান্তি ও বাদসমূহ	**-৬৯৫**	**-৪৯০**	**১৬**	**-৭২০**	-২৬৩	**-৬৫০**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**১৪৯৩**	**৩৩১**	**২০৫৮**	**২৮৬৫**	-৬৫৬	**৪৯৪**
রিজার্ভ সম্পদ	**-১৪৯৩**	**-৩৩১**	**-২০৫৮**	**-২৮৬৫**	**৬৫৬**	-৪৯৪
বাংলাদেশ ব্যাংক	-১৪৯৩	-৩৩১	-২০৫৮	-২৮৬৫	**৬৫৬**	-৪৯৪
সম্পদ	-১৫৯৩	-৭৯৯	-১৮৮৩	-৩৬১৬	**৪৮১**	২৯৩
দায়	১০০	৪৬৮	-১৭৫	৭৫১	১৭৫	-২০১

স= সংশোধিত, সা= সাময়িক

১. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

Dhaka University Institutional Repository

১২. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি

২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১১ তারিখের ১০,৯১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে দাঁড়ায় ১০,৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহি:প্রবাহের তুলনায় অন্ত:প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬.০৫.২০১৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়।[১]

সারণি- ১৭ : বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ[২]

অর্থবছর (জুন শেষে)	মোট রিজার্ভ	
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার
১	২	৩
১৯৯৫	১২৩০৭৩	৩০৭৭
১৯৯৬	৮৪৯০৬	২০৩৯
১৯৯৭	৭৪৮৫৭	১৭১৯
১৯৯৮	৮০২৬৬	১৭৩৯
১৯৯৯	৭৩৬৫০	১৫২৩
২০০০	৮১৪৬৬	১৬০২
২০০১	৭৩৮৩১	১৩০৭
২০০২	৯০৮৫৮	১৫৮৩
২০০৩	১৪১৭৫৩	২৪৭০
২০০৪	১৬৩২৪১	২৭০৫
২০০৫	১৮৬৭৬৯	২৯৩০
২০০৬	২৪২৯১৪	৩৪৮৪
২০০৭	৩৪৯৩১৪	৫০৭৭
২০০৮	৪২১৩৭৭	৬১৪৯
২০০৯	৫১৫৯৪৫	৭৪৭১
২০১০	৭৪৭১২১	১০৭৫০
২০১১	৮০৯৯৯৬	১০৯১২
২০১২	৮৪৮০৭১	১০৩৬৪

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

২. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪

Dhaka University Institutional Repository

১৩. মুদ্রার বিনিময় হার

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার নিম্নমুখী হার পরিলক্ষিত হয়। ফলে, মার্চ ২০১৩ শেষে টাকার মূল্য পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, ২০০৩-০৪ অর্থবছরে গড় টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল ৫৮.৯৪ টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গড় টাকা-ডলার বিনিময় হার ৮০.৫০ টাকায় দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদার মাঝে সমন্বয় সাধনের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে টাকার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়।[১] নিম্নের সারণিতে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত টাকা ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার দেখানো হল :

সারণি- ১৮ : টাকা-মার্কিন ডলার বিনিময় হার[২]

অর্থবছর	প্রতি মার্কিন ডলারে টাকা (বার্ষিক গড়)
১	২
অর্থবছর ৯৫	৪০.২০
অর্থবছর ৯৬	৪০.৮৪
অর্থবছর ৯৭	৪২.৭০
অর্থবছর ৯৮	৪৫.৪৬
অর্থবছর ৯৯	৪৮.০৬
অর্থবছর ০০	৫০.৩১
অর্থবছর ০১	৫৩.৯৬
অর্থবছর ০২	৫৭.৪৩
অর্থবছর ০৩	৫৭.৯০
অর্থবছর ০৪	৫৮.৯৪
অর্থবছর ০৫	৬১.৩৯
অর্থবছর ০৬	৬৭.০৮
অর্থবছর ০৭	৬৯.০৩
অর্থবছর ০৮	৬৮.৬০
অর্থবছর ০৯	৬৮.৮০
অর্থবছর ১০	৬৯.১৮
অর্থবছর ১১	৭১.১৭
অর্থবছর ১২	৭১.১০

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

১৪. কৃষি খাতের অবস্থা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৬ ভাগ গ্রামে বাস করে এবং মোট জনসংখ্যার ৭৮ ভাগই সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল।[১] বাংলাদেশের অর্থনীতি ও সমাজ অনেকাংশেই কৃষি নির্ভর। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কৃষি খাতের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি খাতের অবদান ছিল ১৯.৪১ শতাংশ। সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদানও রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে কৃষির অবদান রয়েছে। অন্যদিকে দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯ শতাংশ। কৃষি খাতের প্রধান রপ্তানি পণ্য হল- হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ইত্যাদি।[২]

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় ৩৪৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বীজ উৎপাদিত হয় ১,৫৪.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১১-১২ অর্থবছরে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয় সর্বমোট ১৩,১৩২.১৫ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস উৎপাদিত হয় ৩২.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও পাখির সংখ্যা বৃদ্ধি পায় মোট ২,৮৮৫.৬৬ লক্ষ। এছাড়া প্রাণিজ উৎস থেকে খাদ্যপণ্য যেমন : দুধ, মাংস এবং ডিম উল্লেখযোগ্যহারে উৎপাদিত হয়।[৩] সারণি- ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ এবং ২৪ এ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সামগ্রিক অবস্থা বিশদভাবে দেখানো হয়েছে :

সারণি- ১৯ : খাদ্যশস্য উৎপাদন পরিস্থিতি[৪]

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	১০১২-১৩
আউশ	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩৩	২৩.৭০
আমন	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১৩৩.০০
বোরো	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৬০
মোট চাল	২৭৩.১৮	২৮৯.৩১	৩১৩.১৭	৩২২.৫৭	৩৩৫.৪১	৩৩৭.৯৭	৩৪৪.৩০
গম	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১০.৩৬
ভুট্টা	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১৯.৫৪	২০.৪২
মোট	**২৮৯.৫৪**	**৩১১.২১**	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৪৮.৮৫**	**৩৭৫.০৮**

১. খ. ম. আমিনুল ইসলাম, *গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ১ম সং, ২০০৮, পৃ. ৩৫

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-১০৫

৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২০ : বীজের উৎপাদন পরিস্থিতি পরিমাণ[১]

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	**২০০৮-০৯**	**২০০৯-১০**	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**
ধান বীজ	৬৩৫৬৪	৮৪২৪১	৯১৭০৬	৯৭৭১০
গম বীজ	২৩৫১৪	২৬০০০	২৭৩০৪	২৮০০০
ভুট্টা বীজ	-	১৯১	২৯৬	১০০০
আলু বীজ	১৪৫৩৫	১৮.০০০	২০৪৪২	২২০০০
ডাল বীজ	৬৬৮	১২৬৩	১৪২৬	১৫৫০
তৈল বীজ	৭২৭	১০১৪	১০৯২	১৪৫০
পাট বীজ	৫০৩	১১৮৮	১৫৮৯	১৬০০
সবজি বীজ	৮৭	১০২	১২০	১২৫.৬৫
মসলা বীজ	-	৬৩২	৮৬	৮০০
সর্বমোট	**১০৩৬৪১**	**১৩২৬৩৭**	**১৪৪০৬৪.৫৪**	**১৫৪২১৩**

সারণি- ২১ : বছরভিত্তিক কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি[২]

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০০-২০০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-২০০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-২০০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-২০০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-২০০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-২০০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-২০০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-২০০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-২০০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-২০১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-২০১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-২০১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৪
২০১২-২০১৩	১৪১৩০.০০	১০২০০.০৬	১০০৮৪.৩৯	২৮৮৪১.০৩

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২২ : খাতওয়ারী মৎস সম্পদ উৎপাদন পরিস্থিতি[১]

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৩৭	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২
বিল	১.১৪	০.৭৫	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.৬৮	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০.২৫	১০.০৬	১০.৬০	৯.০৮	১০.২৯	১০.৫৫	৯.৫৭	৯.৫৩
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	৩.৩৮	৮.১২	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬
অর্ধ আবদ্ধ	১.২২	-	-	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯
চিংড়ি খামার	২.২৫	১.২৯	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪
উপ-মোট (চাষকৃত)	৭.৪১	৯.৪৬	১০.০৬	১১.৮২	১৩.৫২	১৪.৬০	১৭.২৬	১৮.২৮
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৬৬**	**১৯.৫২**	**২০৬৬**	**২০.৯০**	**২৩.৮২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৭.৮১**
২. সামুদ্রিকঃ								
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৫	০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৪১৭	০.৭৩	০.৭৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৫২	৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.০৫	৫.২৫	৫.৩১
মোট (সামুদ্রিক)	-	**৪.৮৭**	**৪.৯৭**	**৬.১১**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৬.০৯**
সর্বমোট	-	**২৪.৪০**	**২৫.৬৩**	**২৭.০১**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৩.৯০**

সারণি -২৩ : প্রাণি সম্পদ উৎপাদন পরিস্থিতি[২]

প্রাণি/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
গরু	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩.৯৫	২৩২.৪১
মহিষ	১২.১	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৪৭
ছাগল	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.১২
ভেড়া	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.২০
মোট গবাদি প্রাণি	৪৭৫.১	৪৮৫.০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩০.২০
মোরগ/মুরগি	২০৬৮.৯	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৬৬.০০
হাঁস	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৬৬.৩৫
মোট হাঁস/মুরগি	২৪৫৯.৭	২৫২৩.১	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	১৯৩২.৩৫

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

সারণি- ২৪ : খাদ্য পণ্যের উৎপাদন পরিস্থিতি[১]

দ্রব্য	একক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
দুধ	লক্ষ টন	২২.৭	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	১৮.৯১	৩৪.৬৩	৩৪.৬৩
মাংস	লক্ষ টন	১১.৩	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৭৯	২৩.৩২	২৫.৩২
ডিম	লক্ষ টন	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৪২১১০	৭৩০৩৮	৫১৩৪৭

১৫. শিল্প খাতের অবস্থা

বাংলাদেশের অর্থনীতির চালিকাশক্তির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে শিল্প খাত। ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন দ্রুত ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য একটি শর্ত। বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩১.১৩ শতাংশ। দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে অদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে চারটি খাত যথাক্রমে : খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। চারটি খাতের মধ্যে জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।[২]

২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন খাতের প্রবৃদ্ধির হার ১১.১২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে যার পরিমাণ ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল ৭.৭৯ শতাংশ। ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছির যথাক্রমে ৪.৯৯ এবং ১১.৬৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং (বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে) শিল্প খাতে ৯.৩৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে যার পরিমাণ ছিল ৯.৩৭ শতাংশ।[৩]

অপরদিকে ২০১১-১২ অর্থবছরে বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি খাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছিল ১২.০৩ শতাংশ। মূলত বিদ্যুৎ ও পানি উপখাতের প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় এ খাতের সার্বিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। তবে গ্যাস উপখাতে ২০১১-১২ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির হার ৪.২৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৯.১৬ শতাংশে। অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৮.০৫ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.৫৭ শতাংশ।[৪] সার্বিকভাবে বাংলাদেশের শিল্প খাত অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিম্নে সারণি ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ এ বাংলাদেশের শিল্প খাতের সামগ্রিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে :

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৫ : শিল্প খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার[১]

শিল্প	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯)	১৫৯২০.০ (৭.১০)	১৭০১৮.৯ (৬.৯০)	১৮৩৪০.৯ (৭.৭৭)	১৯৪১১.৯ (৫.৮৪)	২০৬৬৪.৭ (৬.৪৫)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪)	৩৯১৫৭.২ (৭.২৬)	৪১৭৩৫.০ (৬০৫৮)	৪৪২২৯.৮ (৫.৯৮)	৪৯০৬৯.৯ (১০.৯৪)	৫৪২৩২.৩ (১০.৫২)
মোট	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	৫১৩৭২.২ (৯.৭২)	৫৫০৭৭.২ (৭.২১)	৫৮৭৫৩.৯ (৬.৬৮)	৬২৫৭০.৭ (৬.৫০)	৬৮৪৮১.৮ (৯.৪৫)	৭৪৮৯৭.০ (৯.৩৭)

সারণি- ২৬ : মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক[২]

মাঝারি	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	৩২৮.৩৫	৩৬০.৩৩	৩৮৬.৪৮	৪১৩.৪২	৪৪২.১২	৫৮০.২৪	৫৭০.৪৪	৬১২.৫১

সারণি- ২৭ : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাম্প্রতিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি[৩]

শিল্পের ধরণ		জুলাই ২০১২- জানুয়ারী ১৩ অর্থবছরে অগ্রগতি			২০১২-১৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		
		শিল্প ইউনিট	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান	শিল্প ইউনিট	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান
ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	১১৭৯	৩০২.৫৬	১৬৯৬২	২২০০	৮৭৫.০০	৭৫০০০
	বিদ্যমান	৫৩৮	১১০.৫৯	৫৪৭০	১৬০০	২৪০.০০	২৯২০০
	মোট ক্ষুদ্র শিল্প	১৭১৭	৪১৩.১৫	২২৪৩২	৩৮০০	১১১৫.০০	১০৪২০০
কুটির শিল্প	নতুন	২৩৪৫	৫৪.০০	৭১০৪	৬১০০	১৪.৩৫	১০৮০০
	বিদ্যমান	১২৪২	২৭.১৬	২৭৬২	৪৬০০	৪.৬০	৩৫০০
	মোট কুটির শিল্প	৩৫৮৭	৮১.১৬	৯৮৬৬	১০৭০০	১৮.৯৫	১৪৩০০
মোট ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প		৫৩০৪	৪৯৪.৩১	৩২২৯৮	১৪৫০০	১১৩৩.৯৫	১১৮৫০০

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৮ : শিল্পে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি[১]

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬৯৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯১.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫৩৭৯.০৯	১৫৪৩৫.০০	৪৯৬৩.৪৪	২০৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩*	৪৯৬২৯.১৯	২১৯৫৩.৮০	৭১৫৮২.৯৯	৩৯৮০৮.৯৬	১৭৪৮৯.৫৩	৫৭২৯৮.৪৯

*সাময়িক

বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা

বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক খাতসমূহ হল- কৃষি, শিল্প, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী, পরিবহণ ও যোগাযোগ, মানবসম্পদ, পরিবেশ ইত্যাদি। সামাজিক খাতমমূহের উন্নয়নে সরকারের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ সীমিত। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিক্ষাকর্মসূচিতে সরকারি ব্যয় মোট বাজেটের মাত্র এক তৃতীয়াংশ। ভৌগলিকভাবে বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কৃষির আধুনিকায়ন না করায় সর্ব বৃহৎ এ সামাজিক খাত এখনো অবহেলিত। অপরদিকে শিল্পায়নে ধীরগতি, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে সামাজিক সমস্যাকে আরো প্রকট তুলছে। উপরন্তু প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ- বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস এদেশের সমাজ ব্যবস্থার ওপর বিরূপ প্রভাব তৈরী করে। বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক খাতসমূহের উন্নয়নে এখনো দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৫৯ মার্কিন ডলার। বর্তমানে সামাজিক প্রবৃদ্ধির যে হার পরিলক্ষিত হয় তা সন্তোষজনক নয়। নিম্নে সারণি ২৯ এ বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে :

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৯ : বাংলাদেশের নির্বাচিত সামাজিক সূচকসমূহ[১]

সূচকসমূহ	অর্থবছর ০৭	অর্থবছর ০৮	অর্থবছর ০৯	অর্থবছর ১০	অর্থবছর ১১[স]	অর্থবছর ১২[সা]
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
জনসংখ্যা						
মোট জনসংখ্যা (১ জানুয়ারি, মিলিয়ন)	১৪১.৮	১৪৩.৮	১৪৫.৮	১৪৭.৭	১৪৯.৮*	১২৫.৫
বৃদ্ধির হার	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪	১.৪*	--
শহুরে জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার শতকরা হার)	২৫.২	২৫.১	২৫.৫	২৫.৫	--	--
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	৯৬৬	৯৮০	৯৯৩	১০০৭	১০১৫	--
জনসংখ্যার ঘনত্ব (চাষযোগ্য ভূমির প্রতি বর্গ কিলোমিটারে)	১৬৯৬	১৮৮৯	১৯১৬	১৯৪১	১৯৬৮	--
উর্বরতার হার (মহিলা প্রতি)	২.৪	২.৩	২.২	২.১	--	--
দারিদ্র্যের হার (মাথা গণনার অনুপাত, জনসংখ্যার শতকরা হার)[বি/]						
জাতীয়	--	--	--	৩১.৫	--	--
শহর	--	--	--	২১.৩	--	--
পল্লী	--	--	--	৩৫.২	--	--
আয়						
মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (মার্কিন ডলার)	৫২৩	৬০৮	৬৭৬	৭৫১	৮১৬	৮৪৮
প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার (শতকরা)						
মোট	১০১.১	১০১.৩	--	১০৮.৮	--	--
ছাত্র	১০২.১	১০২.৬	১০২.১	১০২.৪	--	--
ছাত্রী	১০০.২	৯৭.৯	১০০.১	১০০.২	--	--
নিরাপদ পানির ব্যবহার (মোট জনসংখ্যার শতকরা হার)	৯৭.৮	৯৮.৩	৯৮.১	--	৯৬.০	--
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	৬৬.৬	৬৬.৮	৬৭.২	৬৭.৭	--	--
মৃত্যু হার						
শিশু (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৪৩	৪১	৩৯	৩৬	--	--
১-৪ বছর (প্রতি হাজার জন্মে)	৩.৬	৩.১	২.৭	২.৬	--	--
মাতৃ মৃত্যুর হার (প্রতি হাজার প্রসবে)	৩.৫	৩.৫	২.৬	২.২	--	--

স= সংশোধিত, সা=সাময়িক, *বাংলাদেশ আদমশুমারি ও গৃহগণনা-২০১১।

১. কৃষির অবস্থা

কৃষি বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের প্রধান খাত। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৩০ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১৯.৪১ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১৮.৭০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে জুলাই-ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯ শতাংশ।[২] কৃষি থেকে উৎপাদিত প্রধান দ্রব্যসমূহ হল খাদ্যশস্য, বীজ, মাছ ও গবাদি পশু। নিম্নে সারণি ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ এবং ৩৫ এ বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থার সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরা হল :

১. উদ্ধৃত, বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩
২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩০ : খাদ্যশস্যের উৎপাদন পরিস্থিতি[১]

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	১০১২-১৩
আউশ	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩৩	২৩.৭০
আমন	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১৩৩.০০
বোরো	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৬০
মোট চাল	২৭৩.১৮	২৮৯.৩১	৩১৩.১৭	৩২২.৫৭	৩৩৫.৪১	৩৩৭.৯৭	৩৪৪.৩০
গম	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১০.৩৬
ভুট্টা	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১৯.৫৪	২০.৪২
মোট	**২৮৯.৫৪**	**৩১১.২১**	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৪৮.৮৫**	**৩৭৫.০৮**

সারণি- ৩১ : বীজ উৎপাদন পরিস্থিতি[২]

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ধান বীজ	৬৩৫৬৪	৮৪২৪১	৯১৭০৬	৯৭৭১০
গম বীজ	২৩৫১৪	২৬০০০	২৭৩০৪	২৮০০০
ভুট্টা বীজ	-	১৯১	২৯৬	১০০০
আলু বীজ	১৪৫৩৫	১৮.০০০	২০৪৪২	২২০০০
ডাল বীজ	৬৬৮	১২৬৩	১৪২৬	১৫৫০
তৈল বীজ	৭২৭	১০১৪	১০৯২	১৪৫০
পাট বীজ	৫০৩	১১৮৮	১৫৮৯	১৬০০
সবজি বীজ	৮৭	১০২	১২০	১২৫.৬৫
মসলা বীজ	-	৬৩২	৮৬	৮০০
সর্বমোট	**১০৩৬৪১**	**১৩২৬৩৭**	**১৪৪০৬৪.৫৪**	**১৫৪২১৩**

সারণি- ৩২ : কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি[৩]

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০০-২০০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-২০০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-২০০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-২০০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-২০০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-২০০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-২০০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-২০০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-২০০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-২০১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-২০১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-২০১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৪
২০১২-২০১৩*	১৪১৩০.০০	১০২০০.০৬	১০০৮৪.৩৯	২৮৮৪১.০৩

*সাময়িক

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ ৯২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৩ : মৎস সম্পদের উৎপাদন পরিস্থিতি[১]

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৩৭	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২
বিল	১.১৪	০.৭৫	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.৬৮	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০.২৫	১০.০৬	১০.৬০	৯.০৮	১০.২৯	১০.৫৫	৯.৫৭	৯.৫৩
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	৩.৩৮	৮.১২	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬
অর্ধ আবদ্ধ	১.২২	-	-	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯
চিংড়ি খামার	২.২৫	১.২৯	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪
উপ-মোট (চাষকৃত)	৭.৪১	৯.৪৬	১০.০৬	১১.৮২	১৩.৫২	১৪.৬০	১৭.২৬	১৮.২৮
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৬৬**	**১৯.৫২**	**২০৬৬**	**২০.৯০**	**২৩.৮২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৭.৮১**
২. সামুদ্রিকঃ								
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৫	০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৪১৭	০.৭৩	০.৭৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৫২	৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.০৫	৫.২৫	৫.৩১
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৪.৮৭**	**৪.৯৭**	**৬.১১**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৬.০৯**
সর্বমোট	**-**	**২৪.৪০**	**২৫.৬৩**	**২৭.০১**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৩.৯০**

সারণি- ৩৪ : পশু সম্পদের উৎপাদন পরিস্থিতি[২]

প্রাণি/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
গরু	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩.৯৫	২৩২.৪১
মহিষ	১২.১	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৪৭
ছাগল	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.১২
ভেড়া	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.২০
মোট গবাদি প্রাণি	৪৭৫.১	৪৮৫.০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩০.২০
মোরগ/মুরগি	২০৬৮.৯	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৬৬.০০
হাঁস	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৬৬.৩৫
মোট হাঁস/মুরগি	২৪৫৯.৭	২৫২৩.১	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	১৯৩২.৩৫

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৫ : উৎপাদিত খাদ্যপণ্য[১]

দ্রব্য	একক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
দুধ	লক্ষ টন	২২.৭	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	১৮.৯১	৩৪.৬৩	৩৪.৬৩
মাংস	লক্ষ টন	১১.৩	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৭৯	২৩.৩২	২৫.৩২
ডিম	লক্ষ টন	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৪২১১০	৭৩০৩৮	৫১৩৪৭

২. শিল্পের অবস্থা

শিল্পায়ন সামাজিক অগ্রগতির একটি অপরিহার্য অংশ। দ্রুত শিল্পায়ন ও টেকসই সামাজিক অগগ্রতি অর্জনের একটি অপরিহার্য পূর্বশর্ত। শিল্পের বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বিমোচন। শিল্পায়নের সাথে সাথে কর্মসংস্থান তৈরী হয় এবং মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটে। বাংলাদেশে শিল্প খাতের অবস্থা ক্রমবিকাশমান পর্যায়ে রয়েছে। শিল্পে বাংলাদেশের ১৭.৬৪ শতাংশ শ্রমশক্তি নিয়োজিত। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্প খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশজ উৎপাদনে (GDP) এ গুরুত্বপূর্ণ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ৩১.১৩ শতাংশ।[২] দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখে এরূপ ১৫টি খাতের মধ্যে চারটি খাতের (খনিজ ও খনন, ম্যানুফ্যাকচারিং, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ) সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। নিম্নের সারণি ৩৭, ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ এ বাংলাদেশের শিল্প খাতের সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩৭ : শিল্প খাতের জিডিপি ও প্রবৃদ্ধির হার[৩]

শিল্প	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১২৪০৮.৫ (৭.৯৩)	১৩৫৫১.৫ (৯.২১)	১৪৮৬৫.১ (৯.৬৯)	১৫৯২০.০ (৭.১০)	১৭০১৮.৯ (৬.৯০)	১৮৩৪০.৯ (৭.৭৭)	১৯৪১১.৯ (৫.৮৪)	২০৬৬৪.৭ (৬.৪৫)
মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্প	২৯৮৬০.৫ (৮.৩০)	৩৩২৬৮.২ (১১.৪১)	৩৬৫০৭.১ (৯.৭৪)	৩৯১৫৭.২ (৭.২৬)	৪১৭৩৫.০ (৬০৫৮)	৪৪২২৯.৮ (৫.৯৮)	৪৯০৬৯.৯ (১০.৯৪)	৫৪২৩২.৩ (১০.৫২)
মোট	৪২২৬৯.০ (৮.১৯)	৪৬৮১৯.৭ (১০.৭৭)	৫১৩৭২.২ (৯.৭২)	৫৫০৭৭.২ (৭.২১)	৫৮৭৫৩.৯ (৬.৬৮)	৬২৫৭০.৭ (৬.৫০)	৬৮৪৮১.৮ (৯.৪৫)	৭৪৮৯৭.০ (৯.৩৭)

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৮ : মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক[১]

মাঝারি থেকে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন সূচক	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
	৩২৮.৩৫	৩৬০.৩৩	৩৮৬.৪৮	৪১৩.৪২	৪৪২.১২	৫৮০.২৪	৫৭০.৪৪	৬১২.৫১

সারণি- ৩৯ : শিল্পখাতে সাম্প্রতিক বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান পরিস্থিতি[২]

শিল্পের ধরণ		২০১১-১২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা			২০১২-১৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		
		শিল্প ইউনিট	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান	শিল্প ইউনিট	মোট বিনিয়োগ	সৃষ্ট কর্মসংস্থান
ক্ষুদ্র শিল্প	নতুন	১২৭৫	২১৪.৭৯	১৩৩৬১	২২০০	৮৭৫.০০	৭৫০০০
	বিদ্যমান	৪৮৬	৭৬.৯০	৫২০৫	১৬০০	২৪০.০০	২৯২০০
	মোট ক্ষুদ্র শিল্প	১৭৬১	২৯১.৬৯	১৮৫৬৬	৩৮০০	১১১৫.০০	১০৪২০০
কুটির শিল্প	নতুন	২৫৬৪	৪৯.৭৩	৭০৮৬	৬১০০	১৪.৩৫	১০৮০০
	বিদ্যমান	১১১৫	২১.৮৯	২৫৮৪	৪৬০০	৪.৬০	৩৫০০
	মোট কুটির শিল্প	৩৬৭৯	৭১.৬২	৯৬৭০	১০৭০০	১৮.৯৫	১৪৩০০
মোট ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্প		৫৪৪০	৩৬৩.৩১	২৮২৩৬	১৪৫০০	১১৩৩.৯৫	১১৮৫০০

সারণি- ৪০ : শিল্পে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি[৩]

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	বিতরণ			আদায়কৃত ঋণ		
	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট	চলতি মূলধন	মেয়াদি ঋণ	মোট
১৯৯৫-৯৬	৩৬৭৫.৬৯	১২৩০.৪৪	৪৯০৬.১৩	৩৪০২.৮৮	৫১৯.৬৯	৩৯২২.৫৭
১৯৯৬-৯৭	৬৯৭৯.৭৫	১২০০.০০	৮১৭৯.৭৫	৫৬৯২.৭০	৮৮৭.১৯	৬৫৭৯.৮৯
১৯৯৭-৯৮	৬৫৯১.০৩	১১২০.৩৪	৭৭১১.৩৭	৫৪০.৭২	৮৫৯.৪৩	৬২৬৯.১৫
১৯৯৮-৯৯	৭৯০৫.৪৮	১৩৩০.১০	৯২৩৫.৫৯	৫২৮১.৬৫	১০৯৩.৩১	৬৩৭৪.৯৬
১৯৯৯-০০	১০৬৮১.৭৪	১৬২৭.২৬	১২৩০৯.০০	৭২০০.১৩	১৬৫৩.৩৪	৮৮৫৩.৪৭
২০০০-০১	১৩৬৮২.৩৯	৩০৫৭.০৭	১৬৪৩৯.৪৬	৯৭৭৭.৪৭	২৭৯৫.১০	১২৫৭২.৫৭
২০০১-০২	১৩৭৬৫.১২	৩৫০৫.১৫	১৭২৭০.২৭	৯৬৩৮.৩৪	৩২১২.৯৭	১২৮৫১.৩১
২০০২-০৩	১৫৬৭১.৪৬	৩৯৬১.৯৯	১৯৬৩৩.৪৫	১২২৮৩.২১	৩৮৩৫.১২	১৬১১৮.৩৩
২০০৩-০৪	১৮৭০৩.১০	৬৬৭৫.৯৯	২৫৩৭৯.০৯	১৫৪৩৫.০০	৪৯৬৩.৪৪	২০৩৯৮.৪৪
২০০৪-০৫	২২১৭৫.৭৮	৮৭০৪.৫২	৩০৮৮০.৩০	১৮১৮৯.৬৫	৮৫৪৬.৯৮	২৬৭৩৬.৬৩
২০০৫-০৬	২৮৪৪৮.৫৩	৯৬৫০.০২	৩৮০৯৮.৫৫	২২৯৭৫.৯৫	৬৭৫৯.৫২	২৯৭৩৫.৪৭
২০০৬-০৭	৩১৬৫১.৩২	১২৩৯৪.৭৮	৪৪০৪৬.১০	২৩৭৯০.৫৪	৯০৬৮.৪৫	৩২৮৫৮.৯৯
২০০৭-০৮	৩৯৯৬৩.৪৯	২০১৫০.৮২	৬০১১৪.৩১	২৮৮৪৯.৬০	১৩৬২৪.২০	৪২৪৭৩.৮০
২০০৮-০৯	৪৫২৮.২৮	১৯৯৭২.৬৯	৬৫০০০.৯৭	৩৬৫৯.৮৯	১৬৩০২.৪৮	৫২৯০০.৩৭
২০০৯-১০	৫৯১৭১.৯৫	২৫৮৭৫.৬৬	৮৫০৪৭.৬১	৪৫২৩১.৭৫	১৮৯৮২.৭০	৬৪২১৪.৪৫
২০১০-১১	৭১৩০০.৩৫	৩২১৬৩.২০	১০৩৪৬৩.৫৫	৫৬৬৯৪.৯৯	২৫০১৫.৮৯	৮১৭১০.৮৮
২০১১-১২	৭৬৬৭৪.৯৮	৩৫২৭৮.১	১১১৯৫৩.০৮	৬৪৪০০.২৭	৩০২৩৬.৭৪	৯৪৬৩৭.০১
২০১২-১৩*	৪৯৬২৯.১৯	২১৯৫৩.৮০	৭১৫৮২.৯৯	৩৯৮০৮.৯৬	১৭৪৮৯.৫৩	৫৭২৯৮.৪৯

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের অবস্থা

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অগ্রাধিকারভিত্তিক তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত হল বিদ্যুৎ ও জ্বালানী। দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিহার্য। কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ. গৃহস্থালী, সেবাখাতসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকান্ডে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গ্রামীণ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে এসকল উপাদানের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের মাত্র ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় রয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৯২ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলানায় অনেক কম। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের সরকারী খাতে ৪,৩২৯ মেগাওয়াট এবং বেসরকারী খাতে ৩,৭৭১ মোওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮,১০০ মেগাওয়াট। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশে সরকারী খাতে ৪,৭৯৪ মেগাওয়াট এবং বেসরকারী খাতে ৩,৭৩১ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৮,৫২৫ মেগাওয়াট।[১]

অন্যদিকে দেশের প্রধান জ্বালানি প্রাকৃতিক গ্যাস মোট জ্বালানির শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ পূরণ করে। এযাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৫টি। বর্তমানে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০.৯১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারী ২০১৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৬.৩৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।[২] নিম্নে সারণি ৪১, ৪২, ৪৩ এবং ৪৪ এ বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সম্পদের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে :

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪১ : জাতীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন চিত্র[১]

(মেগাওয়াট)

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা	সর্বোচ্চ উৎপাদন
১৯৯৫-৯৬	২১০৫	২০৮৭
১৯৯৬-৯৭	২১৪৮	২১১৪
১৯৯৭-৯৮	২৩২০	২১৩৬
১৯৯৮-৯৯	২৮৫০	২৪৪৯
১৯৯৯-০০	২৬৬৫	২৬৬৫
২০০০-০১	৩০৩৩	৩০৩৩
২০০১-০২	৩২১৮	৩২১৮
২০০২-০৩	৩৪২৮	৩৪৫৮
২০০৩-০৪	৩৫৯২	৩৯২২
২০০৪-০৫	৩৭২১	৩৭৫১
২০০৫-০৬	৩৭৮২	৩৮১২
২০০৬-০৭	৩৭১৮	৩৭১৮
২০০৭-০৮	৪১৩০	৪১৩০
২০০৮-০৯	৫১৬৬	৪১৬২
২০০৯-১০	৫২৭১	৪৬০৬
২০১০-১১	৬৬৩৯	৪৮৯০
২০১১-১২	৮১০০	৬০৬৬
২০১২-১৩	৮৫২৫	৬৩৫০

সারণি- ৪২ : বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি[২]

অর্থ বছর	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)		গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা	
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০০০-০১	১৩,৭৫০	১২,৯৮৯	৩,২৫,০০	৫,০৪,০৭৪
২০০১-০২	১৪,৫২৮	১৪,৬৪১	৩,৫০,০০০	৬,৬২,৬৪১
২০০২-০৩	১৪,৯২২	১৬,০০২	৪,৫০,০০০	৬,৫০,১২৬
২০০৩-০৪	১৪,৬৬১	১৫,৭০৬	৫,৫০,০০০	৬,৮২,২৮৩
২০০৪-০৫	১৫,৪০০	১৬,২৬০	৬,৫০,০০০	৬,৭০,২৬৩
২০০৫-০৬	১৪,৫০০	১৫,০৯১	৭,৫০,০০০	৭,৪১,০৯৫
২০০৬-০৭	৫,৪৭৬	৪,৭৬৪	৬৫,০০০	৪,৫৩,৪২৬
২০০৭-০৮	৫,০৪২	৩,০৮৯	২,৪৫,০০০	২,২৬,২৫২
২০০৮-০৯	৬,১১৬	৫,০৬২	৩,৬৮,২৭৫	৪,০৫,৯৯০
২০০৯-১০	২,৮৫২	২,৭১৩	৪,২০,০০০	৪,৬৮,৫৬৩
২০১০-১১	২,০৯৫	৩,০২৮	১,৮০,০০০	২,৫৯,৫৪৮
২০১১-১২	৭,৭০০	১০,০৪৯	২,৬৯,৫০০০	৭,১৩,৭১৩
২০১২-১৩	১০,৫০০	১,৮৯১	৩,০০,০০০	১,৪২,৮৯৯

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯-১৬০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৩ : বাংলাদেশে ক্ষেত্র ভিত্তিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ চিত্র[১]

(বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	অবশিষ্ট
বাখরাবাদ	৫	১৭০১.০	১২৩১.৫	৪৯৬.৩৯
হবিগঞ্জ	৯	৩৬৮৪.০	২৬৩৩.০	৭০২.৭৫
কৈলাশটিলা	৬	৩৬১০.০	২৭৬০.০	২১৮২.৮৫
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	২৪৩৩.০	১৯২৩.১৭
সিলেট	১	৩৭০.০	৩১৮.৯	১২০.০৩
তিতাস	১৫	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭.০	২৮২৯.৪৬
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২৭৬.৮	১৩৮.৩৩
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	২৫.৬১
সাঙ্গু	৩	৮৯৯.৬	৫৭৭.৮	৯১.৯৯
সালদানদী	৩	৩৭৯.৯	২৭৯.০	২২৫.০১
জালালাবাদ	৪	১৪৯১.০	১১৮৪.০	৪৬২.৭০
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	২০৩.০	১২৯.৬০
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩.০	৩৮১.০	২৮৫.৯১
মৌলভীবাজার	৪	১০৫৩.০	৪২৮.০	২১৬.৫৮
বিবিয়ানা	১২	৭৪২৭.০	৫৭৫৪.০	৪৪৮৬.৪৩
বাঙ্গুরা	৪	১১৯৮.০	৫২২.০	৩১০.৭০
শাহবাজপুর	২	৬৭৭.০	৩৯০.০	৩৮২.৯৫
সেমুতাং	১	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	৩১৩.৪২
সুন্দলপুর	১	৬২.২	৩৫.১	৩২.৫০
শ্রীকাইল			১৬১.০	১৬১.০০
উপমোট		৩৬২৮০.২০	২৬৩২২.৭৩	১৫৫১৭.৩৬
উৎপাদনে যায়নি				
বেগমগঞ্জ		৩৯.০	২১.০	২১.০
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	৪৫.৫
উৎপাদন স্থগিত		--	--	--
ছাতক		১০৩৯.০	৪৭৩.৯	৪৪৭.৫৪
কামতা		৭১.৮	৫০.৩	২৯.২
ফেনী		১৮৫.২	১২৫.০	৬২.৬০
মোট	৮৩	৩৭৬৮০.২	২৭০৩৮.৫৩	১৬১২৩.২

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০-১৮১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৪ : বাৎসরিক গ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার চিত্র[১]

(বিলিয়ন ফুট)

বছর	উৎপাদন	মোট ব্যবহার
২০০০-০১	৩৭২.১৬০	৩৪৮.৭৭২
২০০১-০২	৩৯১.৫৩০	৩৬৪.৫৮৫
২০০২-০৩	৪২১.১৬০	৪০০.৭০০
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫৯০	৪২৭.৫০১
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭৫০	৪৫৬.১৮০
২০০৫-০৬	৫২৬.৭২০	৪৯৫.১৪২
২০০৬-০৭	৫৬২.২১০	৫৩৬.২৫৮
২০০৭-০৮	৬০০.৮৬০	৫৮৪.৫০৮
২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	৬৪৩.৯৫৯
২০০৯-১০	৭০৩.৬	৭১০.২২৯
২০১০-১১		
২০১১-১২	৭৪৩.৫৭	৭০৩.৮
২০১২-১৩*	৩৩২.০৭	৩৫৯.৪৩

*সাময়িক

৪. পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের অবস্থা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হল- আধুনিক, নিরাপদ, সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক সুসম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১০.৭৪ শতাংশ ও ৬.৬২ শতাংশ।[২] বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম খাত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সাম্প্রতিক অবস্থা সারণি- ৪৫, ৪৬ এবং ৪৭ এ তুলে ধরা হয়েছে :

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৫ : বিভিন্ন প্রকার সড়কপথের পরিমাণ[১]

(কিলোমিটার)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০১	৩০৮৫	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৪৬২

সারণি- ৪৬ : এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন চিত্র[২]

কার্যক্রম	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	ফেব্রু'১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুননির্মাণ/পুনর্বাসন (কি: মি:)	৫৮০৬৭	৬৫৭৩	৪২						৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুননির্মাণ/পুনর্বাসন (কি: মি:)	৫০৭১৪	৪৮৭২	৫০৮৬	৩২৭৭	৪০২৩	৪৯০৫	৪৪৪৫		৮৬৭০৫
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯২৫১৯১	৩৯৭২৮	৪০০৬৭	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	২৬৪১৫	১৩৭৭৫		১১৭৬৪৪১

সারণি- ৪৭ : টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন চিত্র[৩]

গ্রাহক শ্রেণী, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

Dhaka University Institutional Repository

৫. মানবসম্পদ

বাংলাদেশের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক খাত হল মানবসম্পদ। জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশিক্ষিত ও শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মানবসম্পদ এখন সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম হাতিয়ার। সম্প্রতি বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধি আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়নকল্পে সামাজিক খাতে বিনিয়োগও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (MDG) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের সামাজিক উন্নয়ন এজেন্ডার মূল অঙ্গীকার হচ্ছে মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে মানব কল্যাণ সাধন করা। নিম্নে সারণি ৪৮, ৪৯, ৫০ এবং ৫১ এ বাংলাদেশের মানবসম্পদ এর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে :

সারণি- ৪৮ : মানবসম্পদ উন্নয়নে কতিপয় মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দের বিবরণ[১]

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১৩*
শিক্ষা, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭০৬৩	৭৩৮১	৯৩৭৩	১১০৫৭	১১৬৫৪	১২৫৩৫	১৬১৭১	১৮৫৭৫	২০৩১৬	২২১৪৫
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৩৪৪৫	৩১৭৫	৪১১২	৪৯৫৭	৫২৬১	৬১৯৬	৬৮৩৩	৭৬১৭	৮৮৬৯	৯৩৩৩
যুব ক্রীড়া এবং সংস্কৃতি	২৫৭	২৯৭	৪১৪	৩৩৫	২৮৭	৩২০	৫৩০	৯১১	৯২৪	৮৭৮
শ্রম ও কর্মসংস্থান	৫৬	৯০	১০৬	৯৬	১১৯	১২০	৬৯	৬৭	৮২	২০১
সমাজকল্যাণ	৭১৩	১১৫২	১৩৫৩	১৪৬৮	২০২৮	২৩৯৬	২৮১২	৩৪৯৯	৩৯৬৭	৪০৭৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	১৬৩	৩০০	৩৬৭	৪১৬	৪৬৯	৫৫৩	৪৬৫	৫৪৯	৫৬০	৬৭০
মোট বরাদ্দ	১১৬৯৭	১২৩৯৫	১৫৭২৫	১৮৩২৯	১৯৮১৮	২২১২০	২৬৮৮০	৩১২১৮	৩৪৭১৮	৩৭৩০২

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৯ : বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা[১]

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	২০১১ সাল পর্যন্ত
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	
(ক) মোট	৮৯৭১২
(খ) সরকারী	৩৭৬৭২
(গ) বেসরকারী	৫২০৪০
নিবন্ধনকৃত	২০১৬৮
নিবন্ধনকৃত নয়	১৪৮৫
অন্যান্য	৩০৩৮৭
নিম্ন মাধ্যমিক	২৯৮৯
মাধ্যমিক	১৬০৮১
উচ্চমাধ্যমিক	১৯২৮
পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	১৭১
গ্লাস এন্ড সিরামিক ইন্সটিটিউট	১
গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউট	১
ভকেশনাল ইন্সটিটিউট	৯০
পি, টি, আই	৫৪
বাণিজ্যিক কলেজ	২৫
দাখিল	৬৬৬৯
আলিম	১৪০১
ফাজিল	১০৫৬
কামিল	২০৪
পালি ও টোল কলেজ	৯৩
সংস্কৃত টোল ও কলেজ	১২৬
সাধারণ কলেজ (সরকারী)	২৪০
সাধারণ কলেজ (বেসরকারী)	১২৬৪
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	১১
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৪
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৫
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী ও বেসরকারী)	৩
চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়	১
ভেটেনারী এন্ড এ্যানিমেল সায়েন্স ইউনিভার্সিটি	১
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারী)	৮
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারী)	৫৪
শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ	১১৮
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়	৬৩
ডেন্টাল মহাবিদ্যালয়	১৩
আইন মহাবিদ্যালয়	৭১
হোমিওপ্যাথিক মহাবিদ্যালয়	৩৮
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	৩২
লেদার টেকনোলজি	১
মিউজিক কলেজ	২
টেক্সটাইল কলেজ	৫
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট	৫

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫০ : থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিসপেনসারি, ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা[১]

২০১১ সাল পর্যন্ত	
থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪৬৩ টি
ডিসপেনসারি	১৩৬২ টি
ডাক্তার	৫৩০৬৩ জন
নার্স	২৫০১৮ জন

সারণি : ৫১ বাংলাদেশে পুষ্টি পরিস্থিতির তুলনামূলক চিত্র[২]

সূচক	২০০৭	২০১১
কম ওজনের শিশু (%)	৪১	৩৬
খর্বাকৃতি শিশু	৪৩	৪১
শিশুর মাতৃদুগ্ধ পানের হার (%)	৪৩	৬৪
শিশুকে মাতৃদুগ্ধ প্রদানকারী মায়ের আয়রণ ট্যাবলেট ও ভিটামিন এ প্রাপ্তির হার (%)	৯৮	১০০

৬. দারিদ্র্য

বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এ পর্যন্ত এদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কোন টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে এদেশে এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসরত জনসংখ্যার হার শতকরা ৩১.৫%।[৩] দারিদ্র্য হচ্ছে এদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির পথে প্রধান বাধা। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্পায়নে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ, কৃষিতে সহজশর্তে ঋণ বিতরণ এবং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার ফলে দারিদ্র্যের হার কিছুটা কমে এসেছে। বিশ্বব্যাংকের এক গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত এক দশকে বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমেছে প্রায় দেড় কোটি।

বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্ত বেষ্টনীর আওতায় আশ্রয়ণ প্রকল্প, একটি বাড়ী একটি খামার, ঘরে ফেরা, মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।[৪] আশা করা হচ্ছে এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হবে। নিম্নের সারণি- ৫২ এ বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে :

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭
৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫২ : বাংলাদেশের আয়-দারিদ্র্যের গতিধারা[১]

	২০১০	২০০৫	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০৫-২০১০	২০০০	বার্ষিক পরিবর্তন (%) (২০০০-২০০৫)
মাথা-গণনা সূচক					
জাতীয়	৩১.৫	৪০.০	-৪.৬৭	৪৮.৯	-৩.৯
শহর	২১.৩	২৮.৪	-৫.৫৯	৩৫.২	-৪.২
পল্লী	৩৫.২	৪৩.৮	-৪.২৮	৫২.৩	-৩.৫
দারিদ্র্য ব্যবধান					
জাতীয়	৬.৫	৯.০	-৬.৩০	১২.৮	-৬.৮০
শহর	৪.৩	৬.৫	-৭.৯৩	৯.১	-৬.৫১
পল্লী	৭.৪	৯.৮	-৫.৪৬	১৩.৭	-৬.৪৮
দারিদ্র্য ব্যবধানের বর্গ					
জাতীয়	২.০	২.৯	-৭.১৬	৪.৬	-৮.৮১
শহর	১.৩	২.১	-৯.১৫	৩.৩	-৮.৬৪
পল্লী	২.২	৩.১	-৬.৬৩	৪.৯	-৮.৭৫

৭. পরিবেশ উন্নয়ন

পরিবেশ বর্তমানে সামাজিক উন্নয়নের একটি উল্লেখযোগ্য খাত। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতাবৃদ্ধি, বিভিন্নস্থানে ঘন ঘন সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে।[২] এমতাবস্থায় সম্পদ এবং জীববৈচিত্র সংরক্ষণে পরিবেশ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রতি বিশেষভাবে জোর দেয়া হচ্ছে। পরিবেশগত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করে দূষণমুক্ত সুস্থ্য পরিবেশ ও পরিবেশবান্ধব প্রতিবেশ গড়ে তুলতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।[৩]

ভৌগলিক কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতই বাংলাদেশেও পরিবেশগত উন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেহেতু অর্থনৈতিক কার্যাবলী এখনও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের জিডিপি-তে অবদান টেকসই ও উন্নত পরিবেশ দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও টেকসই পরিবেশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হওয়ায় পরিবেশ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সমন্বিত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে।

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

২. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *সমাজ ও উন্নয়ন : তুলনামূলক সংবীক্ষণ*, ঢাকা : বুক চয়েস, ৪র্থ সং, ২০১০, পৃ. ৪১৫-৪১৬

৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবছর বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস এবং পাহাড়ী ঢলে এদেশের প্রচুর ফসলি জমি এবং জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ এখন নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার। ইতোমধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের ঋতু বৈচিত্র্য হারিয়ে গেছে। বর্তমানে জলবায়ু পরির্তনের ফলে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব তৈরী হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বিরূপ প্রভাব হচ্ছে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। গত ১০০ বছরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার।[১] সমুদ্র উপকূল এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকিসমূহ ও বিপন্নতা অভিযোজন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ব্যাপারে সমীক্ষা ও মূল্যায়নের ফলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশ হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের সবচেয়ে বেশী বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম।[২] এমতাবস্থায় বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে পরিবেশ রক্ষা ও এর উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার কোন বিকল্প নেই।

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের অন্যতম একটি হচ্ছে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। উন্নয়নের পদ্ধতি/কৌশলকে দেশের নীতিমালা ও কার্যক্রমসমূহের সঙ্গে সমন্বিতকরণ এবং এর মাধ্যমে পরিবেশগত সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এবং জীব বৈচিত্র্যের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস এ লক্ষ্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)–এর Millennium Development Goals: Bangladesh progress Report 2011 শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৭নং এমডিজি এর আওতায় নিরাপদ সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।[৩] টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশের অগ্রগতি সারণি-৫৩ এ দেয়া হল :

১. প্রাগুক্ত, প্র. ২৮৮

২. Bangladesh Center for International Studies, *Peace and Development in South Asia*, Dhaka : Published by M. Sajjad Hossain, 1st Ed., 2010, p. 26

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫৩ : পরিবেশ সংক্রান্ত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে অগ্রগতি[১]

উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং নির্দেশকসমূহ	ভিত্তি বছর ১৯৯৯	বর্তমান অবস্থা	২০১৫ এর লক্ষ্যমাত্রা
লক্ষ্য ৭ খ: জীববৈচিত্র্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসকরণ, ২০১০ এর মধ্যে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাসকরণ			
৭.১ বনভূমি মোট ভূমির শতকরা অংশ (বৃক্ষের অংশ)	৯.০	১৯.২ (২০০৭) বৃক্ষের ঘনত্ব>১০%	২০.০ বৃক্ষের ঘনত্ব>৭০%
৭.২ কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমন (মাথাপিছু মেট্রিক টনস)	০.১৪	০.৩০	
৭.৩ ওজোন হ্রাসকারক সিএফসি গ্রহণ (মেট্রিক টনস)	১৯৫	১৫৫ (২০০৭)	০
৭.৪ মৎসের মজুদ নিরাপদ জীব ব্যাপ্তির শতকরা অংশ		৫৪ অভ্যন্তরীণ ও ১৬ সামুদ্রিক	
৭.৫ মোট ব্যবহারকৃত পানি সম্পদ এর শতকরা হার		৬.৬ (২০০৭)	
৭.৬ সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকার শতকরা অংশ	১.১৪	১.৬৮% (২০০৭) ও সামুদ্রিক	৫.০
৭.৭ বিলুপ্ত হওয়ার আশংকাযুক্ত জীবকুলের শতকরা অংশ		২০১ অভ্যন্তরীণ ও ১৮ সামুদ্রিক	
৭.৮ উন্নত সুপেয় পানি ব্যবহারকারীদের শতকরা হার	৮৯.০	৯৭.৮ (২০০৭)	১০০
৭.৯ স্বাস্থ্য সম্মত টয়লেট ব্যবহারকারীদের হার	২১.০	৩২.২ (২০০৬)	৬০
৭.১০ শহরাঞ্চলে বস্তিবাসীদের হার		৭.৮ (২০০১)	

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জলবায়ুর নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন[২] পরিলক্ষিত হয়েছে :

- বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা গত ১৪ বছরে (১৯৮৫-৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সে. বৃদ্ধি পেয়েছে।
- গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলেমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে।
- বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত স্বল্প সময়ে বেশী বৃষ্টিপাত শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করছে।
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বিগত ২০০২, ২০০৩, ২০০৪, ২০০৭ সালে।
- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়েছে এবং এর প্রকোপও বৃদ্ধি পেয়েছে। অশান্ত সমুদ্র জেলেদের জীবিকার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা

সমস্যার আলোকেই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের খাত চিহ্নিত করা হয়। পূর্বোক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল মানবকল্যাণ। দারিদ্র্য বিমোচন এবং মানুষের সামগ্রিক অভাব ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই এ দু'টি উন্নয়ন ধারণার উৎপত্তি। তাতে দেখা গেছে যে, উভয়টি পৃথকভাবে উন্নয়ন প্রচেষ্টা চালালেও এদের কর্মক্ষেত্র অভিন্ন। মানবকল্যাণে এদের প্রচেষ্টা মিলে মিশে হাত ধরাধরি করে চলে বলে এ দু'টি উন্নয়ন ধারণার যৌগিক নামকরণ করা হয়েছে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন একটি অপরিহার্য বিষয়। আলোচ্য অধ্যায়ের পরিচ্ছেদ এক ও পরিচ্ছেদ *দুই* এ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিচিতি ও পরিধি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিচ্ছেদ তিন এ আলোচনা করা হচ্ছে- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা আলোচনা করার পূর্বে এদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সে আলোকে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মতৎপরতা উপস্থাপিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা

অর্থনৈতিক সমস্যার পরিচয়

সম্পদ অর্জন ও তা ব্যয়-ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার অভাব পূরণ করে থাকে। অথচ সম্পদ সীমিত কিন্তু অভাব অসীম।[১] সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব এ দু'য়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাদেরকে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে।[২] মানুষের অভাব যেমন অসীম তেমনি মানুষের অভাব পূরণের ক্ষমতাও যদি অসীম হতো তা হলে অর্থনৈতিক সমস্যা বলে কিছু থাকতো না।[৩] কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ উপকরণের সাহায্যে অগণিত অভাব পূরণ করতে গিয়ে মানুষকে দৈনন্দিন জীবনে প্রধানত দু'টি সমস্যার[৪] সম্মুখীন হতে হয়। যথা :

১. **সম্পদের সমস্যা :** মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে সম্পদের স্বল্পতার সমস্যা হল মূল সমস্যা।

---

১. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টন ব্যবস্থা*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ১ম সং, ২০১০, পৃ. ১১

২. প্রফেসর মনতোষ চক্রবর্তী, *প্রিন্সিপলস অব্ ইকনোমিক্স*, ঢাকা : ডি. চক্রবর্তী, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ২১

৩. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, ড. মাহমুদ আহমদ অনূ., ঢাকা : বি আই আই টি, ২য় সং, ২০১০, পৃ. ১৯

৪. মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ বাহেজ উদ্দিন, মোঃ শাসুল হুদা, *অর্থনীতি প্রথম পত্র*, ঢাকা : পুথিনিলয়, ২০১৩, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের অভাব অসীম কিন্তু অভাব পূরণের উপকরণসমূহ সীমাবদ্ধ। যদি অভাব পূরণের উপায়গুলো প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পাওয়া যেত তাহলে স্বল্পতা বলতে কিছু থাকত না এবং অর্থনৈতিক সমস্যারও উদ্ভব হতো না। কিন্তু অভাব মোচনের উপকরণসমূহের স্বল্পতার দরুন বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হয়। সুতরাং মানব জীবনের সব অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে সম্পদের স্বল্পতা বা দুষ্প্রাপ্যতা।

২. **নির্বাচনের সমস্যা :** মানুষের অভাব পূরণের উপকরণগুলো একদিকে যেমন সীমিত তেমনি এগুলো আবার বিকল্প ব্যবহারযোগ্য অর্থাৎ একটি উপকরণ একাধিক দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কোন উপকরণকে যে কোন একটা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হলে তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করা যায় না; এজন্য নির্বাচন বা পছন্দের সমস্যা দেখা দেয়। সীমাবদ্ধ উপকরণগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে অধিকতর প্রয়োজনীয় অভাবগুলো মেটানো যায় এবং সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করা যায়।[১] বস্তুত, অসংখ্য অভাবের মধ্যে কোনগুলো পূরণের জন্য এবং কোন উপকরণ কতটুকু ব্যবহার করা হবে মানুষের সর্বদাই এ সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এটাই হল বাছাই বা নির্বাচনের সমস্যা। সুতরাং মানুষের অভাব পূরণের উপকরণগুলোর স্বল্পতা এবং বিভিন্ন অভাবের মধ্যে নির্বাচন বা বাছাইজনিত সমস্যাই হল মানবজীবনের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা এবং এ সমস্যা থেকেই সমাজে আরও নানারূপ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পটভূমি

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি এবং সামগ্রিক অর্থনীতি কৃষিনির্ভর।[২] ঐতিহাসিকভাবে ভৌগলিক অবস্থানের বিচারে বাংলাদেশ এবং সমগ্র উপমহাদেশের গ্রামকে একক ধরে গ্রামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। কালজয়ী সমৃদ্ধ কুটির শিল্প এবং সুদক্ষ কারুশিল্প ছিল এ দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে বর্গীদের আধিপত্যে এ শক্তি খর্ব হয়। কালক্রমে এদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। বৃটিশ শাসনামলে এ দেশ থেকে কাঁচামালের তুলনায় তৈরী পণ্যই বেশী রপ্তানি হতো। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের পর শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বন্ধ হয় এবং কাঁচামাল রপ্তানি আরম্ভ হয়। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এর মাধ্যমে এদেশের অর্থনীতির গলায় শিকল পরিয়ে রাখা হয়।[৩] ঔপনিবেশকাল থেকে এদেশের অর্থনীতির আধুনিক যুগ বিবেচনা করা হলেও শিল্পায়নে তখনো আধুনিকায়নের প্রভাব পড়েনি। বরং এদেশের অর্থনীতি ক্রমশ আরো কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ে। বৃটিশ শাসনের সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত এ দেশটি শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং শিল্পপণ্যের বাজার হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

পাকিস্তান আমলে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট সমষ্টিগত পরিকল্পনার আওতায় এ দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো হয়। শিল্পোন্নয়নের উপর জোর দেয়া হয় কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও রূপান্তরের কথা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২. http://bn.wikipedia.org/wiki/বাংলাদেশের_অর্থনীতি (accessed 30 Feb 2014)

৩. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, *আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

বিবেচনা করা হয়নি। পল্লী অঞ্চলে উৎপাদন সম্পর্ক, ভূমিব্যবস্থা ও মালিকানা প্রভৃতি বিষয় অপরিবর্তিত থাকায় কৃষির উন্নয়ন প্রকৃত অর্থে সম্ভব হয়নি। উপরন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে অব্যাহত সম্পদ স্থানান্তরের ফলে এখানে বিনিয়োগযোগ্য উদ্বৃত্তের অভাব সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান শাসনামলের প্রায় পঁচিশ বছরে এ দেশে কিছু রাস্তাঘাট এবং কল-কারখানা স্থাপিত হলেও এদেশের অর্থনীতির মৌলিক কোন উন্নয়ন সাধিত হয়নি। জমিদারী প্রথার বিলুপ্তি সত্ত্বেও ভূমিব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার ও কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কোন পরিবর্তন না হওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামো ক্রমান্বয়ে সংকটের দিকে ধাবিত হয় এবং দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কাঙ্খিত হারে কর্মসংস্থান না হওয়ায় বেকারত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজির প্রাধান্যের ফলে এখানকার ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীরা অগ্রসর হতে পারেনি। অন্যদিকে কৃষক, শ্রমিক ও কর্মজীবী সাধারণ মানুষ বঞ্চিত ও শোষিত হতে থাকে এবং আয় ও সম্পদ কয়েকটি গোষ্ঠী ও পরিবারের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।[১] অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এ সকল মৌলিক সমস্যাবলীর উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

বর্তমানে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে কিছু মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। মাথাপিছু স্বল্প আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষির স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা, শিল্পে অনগ্রসরতা, বেকার সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, শিক্ষার অভাব, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতি বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। নিম্নে বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো তুলে ধরা হল :

১. **মাথাপিছু স্বল্প আয় :** বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল জনসাধারণের স্বল্প মাথাপিছু আয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর সবচেয়ে কম উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কাতারের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয় ৮৭,৭১৭ ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯,৬৪১ ডলার ও যুক্তরাজ্যের মাথাপিছু আয় ৩৯,০৯০ ডলার। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ৯২৩ ডলার।[২]

২. **জীবনযাত্রার নিম্ন মান :** বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল জনগণের জীবন যাত্রার নিম্নমান। এদেশের অধিকাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে জীবন যাপন করে এবং তারা নূন্যতম মৌলিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ এর হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে এদেশে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থানরত জনসংখ্যার হার ৩১.৫ শতাংশ।[৩]

---

১. ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ, *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, পৃ. xvii

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. **অত্যধিক কৃষি নির্ভরতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরতা। এদেশের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। তন্মধ্যে মাত্র ২৫ ভাগ মানুষ শহরে এবং বাকী ৭৫ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে[১] এবং তারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৭.৩০ ভাগ কৃষিতে নিয়োজিত।[২] ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষির অবদান ছিল শতকরা ১৯.৪১ শতাংশ।[৩] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল।

৪. **শিল্পে অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটি প্রধান সমস্যা হল শিল্পক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। বৃটিশ ঔপনিবেসিক শাসন ও পাকিস্তানী আমলের শোষণ নীতির ফলে বাংলাদেশে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে বাংলাদেশ আজও শিল্পে অনুন্নত রয়ে গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান হল শতকরা ৩১.১৩ শতাংশ। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতাকে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪]

৫. **অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটি সমস্যা হল অনুন্নত ও প্রাচীন উৎপাদন ব্যবস্থা। এদেশের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর কিন্তু এখানকার কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। প্রচীন চাষপদ্ধতি, জমির খণ্ডীকরণ, পানিসেচের অভাব, উন্নত বীজ ও সারের অভাব প্রভৃতি কারণে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ক্ষমতা খুবই কম। অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থা বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা।

৬. **মূলধনের স্বল্পতা :** বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটি উল্লখ্যযোগ্য সমস্যা হল- মূলধন স্বল্পতা। এদেশের অধিকাংশ লোক দরিদ্র এবং তাদের সঞ্চয় খুবই অল্প। সঞ্চয়ের অভাবে মূলধন গঠন ও বিনিয়োগের হারও অত্যন্ত কম। পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

৭. **শিক্ষার অভাব :** শিক্ষা হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চাবিকাঠি। কিন্তু বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ও নিরক্ষর। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৭.৯ ভাগ মাত্র।[৫] প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব এবং নিরক্ষরতা বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

---

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পালিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ২২৩

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

Dhaka University Institutional Repository

৮. **দক্ষ জনশক্তির অভাব :** বাংলাদেশের অর্থনীতির আরেকটি মৌলিক সমস্যা হল- দক্ষ জনশক্তির অভাব। বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অদক্ষ। আধুনিক কলাকৌশল ও উৎপাদন পদ্ধতির সাথে তারা মোটেও পরিচিত নয়। কারিগরী জ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশের শ্রমিকদের দক্ষতা অত্যন্ত নিম্নমানের। দক্ষ ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাবে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে।

৯. **দক্ষ সংগঠনের অভাব :** বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল- দক্ষ সংগঠনের অভাব। শিল্প ও কল-কারখানায় পুঁজি বিনিয়োগ করে ঝুঁকি বহন করার মতো দক্ষ সংগঠন বা উদ্যোক্তা শ্রেণীর একান্ত অভাব রয়েছে। সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের অভাবে এদেশে দক্ষ ও উদ্যোক্তা শ্রেণী গড়ে উঠেনি। দক্ষ সংগঠক বা উদ্যোক্তার অভাবে বাংলাদেশের শিল্পায়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১০. **প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার :** বাংলাদেশের আরেকটি মৌলিক সমস্যা হল- প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারে অক্ষমতা। বাংলাদেশে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মূলধনের স্বল্পতা, কারিগরি ও প্রযুক্তি জ্ঞানের অভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এদেশের ভূ-গর্ভস্থ বহু সম্পদ এখনও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করতে না পারার দরুন আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

১১. **অনুন্নত আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো :** বাংলাদেশের আরেকটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল- অনুন্নত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কতগুলো মৌলিক সুযোগ-সুবিধা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রয়োজন হয়। যেমন : উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, বাঁধ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি। এগুলো হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের বুনিয়াদ বা অবকাঠামো। বাংলাদেশের অবকাঠামো অত্যন্ত দুর্বল।

১২. **খাদ্য ঘাটতি :** বাংলাদেশের আরেকটি মৌলিক সমস্যা হল- খাদ্য ঘাটতি। কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ খাদ্য-শস্য বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বর্তমানে প্রতি বছর বাংলাদেশকে গড়পরতা ১০ থেকে ১৫ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। খাদ্য ঘাটতি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা।

১৩. **ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি :** বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের স্বল্পতা এবং অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের ক্রমাগত ঊর্ধ্বগতি নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

১৪. **অনুন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা :** বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা অনুন্নত। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা বিশেষভাবে উপেক্ষিত ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং পরবর্তীতেও বাংলাদেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা কাঙ্খিত মানের উন্নত নয়। সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫. **বেকার সমস্যা :** বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যা হল বেকার সমস্যা। এদেশে জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি না পাওয়ায় বেকার সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখনো বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা প্রায় ৩৩ ভাগ বেকার। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মক্ষম লোক বেকার রয়েছে।[১] ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

১৬. **বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূলতা :** বাংলাদেশের আরেকটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল- বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি। বাংলাদেশ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকর্ম রপ্তানি করে তা অপেক্ষা অনেক বেশী দ্রব্য ও সেবাকর্ম বিদেশ থেকে আমদানি করে। এ কারণে বৈদেশিক বাণিজ্য সর্বদাই বাংলাদেশের প্রতিকূলে থাকে।

১৭. **বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা :** অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও মূলধন গঠনের হারের স্বল্পতার দরুণ উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানের জন্য বাংলাদেশকে প্রতিনিয়ত বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশের মোট উন্নয়ন ব্যয়ের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে।[২] বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা।

১৮. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ :** বাংলাদেশের আরেকটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হল- প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রায় প্রতি বছরই খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দেয়। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্ননের প্রতি পদে পদে ব্যাপক সমস্যা রয়েছে এবং প্রতিটি সমস্যাই পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। একটি অন্যটির কারণ রূপে বিরাজ করছে। এসব অর্থনৈতিক সমস্যাকে ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূলত কয়েকটি মৌলিক সমস্যা অন্যান্য সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী। বেকারত্ব, জনসংখ্যা, সুদ ও শ্রম সমস্যাকে এজন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যায়।

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

সামাজিক সমস্যার পরিচয়

সামাজিক সমস্যা শব্দটি 'সামাজিক' ও 'সমস্যা' -এ দু'টি প্রত্যয়যোগে গঠিত। সামাজিক প্রত্যয়টি সমাজ সম্পর্কিত বিষয়াবলীকে নির্দেশ করে যার মাঝে রয়েছে সামাজিক সম্পর্ক, কাঠামো, মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি।[৩] অন্যদিকে সমস্যা প্রত্যয়টির মাধ্যমে অবাঞ্ছিত, দ্বন্দ্বপূর্ণ, অসম ও জটিল এক অবস্থা, শর্ত, পরিস্থিতি বা আচরণকে বুঝানো হয়। অতএব সামাজিক ও সমস্যা -এ দু'টি প্রত্যয়ের

---

১. মোহাম্মদ লুতফুল হক ও প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, *ধনবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ১ম সং, ১৯৯৫, পৃ. ১৩

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা*, ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

মিলিতরূপ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলা হয়- সামাজিক সমস্যা হল মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজ কাঠামো প্রভৃতির সমস্যা।[১] এক কথায়, সমাজ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত অনাকাঙ্খিত, অবাঞ্ছিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা বা আচরণ হল সামাজিক সমস্যা। অর্থাৎ- যে সকল অনাকাঙ্খিত ও ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সামাজিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সমাজের মানুষের প্রয়োজন পূরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে। এ মৌলিক দিকটি সামনে রেখেই সমাজবিজ্ঞানীরা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। Nisbet বলেছেন :

> These (social problem) are called social since these are directly related to human relationships and the accepted system of society. We may call them problems since these create hurdles in expected plans and point out upheavals in the regular life of community.[২]

সমাজবিজ্ঞনী L.A Frank বলেন :

> Social problem is any difficulty or misbehaviour of fairly large number of persons which we wish to remove or correct.[৩]

Arnold Rose বলেন :

> A social problem may be defined as a situation which has influenced a good majority of people, i.e.. they believe that this situation itself is responsible for their difficulties ar displeasures which may be reformed.[৪]

Rabb এবং Selznik বলেন :

> It is the problem of social relationship which challenges the society itself or creates obstacles in the satisfaction of important ambitions of many people.[৫]

সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে International Encyclopedia of Social Sciences এ বলা হয়েছে :

> Social problems are described most simply as perplexing questions about human societies proposed for solution. Social problems are part of the climate of opinion in society which enters on expressed needs for public policies and anticipated requirements for social control.[৬]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

২. Nisbet in Dr. Rajendra K. Sharma, *Social Problems and Welfare*, New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1998, p. i

৩. Samuel Koenig, *Sociology : An intruduction to the science of Society*, , New York : Barns & Noble, 1957, p. 303

৪. Arnold Rose in Dr. Rajendra K. Sharma, *Social Problems and Welfare*, New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1998, p. i

৫. Ibid

৬. *International Encyclopedia of Social Sciences*, Vol. 14, The Macmillan Company & The Free Press, USA, 1968, p. 452

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, সামাজিক সমস্যা মূলতঃ সমাজস্থ মানুষের জীবনের এমন এক অস্বাভাবিক, যাতনাদায়ক, অপ্রত্যাশিত, অনাকাঙ্খিত, অবাঞ্ছিত ও অবাস্তব পরিস্থিতি যা সমাজের অধিকাংশ মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে সমাজে বিশৃঙ্খলা তৈরী করে এবং যা থেকে উত্তরণের জন্য সমাজের সকল মানুষের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশের মৌলিক সামাজিক সমস্যা

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। সামাজিক সমস্যা তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থায় সামাজিক সমস্যাগুলো ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যে সকল সমস্যাবলী সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী আলোচিত এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধানের দাবী রাখে সেগুলো হল- দারিদ্র্যতা, নিরক্ষরতা, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, প্রবীণ সমস্যা, মাদকাসক্তি, নাগরিক বৈষম্য, কিশোর অপরাধ, গৃহহীনতা, শিশু শ্রম এবং শহুরে সমস্যা ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হল :

১. **দারিদ্র্য** : দারিদ্র্য বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা। এদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, দারিদ্র্য কেবল একক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয় বরং অন্যান্য সকল ধরণের সমস্যার সাথে এটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। বাংলাদেশে এ সমস্যা তাই স্বাভাবিকভাবেই সর্বাগ্রে বিবেচনার দাবী রাখে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারীভাবে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্যে রয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন।[১] দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়া এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক দিকের সফলতা নির্ভর করে দারিদ্র্য নিরসনের উপর। দারিদ্র্যের ফলে সমাজ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বস্ত্র, বাসস্থান, পুষ্টি ও জনগণের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সমাজের জন্য যোগ্য, সক্ষম ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে তারা গড়ে উঠতে পারে না এবং সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

২. **বেকারত্ব** : বেকারত্ব বলতে সাধারণত কর্মহীনতাকে বুঝায়। কোন ব্যক্তি যদি আয়-উপার্জনমূলক কোন কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে তবে ঐ ব্যক্তির অবস্থাকে সাধারণ দৃষ্টিতে বেকারত্ব হিসেবে ধরা হয়।[২] বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মাঝে বেকারত্ব একটি বিরাট সমস্যা। একদিকে অধিক জনসংখ্যা অপরদিকে কর্মের সীমিত সুযোগের ফলে বেকারত্বের পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। এছাড়া কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি, শিল্পের মানসম্মত বিকাশ না হওয়া, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, দারিদ্র্য ইত্যাদির[৩] ফলে সমাজে প্রতিনিয়ত বেকারত্ব তৈরী

১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। তাছাড়া সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং নানাবিধ অপরাধের মূলে রয়েছে বেকারত্ব। বেকারত্বকে তাই একটি অভিশাপ হিসাবে সর্বদা বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের পথে বেকারত্ব একটি বড় বাধা।

৩. **নিরক্ষরতা :** আক্ষরিক অর্থে নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীনতাকে বুঝায়। এ অর্থে নিরক্ষর হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মধ্যে অক্ষর জ্ঞান নেই। বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মাঝে নিরক্ষরতা একটি মৌলিক সমস্যা। এর ফলে সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা যেখানে একটি মৌলিক উপকরণ সেখানে বাংলাদেশে নিরক্ষরতার হার এখনো বিদ্যমান। ২০১৩ সালের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫৭.৯ %। তন্মধ্যে পুরুষ ৬১.১% এবং মহিলা ৫৪.৮%।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো নিরক্ষর। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অনগ্রসরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে বিরাট একটি বাধা। বর্তমানে শিক্ষা ছাড়া কোন প্রকার উন্নয়নই সম্ভব নয়।

৪. **অপরাধ :** বাংলাদেশের মৌলিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মাঝে অপরাধ একটি অন্যতম সমস্যা। সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে অপরাধ হল সমাজ বিরোধী কাজ। অপরাধ হল ঐ সমস্ত কর্মকান্ড বা আচরণ যেগুলো সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের পরিপন্থী।[২] এতে করে এ সমস্ত কর্মকান্ড সার্বিক সমাজ জীবনের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করে সমাজ জীবনকে অস্থিতিশীল ও বিশৃঙ্খল করে তুলতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সামাজিক অপরাধসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- বাল্যবিবাহ, যৌতুক, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি, পতিতাবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, মাদক, উশৃঙ্খলতা, ইভটিজিং ইত্যাদি। এসকল সমস্যার কারণে সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

৫. **দুর্নীতি :** বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলোর মাঝে দুর্নীতি সবচেয়ে মারাত্মক একটি সমস্যা। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার বিশ্বের সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতিমূলক কাজ ও আচরণ আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা সমাজ ব্যবস্থাই দুর্নীতি নামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত। এদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজ পরিচালনার বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ দুর্নীতির সাথে জড়িত। এর ফলে সামাজিক উন্নয়ন ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিনিয়ত দুর্নীতির বিভিন্ন খবরা-খবর সংবাদপত্র ও মিডিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যানাল এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ দুর্নীতিতে পর পর পাঁচ বার শীর্ষস্থান অর্জন করে।[৩] যা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। এজন্য দুর্নীতিকে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের পথে একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১-১৬৩

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. xvii

৩. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

Dhaka University Institutional Repository

৬. **মাদকাসক্তি :** বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি বিশেষ স্থান দখল করে আছে এবং সমাজ জীবনের ওপর এটি সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।[১] সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির পেছনে মাদকাসক্তি বিশেষভাবে দায়ী। মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা এবং দেশ, সমাজ ও ব্যক্তির ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমাজের সকলেই কমবেশী সচেতন ও উদ্বিগ্ন। যৌতুক, নারী নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি সামাজিক অপরাধের পেছনে রয়েছে মাদকের বিশেষ ভূমিকা।

৭. **নারী নির্যাতন ও নারী পাচার :** সাধারণভাবে নারী নির্যাতন বলতে পুরুষ কর্তৃক নারীদেরকে কোন না কোন প্রকার কষ্ট দেয়াকে বুঝায়। ব্যাপক অর্থে নারী নির্যাতন বলতে নারীদের উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোন ধরণের নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বুঝায়।[২] বাংলাদেশে নারী নির্যাতন একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা। যৌতুক, মারধর, এসিড নিক্ষেপ, ধর্ষণ, ইভটিজিং ইত্যাদি বাংলাদেশের নারীদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। নারীদের হেয় করা এবং নারী অধিকার খর্ব করা সমাজের নিত্যনৈমত্তিক দৃশ্য। প্রতিদিন খবরের কাগজে আতংকিত হওয়ার মত নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ এবং নারী পাচারের খবর প্রকাশিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নারী নির্যাতন ও পাচার একটি গুরুতর সমস্যা।

৮. **হত্যা-সন্ত্রাস :** হত্যা-সন্ত্রাস বাংলাদেশের অন্যতম মৌলিক সামাজিক সমস্যা। বিত্তশালী এবং ক্ষমতাবানদের ছত্র-ছায়ায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপের মাধ্যমে হত্যা, গুম, অপহরণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজী ও বিভিন্ন অপকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারী ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে কর্মরত অসৎ ব্যক্তিদের ছত্রছায়ায় সমাজে বিভিন্ন সন্ত্রাসী গ্রুপ প্রতিনিয়ত সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর ফলে সাধারণ জনগণের মাঝে ব্যাপক ভীতির সঞ্চার হয় এবং নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। বর্তমানে সন্ত্রাস বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা।

বাংলাদেশের মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশটি বহুমুখী ও পরস্পর নির্ভরশীল জটিল আর্থ সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত এবং সমস্যাগুলো বহুমাত্রিক ও পরস্পর নির্ভরশীল।[৩] কোন সমস্যাই একক এবং বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করছে না। প্রতিটি সমস্যা পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত এবং একটি অন্যটির কারণরূপে সমাজে বিরাজ করছে। এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলী ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করলে মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসেবে নিম্নলিখিত সমস্যাবলীকে চিহ্নিত করা যায় :

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

৩. ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

১. দারিদ্র্য
২. বেকারত্ব
৩. জনসংখ্যাধিক্য
৪. সুদ
৫. শ্রম
৬. নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা
৭. দুর্নীতি
৮. ভিক্ষাবৃত্তি
৯. নারী নির্যাতন ও নারী অধিকারহীনতা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তৎপরতা

ইসলাম আল্লাহ্‌র মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অভাব মোচনের জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদন, সর্বস্তরের মানুষের মাঝে এর সুষম বণ্টন এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ইসলাম ইনসাফপূর্ণ অর্থব্যবস্থা প্রণয়ন করেছে। এ অর্থব্যবস্থার মূলে রয়েছে বিশ্ব জাহানের একমাত্র স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এবং তাঁর নির্দেশিত পথে অর্থোপার্জন ও তা ব্যয় করা।[১] ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হল, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আং ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা।[২] এ জন্য ইসলাম বিত্তশালীদের উপর দান-সাদকার পাশাপাশি যাকাত ও উশরকে অবধারিত করে দিয়েছে এবং কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষতি হয়[৩] এমন সব অর্থনৈতিক পন্থা যেমন- সুদ, জুয়া, গুদামজাতকরণ, কালোবাজারী, অবৈধ পণ্য এবং অবৈধ সেবার লেন-দেন, অন্যের মালিকানাধীন সম্পদ বেচা-কেনা ইত্যাদিকে চিরতরে হারাম ঘোষণা করেছে।[৪]

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সামাজিক উন্নয়নের রয়েছে সুনিবিড় সম্পর্ক। কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব নয়। সেজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি ইসলাম সামাজিক উন্নয়নের প্রতিও সবিশেষ জোর দিয়েছে। সমাজের মৌলিক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে ইসলাম সে সকল সমস্যা সমাধানের পথ ও পন্থা বাতলে দিয়েছে এবং সমাজের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্যতা দূরীকরণে ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম যাকাত ও উশরকে রাষ্ট্রীয়

১. সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, অধ্যাপক শরীফ হুসাইন সম্পা., ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৪, পৃ. ৫১-৫২
২. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূ., ঢাকা, আই ই আর বি, ১ম সং, ১৯৮৯, পৃ. ৪; শাহ আবদুল হান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ৩য় সং, ২০০৭, পৃ. ২৭
৩. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*, আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান অনূ., ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সং, ২০০৭, পৃ. ২১
৪. শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী 'উসমানী, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি : সমস্যা ও সমাধান*, মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন অনূ., ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ৩য় সং, ২০০৮, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থাপনায় ধনীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছে। বেকারত্ব দূরীকরণে ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তিকে উৎপাদনমুখী হতে এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিয়েছে। নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা দূরীকরণে ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে শিক্ষিত মুসলিমদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছে। এছাড়া সকল প্রকার সামাজিক অন্যায়-অনাচার যেমন : হত্যা-সন্ত্রাস, লুণ্ঠন, মদ, জুয়া, ব্যভিচার, যৌতুক, নারী নির্যাতন, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, চুরি-ডাকাতি, লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং তা প্রতিরোধের লক্ষ্যে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামের যেমনি রয়েছে বিবিধ কর্মকৌশল তেমনি আর্থ-সামাজিক সমস্যা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে রয়েছে নৈতিক উৎসাহ এবং বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন। প্রকৃতপক্ষে যে কোন সমাজ বা রাষ্ট্র ইসলাম নির্দেশিত পথ ও পন্থা অনুসরণ করে একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল একটি দেশ। এদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য। সরকারী হিসাব মতে শতকরা ৩১.৫ ভাগ মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।[১] দু'বেলা দু'মুঠো পেটপুরে খেতে পায় না -এমন মানুষের সংখ্যা এদেশে অগণিত। দারিদ্র্যের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক বেকার, অধিক জনসংখ্যার চাপ, সুদ, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা, দুর্নীতি, ভিক্ষাবৃত্তি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি এদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা। জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও ইচ্ছা-অনিচ্ছায় এদেশের অধিকাংশ মানুষকে বাধ্য হয়ে সুদী ব্যাংকের সাথে লেন-দেন করতে হয়।[২] ইসলামী অনুশাসনে অভ্যস্ত হলেও সরকারীভাবে যাকাত ও উশর ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ প্রতিবছর যদি যাকাত ও উশর যথাযথভাবে আদায় করা হয় তাহলে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। ইসলামী নীতির আলোকে যদি এদেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করা যায় তাহলে এদেশের অর্থনীতি একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ যদি ইসলামী নীতির আলোকে সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তাহলে এদেশের সমাজ হয়ে উঠবে দারিদ্র্যমুক্ত, সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ।

এ পরিচ্ছেদের শুরুতে বাংলাদেশের মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। যে সকল সমস্যা ইসলামের দৃষ্টিতে সমগ্র মানবতার জন্যই বিরাট সমস্যা। এ সকল আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলাম অত্যন্ত কার্যকর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। ইসলামী অর্থব্যবস্থার কাঙ্খিত লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্দেশনার আলোকে দেশের ষোল কোটি মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্তে নিজস্ব পরিসরে সম্ভব সকল প্রকার তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব দূরীকরণ,

---

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

২. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও দিকনির্দেশনা', *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা*, দৈনিক সংগ্রাম, আবুল আসাদ সম্পা., ২০০৪, ঢাকা, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা, সুদের করাল গ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করা, অলস, বেকার ও কর্মহীনদের হাতে পুঁজি তুলে দিয়ে তাদেরকে শ্রমমুখী করে তোলা, জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করা, সুদের ভয়ংকর ক্ষতি থেকে জাতিকে মুক্ত করা, নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়া, ভিক্ষাবৃত্তি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, অসহায় মানুষকে মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ব্যাপক অবদান রাখছে। এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপিত হবে।

দারিদ্র্য সমস্যা

বাংলাদেশ একটি দরিদ্র প্রধান মুসলিম দেশ। দারিদ্র্য এদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বাংলাদেশ অর্থনৈতি সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী এদেশের প্রায় ৩১.৫ ভাগ মানুষ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে[১] এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান অতি নিম্ন। সুদীর্ঘকাল থেকে জীবনের মৌলিক চাহিদাসমূহ (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) থেকে এদেশের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত। কর্মসংস্থানের অভাবে বিপুল সংখ্যক মানুষ নিকৃষ্ট পেশা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। যা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ এবং মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে অনভিপ্রেত। অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের গৃহীত যাকাত ও উশরের বিধান বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব বলে খ্যাতনামা কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জোরালো মতামত ব্যক্ত করেছেন।[২] দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারীভাবে ইসলামের যাকাত বিধান বাস্তবায়িত না হওয়ার ফলে এদেশের মানুষ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুগযুগ ধরে দারিদ্র্যকবলিত হয়ে আছে। এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ কিছুটা হলেও আলাদা যাকাত ফান্ড গঠন করে তার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

দারিদ্র্যের পরিচয়

প্রাচীন কাল থেকেই দারিদ্র্য বিশ্বের প্রধান সমস্যা। এটি সর্বব্যাপী ও অত্যন্ত মারাত্মক একটি আর্থ-সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্যের ব্যাপকতা ও নাজুকতাকে সামনে রেখে অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে এর পরিচয় প্রদান করেছেন। বি. সুবাই রাউনট্রি বলেন : দারিদ্র্য হল স্বল্প আয় যা দক্ষতা রক্ষা এবং মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের তুলনায় অপ্রতুল।[৩] অর্থনীতিবিদ ওঝা দারিদ্র্যকে পুষ্টির ঘাটতি বা অপুষ্টির আঙ্গিকে দেখেছেন।[৪] অনেকে দারিদ্র্যকে ক্ষুধার যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন।[৫] কারো কারো মতে, একটি পরিবারকে তখনই দরিদ্র বলা যাবে, যখন ঐ পরিবারের কোন সদস্যকে

---

১. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

২. দৈনিক নয়া দিগন্ত, ৮ জুন ২০১৪, পৃ. ১৩

৩. Seebohm Rowntree, *Poverty and Progress*, London, 1941, p. 225

৪. P. D. Ojha, *Configuration of Indian Society*, Delhi : Adam Publisher's and Distributors, 1995, p. 1-12

Dhaka University Institutional Repository

বছরের কোন না কোন দিন না খেয়ে কাটাতে হয়।[১] মিলার এবং রবী অর্থনৈতিক মর্যাদাকে দীর্ঘস্থায়িত্বের মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস হিসেবে তুলে ধরেছেন।[২] দারিদ্র্যকে অনেকে জীবনের মৌলিক অভাব পূরণের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[৩] বিশ্ব খাদ্য সংস্থা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের জন্য দারিদ্র্যের মান নির্ধারণ করে বলেছে : প্রতিদিন জীবন ধারণের জন্য ২,১২২ ক্যালরী খাদ্য ও ৫৮ গ্রাম প্রোটিন ক্রয়ে অক্ষম জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র বলে ধরা হবে। আর ১,৮০৫ ক্যালরী খাদ্য কোনভাবে যোগাতে পারে না এমন জনগোষ্ঠীকে চরম দরিদ্র বলে ধরা হবে। অপরদিকে বিশ্ব ব্যাংক দারিদ্র্যের দু'টি সীমারেখা নির্ধারণ করে বলেছে : যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ৩৭০ মার্কিন ডলার তা সাধারণ দারিদ্র্যসীমা বলে ধরা হবে আর যেখানে জনপ্রতি বার্ষিক জিডিপি ২৭৫ ডলার তা চরম দারিদ্র্যসীমা বলে ধরা হবে। UNDP -এর মতে, দারিদ্র্য নির্ণয় করার সময় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index) ও মানব স্বাধীনতা সূচক (Human Freedom Index)-কেও মাথাপিছু বার্ষিক আয়ের সাথে যুক্ত করতে হবে।[৪] অর্থাৎ- মানব উন্নয়ন সূচক এবং মানব স্বাধীনতা সূচককে যৌথভাবে মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে একত্রিত করলে বিশ্বস্ততার সাথে দারিদ্র্যাবস্থা নির্ণয় করা যাবে।

ইসলামে দারিদ্র্যসীমা

ইসলামে দারিদ্র্যকে প্রধানত: দু'টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

১. **চরম দারিদ্রসীমা :** এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত হল ফকীর এবং মিসকীন। ফকীর হল, যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই এবং যারা সর্বোতভাবে নিঃস্ব এবং ভিখারী। অন্যকথায় ফকীর বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ নেই। অপরদিকে মিসকীন হল, যারা মারাত্মক অভাবী নয় তবে যাদের সহসাই অভাবী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. মিসকীনদের পরিচয় প্রদান করে বলেন :

> যারা ধনী হবার কোন সুযোগ নেই, দারিদ্র্য প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষা জোটে না, হাত পেতে অন্যের কাছে কিছু চায়ও না।[৫]

এছাড়া যারা কর্মক্ষম অথচ বেকার, তারাও মিসকীন। যাদের অবস্থা কিছুদিন আগেও ভালো ছিল কিন্তু হঠাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বা কোন দুর্যোগে পতিত হওয়ার ফলে রিক্তহস্ত হয়ে পড়েছে। এধরণের ব্যক্তি পূর্বে যতই বিত্তবান থাকুক, সে মিসকীন হিসেবে পরিগণিত হবে।

---

১. Desia, Rural Development of Rural Poor, *Dharmpur Project Report*, New Delhi : IIMA Ahmadabad, 1991, p. 21
২. S. M. Miller & Pamela Roby, *Poverty Changing Social Stratification*, 1969
৩. Rose Michael, *The Relief of Poverty*, London : Macmillan, 1992
৪. রিজওয়ানুল ইসলাম, *উন্নয়নের অর্থনীতি*, ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১ম সং, ২০১০, পৃ. ৭০; মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'দারিদ্র্য বিমোচন ঃ ইসলামী প্রেক্ষিত', *Thoughts on Economics*, Vol. 13, January-June 2003, I E R B, Dhaka, p. 63
৫. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৩

Dhaka University Institutional Repository

২. **সাধারণ দারিদ্র্যসীমা :** ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় এবং যার ওপর যাকাত ফরয নয় এমন ব্যক্তিই সাধারণ দরিদ্র বলে বিবেচিত হবে। আর সাধারণ দারিদ্র্য হল- ব্যক্তির এমন অবস্থা যেখানে মানুষের নুন্যতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হওয়ার পর সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে কিন্তু তা যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ হয় না। ইমাম শাতিবী র. মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি স্তরে ভাগ করেছেন।[১] যথা :

১. জারুরীয়াত
২. হাজিয়াত
৩. তাহসানিয়াত

তাঁর মতে জারুরিয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন ৬টি। যথা :

১. আকীদাহ/দ্বীন	:	ঈমান, দ্বীন, আদর্শ
২. নাফস্	:	অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, পানীয় ইত্যাদি
৩. নাসল	:	পরিবার গঠনের ক্ষমতা
৪. আকল	:	শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা
৫. মাল	:	নূন্যতম পরিমাণ সম্পদ
৬. হুররিয়াত	:	স্বাধীনতা

বাংলাদেশের বর্তমান দারিদ্র্য পরিস্থিতি

বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম অধ্যুষিত একটি দরিদ্র দেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে এদেশের দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ ভূখন্ডে মোট জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। জনসংখ্যার ৩১.৫ শতাংশ মানুষ এখনো চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে।[২] ঘণবসতিপূর্ণ ও সীমিত সম্পদের এদেশে ২০০5 সালে চরম দারিদ্র্যের হার ছিল ৪০.৪ শতাংশ। ২০১০ সালে তা নেমে দাঁড়ায় ৩১.৫ শতাংশে। UNDP-Human Development Report ২০১৩ এর তথ্যমতে Multi-dimensional Poverty Index (MPI) এ বাংলাদেশের মান ০.২৯২।[৩] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী জনগোষ্ঠী এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে।

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম দারিদ্র্যকে আল্লাহ্র প্রতি বান্দাহর আনুগত্যের পরীক্ষা ও দুর্ভোগ হিসেবে বিবেচনা করে। পবিত্র কুর'আনে ঘোষণা করা হয়েছে :

---

১. ইমাম শাতিবী, *আল মুয়াফ্ফাকাত ফি উসূলিস্ শরী'আহ্*, ২য় খ, পৃ. ১৭৭

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

> আমি নিশ্চয় ভয়, বিপদ, অনশন, জানমালের ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো। এ অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য সুসংবাদ।[১]

ইসলাম দারিদ্র্যকে সামাজিক বঞ্চনা এবং ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে।[২] কেননা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্র্যতা মানুষকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। এ জন্য মহানবী সা. সর্বদা আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে প্রার্থনা করতেন যে :

> হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে দারিদ্র্য, অভাব ও নীচুমনা থেকে পানাহ চাই।[৩]

ইসলাম মনে করে দারিদ্র্য কবলিত সমাজ কখনো উন্নতি লাভ করতে পারে না। মানুষের যদি খাওয়া পরার ব্যবস্থা না থাকে, বসবাসের জায়গা না থাকে তাহলে সমাজে অশান্তি, নৈরাজ্য, আইন-শৃংখলার অবনতি, সমাজ গর্হিত কর্মতৎপরতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। কুর'আনে একদিকে যেমনি বলা হয়েছে দারিদ্র্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আবার বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্যের কারণে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না, মানুষের জন্য রিয্‌কের ব্যবস্থা আল্লাহ্-ই করেন। সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করো না। মহানবী সা. বলেছেন :

> দারিদ্র্য মানুষকে কাফির বানিয়ে দিতে পারে।[৪]

সুতরাং দারিদ্র্য হচ্ছে মানুষের ঈমান ও চরিত্র এবং সমাজের নিরাপত্তা আর স্থিতিশীলতার প্রতি হুমকি স্বরূপ। এর কবলে পড়লে মানুষের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং বহু সামাজিক সমস্যা তৈরী হয়। ইসলাম ধনাঢ্যতাকে আল্লাহ্ প্রদত্ত এক নিয়ামত হিসেবে গণ্য করে এবং দারিদ্র্যতাকে এমন এক বিপদ মনে করে যা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইতে হবে।[৫] মহানবী সা. সাধারণভাবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে নির্দিষ্টভাবে দারিদ্র্যতা থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর তাগিদ দিয়েছেন। সমাজে যাতে দারিদ্র্য না আসতে পারে তার জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া সরকার ও দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ একান্ত কর্তব্য।

দারিদ্র্য সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হল, সমাজে স্থায়ী দরিদ্র হিসেবে কোন নিম্ন শ্রেণীর লোক থাকবে না। কেউ সাময়িকভাবে দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলাম এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক, আইনানুগ ও ব্যবহারোপযোগী কাঠামো সৃষ্টির পক্ষপাতি যা দারিদ্র্যাবস্থা নিরসনের নিশ্চয়তা দেবে এবং ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে প্রবৃদ্ধি বিকাশে সহায়তা করবে। একদিকে ব্যক্তিগতভাবে কোন মানুষ বা সমষ্টিগতভাবে কোন জাতি যাতে দরিদ্র অবস্থায় পতিত না হয় সে জন্য ইসলামে যেমন রয়েছে ইতিবাচক পদক্ষেপ তেমনি রয়েছে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপও।

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ১৫৫

২. এ. জেড. এম. শামসুল আলম, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*, ঢাকা : ই ফা বা, ৪র্থ সং, ২০০৫, পৃ. ১১৯

৩. ইমাম আবূ দা'ঊদ, *আবূ দা'ঊদ শরীফ*, কিতাবুয যাকাত, ড. আ ফ ম আবূ বকর সিদ্দীক অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৬, ২য় খ, হাদীস নং- ১০২১, পৃ. ৫৮

৪. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৩১৬

৫. ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*, মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনূ., মোঃ মোখলেছুর রহমান সম্পা., ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ১ম সং, ২০০৮, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম একদিকে বিত্তবানদেরকে গরীবদের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে যেমন সজাগ ও সচেতন করেছে, অপরদিকে অন্যায় ও অবৈধ পন্থায় সম্পদ অর্জন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সম্পদ আহরণ ও ভোগ ব্যবহারের অধিকার দেয়ার সাথে সাথে সম্পদ অর্জন ও খরচের নীতিমালাও ইসলাম দিয়েছে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বেচ্ছাচারী পন্থায় সম্পদ অর্জন ও ভোগ করতে বা জমা করতে পারবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের কিছু মানুষ হঠাৎ ধনী এবং ব্যাপক গণ মানুষ দারিদ্র্যে নিপতিত হতে পারবে না।

ইসলাম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দারিদ্র্যতা ছড়ানোর সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। মজুদদারী বা অন্য কোন কৃত্রিম পন্থায় বাজার দর প্রভাবিত করে অধিক মুনাফা অর্জন করা ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সুদী কারাবার বা হারাম পন্থায় অর্থোপার্জন ইসলামী অর্থব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য নয়। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে ইসলাম সম্পদের সুষম বণ্টনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলাম সম্পদ কেন্দ্রীভূত করণের সকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে। সমাজে যাতে আয়-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, সম্পদের সমবণ্টন নিশ্চিত হয় এবং অপচয় রোধ হয়, সে জন্য ইসলাম কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।[১] বস্তুতঃ ইসলামের এ সকল বিধি-নিষেধের মূল লক্ষ্য হল সমগ্র মানবতাকে দারিদ্র্য মুক্ত করা।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের কর্মসূচী

দারিদ্র্য সর্বকালে বিশ্বের এক মহাসমস্যা। এটি মানুষকে ক্রমশ অন্যায়ের পথে ধাবিত করে নিয়ে যায়। এ জন্য মহানবী সা. বলেছেন :

> দারিদ্র্য মানুষকে কাফির পর্যন্ত বানিয়ে দেয়।[২]

রাসূলুল্লাহ সা. প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌র নিকট এ বলে প্রার্থনা করতেন যে :

> হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের খাদ্যে বরকত দাও। আর আমাদের ও আমাদের খাদ্যের মাঝে তুমি কোন ব্যবধান সৃষ্টি করো না। কেননা যথারীতি খাদ্য না পেলে আমরা নামায-রোযা করতে পারব না, আমাদের মহান রব নির্দেশিত কর্তব্যসমূহ পালন করাও আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে না।[৩]

কার্যত দারিদ্র্য হল রক্তের শূণ্যতা বিশেষ। অর্থ সম্পদ মানুষের জন্য সে কাজ করে যা রক্ত করে মানুষের দেহের জন্য। রক্ত মানুষের দেহ ও জীবনের স্থিতির নিয়ামক। রক্ত-স্বল্পতা দেখা দিলে মানুষের দেহ নানা দুরারোগ্য ব্যাধির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে অর্থ সম্পদ না থাকলে মানুষের জীবনও অচল হয়ে পড়ে অনিবার্যভাবে।[৪] তা যেমন ব্যক্তিজীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে তেমনি করে সামষ্টিক জীবনে। কারণ, মানুষের আর্থিক প্রয়োজন দেখা দেয় জন্মমুহূর্ত থেকেই। অর্থসম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোন শক্তি বা মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি দরিদ্র জাতিও বিশ্বের জাতিসমূহের সামনে সম্মান-সম্ভ্রম থেকে হয় বঞ্চিত। এ জন্য মহানবী সা. তাঁর দরিদ্র জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে রেখে গেছেন অত্যন্ত কার্যকর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী। নিম্নে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের গৃহীত কর্মসূচী তুলে ধরা হল :

---

১. এ. এ. এম হাবীবুর রহমান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : হেলেনা পারভীন, ২য় সং. ২০০৪, পৃ.৩৯
২. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬
৩. আহমাদ শালাবী, *আল-হুকুমিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ*, কায়রো : দারুল 'আরব, ১৯৯১, পৃ. ৫৩০
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

১. **সম্পদের মালিকানার ধারণায় পরিবর্তন সাধন :** ইসলাম সর্বপ্রথম সম্পদের মালিকানার ধারণায় পরিবর্তন আনয়ন করেছে। মহান আল্লাহ্ই মানুষের জীবিকা এবং সকল কিছুর একমাত্র মালিক। মানুষ কেবল উপকারভোগী এবং প্রয়োজনমাফিক ব্যবহারকারী।[১] এ ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম শুরুতেই মানুষের নিরঙ্কুশ মালিকানার ধারণা রহিত করে শোষণবাদী মানসিকতার মূলোৎপাটন করেছে। এক্ষেত্রে দু'টি যুগান্তকারী মূলনীতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমত : সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার।[২] সৃষ্টি জগতের কোন বস্তু, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন মানুষ তার আসল মালিক নয়। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন :

> আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যা ইচ্ছা তাই সৃষ্টি করেন।[৩]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

> আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবকিছুই আল্লাহ্র।[৪]

দ্বিতীয়ত : মালিকানার ব্যাপারে মানুষ আল্লাহ্র বিধানকে পুরোপুরি মেনে চলবে এবং আল্লাহ্র ইচ্ছার বিপরীতে সে এক কপর্দকও আয়-ব্যয় করবে না। আর মানুষ মূলত আল্লাহ্র প্রতিনিধি। আল্লাহ্ বলেন :

> তিনিই আল্লাহ্ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদীসমূহকে।[৫]

আল্লাহ্ আরো বলেন,

> তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নিদর্শন।[৬]

অতএব, পৃথিবীর সমস্ত বস্তু থেকে কল্যাণ লাভ এবং তা ভোগ-ব্যবহার করার ব্যাপারে সকল মানুষ সম অধিকারী। কেননা আল্লাহ্ এ সব কিছুকে নির্বিশেষে সকল মানুষের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। এতে বিশেষ কোন ব্যক্তি, বংশ বা শ্রেণী কিংবা বর্ণের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়নি এবং সম্পদের উপর কাউকে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়নি।

---

১. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, অধ্যাপক শরীফ হুসাইন সম্পা., ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, প্রথম সং, ১৯৯৪, পৃ. ৫৮; A. M. Chowdhury, *Economic Order of Islam and Private Ownership*, Dhaka : Islamic Cultural Centre, 2nd Ed., 1980, p. 5; Mokammel, A Aziz, *Principles of Economics : Conventonal and Islamic*, Dhaka : Published by Mokammel & A Aziz, 2nd Ed., 2008, p. 49

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *কুর'আনের আলোকে মু'মিনের অর্থনৈতিক জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ২য় সং, ২০১২, পৃ. ১০; ড. হাসান জামান, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ১৯৮১, পৃ. ৫

৩. আল-কুর'আন, ৪২ : ৪৯

৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৮৪

৫. আল-কুর'আন, ১৪ : ৩২

৬. আল-কুর'আন, ৪৫ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

২. সম্পদ অর্জনের ধারণায় পরিবর্তন সাধন

সম্পদ সম্পর্কে আবহমান কাল থেকে মানুষের প্রচলিত ধারণা ছিল যে, ধন-সম্পদ অর্জনই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং এর মাধ্যমেই তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হয়। এ ধারণার পরিবর্তে ইসলাম ঘোষণা করল যে, অর্থ-সম্পদ মানুষের জীবনের জন্য অপরিহার্য বটে তবে তা মানুষের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু নয়। মহানবী সা. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মানুষকে জানিয়ে দেন :

> তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।[১]

এ ঘোষণার পর ধনার্জনের প্রতিযোগিতা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং বদলে যায় দারিদ্র্য সম্পর্কে মানুষের চিন্তা সূত্র।

৩. কর্মে উৎসাহ দান

দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উপায় হল উৎপাদন কাজে ব্যাপৃত থাকা। ইসলাম কোন ধরনের কাজের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে না।[২] রাসূল সা. সবসময় কাজে ব্যস্ত থাকতেন এবং সাহাবীদেরকেও এ ব্যাপারে নিরন্তর উৎসাহ দিতেন।[৩] কাজ করার জন্য কখনো কখনো রাসূল সা. এর হাতে ফোস্কা পড়ে যেতো। তখন তিনি হাত দেখিয়ে বলতেন :

> আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এরূপ শ্রমাহত হাত খুবই পছন্দ করেন এবং ভালবাসেন।[৪]

মহানবী সা. সবসময় কাজ করাকে উৎসাহিত করতেন। তিনি বলেন :

> হালাল রুজি উপার্জন করা সর্বাপেক্ষা প্রধান কর্তব্য।[৫]
>
> নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা অধিক উত্তম খাদ্য আর কিছুই নেই।[৬]
>
> ইবাদাতের সত্তরটি অংশ রয়েছে, তন্মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে হালাল রিয্ক সন্ধান।[৭]

সাহাবীগণ একদিন রাসূল সা.-কে কোন প্রকারের উপার্জন উত্তম? জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন :

> ব্যক্তির নিজ হাতের কাজের বিনিময়ে লব্ধ মুনাফা।[৮]

কর্মে উৎসাহ দিয়ে তিনি আরো বলেন :

> তোমাদের কেউ রশি নিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে স্বীয় পিঠের উপর বহন করে নিয়ে আসলে আল্লাহ্ তাকে সে ভিক্ষাবৃত্তি হতে রক্ষা করবেন যাতে কিছু পাওয়া না পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই।[৯]

---

১. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩

২. ইসমা'ঈল আর. আল-ফারুকী, 'ইসলাম ও শ্রমিক', *ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা : সামাজিক প্রেক্ষাপট*, ঢাকা : বি আই আই টি, ১ম সং, ২০০৩, পৃ. ৭৬

৩. Moulana Fariduddin Masuod, *Workers Right in Islam*, Dhaka : I F B, 1st Ed., 1947, p. 44

৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৫. আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-বায়হাকী, *আস্-সুনানুল কুবরা*, শু'আবুল ঈমান, বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হি

৬. আহমদ ইবন শু'আইব আন-নাসা'ঈ, *সুনানু নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবুল বুয়ূ, মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ২০০৪, ৪র্থ খ, হাদীস নং-৪৪৫৪, পৃ. ৩৮০

৭. আহমাদ শালাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

৮. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ১৫২৭৬

৯. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম সং, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৩৭৭, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরও বলেন :

> ফজর নামায পড়ার পর জীবিকা উপার্জনে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে থেকো না।[১]

মহানবী সা. নিজে ব্যবসা করেছেন এবং কৃষি কাজ করেছেন। বস্তুত কেবল মহানবী সা.-ই নন বরং নবী হযরত দাউদ, হযরত আদম, হযরত নূহ, হযরত ইদ্রিস আ. সহ সকল নবী-রাসূলই কাজ করতেন।[২]

৪. ব্যবসায় উৎসাহ দান

দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম একটি মাধ্যম ব্যবসা। একক বা যৌথভাবে মানব কল্যাণের নিমিত্তে ব্যবসা করাকে ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে।[৩] পবিত্র কুর'আনে ব্যবসার বৈধতার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

> আল্লাহ্ ব্যবসাকে হালাল করেছেন।[৪]

কুর'আনে আরো ইরশাদ হয়েছে:

> নামাজ সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করবে।[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

> তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।[৬]

মহানবী সা. নিজে ব্যবসা করেছেন এবং ব্যবসায় তাঁর বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। তিনি হযরত খাদীজা রা. -এর পণ্যসামগ্রী সমেত সিরিয়া যান এবং প্রায় দ্বিগুণ মুনাফা অর্জন করেন। ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকার্জনের জন্য ইসলামে প্রচুর উৎসাহব্যঞ্জক বাণী রয়েছে। রাসূল সা. বলেন :

> সত্যবাদী, ন্যায়পন্থী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আম্বিয়া, সিদ্দিকীন ও শুহাদা প্রমুখ মহান ব্যক্তির মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে।[৭]

মহানবী সা. আরও বলেন :

> রুজীর দশভাগের নয় ভাগই রয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে।[৮]

বস্তুত দারিদ্র্য নিরসনে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী তাই বলেন :

> ব্যবসা বাণিজ্যের এ ব্যবস্থা না হলে তোমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ত এবং অপরের জন্য বোঝা হয়ে যেত।[৯]

---

১. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

২. Moulana Fariduddin Masuod, ibid, p. 44-45

৩. মুহাম্মদ আল-ব্যুরে, *প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি*, আমীর মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ অনূ., ঢাকা : বি আই আই টি, ১ম সং, ২০০৭

৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৫৭

৫. আল-কুর'আন, ৬২ : ১০

৬. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুল বুয়ূ, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাস'ঊদ অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০১০, ৫ম খ, হাদীস নং-১১৩০, পৃ. ৪৩

৭. 'আলাউদ্দীন আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, ৪র্থ খ, বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫, পৃ. ১২৬

৮. উদ্ধৃত, এ কে এম ফজলুল হক, 'দারিদ্র বিমোচনে মহানবী সা.-এর শিক্ষা ও আদর্শ', *দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম*, নুরুল ইসলাম মানিক সম্পা. ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ২০০৫, পৃ. ৪০৯

৯. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫. সম্পদের সুষম আবর্তন নিশ্চিতকরণ

দারিদ্রের অন্যতম প্রধান কারণ হল, সমাজের গুটিকতক লোকের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে থাকা। এর ফলে ধন-সম্পদের আবর্তন রুদ্ধ হয়ে যায় এবং সম্পদ বন্টন ও বিতরণে সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। তাই পুঁজিপতি শ্রেণী আরও ধনবান এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হতে থাকে। এ অবস্থার অবসানকল্পে ইসলাম সমাজের সর্বস্তরের লোকের মাঝে সম্পদের সুষম আবর্তনের ব্যবস্থা করেছে।[১] পবিত্র কুর'আনে ঘোষিত হয়েছে :

> যারা স্বর্ণ রৌপ্য পুঞ্জিভূত করে রাখে আর তা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।[২]

আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন :

> তোমাদের মাঝে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মাঝেই যেন সম্পদ আবর্তন না করে।[৩]

সম্পদের সুষম আবর্তনের জন্য ইসলাম কার্যকর সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ জন্য যাকাত, ফিতরা, উশর, মিরাসী আইন, দান, করজে হাসানা, হিবা ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর ফলে সম্পদ শুধুমাত্র ধনবানদের কাছে পুঞ্জিভূত না থেকে দরিদ্রদের কাছেও ছড়িয়ে পড়ছে।

৬. কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অটুট রাখা

দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ বেকারত্ব। কোন সমাজেই বেকারত্ব থাকাবস্থায় দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলাম সকল মানুষের কর্মসংস্থানের অধিকারের কেবল স্বীকৃতিই দেয়নি বরং তা নিশ্চিতও করেছে। এ অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান অংশীদার এবং এটি একটি মানবাধিকারও। কোন মানুষকেই তার জন্মগত এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এ ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে একজন অন্যজনের উপর প্রাধান্যও পেতে পারে না।

মদীনা রাষ্ট্রে মহানবী সা. এ অধিকার লাভের সুযোগ সকলের জন্য সমভাবে উন্মুক্ত করেছিলেন। এর ফলে সকল মানুষই নিজের দক্ষতায় অর্থ উপার্জন করে বিত্তবান হতে পেরেছে। নিজের অক্ষমতার কারণে অনেকে স্বচ্ছলতা হারাত কিন্তু তাই বলে কোন লোককেই তার মৌলিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি। দক্ষতার পরীক্ষায় কেউ ব্যর্থ হলে সে রাষ্ট্রীয়ভাবে তার মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা পাকাপোক্ত দেখতে পেত।[৪] ফলে কারোরই দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হবার আশংকা ছিল না।

---

১. আব্দুল খালেক, 'বিশ্বনবীর সা.-এর কর্মসূচীতে অর্থনীতির রূপ', *অগ্রপথিক*, ই ফা বা, ঢাকা, এপ্রিল, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭

২. আল-কুর'আন, ৯ : ৩৬

৩. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৭

৪. এ কে এম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

Dhaka University Institutional Repository

৭. কর্মক্ষমদের নিরাপত্তা বিধান

সমাজের সকল মানুষ উপার্জনের যোগ্যতাসম্পন্ন নয়।[১] সমাজে কর্মহীন, পঙ্গু, বৃদ্ধ, ইয়াতীম শিশু ও অক্ষম এমন অনেক মানুষ থাকে যারা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। ইসলাম এসকল নিঃস্ব, সর্বহারা, অক্ষম, আয়হীন এবং বেকার ও স্বল্প আয়ের নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার কথা বলে। ইসলাম যাকাত, সাদকাতুল ফিতর, দান-অনুদান ইত্যাদির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও উপার্জনহীনদের জন্য অর্থনৈতিক কল্যাণের সুব্যবস্থা করেছে।[২] মহানবী সা. মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিকদের এরূপ শিক্ষা দিয়েছেন যে, তারা যে ধন-সম্পদ উপার্জন করবে তা দ্বারা শুধু তাদের নিজেদের নয় বরং সমাজের দরিদ্র ও আশ্রয়হীন মানুষের উপকারেও ব্যয় করা হবে।

৮. সুদ রহিত করণ

সুদ অর্থনৈতিক শোষণের প্রধান হাতিয়ার। প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মেই সুদের অপকারিতা তুলে ধরে একে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।[৩] সুদের কারণে সমাজের দরিদ্র শ্রেণী আরও দরিদ্র এবং ধনী শ্রেণী আরও ধনী হয়।[৪] দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত মানুষ প্রয়োজনের সময় সাহায্যের কোন দরজা খোলা না পেয়ে সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়।[৫] সুদের কারণে ঋণ গ্রহীতাকে অনেক সময় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে হলেও সুদসহ আসল টাকা পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে অপ্রতিহত গতিতে দারিদ্র্য বেড়ে যায়। প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে এ ধরনের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের প্রচলনের কথা জানা যায়।

সুদের ভয়াবহ ও জঘন্য কুফল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্য ইসলাম আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী সুদকে নিষিদ্ধ করে বিনিয়োগ ও উৎপাদনকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সুদকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে মহান আল্লাহ্ বলেন :

> আল্লাহ্ সুদকে হারাম করেছেন।[৬]

সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে অর্থবন্টন ব্যবস্থায় সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের সৃষ্টি হয়। মদীনায় সুদমুক্ত অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সুদজনিত মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মন্দা ও অস্থিতিশীলতা থেকে অর্থ ব্যবস্থা রক্ষা পায় এবং উৎপাদনের উপযোগী পরিবেশ বজায় থাকে।[৭] মহানবী সা. অসৎ অর্থনৈতিক কার্যাদির মাঝে সুদকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে গণ্য করেছেন। রাসূল সা. সুদ সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন :

---

১. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

২. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, 'অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.-এর অবদান', *অগ্রপথিক*, ই ফা বা, ঢাকা, জুলাই, ১৯৯৭, পৃ. ১৯৭

৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : আই ই আর বি, ১ম সং, ১৯৯২, পৃ. ৬

৪. ড. হাসান জামান, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ১৯৮২, পৃ. ৫

৫. মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, ঢাকা : আই ই আর বি, ১ম সং, ১৯৯২, পৃ. ১৯

৬. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৫

৭. এ কে এম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২

Dhaka University Institutional Repository

সুদখোর, সুদদাতা, এর লেখক ও স্বাক্ষী অভিশপ্ত। তারা সকলেই এক পর্যায়ভুক্ত।[১]

এমনিভাবে সুদ প্রথা রহিত করে ইসলাম দারিদ্র্য প্রসারের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

৯. পুঁজির ব্যবস্থা করা

ইসলামে সুদভিত্তিক পুঁজি লাভের অবৈধ পন্থা নিষিদ্ধ করে বিত্তহীনদেরকে অথৈ সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়নি বরং বৈধ পন্থায় তাদের পুঁজি লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যারা চাষবাসে উৎসাহী ইসলাম তাদের মাঝে পতিত জমি বন্টনের নির্দেশ প্রদান করেছে। ফলে মদীনায় পতিত ও অনাবাদী জমিসমূহ আবাদ হতে পেরেছিল এবং কৃষি কাজে উৎসাহী বহু বেকার মানুষ শ্রম বিনিয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। এর মাধ্যমে মানুষের দারিদ্র্যের অবসান ঘটেছিল। অন্যদিকে যারা ব্যবসা ও বাণিজ্যপ্রবণ লোক ছিল তাদের জন্য নগদ পুঁজি যোগাড় করার ব্যবস্থাও মহানবী সা. করেছিলেন। ধনাঢ্য সাহাবীরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিনিয়াগ করতেন নতুবা সাময়িকভাবে ঋণ দিতেন। এছাড়া বাইতুলমাল থেকেও ঋণের ব্যবস্থা করা হতো। এর ফলে একদিকে যেমন বেকার লোকেরা অর্থোপার্জন করার সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি অনুৎপাদনশীল খাতে পড়ে থাকা পুঁজি দারিদ্র্য বিমোচনে কজে লেগেছিল।[২]

১০. সম্পদের নিয়ন্ত্রিত ব্যয়বিধান

অপব্যয় দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ। ইসলাম সম্পদ ব্যয়ে মিতচারী হবার নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন মিতব্যয়ী হওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

প্রাপ্য দেবে আত্মীয়-স্বজনকে এবং মিসকীন ও পর্যটককে কিন্তু কিছুতে অপব্যয় করবে না।[৩]

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন আরও বলেন :

যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই।[৪]

কুর'আনে ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়।[৫]

মহানবী সা. সম্পদ ব্যয়ে মধ্যম পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অমিতচারী হতে বারণ করেছেন।

১১. ভোগ ও লিপ্সার অপনোদন

ইসলাম ধনী-দরিদ্রের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর লক্ষ্যে সম্পদ অর্জনে মানুষের অতিরিক্ত লিপ্সাকে নিয়ন্ত্রণ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ইহকালের পরিবর্তে পরকালকেই যেন মানুষ সাফল্য লাভের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করে, সেজন্য ইসলাম পার্থিব জীবনকে আখিরাতের

---

১. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ২০০১, ৩য় খ, হাদীস নং-২২৭৭, পৃ. ৭৫

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, রাজশাহী : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহী, ১ম সং, ১৯৮০, পৃ. ১৬-১৭

৩. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৬

৪. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৭

৫. আল-কুর'আন, ২৫ : ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

শষ্যক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পরকালীন সাফল্যের চেতনাবোধ মানুষকে সংযমী হবার প্রেরণা যোগায়। ফলে সবধরণের অনৈতিকতা ও লালসা থেকে মানুষ বিরত থাকে। এ চেতনা তাকে আত্মনিয়ন্ত্রিত হতে গভীরভাবে সাহায্য করে। তখন সে অন্যের সম্পদের আত্মসাৎকারী না হয়ে বরং কল্যাণকামীরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জাগতিক স্বার্থচিন্তা ও পরের সম্পদ হরণের মানসিকতা আর তার মাঝে থাকে না। পবিত্র কুর'আনে এ উদ্দীপক চেতানাবোধের দিকে ইঙ্গিত করে ইরশাদ হয়েছে :

> তোমাকে আল্লাহ্ যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের বাসস্থান অনুসন্ধান কর।[১]

এ চিন্তাধারা সমাজে বিকশিত হলে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা বেড়ে যাবে।

১২. পতিত ভূমি আবাদের নির্দেশ

ইসলাম পতিত জমি আবাদ করণকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে গ্রহণ করেছে।

> হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন রাসূল সা মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি সেখানকার ঐ সকল জমি যেগুলোতে পানি পৌঁছাত না এবং পতিত পড়ে থাকত সেগুলো নিজ ইচ্ছামত মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দেন।[২]

ভূমিতেই মহান আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের প্রাচুর্যের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আল্লাহ্ বলেন :

> সে মহান সত্ত্বা আল্লাহ্, যিনি জমীনকে তোমাদের জন্য নরম সমতল-অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন। অতএব তোমরা সে জমীনের সর্বদিক ও পরতে-পরতে পৌঁছতে চেষ্টা কর, আর সেখান থেকে পাওয়া আল্লাহ্র রিয্ক ভক্ষণ কর। আর শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছেই তোমাদের উত্থান ঘটবে।[৩]

ইসলাম পতিত ভূমি আবাদে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এ ব্যাপারে সবাইকে উৎসাহিত করে। রাসূল সা. বলেন :

> যার অতিরিক্ত জমি রয়েছে, সে হয় তা নিজে চাষ করবে, অন্যথায় তার কোন ভাইয়ের দ্বারা চাষ করাবে অথবা তাকে চাষ করতে দেবে।[৪]

রাসূল সা. কেবলমাত্র পতিত জমি চাষ করতেই বলেননি বরং উৎসাহ দেয়ার জন্য পতিত জমিতে চাষকারীর মালিকানারও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> যে লোক পড়ো ও অনাবাদী জমি আবাদ ও চাষযোগ্য করে নেবে সে তার মালিক হবে।[৫]

পতিত জমি আবাদকে মহানবী সা. এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি বলেন :

---

১. আল-কুর'আন, ২৮ : ৭৭

২. গাজী শামছুর রহমান, 'রাসূলুল্লাহ সা. ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানার কৃষক', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ই ফা বা, ঢাকা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ৪৩৮

৩. আল-কুর'আন, ৬৭ : ১৪

৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল হারসি ওয়াল মুজারা'আহ, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম সং, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং- ২১৭২, পৃ. ৪৩১

৫. ইমাম আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুল আহকাম, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাস'ঊদ অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০১০, ৫ম খ, হাদীস নং-১৩০০, পৃ. ২২১

Dhaka University Institutional Repository

জমি আবাদ না করলে তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার থাকবে না।[১]

তিনি আরও বলেন :

আর যে শুধু তার সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে অথচ তার চাষ করেনি, তিন বছর পর তাতে তার কোন অধিকার নেই।[২]

১৩. বায়তুলমাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা

ইসলামী পরিভাষায় মুসলিম রাষ্ট্রের কোষাগারক বায়তুলমাল বলা হয়।[৩] দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম বায়তুলমাল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বায়তুলমালের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি জনকল্যাণ এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ সংক্রান্ত সকল কাজের আঞ্জাম দেবে। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বায়তুলমাল ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। রাসূল সা. মদীনায় বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন।[৪] মদীনায় বায়তুলমালের আয়ের উৎস ছিল প্রধানত : ১. যাকাত ২. 'উশর ৩. সাদাকাতুল ফিতর ৪. আওকাফ ৫. আমওয়াল আল ফাদিলা, ৬. নাওয়াইব ৭. হিবা ৮. গানীমাহ্ ৯. খুমুস ১০. আল-ফাই ১১. মুক্তিপণ ১২. কারদ ১৩. উপহার সামগ্রী ১৪. জিযিয়া ১৫. খারাজ ইত্যাদি।[৫]

১৪. দানশীলতার বিকাশ

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্যোগ হল মুসলমানদের মাঝে দানশীলতার বিকাশ। এর মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য নিরসনে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানব চরিত্রের একটি বড় দিক হল, মানুষ সবকিছু নিজের কাছে রাখতে চায়। ক্রমেই সে কৃপণ হতে থাকে। ইসলাম কৃপণতা দূর করে দানশীলতা প্রবর্তন করেছে। কৃপণতাকে ইসলাম নিকৃষ্ট মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছে। তাই প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু দান করে দেয়ার জন্য ইসলাম মানুষকে উৎসাহ দেয়। পবিত্র কুর'আনে এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি দান করবে? বলে দাও উদ্বৃত সবকিছু।[৬]

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন :

তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক রয়েছে।[৭]

মহানবী সা. এর সময়ে তাঁর সাহাবীরা দানশীলতার চরম দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। ইমাম মুসলিম র. উল্লেখ করছেন : রাসূল সা. একবার

---

১. ডা. মায়েজুর রহমান, *খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম*, ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭, পৃ. ৩২

২. আবূ ইউসুফ, *কিতাবুল খারাজ*, পাকিস্তান : দারুল কুর'আন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৮৬, পৃ. ৬৫

৩. মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*, ঢাকা : আহসান পালিকেশন, ১ম সং, ২০০৯, পৃ. ৩২৮

৪. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

৫. M. A. Sabjwary, Economic and Fiscal System During the Life of Muhammad, *The Journal of Islamic Banking & Finance*, October-December, 1984, p. 22

৬. আল-কুর'আন, ২ : ২১৯

৭. আল-কুর'আন, ৫১ : ১৯

Dhaka University Institutional Repository

এক নও-মুসলিম গোত্রের জন্য সাহায্যের কথা তুলতেই সবাই ছুটে আসে। কেউ খাদ্য, কেউ কাপড়, কেউ দিরহাম নিয়ে আসে এবং একজন আনসার সাহাবী বেশ বড় পরিমাণের অর্থ দান করেন।[১] এছাড়া এটি একটি সুবিদিত ঘটনা যে, বদরে যুদ্ধবন্দীদেরকে মুসলিমরাই অত্যন্ত উদারতার সাথে খাদ্য ও বস্ত্র দান করেছিলেন। এমনিভাবে মুসলিমগণ হুনাইন ও তায়েফ যুদ্ধপরবর্তী ৬,০০০ বন্দীকে পরিধানের কাপড় দিয়েছিলেন।[২] এ প্রসঙ্গে মদীনার আনসারগণ কর্তৃক সর্বস্বত্যাগী মুহাজিরগণকে নিজেদের জায়গা-জমি, ফলের বাগান, ঘর ও অর্থ সম্পদ দান করার কথা উল্লেখ করা যায়।[৩]

১৫. উত্তরাধিকার আইন প্রবর্তন

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সবচেয়ে উন্নত উত্তরাধিকারী আইন রয়েছে। সম্পদের সুষম আবর্তন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম উত্তরাধিকার আইন (মিরাস) প্রবর্তন করেছে। এর ফলে এক ব্যক্তির ধন-সম্পদ যত বেশীই হোক না কেন, মৃত্যুর পরপর তা বিভক্ত হয়ে কয়েকজনের হাতে চলে যায় এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

> পুরুষদের জন্য সে ধন সম্পদে অংশ রয়েছে যা পিতা-মাতা ও নিকটআ্মীয়রা রেখে গেছে এবং মহিলাদের জন্যও সে সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে যা পিতা-মাতা নিকটাত্মীয়রা রেখে গেছে, তা অল্প হোক কি বেশী এবং সে অংশ নির্ধারিত।[৪]

ইসলামের উত্তরাধিকার আইন চালু হলে উপার্জনক্ষম দরিদ্ররাও তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে। বিশেষত বঞ্চিতা নারীরা সম্পত্তিতে তাদের অধিকার লাভ করবে। ফলে দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান হবে। এজন্য আধুনিক আইন বিশারদগণও দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের উত্তরাধিকার আইনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তৈয়বীজ বলেছেন : ইসলামী উত্তরাধিকার আইন তার পূর্ণতার জন্য সর্বদা প্রশংসিত হয়ে আসছে। উইলিয়াম জোনস্ বলেছেন : উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে যে কোন প্রশ্নই উঠুক না কেন ত্বরিত এবং শুদ্ধভাবে ইসলামী আইন এর জবাব দেবেই।[৫]

১৬. যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন

নামাযের পর ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল যাকাত।[৬] যাকাত ব্যবস্থা হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ার। যাকাত সুষম বন্টনের নিশ্চয়তা দেয়।[৭] এর মাধ্যমে শুধু ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্র নয় বরং সমগ্র বিশ্ব দারিদ্র্য মুক্ত হতে পারে।[৮] সমাজে সৃষ্ট অভাব, দারিদ্র্য,

---

১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, ঢাকা : বি আই সি, ২য় সং, ২০১১, ৮ম খ, হাদীস নং- ৬৬১০, পৃ. ২০৯
২. মুহাম্মদ ইব্নু 'উমর আল-ওয়াকেদী, *কিতাবুল মাগাযী*, দিল্লী, ২য় খ, ১৯৬৬, পৃ. ৯৫৪
৩. হাসান আল বালাযুরী, *ফাতহুল বুলদান*, বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৮৮, পৃ. ২৯
৪. আল-কুর'আন, ৪ : ৭
৫. মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান, 'দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাত', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, ই ফা বা, ঢাকা, এপ্রিল-জুন, ১৯৯৬, পৃ. ৩০
৬. মোঃ হেদায়েত উল্লাহ, *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*, ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ২০১৩, পৃ. ১৭
৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, *ইসলামী অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯
৮. লেখকমণ্ডলী, *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৮, পৃ. ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

হতাশা, বঞ্চনা প্রভৃতি দূর করার লক্ষ্যে ইসলাম যাকাত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। যাকাত মজুতদারীর আপোষহীন শত্রু।[১]

যাকাত শব্দের অর্থ- পবিত্রতা, বৃদ্ধি লাভ, অনুদান ইত্যাদি।[২] আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি তার নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব ত্যাগ করে নির্ধারিত খাতে ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়।[৩] পবিত্র কুর'আনের বিরাশি[৪] স্থানে যাকাত আদায়ের কথা বলা হয়েছে। যেমন এক জায়গায় মহান আল্লাহ্ বলেন :

> আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যাকাত প্রদান করলে তা বৃদ্ধি পায়, এতেই রয়েছে সমৃদ্ধি।[৫]

যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ কিন্তু এটি যে কোন রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন :

> তুমি এদের সম্পদ থেকে যাকাত নাও। এর মাধ্যমে এদের পবিত্র কর, এদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর তোমার দু'আ তাদের জন্য প্রশান্তি স্বরূপ।[৬]

মহানবী সা. যাকাত দানের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

> যে ব্যক্তি সাওয়াবের আশায় যাকাত দেবে সে তার সাওয়াব অবশ্যই পাবে। যে ব্যক্তি তা পরিশোধ করতে নারায হবে আমরা তা অবশ্যই আদায় করব এবং তার মালের অর্ধেক (জরিমানাস্বরূপ) বাজেয়াপ্ত করব। এটা আমাদের প্রাচুর্যময় মহান আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তসমূহের অন্যতম।[৭]

> রাসূলুল্লাহ সা. হযরত মু'আজ ইবন জাবাল রা.-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় তাঁকে নির্দেশ দেন যে, তুমি ইয়ামানবাসীকে প্রথমে এ কথার সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহ্‌র রাসূল। তারা যদি এ ব্যাপারে আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ্ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। এ যাকাত তাদের ধনীদের থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হবে।[৮]

যাকাতের নির্ধারিত সময়, পরিমাণ, নিসাব, কার কার উপর তা নির্ধারণ করা হবে, ব্যয়ের খাতসমূহ কী, ইত্যাদি সকল বিষয় শরী'আতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্‌র আলোকে যে সব সামগ্রীর উপর যাকাত ধার্য করা হয়েছে সেগুলো হল :

১. সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ
২. সোনা, রূপা এবং সোনা-রূপা দ্বারা তৈরী অলংকার
৩. ব্যবসায়ের পণ্যসামগ্রী

---

১. ড. এম. এ. মান্নান, *ইসলামী অর্থনীতি তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, ঢাকা : আই ই আর বি, ২য় সং, ১৯৮০, পৃ. ১৪৭
২. Abdur Raquib, *Principle & Practice of Islamic Banking*, Dhaka : Panama Press Ltd., 1st Ed., 2007, p. 46
৩. ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৮, ১ম খ, পৃ. ৯৩
৪. মুহাম্মদ মূসা, 'যাকাতের তাৎপর্য ও বিধান', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৫০
৫. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৯
৬. আল-কুর'আন, ৯ : ১০৩
৭. উদ্ধৃত, ড. ইউসুফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
৮. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩০৫, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

৪. কৃষি উৎপাদন
৫. খনিজ উৎপাদন
৬. সব ধরণের গবাদিপশু[১]

যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুর'আনে[২] বলা হয়েছে যাকাত দিতে হবে :

১. ফকীরদেরকে
২. মিসকীনদেরকে
৩. যাকাত আদায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে (বেতন হিসেবে)
৪. মন জয় করার জন্য
৫. দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য
৬. ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ করার জন্য
৭. ফি সাবিলিল্লাহ (দ্বীন কায়েমের কাজে)
৮. পথিক মুসাফিরদের।

এখানে লক্ষণীয় যে, যাকাত ব্যয়ের ৮টি খাতের মাঝে ৬টি খাতই দারিদ্র্য দূরীকরণে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। সুতরাং এ কথা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে কেবল দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে।

১৭. 'উশরের বিধান প্রবর্তন

জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাতকে 'উশর বলে।[৩] 'উশর সম্পর্কে কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন :

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা হালাল উপার্জন থেকে এবং আমি তোমাদের জন্য জমি থেকে যা কিছু বের করি, তা থেকে ব্যয় কর। আর ব্যয় করতে গিয়ে খারাপ জিনিস দিতে ইচ্ছা করো না। কেননা তোমরা নিজেরাও তা উপেক্ষা করা ছাড়া গ্রহণ কর না।[৪]

'উশর যাকাতরূপে গৃহীত হয় এবং এর ব্যয়ক্ষেত্র যাকাতের মতই। 'উশর হিসেবে কৃষিক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত সম্পদ দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়।

১৮. ফিতরার বিধান প্রবর্তন

পবিত্র রমযান মাসের সিয়াম সাধনার শেষভাগে বিত্তশালীদের উপর গরীব-দুঃখীদের জন্য নির্দিষ্ট হারে যে বিশেষ দানের নির্দেশ রয়েছে তাকে সাদকাতুল ফিত্র বলা হয়। সাদাকাতুল ফিতর সম্পর্কে হাদীসে এসেছে :

> ইব্ন 'উমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সা. মুসলমানদের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী, পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর এক সা' খেজুর কিংবা এক সা' যব পরিমাণ ফিতরা আদায় করা ফরয করে দিয়েছেন।[৫]

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২
২. আল-কুর'আন, ৯ : ৬০
৩. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খান আল-মারূফ, *ইসলামী ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড*, ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ১ম সং, ২০০১, পৃ. ১৯৪
৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৬৭
৫. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৪০৬, পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের তুলনায় ফিতরা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত অনেকাংশে সহজ ও শিথিল। প্রত্যেক বিত্তবানকে তার নিজের এবং পরিবারবর্গ ও পোষ্যদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতে হয়। এটা দরিদ্রদের প্রাপ্য। মহানবী সা. তা আদায় করে দরিদ্র্যদের মাঝে বন্টন করার ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে তাদের দারিদ্র্য কিছুটা লাঘব হয়।

১৯. গানীমাতের সম্পদ থেকে অংশ ব্যয়

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলাম গানীমাতের সম্পদে দরিদ্রদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে। 'গানীমাহ্' শব্দের অর্থ ধন বা মাল। বুৎপত্তিগত অর্থ- বিনিময় ছাড়া কোন বস্তু গ্রহণ করা। পারিভাষিক অর্থে- যে সম্পদ যুদ্ধের মাধ্যমে হস্তগত হয়, তা গানীমাতের সম্পদ। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত শত্রুদের নিকট থেকে যে সকল সম্পদ হস্তগত হয় তার সবকিছু গানীমাহর অন্তর্ভুক্ত।[১] গানীমাতের সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্র সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

> গানীমাত হিসাবে যে মাল তোমাদের হাতে আসে তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ্, তাঁর রাসূলের, নিকটাত্মীয়দের, ইয়াতীম মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য।[২]

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের নির্দেশনা মোতাবেক গানীমাতের অংশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২০. আল-ফাই প্রবর্তন

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম আল-ফাই প্রবর্তন করেছে। যুদ্ধ ব্যতীত যে সম্পদ লাভ করা হয় তাকে আল-ফাই বলা হয়। অর্থাৎ- বিনা যুদ্ধে যে ধন সম্পদ দখলে আসে এবং বিজিত দেশসমূহের যে ভূ-সম্পত্তি মুসলমানদের দখলে আসে তা আল-ফাই। পবিত্র কুর'আনে দারিদ্র্য দূরীকরণে আল-ফাই ব্যয়ের নির্দেশ প্রদান করে বলা হয়েছে :

> আল্লাহ্ এ জনপদবাসীদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন তা আল্লাহ্র রাসূলের, তাঁর আত্মীয় স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্থদের এবং মুসাফিরদের জন্য।[৩]

আল-ফাই ইসলামে দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম কর্মসূচী।

২১. ফিদ্য়া

ফিদ্য়া ইসলামের অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী। যেসব লোক অধিক বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারগ বা দীর্ঘকাল রোগভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে বা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় রোযা না রেখে রোযার পরিবর্তে ফিদ্য়ার বিধান রয়েছে।[৪] একটি রোযার ফিদ্য়া অর্ধ সা'গম বা তার বাজার মূল্যপরিমাণ। অর্ধ সা' প্রায় দু'কেজি। এ পরিমাণ গম বা তার দাম কোন দরিদ্রকে দান করলে ফিদ্য়া আদায় হয়ে যায়। এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ উপকৃত হয়।

---

১. এ কে এম ফজলুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

২. আল-কুর'আন, ৮ : ৪১

৩. আল-কুর'আন, ৫৯ : ৬০

৪. লেকখমণ্ডলী, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, সম্পাদনা পরিষদ সম্পা., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০২ পৃ. ৩১৩

Dhaka University Institutional Repository

২২. হিবা

প্রতিদান গ্রহণ ব্যতিরেকে কোন সম্পত্তি গ্রহীতাকে হস্তান্তর করাকে হিবা বলে।[১] হিবা দানের অন্যতম একটি প্রকার। জনকল্যাণ ও দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে ইসলাম এ কর্মসূচী চালু করেছে। মহানবী সা. হিবা পদ্ধতিতে দান করতে সম্পদশালীদেরকে উৎসাহিত করেছেন।

২৩. ওয়াক্‌ফ

ইসলামের অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী হল ওয়াক্‌ফ। ওয়াক্‌ফ আরবি শব্দ। কোন সম্পত্তি আল্লাহ্‌র নামে নির্দিষ্ট করে দেয়াকে ওয়াক্‌ফ বলে।[২] ওয়াক্‌ফ একটি নফল ইবাদত। ব্যাপক হারে এর প্রচলন করতে মহানবী সা. উৎসাহিত করেছেন। হালাল উপায়ে অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হতে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে ওয়াক্‌ফ করা সাদকায়ে জারিয়াহ্‌। আল্লাহ্‌র নামে ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দরিদ্রদের জন্য ব্যয় করা হয়।

২৪. ওয়াসিয়্যাত

মৃত্যুর সময়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে বা দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সম্পদের একাংশ দান করার নাম ওয়াসিয়্যাত বা উইল।[৩] ইসলামে সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ ওয়াসিয়্যাত করার বিধান রয়েছে। ওয়াসিয়্যাত এমন একটি কর্মসূচী যার মাধ্যমে বিত্তশালীরা দরিদ্রদেরকে সহায়তা করার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

২৫. জারা'ইর

প্রয়োজনমত দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে জারা'ইর বলা হয়। এটিও ইসলামের দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম একটি কর্মসূচী।

২৬. কাফ্‌ফারা

কারো দ্বারা শরী'আহ্‌ পরিপন্থী কোন গর্হিত বা পাপ কাজ হয়ে গেলে তা থেকে মুক্তির জন্য যে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয়, তাকে কাফ্‌ফারা বলে। ওয়াদা ভঙ্গ করলে, জিহার করলে এবং বিনা ওজরে রমযানের রোযা ভাঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হয়। কাফ্‌ফারা আর্থিকভাবে আদায় করা হলে তা দারিদ্র্য বিমোচনের কর্মসূচী হিসেবে মূল্যায়িত হবে।

২৭. কার্‌য-ই হাসানাহ্‌

দরিদ্র ও অভাবীদেরকে সুদমুক্ত ঋণ দান করা হল কার্‌য-ই হাসানাহ্‌। ইসলাম বিত্তশালীদের উপর দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব, অভাবী লোকদেরকে নিঃশর্ত ঋণদান বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। যাতে সমাজের বিত্তশালীদের অর্থের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকার লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ রাব্বুল 'আলামীন সমাজের বিত্তশালীদেরকে কার্‌য-ই হাসানাহ্‌ দানে উৎসাহ প্রদান করে বলেছেন :

> তোমরা আল্লাহ্‌কে কার্‌য-ই হাসানাহ্‌ দাও।[৪]

---

১. লেখকমণ্ডলী, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০২, পৃ. ৫১২

২. 'উবায়দুল্লাহ, *শহরুল বিকায়া*, দেওবন্দ : মাকতাবাতু রাহমানিয়া, ২য় খ, ১৯৮৮, পৃ. ৩৫০

৩. লেখকমণ্ডলী, *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, প্রাগুক্ত

৪. আল-কুর'আন, ৭৩ : ২০

Dhaka University Institutional Repository

অন্য আয়াতে অভাবী, নিঃস্ব ও পীড়িতকে ঋণ দানকে প্রকারান্তরে আল্লাহ্কে ঋণ প্রদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে :

> যে আল্লাহ্কে উত্তমরূপে ঋণ প্রদান করবে, আল্লাহ্ তার সেই দানকে বহু গুণে বৃদ্ধি করে কিয়ামতের দিন পুরস্কার হিসাবে দেবেন।[১]

বর্তমানে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামের এই সুমহান কর্মসূচী খুব কম অনুসরণ করা হচ্ছে। তাই সুদের রাজত্ব সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে গোটা বিশ্বব্যাপী। অর্থনীতির চাকা সুদ ছাড়া ঘুরছে না। ফলে ধনী আরো ধনী হচ্ছে আর দরিদ্র হচ্ছে আরো দরিদ্র ।

২৮. দরিদ্র আত্মীয়দের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা

ইসলাম বিত্তবানদের ওপর দরিদ্র ও অক্ষম নিকটাত্মীয়ের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব করে দিয়েছে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে :

> আত্মীয়দেরকে হক দাও, মিসকীন ও মুসাফিরদের হক আদায় কর এবং অপচয় করো না।[২]

রাসূল সা. বলেছেন :

> মিসকীনকে দান করা হলে তা একটিমাত্র দান। কিন্তু নিকটাত্মীয় গরীবকে দান করা হলে তা যেমন দান, তেমনি তা আত্মীয়তার হক রক্ষারও ব্যবস্থা।[৩]

ইমামগণ দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের জন্য দু'টি শর্তারোপ করেছেন :

প্রথমত : যার জন্য ভরণ-পোষণ ওয়াজিব তাকে অভাবগ্রস্থ এবং অক্ষম হতে হবে।

দ্বিতীয়ত : ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাকারীর নিকট নিজের এবং নিজের স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ থাকতে হবে। ভরণ-পোষণের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত : ১. খাদ্য ও পানীয় ২. শীত-গ্রীষ্ম অনুযায়ী পোশাক ৩. বাসস্থান এবং সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র ৪. যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করার যোগ্য নয় তার জন্য চাকর ৫. যার বিয়ের প্রয়োজন তার বিয়ের ব্যবস্থা করা ৬. শিশুদের জন্য ব্যয় করা।[৪]

পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এটা খুবই জঘন্য অপরাধ যে, কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের কোন আত্মীয়কে ভুখা-নাঙ্গা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখল, অথচ তার দারিদ্র্য দূরীকরণে কোন পদক্ষেপ নিল না। সমাজের বিত্তশালীরা যদি তাদের দরিদ্র অসহায় নিকটাত্মীয়রদের প্রতি ইহ্সানের দৃষ্টিতে তাকায় তবে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট অনেকটা পাল্টে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিত্তশালীরা অসহায় দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না বিধায় সমাজে দারিদ্র্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

২৯. দরিদ্র প্রতিবেশীকে দান করা

দরিদ্র প্রতিবেশীকে দান করা ইসলামের অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী। এ সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

১. আল-কুর'আন, ৫৭ : ২৪৫
২. আল-কুর'আন, ১৭ : ২৬
৩. আহমদ ইব্ন শোয়াই আন-নাসা'ঈ, *সুনানু নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবুয যাকাত, মাওলালান রিজাউল করীম ইসলামাবাদী অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৮, ৩য় খ, হাদীস নং- ২৫৮৩, পৃ. ৯৩
৪. ড. ইউসূফ আল-কারযাভী, *ইসলামের যাকাত বিধান*, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূ, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, ২য় খ, পৃ. ৫২-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর কাউকেই তাঁর অংশীদার বানিও না এবং নিজের পিতা, মাতা, আত্মীয় ইয়াতীম, মিসকীন, আত্মীয়, পড়শী ও অনাত্মীয় পড়শী এবং পাশে যারা বসে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।[১]

রাসূল সা. এ ব্যাপারে বলেছেন :

যখন তোমরা তরকারী রান্না কর তখন তাতে একটু বেশী পানি দাও। যাতে তুমি তোমার প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নিতে পার।[২]

অপর হাদীসে রাসূল সা. বলেছেন :

জিবরা'ঈল আ. আমাকে প্রতিবেশী প্রশ্নে অব্যাহত ওয়াসিয়্যাত করতে থাকলেন। আমার ধারণা হতে লাগলো যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন।[৩]

হাদীস শরীফে প্রতিবেশী বলতে নিজ ঘরের চতুর্পাশ্বে ৪০টি ঘরের কথা বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিকোন থেকে প্রতিটি মহল্লার বাসিন্দারা একে অপরের প্রতিবেশী। মহল্লার মধ্যে যারা অসহায় এবং দরিদ্র তাদেরকে দান করা অন্যান্য বাসিন্দাদের কর্তব্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যেই প্রতিবেশীর অধিকার আদায় করার প্রতি জোরালো বক্তব্য রেখেছে।

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য -এ বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। তন্মধ্যে পল্লী অঞ্চলে এ হার শতকরা ৩৫.২০ ভাগ এবং শহরে ২১.৩০ ভাগ।[৪] তবে এনজিওগুলোর হিসাব মতে বাংলাদেশের অর্ধেকেরও বেশী মানুষ এখনো দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক মানুষকে দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করার জন্য প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শুরু থেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাংকিং পদ্ধতি ও নীতিমালা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ভিক্ষুক এবং রিক্সাচালক থেকে শুরু করে সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায়ের সর্বহারা মানুষটিও আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহে তাই মাত্র ১০ টাকা মূল্যে যে কেউ ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের মৌলিক নীতিমালার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যুগোপোযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য নিরসনের সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হিসাবে ইসলামে হারামকৃত সুদমুক্ত আর্থিক লেন-দেনের সুব্যবস্থা করেছে। ১৯৮৩ সালে সর্বপ্রথম

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ৩৬

২. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্‌ মুসলিম*, কিতাবুল বির, প্রাগুক্ত, ২য় সং, ২০১১, ৮ম খ, হাদীস নং- ৬৫০০, পৃ. ১৫৮

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্‌ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, ৫ম খ, হাদীস নং- ৫৫৮০, পৃ. ৪০৪

৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠিত সুদমুক্ত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে এদেশে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ আরম্ভ হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সাল পর্যন্ত আরো ৬টি সুদমুক্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিগত ৩০ বছর ধরে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে চিহ্নিত খাতসমূহের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ সুবিধাবঞ্চিত এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস পল্লী অঞ্চলে যাদের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচী নেই বললে চলে। এ পটভূমিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের সুমহান নীতির আলোকে এদেশে সর্বপ্রথম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করে। ইতোমধ্যে প্রায় সবক'টি ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব আঙ্গিকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বপ্রথম এদেশে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) চালু করে।[১] দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর এই পদক্ষেপ অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক এমনকি প্রচলিত ব্যাংকসমূহকেও বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত সুদবিহীন এবং সহজশর্তে প্রদানকৃত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে এদেশের অসংখ্য বেকার যুবকের কর্মসংস্থান তৈরী হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সাধারণত কৃষি, নার্সারী, বনায়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস চাষ, গ্রামীণ পরিবহন, অকৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি খাতে ঋণ প্রদান করা হয়। দেশের সবচেয়ে বড় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর এক হিসাব অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হয়েছে এমন পরিবারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৭ লক্ষ।[২] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২ এর হিসাব মতে গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা মোট ২৪,৪২৪ জন।[৩] এছাড়া অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যুগান্তকরী পদক্ষেপ হল- ইসলামী ব্যাংকসমূহের আলাদা ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা। প্রায় প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের আলাদা নিজস্ব ফাউন্ডেশন রয়েছে। এসকল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে রয়েছে যুবসমাজের জন্য আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম, মানবিক সাহায্যদান কার্যক্রম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, উপকূলীয় অঞ্চলে সেবা কার্যক্রম, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মসজিদ সংস্কার, দাওয়াহ্ কার্যক্রম, দুঃস্থ মহিলাদের বিক্রয়কেন্দ্র এবং ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল ইত্যাদি।

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৪

২. শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, 'ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে', *অর্থনীতি গবেষণা*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পা., আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২৩৮

৩. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের আওতায় উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ ইসলামের শাশ্বত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচী যাকাতের অর্থে বিভিন্ন পুনর্বাসন কার্যক্রমও পরিচালনা করে আসছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না থাকার ফলে এদেশের অসংখ্য মানুষ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই নৈতিক দায়বোধ থেকে আলাদা 'যাকাত ফান্ড' গঠন করে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তা থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে সমাজের সর্বনিম্ন দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর যাকাত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- ইসলামী ব্যাংক মহিলা মাদ্রাসা, শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, আদর্শ ফোরকানিয়া মক্তব প্রকল্প, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট, মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র, বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প, দাতব্য চিকিৎসালয়, হোমিওপ্যাথী ক্লিনিক, চক্ষু চিকিৎসা প্রকল্প, খাতনা ক্যাম্প, ঠোঁট/ তালু কাটাদের জন্য অপারেশন ক্যাম্প, ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কোর্স, বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র।[১] এমনিভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের চলমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বেকার সমস্যা

বেকারত্ব বাংলাদেশের একটি মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। বেকারত্ব এবং দারিদ্র্য একই সূত্রে গাঁথা। বলা যায়, বেকারত্বের কারণে দারিদ্র্য এবং দারিদ্র্যের কারণে বেকারত্ব। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সকল দেশেই কম-বেশী এ সমস্যা বিদ্যমান। আয়-রোজগারহীন এবং অভাবগ্রস্থ লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অর্থনীতির ইতিহাসে যেন এক চিরন্তন সমস্যা। বহু কর্মক্ষম শ্রমজীবী এবং দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতাসম্পন্ন লোকও সর্বগ্রাসী বেকার সমস্যায় নিমজ্জিত হয়ে তিলে তিলে ধ্বংস হয়ে যায়। অথচ কাজ পেলে এসকল মানুষ একদিকে যেমনি নিজেদের অন্তর্নিহিত বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার বিকাশ সাধনের সুযোগ পেত, তেমনি অন্যদিকে জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিরাট সম্পদে পরিণত হতো। তখন এরা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বোঝা না হয়ে জাতির একনিষ্ঠ সেবক হতে পারতো। সুতরাং বেকার সমস্যা সমাধান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা কল্যাণকামী প্রত্যেক সমাজ, রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সকল শ্রেণীর বেকার লোকদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই ইসলামী অর্থব্যবস্থাই হতে পারে মানুষের অভাব মোচনকারী এবং বেকার সমস্যার সমাধানকারী একমাত্র পথ। বিশেষ করে বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ হওয়ায় এ দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামী অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর বিপরীতে সরকারের কর্মসংস্থান নিতান্ত অপ্রতুল। বেসরকারী পর্যায়েও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এদেশের ঘাড়ে চেপে বসা বিপুল সংখ্যক বেকারের বোঝা কিছুটা হালকা করতে। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে।

১. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, *যাকাত ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন*, ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ১ম সং, ২০০৭, পৃ. ২৪-৩৫

Dhaka University Institutional Repository

বেকারত্বের পরিচয়

অর্থনীতিতে 'বেকারত্ব' বলতে এমন এক অবস্থাকে বুঝায়, যখন বহু সংখ্যক কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক, কিন্তু যোগ্যতানুসারে কাজ পায় না। কিন্তু কাজ করার জায়গা থাকা সত্ত্বেও যে সব লোক প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে চায় না কিংবা শারীরিক অক্ষমতার জন্য কাজ করতে পারে না, এরূপ অবস্থাকে প্রকৃত বেকারত্ব বলা যায় না। প্রকৃত বেকারত্বের সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন বর্তমান মজুরী হারে কাজ করতে চেয়েও লোকে কাজ পায়না। আর এরূপ অবস্থাকেই বেকারত্ব বলা হয়। পক্ষান্তরে সকল শ্রমিক কাজে নিয়োজিত থাকলে বেকারত্ব নেই, তা বলা যায় না। যে সকল শ্রমিক আংশিক কাজে নিযুক্ত থাকে এবং যোগ্যতা অপেক্ষা নিম্নমানের কাজে নিযুক্ত থাকে সে সকল শ্রমিককে অর্ধ বেকার বলা যেতে পারে। Everyman's Dictionary of Economics -এ বেকার সম্পর্কে বলা হয়েছে, যিনি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে চান, কিন্তু কাজ পান না।[১] সুতরাং বেকারত্ব বলতে এমন অবস্থাকে বুঝায়, যখন কর্মক্ষম ব্যক্তি প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক কিন্তু যোগ্যতানুসারে কাজ পায় না।

বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বেকারত্ব একটি অবাঞ্ছিত ও অনাকাংখিত সমস্যা। বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলাম প্রয়োজনে উৎপাদন কাঠামোর পুণর্গঠন এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের কথা বলে।[২] এছাড়া ইসলাম মানুষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে উৎপাদনের জন্য প্রস্তুতকরণ এবং তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলে। নিম্নে বেকার সমস্যা সমাধানে ইসলামের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

১. বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণ

ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। রাসূল সা. বলেছেন :

> ইসলামে কোন বৈরাগ্য নেই।[৩]

বৈরাগ্যবাদ নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে ইসলাম মানুষের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে জীবিকা নির্বাহের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। যে বৈরাগ্যবাদ পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বীদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করত, বেকারত্ব সৃষ্টি করত, সে বৈরাগ্যবাদের বিধান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত ছিল না, বরং তারা নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছিল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> এবং বৈরাগ্যকে তারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল, যার নির্দেশ আমি তাদের দেইনি, অবশ্য তারা এই বৈরাগ্য-ধর্মের সৃষ্টি করেছিল আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে, কিন্তু তার মর্যাদাও তারা যথাযথভাবে রক্ষা করেনি।[৪]

---

১. উদ্ধৃত, প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান, আ. স. ম. সালাহ উদ্দীন, মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকা : হাসান বুক হাউজ, ১ম সং, ২০০১, পৃ. ৮০

২. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

৩. ইমাম আবূ দা'উদ, *আবূ দা'উদ শরীফ*, কিতাবুল মানাসিক, ড. আ ফ ম আবূ বকর সিদ্দীক অনূ., ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৬, ৩য় খ, হাদীস নং- ১৪৬৯, পৃ. ৮০

৪. আল-কুর'আন, ৫৭ : ২৭

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. শুধু উপরোক্ত প্রকৃতিবিরুদ্ধ পন্থার বিরোধিতাই করেননি, বরং হালাল-হারাম বিবেচনা করে সম্পদ উপার্জন, জীবিকা নির্বাহকরণ, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাপন, রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পাদন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রতিপালন ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সম্পাদনের নির্দেশ প্রদান করেছেন, যা একটি মানুষকে বেকার নয় বরং কর্মময় জীবনের পথ-নির্দেশনা দান করে। তবে এই কর্মময় জীবন হবে কুর'আন-হাদীস নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী।

২. ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদ

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদকে যেমনি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকেও একটি জঘন্যতম কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূল সা. বলেছেন :

> তোমাদের মধ্যে যারা ভিক্ষা করে- অথচ তা থেকে মুক্ত থাকার মতো সম্পদ বা শক্তি সামর্থ্য তাদের রয়েছে, তারা যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র সম্মুখে হাজির হবে, তখন তাদের মুখমন্ডল একেবারে মাংসহীন ও বীভৎস হয়ে যাবে।[১]

রাসূল সা. প্রায়-ই বলতেন :

> যিনি আমার প্রাণের মালিক তাঁর শপথ করে বলছি। তোমাদের একজনের রশি নিয়ে জঙ্গলে যাওয়া, কাষ্ঠ আহরণ করা, তা পিঠের উপর রেখে বহন করে আনা এবং বাজারে বিক্রি করে অর্থোপার্জন করা অপরের নিকট ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম। বিশেষত এই অবস্থায় যে, সেই অপর ব্যক্তি তাকে দেবে কি দেবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।[২]

হযরত 'উমর রা. যখনই কোন উপার্জনক্ষম বেকার পুরুষ দেখতে পেতেন, তখনই বলতেন, মুসলমানের সমাজের গলগ্রহ ও অন্য লোকের উপর নির্ভরশীল হয়ো না।[৩] মোটকথা ইসলাম একদিকে যেমন ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য পেশা হিসেবে অভিহিত করেছে তেমনি ভিক্ষুকের হাতকে শ্রমিকের হাতে পরিণত করতে দিশা দিয়েছে কর্মসংস্থানের।

৩. শ্রমের প্রতি উৎসাহ দান

অধিকাংশ শ্রমিক তাদের শ্রম, সৃজনশীলতা ও উৎপাদনশীলতার জন্য ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। ফলে সমাজে শ্রমবিমুখতা তৈরী হয়েছে।[৪] অথচ ইসলাম শ্রমিকের যথাযথ মর্যাদা ঘোষণা ও শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছে।[৫] যেমন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন :

> শ্রমজীবীর উপার্জনই উৎকৃষ্টতর যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[৬]
>
> একবার রাসূল সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! কোন ধরণের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? উত্তরে তিনি বললেন : নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।[৭]

---

১. আবু আবদুল্লাহ ইব্‌নে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৮৪০, পৃ. ৩৫১
২. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ১৮৩৬, পৃ. ৩৫০
৩. উদ্ধৃত, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৭ম সং, ১৯৯৮, পৃ. ৫৮
৪. ড. এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*, ঢাকা : বি আই আই টি, ১ম সং, ২০০১, পৃ. ২৫০
৫. উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ১৯৮০, ১ম খ, পৃ. ১২৮
৬. M. Raihan Sharif, *Islamic Social Framework, Dhaka* : I F B, 1954, p. 213
৭. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২১৩৮, পৃ. ১৯

Dhaka University Institutional Repository

রাসূল সা. আরো ইরশাদ করেন :

> যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে রাখ, আল্লাহ্‌র নবী দা'উদ আ. নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।[১]

রাসূল সা. আরো বলেন :

> যে বক্তি শ্রম জনিত কারণে ক্লান্ত সন্ধ্যা যাপন করে, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েই তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে।[২]

এমনিভাবে রাসূল সা. শ্রমের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন।

৪. বেকারদের কর্মসংস্থান

ইসলাম শুধু শ্রমের প্রতি উৎসাহই প্রদান করেনি বরং বেকার লোকদের কর্মসংস্থান তৈরীরও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সা. এর কার্যধারা থেকে এটা বুঝা যায় যে, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই ছিল তাঁর নবুয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য।[৩] উদাহরণস্বরূপ : তিনি যে আগন্তুক আনসারকে কুঠার বানিয়ে দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন তা স্মর্তব্য। এছাড়া মুহাজিররা প্রথম প্রথম মদীনায় আসার পর আনসাররা খেদমতে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সা.! আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলি আমাদের মুহাজির ভাইদের মধ্যে বন্টন করে দিন। কিন্তু রাসূল সা. এতে রাজি হলেন না। অতঃপর আনসাররা নিবেদন করলেন, তাহলে তারা আমাদের ক্ষেতের কাজে অংশ গ্রহণ করুক, আমরা তাদেরকে ফসলের অংশীদার করে নেব। মুহাজিররা আনসারদের ঐ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেন।[৪] এভাবে রাসূল সা. মুহাজিরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত 'উমর রা. এর খিলাফতকালে এক দীর্ঘকায় যুবক মসজিদে প্রবেশ করে বলল, এমন কে আছে যে, জিহাদ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে? 'উমর রা. ঐ লোকটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার হাত ধরে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, নিজের জমিতে কাজ করানোর জন্য এই ব্যক্তিকে কে মজুর রাখবে? জনৈক আনসার সাহাবী বললেন, আমি রাখব। হযরত 'উমর রা. জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একে মাসে কী পরিমাণ পারিশ্রমিক দেবে? আনসার সাহাবী পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ করলে 'উমর রা. বললেন, তাহলে তুমি একে শ্রমিক হিসেবে কাজে নিযুক্ত কর। শেষ পর্যন্ত যুবকটি কাজে নিযুক্ত হয়ে আনসারীর সাথে চলে গেল। কয়েক মাস পর 'উমর রা. ঐ আনসার সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে লোকটিকে তোমার চাকুরীতে নিয়োগ করেছিলাম তার খবর কি? আনসার সাহাবী জবাবে বলেন, হে আমিরুল মু'মিনীন, সে ঠিক আছে। 'উমর রা. বললেন, তাকে তার উপার্জিত মজুরীসহ যেন আমার কাছ নিয়ে আসা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, মজুরটি

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং- ১৯২৭, পৃ. ৩০৯
২. উদ্ধৃত, ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

এমতাবস্থায় হাজির হল যে, তার সাথে দিরহামে পরিপূর্ণ একটি থলে ছিল। হযরত 'উমর রা. তখন যুবকটিকে সম্বোধন করে বললেন, থলেটি হাতে নাও এবং যেখানে ইচ্ছা গিয়ে জিহাদ কর অথবা ঘরে বসে থাক।[১] এমনিভাবে ইসলাম বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

৫. কর্মসংস্থানের বিভিন্ন উপায় নির্দেশকরণ

ইসলামে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উপায় ও পথ বাতলে দেওয়া হয়েছে। কুর'আন সমস্ত বৈধ উপায়সমূহকে আয়ের উপকরণ হিসেবে গণ্য করেছে। তন্মধ্যে- কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী, মৎস চাষ, পশুপালন, হাঁস-মুরগী পালন, মৌ চাষ, নার্সারী, পরিবহণ ব্যবসা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যায়।

৬. মূলধন যোগান

প্রকৃতির বিভিন্ন অবদানের উপর শ্রমশক্তি খাটালে সম্পদ অর্জিত হয়। আর এই অর্জিত সম্পদ থেকে আরো অধিক সম্পদ অর্জনের জন্য যখন তা কোন কারবারে নিয়োগ করা হয়, তখন এই নিয়োগকৃত সম্পদকে বলা হয় মূলধন। বর্তমান বিশ্বে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রধানতম উপায় হচ্ছে ব্যাপকভিত্তিক শিল্পায়ন। আর এই শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন মূলধন। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা সঞ্চিত অর্থ সম্পদকে অব্যবহৃত ও বাক্সবন্দী করে না রেখে বরং আরো অধিক অর্থোৎপাদনের কোন সুসংবদ্ধ কাজে নিয়োগ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

> যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য (মূলধন) সঞ্চিত করে রাখে, মানুষের কল্যাণকর কাজে তা খরচ করে না, তাদেরকে কঠিন শাস্তির সংবাদ দাও।[২]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মাওলানা 'আব্দুর রাহীম রহ. বলেন :

> ধন-সম্পদ সঞ্চিত করিয়া রাখা এবং অধিক জনকল্যাণকর কাজে নিয়োগ না করা ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। 'ফীসাবীলিল্লাহ'- আল্লাহ্র পথে খরচ করার অর্থ কেবল গরীব-দুঃখীদের মধ্যে মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ বন্টন বা দান করা নয়, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির যে কোন কাজে বেকার জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের যে কোন পন্থায় মূলধন বিনিয়োগ করাও আল্লাহ্র পথে খরচ করারই অন্তর্ভুক্ত। কারণ এই ধরণের কাজে একদিকে যেমন জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে সমাজের অসংখ্য বেকার ও জীবিকাহীন মানুষের জন্য জীবিকার সংস্থান করা সম্ভব হয়। বস্তুত ইহা অপেক্ষা 'আল্লাহ্র পথের কাজ' বড় আর কিছুই হইতে পারে না।[৩]

ইমাম মালিক রা. বলেন :

> উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা রা. ইয়াতিমদের মাল, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত করতেন। ঠিক এমনিভাবে হযরত 'উমর, 'উসমান এবং 'আলী রা. ও তাঁদের খিলাফতকালে ইয়াতীমদের মাল বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কারবারে নিয়োজিত করতেন।[৪]

---

১. আলী আল-মুত্তাকী, *কানযুল উম্মাল*, বৈরুত : দারুল মা'আরিফাহ, ১৪১৫ হি, ২য় খ, পৃ. ২১৭

২. আল-কুর'আন, ৯ : ৩৪

৩. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৪. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

Dhaka University Institutional Repository

মূলধনকে বিভিন্ন কাজ করবার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে বৃদ্ধি করার ওপর হযরত 'উমর রা. অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করতেন। রাসূল সা. যেমন মূলধন সৃষ্টি ও তা বিনিয়োগের মাধ্যমে বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য মূলধন রেখে যাওয়ার প্রতিও তাগিদ দিয়েছেন। রাসূল সা. বলেন :

> তোমাদের উত্তরাধিকারীদের নিঃস্ব, পরমুখাপেক্ষী ও অপর লোকদের উপর নির্ভরশীল করে রেখে যাওয়া অপেক্ষা তাদেরকে স্বচ্ছল, ধনী ও সম্পদশালী করে রেখে যাওয়া তোমাদের পক্ষে অনেক ভাল।[১]

মূলধন সৃষ্টির ব্যাপারে রাসূল সা. যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[২]

৭. মূলধন বিনিয়োগের পন্থা নির্ধারণ

ইসলাম শুধু বেকার সমস্যা সমাধানে মূলধন বিনিয়োগকেই উৎসাহিত করেনি বরং মূলধন বিনিয়োগের পন্থাসমূহও নির্ধারণ করে দিয়েছে। নিম্নে সে সব পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হল :

ক. ব্যক্তিগত কারবার : ব্যক্তিগত কারবার দুই ধরণের হতে পারে। যথা :

১. মানুষ নিজের পুঁজি দ্বারা নিজেই কারবার করবে। চাষাবাদে সাধারণত এ পন্থাই অবলম্বন করা হয়।

২. মূলধন বিনিয়োগকারী নিজের তত্ত্বাবধানে কিছু সংখ্যক মজুর রেখে কারবার পরিচালনা করবে। বেশির ভাগ ছোট ছোট কারখানাই এ ভাবে পরিচালিত হয়। এ পন্থায় অনেক মানুষের কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন কোন সাহাবী এবং তাবেয়ী মজুরীর বিনিময়ে হাবশীদের দ্বারা কাজ করাতেন।[৩]

খ. মুদারাবাত : মূলধন বিনিয়োগের আরও একটি পন্থা হল, মুদারাবাত। এ পন্থাটি বেকার সমস্যা সমাধানে অধিক সহায়ক। যদি কোন কারবারে এক ব্যক্তি সমস্ত মূলধন এবং অন্য ব্যক্তি শুধু শ্রমশক্তি নিয়োগ করে আর এই কারবার থেকে যে মুনাফা আসে তাতে উভয়ে শরীক থাকে, তাহলে এই কারবারকে বলা হয় মুদারাবাত।

ইসলামী নীতি শাস্ত্রবিদরা মুদারাবার যে সর্বসম্মত সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল, ব্যক্তিকে ব্যবসা করার জন্য একটি নির্ধারিত বিনিময়ের উপর নিজের মাল দেবে এবং উভয়ের মধ্যে নির্ধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রমদানকারী (যে মাল গ্রহণ করেছে) মুনাফার এক চতুর্থাংশ, অর্ধেক বা এই ধরণের নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ করবে।[৪] ইসলামের পূর্বেও আরবে মুদারাবা ভিত্তিক কারবার চালু ছিল। রাসূলুল্লাহ সা. মুদারাবার ভিত্তিতে হযরত খাদিজা রা. এর মূলধন নিয়ে কারবার করেছিলেন।[৫]

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল ওয়াসায়া, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৩য় খ, হাদীস নং-২৫৪০, পৃ. ৫৮

২. অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী, *অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম*, ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ৩য় সং, ১৯৯২, পৃ. ১০

৩. ড. মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

৪. প্রাগুক্ত

৫. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল হারসি ওয়াল মুযারা'আত, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং- ২১৬৩, পৃ. ৪২৬

Dhaka University Institutional Repository

সাহাবীগণ মুদারাবার ভিত্তিতে কারবার করতেন। য়্যা'কুব আল-মাদানী বর্ণনা করেছেন যে, তাকে 'উসমান বিন 'আফ্ফান মুদারাবার ভিত্তিতে কিছু মাল দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, তিনি পরিশ্রম করবেন এবং মুনাফার মধ্যে উভয়েই শরীক থাকবেন।[১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, মুদারাবা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নাই। বেকার সমস্যা সমাধানে এই পন্থাটি অত্যন্ত কার্যকরী। কেননা সমাজে কিছু লোক এমনও আছে, যাদের হাতে কোন মাল নেই, অথচ মালের সদ্ব্যবহার করার পুরোপুরি যোগ্যতা তাদের রয়েছে। এ মুদারাবা পন্থার ফলে উভয় শ্রেণীই লাভবান হয় এবং অনেকের বেকার সমস্যার সমাধান হয়।

গ. কমিশনের ভিত্তিতে কারবার : রাসূল সা. কমিশনের ভিত্তিতে কারবার করারও অনুমতি দিয়েছেন। হযরত ইব্ন 'আব্বাস রা. বলেন, যদি মূলধন নিয়োগকারী কমিশন এজেন্টকে বলে, এই কাপড়গুলি বিক্রি করে দাও, এতে আমার নির্ধারিত মূল্যের ওপর যা পাবে তা তোমারই থাকবে- তবে এ ধরণের কারবারে আপত্তির কিছু নেই।[২] এ হাদীস থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, এই কমিশনভিত্তিক কারবার পন্থায়ও বহু মানুষের বেকার সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

ঘ. সমবায় : সমবায়ভিত্তিক কারবারে দুই এবং দুইয়ের অধিক লোক পুঁজি বিনিয়োগ করে থাকে এবং এর লাভ-ক্ষতির অংশীদার সকলেই হয়। পুঁজি বিনিয়োগের এই পন্থা ইসলামের পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং ইসলাম এটাকে রহিত না করে বরং বহাল রেখেছে।[৩]

ইসলামী অর্থনীতিতে লিমিটেড কোম্পানী এবং সমবায়ভিত্তিক কারবার সাধারণভাবে জনপ্রিয় ছিল। এমনকি কৃষিতেও তখন সমবায়ের প্রচলন ছিল। রাসূলে কারীম সা. সমবায়ের মাধ্যমেই বেকার মুহাজিরদেরকে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করেছিলেন। আনসাররা রাসূলুল্লাহর সা. কাছে নিবেদন করলেন, আপনি আমাদের এবং আমাদের ভাইদের (মুহাজিরদের) মধ্যে আমাদের বাগানগুলি বন্টন করে দিন। তিনি সা. উত্তরে বললেন, না। তখন আনসাররা মুহাজিরদের বললেন, তোমরা তোমাদের শ্রমশক্তি নিয়োগ কর। আমরা ফলের মধ্যে তোমাদের অংশীদার করে নেব। মুহাজিররা বললেন, হ্যাঁ, আমরা তা মেনে নিলাম।[৪]

ইসলামী নীতিশাস্ত্রবিদগণ সমবায়ের বৈধতা সম্পর্কে একমত। তাঁরা বলেন, সমবায়ের কারবার এমনভাবে হবে যে, প্রত্যেক সমবায়ী তাঁর মাল-আসবাব অথবা টাকা-পয়সা একত্রিভূত করে নেবে। অতঃপর কার টাকা কোন কাজে নিয়োজিত হল, কার টাকা দিয়ে

---

১. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮
২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল ইজারা, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২১১৩, পৃ. ৩৯৩
৩. ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫
৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কোন পণ্য খরিদ করা হল, কার টাকায় কেনা পণ্য বিক্রি হল, আর কার টাকায় কেনা পণ্য বিক্রি হল না- এ ধরণের কোন বাছ-বিচার থাকবে না এই কারবারে। যদি লাভ হয় তবে সবাই এর অংশ পাবে আর যদি ক্ষতি হয় তবে সবাইকে এর ভাগী হতে হবে।

এই সমবায়ের মাধ্যমে স্বল্পপুঁজিগুলিকে একত্রিত করে একে মূলধন হিসেবে বিনিয়োগের মাধ্যমে একদিকে যেমন স্বল্পপুঁজি একসময় বৃহৎ পুঁজিতে রূপান্তরিত হবে, অন্যদিকে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বেকার সমস্যারও সমাধান হবে ।

রাসূল সা. কর্তৃক নির্ধারিত উপরোল্লেখিত মূলধন বিনিয়োগের পন্থাসমূহ বিশেষ করে কিরায বা মুদারাবাত পন্থাটি বেকার সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত কার্যকরী। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই সমস্ত পন্থাসমূহের সফল প্রয়োগ বেকারদের কর্মসংস্থানে খুবই সহায়ক সন্দেহ নেই।

৮. কর্মচারী নিয়োগ

সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারী নিয়োগ বেকার সমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। রাসূল সা. ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে সরকারীভাবে কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে অনেকের বেকার সমস্যার সমাধান করা হত।

ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাসূল সা. ও পরবর্তীতে খুলাফায়ে রাশেদাগণও সামরিক, বেসামরিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রশাসনসহ আরো অনেক প্রশাসনের অধীনে অসংখ্য সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন।[১] যেমন : যাকাত আদায় ও বন্টনের জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হত এবং তাদেরকে যাকাত থেকেই বেতন প্রদান করা হত। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় প্রশাসক, মুশির, কাতিব, কমিশনার, প্রাদেশিক ওয়ালী, নকীব, কুযাত, কর আদায় প্রশাসক প্রমুখ ব্যক্তিকে সরকারী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হত এবং বায়তুল মাল থেকে তাদেরকে বেতন প্রদান করা হত।[২]

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের স্বরূপ এবং প্রয়োজন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হত। নবী সা. এ প্রসঙ্গে একটি নীতি ঘোষণা করেছেন :

> যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, সে যদি বিবাহ না করে থাকে, তবে সে বিবাহ করে নেবে। তার কোন গৃহ-চাকর না থাকলে সে তা রাখবে। তার ঘর না থাকলে সে একখানা ঘর প্রস্তুত করবে। এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় বিশ্বাসঘাতক, না হয় চোর।[৩]

---

১. ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী, *রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর সরকার কাঠামো*, ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ১৯৯৪, পৃ. ৩৮৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

৩. ইমাম আবূ দা'উদ, *আবূ দা'উদ শরীফ*, কিতাবুল খারাজ, প্রাগুক্ত, ২০০৬, ৪র্থ খ, হাদীস নং- ২৯৩৫, পৃ. ১৬৩

Dhaka University Institutional Repository

এই হাদীস দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, রাসূল সা. এর রাষ্ট্র প্রশাসনে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হত এবং এর মাধ্যমে অনেকেরই বেকার সমস্যার সমাধান হত।

৯. বায়তুলমাল হতে ঋণ প্রদান

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থভান্ডারের নাম বায়তুলমাল। এই বায়তুলমাল হতে শুধু অভাবী ও দারিদ্র্য পীড়িত মানুষদের সাহায্য প্রদান করা হতো না, বরং বিত্তহীন, বেকার, শ্রমজীবী মানুষদেরকেও বিনা সুদে ঋণ প্রদান করে তাদের কর্মসংস্থান ও রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করা হত। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে সদ্ভাবে ঋণ দেবে আল্লাহ্ তাকে এর কয়েকগুণ বেশী প্রত্যর্পণ করবেন।[১]

বলা বাহুল্য, আল্লাহ্‌কে সদ্ভাবে ঋণ দেয়ার অর্থ অভাবগ্রস্ত, দারিদ্র্য-পীড়িত, বেকার, বিত্তহীন লোকদেরকে বিনা সুদে ঋণ দান করা।

হযরত 'উমর রা. এর সময়ে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার কাজ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের চাকরির জামানতে বায়তুল মাল হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারত।[২] জনগণ নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য যেমন বায়তুল মাল হতে বিনা সুদে ঋণ গ্রহণ করত, তেমনি বেকার মানুষেরা উৎপাদন কাজে বিনিয়োগের জন্যও ঋণ গ্রহণ করত। এই ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ বা মুসলিম-অমুসলিমের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বা কারো প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হতো না। যেমন- হিন্দা বিন্ত 'উৎবা 'উমর রা. এর নিকট হতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য চার হাজার মুদ্রা জামিনে গ্রহণ করেছিলেন।[৩] বসরার শাসনকর্তা আবু মূসা আশ'আরী রা. 'আব্দুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর ও 'উবায়দাহ ইব্ন 'উমরকে ব্যবসা করার জন্য প্রচুর অর্থ ঋণ বাবদ দিয়েছিলেন।[৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য বায়তুল মাল হতে বিনাসুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব দূরীকরণের পথকে সুপ্রশস্ত করেছে।

১০. নারীদের কর্মসংস্থান

পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। ইসলাম শুধু পুরুষ বেকারদের কর্মসংস্থানেরই ব্যবস্থা করেনি, নারী বেকারদেরও কর্মসংস্থান নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাসূল সা. এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের প্রধান কর্মশালা হল তার সংসার। রাসূল সা. সাংসারিক কার্যক্রম পরিচালনাকেই নারীর প্রধানতম কর্মসংস্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। একজন গৃহিনীর প্রধান দায়িত্ব হল সন্তান ধারণ, লালন-পালন, শিক্ষা দান,সন্তানকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলা,

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ২৪৫

২. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইসলামের অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬০

৩. প্রাগুক্ত

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা-যত্ন করা, সংসারের যাবতীয় কার্যাদি দেখাশোনা করা, সাংসারিক হিসাব সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এই সমস্ত মৌলিক কার্যক্রম ছাড়াও ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিয়েছে।

ইসলামে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবস্থান কি হবে, এ ক্ষেত্রে আল-কুর'আনের দৃষ্টিভঙ্গি হল :

> পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[১]
>
> আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রম বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক।[২]
>
> যে মন্দ কর্ম করে, সে তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে পুরুষ অথবা নারী মু'মিন অবস্থায় সৎকর্ম করে, তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। তথায় তাদেরকে বেহিসাব রিয্ক দেয়া হবে।[৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন পুরুষ বা নারী কেউ কারো জন্য জবাবদিহী করবে না বা দায়িত্ব নেবে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজের জন্য দায়ী থাকবে। তাদের পুরষ্কার হবে এই দুনিয়াতে তাদের কৃতকর্মের ফল।

রাসূলে কারীম সা. এর যুগে মহিলাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কি ছিল? এর উত্তর পাওয়া যাবে তাঁর হাদীস এবং তিনি যে সব কাজ-কর্মের অনুমোদন দিয়েছেন সে সব থেকে। নিচে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হল :

১. হযরত 'আয়িশা রা. বলেন : আমাদের মধ্যে যায়নাব রা. ছিলেন সবচেয়ে দয়ালু। তিনি নিজের কাজ নিজেই করতেন এবং দান করতেন।[৪]
২. হযরত যুবায়র রা. বলেন : একবার মহানবী সা. এসে দেখলেন তাঁর স্ত্রী হযরত যায়নাব রা. চামড়া ট্যান করছেন।[৫]
৩. রাসূল সা. বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে (মহিলা) তোমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।[৬]

প্রসঙ্গতঃ ইসলামের ইতিহাস থেকে কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে :

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ৩২
২. আল-কুর'আন, ৩ : ১৯৫
৩. আল-কুর'আন, ৪০ : ৪০
৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ২০০৩, ৭ম খ, হাদীস নং- ৬১০৯, পৃ. ৫৩১
৫. উদ্ধৃত, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল খালেক, *ইসলামী অর্থনীতি*, ঢাকা : আরাফাত পালিকেশন্স, ১ম সং, ১৯৯৫, পৃ. ১২৩
৬. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবু তাফসিরিল কুর'আন, প্রাগুক্ত, ২০০৭, ৪র্থ খ, হাদীস নং-৪৪২১, পৃ. ৫১৫

Dhaka University Institutional Repository

ক. প্রথম পর্যায়ের মুসলমানদের মধ্যে অনেক মহিলা ছিলেন যারা নানা ধরণের কাজ করতেন। রাসূল পত্নী হযরত খাদিজা রা. ব্যবসায়ের কাফেলার সাথে না গেলেও তিনি তাঁর সমুদয় সম্পদ এবং ব্যবসায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতেন।

খ. রাসূলের সা. যুগে মহিলারা কৃষি কাজে তাদের স্বামীদের সহায়তা করতেন। হযরত যুবায়র রা. এর স্ত্রী হযরত আসমা বিন্ত আবূ বাক্র রা. বাড়ি থেকে দুই মাইল দূরে খেজুর বাগানে কাজ করতেন এবং সেখান থেকে খেজুর বিচির বস্তা নিজ মাথায় বহন করে আনতেন।

গ. হযরত আসমা বিন্ত মুহাররামা আতরের ব্যবসা করতেন।

ঘ. হযরত ‘উমরা বিন্ত তাবিজা রা. বাজারে যেতেন এবং সংসারের প্রয়োজনীয় মালামাল ক্রয় করে আনতেন।

ঙ. হযরত ‘উমর রা. হযরত শিফা রা. নামক এক মহিলা সাহাবীকে বাজার দেখাশুনার দায়িত্ব দেন।[১]

চ. মহিলা সাহাবীগণ নবী কারীম সা.-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে সেবিকা ও সাহায্যকারিনী হিসাবে যোগদান করতেন। কখনো কখনো তাঁরা আসল যুদ্ধেও যোগদান করতেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম নারীদের মৌলিক কর্মকান্ডের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে, নির্ধারণ করে দিয়েছে তাদের কর্মনীতি ও কর্মজগত। এভাবেই ইসলাম তাদের কর্মসংস্থানেরও ব্যবস্থা করেছে।

বাংলাদেশের বেকারত্ব নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

বেকার সমস্যা থেকে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকেই কর্মসংস্থান তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবত প্রায় ৫০ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ৭টি ইসলামী ব্যাংক সর্বমোট ২১,৭৮০ জন[২] কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগকৃত শিল্প কারখানা, এসএমই ও গ্রামীণ প্রকল্পসমূহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ যাবত লক্ষ লক্ষ বেকার লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিত্য-নতুন প্রকল্প গ্রহণ এবং বিনিয়োগ খাত বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বেকার জনসাধারণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণের ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা

---

১. উদ্ধৃত, অধ্যাপক মোঃ আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

২. দ্র. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা; ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; Exim Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka; First Security Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

চালিয়ে আসছে। বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের জন্য চাকুরির ব্যবস্থা এবং আত্মবিশ্বাস, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি ও সহযোগিতা করার সাধ্যমে দেশ থেকে বেকারত্ব দূরীকরণের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বদ্ধপরিকর।

জনসংখ্যা সমস্যা

অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা। অর্থনীতিবিদদের মতে, জনসংখ্যা সমস্যাটি দেশের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তাই ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যাকে ১নং জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১] ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটির[২] বেশী। বাংলাদেশে জনসংখ্যাকে বর্তমানে জাতীয় জীবনে একদিকে সম্পদ বলে গণ্য করার সাথে সাথে অন্যদিকে প্রকট সমস্যা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে যে- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সমস্যা জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাবে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পরিবেশ দূষণ, শিল্পায়ন ব্যাহত, মূলধন গঠনে অসুবিধা, জীবনযাত্রার নিম্নমান, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্য নির্ভরশীলতার হার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ইত্যাদি সমস্যাও জনসংখ্যা সমস্যার কারণেই সৃষ্ট। তাই বাংলাদেশ সরকার এই জনসংখ্যা সমস্যাকে দেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। অপরদিকে ইসলাম জনসংখ্যাকে পৃথিবীতে কোন প্রকার সংকটের কারণ বলে মনে করে না। ইসলাম মনে করে প্রত্যেক মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন। আর তিনিই একমাত্র মানুষের সকল অভাব মোচন করেন। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে খাদ্য সংকট দেখা দেয় বলে যে ধারণা করা হয়, ইসলাম তা অনুমোদন করে না। বরং ইসলাম প্রত্যেক মানুষকে পৃথিবীর জন্য খনিতুল্য বিশাল সম্পদ মনে করে। ইসলাম জনসংখ্যাকে অভিশাপ নয় বরং আশির্বাদ মনে করে এবং সে জন্য তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলার কথা বলে। বাংলাদেশের জনসংখ্যাকে সম্পদে রূপান্তরিত করতে এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিগত ৩০ বছর থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জনসংখ্যা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে সকল কর্মতৎপরতার মূলে রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। এর উপর ভিত্তি করেই সকল কিছুর ভীত রচিত হয়। গড়ে ওঠে সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সমাজের ধ্যান-ধারণা ও কর্মকান্ডের মাঝে ঐ সমাজের মানুষের আদর্শ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। যেসব অর্থনীতিবিদ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদ বৃদ্ধির হার তুলনা করে অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে চরম খাদ্য সংকটের আশংকা প্রকাশ করেছেন এবং সেজন্য বিশ্ববাসীকে জন্মনিরোধের পরামর্শ দেন, তাদের আদর্শ অবশ্যই ইসলামী নয়। সুতরাং ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ এ মতবাদ মেনে নিতে পারে না। কিন্তু যে কোন মতবাদকেই গ্রহণ করা বা বর্জন করার পূর্বে ইসলামী আদর্শের আলোকে তার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন। বিচার-বিশ্লেষণে যদি মতবাদটি পূর্ণ অথবা

১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, পৃ. xvii

Dhaka University Institutional Repository

তার বিশেষ অংশ গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে; অন্যথায় নয়। সুতরাং ভবিষ্যতে সম্পদের অভাব দেখা দেবে বলে যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাদের ধারণা ইসলামের দৃষ্টিতে কতখানি সঠিক তা অবশ্যই পশ্ন সাপেক্ষ।

জনসংখ্যার কারণে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেবে -যারা এ মতবাদের অনুসরণ করেন তাদেরকে বিশ্বাসগত দিক থেকে নিম্নোক্ত তিনটি পর্যায়ের যে কোন পর্যায়ে আবিস্কার করা যাবে :

প্রথম :

ক. এ বিশ্ব জগতের কোন স্রষ্টা, পরিচালক ও প্রতিপালক নেই। বিশ্ব নিজেই তৈরী হয়েছে এবং স্বাভাবিক ধরাবাঁধা নিয়মে এর আবর্তন-বিবর্তন হচ্ছে।

খ. পৃথিবীতে মানুষের জন্য জন্ম ও মৃত্যু এবং তার বসবাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সৃষ্টির পেছনে কোন পরিকল্পনা নেই। প্রকৃতির খেয়ালেই মানুষ জন্মায় ও মরে যায়।

গ. প্রকৃতির সম্পদ মানুষের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রক্ষা করতে পারছে না। এজন্য কৃত্রিম উপায়ে মানুষের বংশবৃদ্ধির হার কমানো দরকার।

দ্বিতীয় :

ক. এ বিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনি বিশ্বহাজান সৃষ্টি করার পর আর কিছুই করছেন না। সব কিছু তাঁরই সৃষ্টি করা প্রাকৃতিক নিয়মের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি দিব্যি আরামে নিদ্রা-মগ্ন আছেন।

খ. এ দিকে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের বংশ জ্যামিতিক হারে ও সম্পদরাশি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেছে। তাই জনসংখ্যা পৃথিবীর সম্পদ ভান্ডারকে অতিক্রম করার কাছাকাছি পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

গ. এ সময়ে কৃত্রিম উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে ফেলা অপরিহার্য, অন্যথায় মানুষ মানুষের মাথা খাবে।

তৃতীয় :

ক. একজন স্রষ্টা আছেন। কিন্তু তিনি অংকশাস্ত্র ও অর্থনীতি মোটেই জানেন না। তাই হিসাব-নিকাশ ছাড়াই মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন। এ দিকে তাঁর সৃষ্ট মানুষগুলোর বাস করার মতো জায়গা পৃথিবীতে রয়েছে কিনা তাদের খাওয়া-পরা স্বচ্ছন্দে চলার মতো অর্থনৈতিক উপকরণাদি ফুরিয়ে যাচ্ছে কিনা এসব বিষয়ে তার কোন চিন্তা-ভাবনাই নেই। নিজের খেয়ালে কেবলই মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন নেহায়েত বেহিসাবী কায়দায়।

খ. স্বাভাবিকভাবে বেহিসাবী সৃষ্টিকর্তার এ খামখেয়ালীর দরুন যেসব জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে সেগুলো সমাধানের দায়িত্ব নিয়েছেন ম্যালথাস ও তার সমর্থকগণ। স্রষ্টার ক্রুটি সংশোধনের জন্য তারা পরিবার পকিল্পনার পথ আবিষ্কার করেছেন।

গ. তাই হিসাব-নিকাশে উদাসীন ঐ স্রষ্টার ওপর নির্ভর করা মানুষের জন্য বিপজ্জনক। সে জন্য আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টির কাজে হস্তক্ষেপ করতে হবে। স্রষ্টার অপরিকল্পিত সৃষ্টিহার নিয়ন্ত্রণের জন্য আমরাই ইচ্ছামত সন্তান জন্মাবো এবং ইচ্ছামত তার জন্ম প্রতিরোধ করবো। অন্যথায় হেয়ালী স্রষ্টার দুনিয়ায় বিজ্ঞ মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

উপরে যে তিন ধরণের আকীদা বিশ্বাসের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন একটিকে গ্রহণ করা ছাড়া সন্তান জন্মানোর হার কমানোর পদক্ষেপ নেয়া যায় না। জন্মনিরোধ বা পরিবার

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা গ্রহণের আগেই উপরোল্লেখিত আকীদাগুলো থেকে যে কোন একটিকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈমান-আকীদা ঠিক রেখে কোন মুসলিম ব্যক্তির দ্বারা এ সবের কোন একটিও গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ইসলামের মূল স্তম্ভ হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের মূল হল এক আল্লাহ্‌র প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস। আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু তাঁর অস্তিত্বের প্রতি ঈমান আনা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং তাঁর গুণাবলীর প্রতিও ঈমান আনতে হবে। অন্যথায় মুসলমান হওয়া বা থাকা যায় না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্‌র পরিচয় প্রদান করে বলা হয়েছে :

> হে নবী বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের বাদশাহ ও মানুষের মা'বুদের নিকট।[১]

এ আয়াতে সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলার রাবুবিয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ- তিনিই মানুষের প্রতিপালক। প্রতিপালক হিসাবে তিনি মানুষের জীবন-ধারণের জন্য যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই ব্যবস্থা করেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তাই তাঁর নাম খালিক। খাল্‌ক বা সৃষ্টির কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি রাব বা প্রতিপালকের দায়িত্ব পালন শুরু করেছেন। কুর'আনের অন্যত্র তিনি বলেছেন :

> হে মানব জাতি! তোমাদের রাবের দাসত্ব কর যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত এ পন্থায় তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারবে। তিনি সেই রাব যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে বিছানা ও আসমানকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন এবং ঐ বৃষ্টির সাহায্যে তোমাদের রিজিক সরবরাহের জন্য ফল-শস্য জন্মিয়েছেন।[২]
>
> তারা কি কখনও তাদের মাথার উপরে বিদ্যমান আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না কিভাবে আমি তা সৃষ্টি করেছি এবং সাজিয়েছি। এর কোথাও কোন ফাটল নেই। পৃথিবীকে আমরা বিছিয়ে দিয়েছি তার উপরে পাহাড়গুলোকে জমাট করেছি এবং ভূ-পৃষ্ঠে সকল ধরণের সাদৃশ্য উদ্ভিদ জন্মিয়েছি। এসব বিষয় জ্ঞান আহরণ ও স্মরণ করার মত ব্যাপার সেসব বান্দাহদের জন্য যারা (আমার দিকে) প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছুক এবং আসমান থেকে মুবারক পানি বর্ষণ করেছি তারপর ঐ বৃষ্টির সাহায্যে বাগ-বাগিচা ও খাদ্যশস্য জন্মিয়েছি এবং সুউচ্চ খেজুর গাছ ও তার মধ্যে গোছায় গোছায় রসপূর্ণ খেজুর ধরিয়েছি এসব ব্যবস্থাই হচ্ছে বান্দাহর রিয্‌ক সরবরাহের জন্য। আর ঐ বৃষ্টির পানি দ্বারা মৃত পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করে তুলেছি। এভাবেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থান হবে।[৩]

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের প্রতিপালনের জন্য ব্যাপক ও সুষ্ঠু পরিকল্পনা মোতাবেক ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তিনি ধরাপৃষ্ঠকে ফসল, ফল, শস্য ও তরু-লতা জন্মানোর উপযোগী করেছেন। সাগরের বুক থেকে আসমানে সূর্য কিরণের প্রভাবে বাষ্প উঠিয়ে নেন। মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে সে বাষ্পকে মেঘমালারূপে স্থলভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে উড়িয়ে

---

১. আল-কুর'আন, ১১৪ : ১-৩
২. আল-কুর'আন, ২ : ২১-২২
৩. আল-কুর'আন, ৫০ : ৬-১১

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে যান। তারপর ঐ মেঘমালাকে গলিয়ে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করান। বৃষ্টিপাত হলে মৃত ধরাপৃষ্ঠ সঞ্জীবিত হয়। নানাবিধ ফসল ও ফল-মূল জন্মায়। আর এভাবেই মানুষের খাদ্য সরবরাহ হচ্ছে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

> তোমরা যে বীজ বপন কর সে সম্পর্কে কখনো চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ ? এ বীজ থেকে তোমরা শস্য উৎপন্ন কর, না আমরা করি ?[১]

অর্থাৎ- শষ্যক্ষেত্রের উপযোগী মাটি সৃষ্টি করা, বীজ থেকে অংকুরোদগমের নিয়ম প্রবর্তন, অংকুরকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য রৌদ্র, বৃষ্টি, তাপমাত্রা ইত্যাদির সমন্বয় সাধন তো মানুষের আয়ত্তাধীন নয়। স্বয়ং আল্লাহ্ই এ কাজ করেন। পুনরায় সমাজে সম্পদ বন্টন করাও তাঁরই কাজ। আল্লাহ্ বলেন :

> তোমার প্রতিপালকের রহমত বন্টন করা কি তাদের দায়িত্ব? পার্থিব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল উপাদান তো আমিই বন্টন করে থাকি। আর আমিই এসব বিষয়ে এদের কিছু লোককে অপর কিছু লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। উদ্দেশ্য একে অপরের নিকট থেকে কাজ আদায় করার ব্যবস্থা দান। হ্যাঁ, তোমার রাবের রহমত এ সব সম্পদের তুলনায় মূল্যবান।[২]

এই আয়াতে তিনটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে। যথা :

প্রথমত : আল্লাহ্র রহমত বন্টন করা মানুষের কাজ নয়। রহমত দেয়া না দেয়া সম্পূর্ণরূপেই আল্লাহ্ তা'আলার নিজস্ব এখতিয়ারাধীন।

দ্বিতীয়ত : পার্থিব সম্পদ বন্টনের বেলায়ও আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেননি, বরং সবকিছু নিজেরই এখতিয়ারাধীন রেখেছেন। তিনি সুশ্রী ও বিশ্রী উভয় প্রকার মানুষ সৃষ্টি করেছেন। কারো স্বর মিষ্টি, আবার কারো স্বর কর্কশ। কেউ সবল, আবার কেউ দুর্বল। কেউ তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী, কেউ বোকা। কেউ কর্মঠ, কেউ অলস। কেউ চক্ষুস্মান, কেউ অন্ধ। কেউ উন্নত দেশের বাসিন্দা, কেউ অনুন্নত দেশে জন্ম গ্রহণ করে। সম্পদ, সম্ভ্রম, ক্ষমতা, উন্নতি, অধোগতি ইত্যাদি বিষয়ের কোন কিছুই মানুষের নিজের হাতে নেই। এগুলো স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আয়ালারই পরিকল্পনা।

তৃতীয়ত : এ বন্টনে একটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সে বিষয়টি হচ্ছে এই যে, একজনকেই বা সকলকেই সকল প্রয়োজনীয় সম্পদ, গুণাবলী ও যোগ্যতা দান না করা। একের যা অভাব তা অন্যের নিকট রয়েছে। ফলে, মানুষ পরস্পরের মুখাপেক্ষী! সকলেই যদি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতো তাহলে কোন সমাজ গড়ে উঠতো না।

শুধু মানুষই নয় বরং সৃষ্ট জীবেরই রিয্ক দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্র। আল্লাহ্ বলেন :

> কত জীব-জন্তু রয়েছে, তারা তাদের খাদ্যভান্ডার বয়ে বেড়ায় না। আল্লাহ্ই তো তাদের রিয্ক দান করেন এবং তোমাদেরও দেন। তিনি সব কিছুই শোনেন ও জানেন।[৩]

অসংখ্য স্থলচর ও জলচর জীব-জন্তর কোন জায়গা জমি ও খেত-খামার নেই। অথচ তাদের তো খাদ্যাভাব দেখা দিচ্ছে না। বংশবৃদ্ধি চলছেই। তাদের সকলের এবং মানুষের রিয্ক আল্লাহ্ তা'আলাই দিয়ে থাকেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

১. আল-কুর'আন, ৫৬ : ৬৩-৬৪

২. আল-কুর'আন, ৪৩ : ৩২

৩. আল-কুর'আন, ২৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিয্ক এবং পরিশ্রুত বিষয়।[১]

এখানে আসমান অর্থে উর্ধ্ব জগৎ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ- মানুষের জীবন ধারণোপযোগী যাবতীয় সরঞ্জাম ও উপাদান এ জগতে নয় উর্ধ্ব জগতেই রয়েছে। সেখান থেকেই তা বিতরণের ব্যবস্থা হয়ে থাকে, আর প্রতিশ্রুত বিষয় হচ্ছে বিচারের দিন।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং রিয্কদাতা এবং অটল অনড় ক্ষমতার অধিকারী।[২]

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন অগণিত রিয্ক দিয়ে থাকেন।[৩]

আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অতিমাত্রায় অনুগ্রহশীল। যাকে (যেরূপ) ইচ্ছা রিয্ক দান করেন এবং তিনি প্রবল ও পরাক্রান্ত।[৪]

উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের প্রয়োজন সম্পর্কে উদাসীন নন। তিনি রিয্ক দান করার ব্যাপারে কৃপণতা করেন না। অথবা এ বিষয়ে তাঁর কোন অক্ষমতা নেই। তাঁর ইচ্ছাক্রমেই রিয্ক সরবরাহ হয়ে থাকে। পুনরায় রিয্ক কমানো ও বাড়ানো তারই ইচ্ছাধীন।

আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন প্রচুর রিয্ক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা করেন রিয্ক কমিয়ে দেন।[৫]

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন অঢেল রিয্ক দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা সীমিত পরিমাণ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অবগত।[৬]

এ আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় যে, সম্পদের প্রাচূর্য ও অভাব তাঁরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু কেন ? স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তিনি সম্পদ বা রিয্ক দানের ব্যাপারে তারতম্য করেন কেন?

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই বলেন :

যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাহদের নিয়ন্ত্রণবিহীন রিয্ক দান করতেন তাহলে তারা দুনিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। তাই তাঁর ইচ্ছানুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণ রিয্ক দান করেন। তিনি নিশ্চয়ই বান্দাহদের খোঁজ খবর রাখেন ও তাদের প্রতি নজর দেন।[৭]

যে আমাকে স্মরণ করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় আমি তাকে অর্থনৈতিক সংকটে নিক্ষেপ করি।[৮]

আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্যাচরণই অর্থনৈতিক সংকটের কারণ, অবাধ্যাচরণ অর্থ শুধু মৌখিক অস্বীকৃতি ও ইবাদত-বন্দেগী থেকে বিরত থাকাই নয়। উপরন্তু আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন বিধান মেনে নিতে অস্বীকার, তিনি যেরূপ ব্যক্তিচরিত্র পছন্দ করেন তা গঠন করার ব্যবস্থা না থাকা, তাঁর পছন্দনীয় সমাজ ব্যবস্থা গড়ে না তোলা এবং খোদাপ্রদত্ত অর্থনীতির স্থলে মানব রচিত অর্থনীতি প্রবর্তন করাও তাঁর অবাধ্যাচরণ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচুর্য এলেই একদল স্বার্থপর লোক সমাজের উপর প্রাধান্য

---

১. আল-কুর'আন, ৫১ : ২২
২. আল-কুর'আন, ৫১ : ৫৮
৩. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩৮
৪. আল-কুর'আন, ৪২ : ১৯
৫. আল-কুর'আন, ১৩ : ২৬
৬. আল-কুর'আন, ২৯ : ৬২
৭. আল-কুর'আন, ৪২ : ২৫
৮. *আল-কুর'আন*, ২০ : ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারের উদ্দেশ্যে মনগড়া নিয়ম-কানুন চাপিয়ে দেয়। যে সমাজ ঐ সব অর্থলোভীদের অন্যায় নীতি মেনে নেয় তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের লড়াই জারি হয়ে যায় এবং পরিণামে ধনী ও দরিদ্র সকলেই বিপর্যস্ত হয়। সুতরাং নিজেদেরই অনুসৃত ভ্রান্ত নীতির ফলে মানুষ দুর্দশার সম্মুখীন হয়। এ দুরবস্থা থেকে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় মানুষের সংখ্যা হ্রাস করা নয় বরং খোদার দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তাঁরই দেয়া বিধান অনুসারে জীবন যাপন করা। আল্লাহ্ বলেন :

> যে আল্লাহ্কে ভয় করে তার (বিপদ মুক্তির) জন্য আল্লাহ্ই কোন উপায় করে দেবেন এবং এমন উৎস থেকে তার রিজিকের সংস্থান করে দেবেন যে, (ঐ ব্যক্তি) সে সম্পর্কে ধারণাও করতে পারে না।[১]

তালাক প্রদান সম্পর্কে বলা সত্ত্বেও উপরোক্ত আয়াতের মূল বক্তব্যটি সাধারণ। আল্লাহ্কে ভয় করে জীবন যাপন করার অর্থ খোদার বিধিনিষেধ মেনে চলা। যারা তা মেনে চলবে, অবশ্যই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকল জটিলতা ও বিপদ-আপদ দূর করে দিবেন। শুধু তা নয়, এমন সব উৎস থেকে তাদের খাদ্য সরবরাহ করবেন যে সে সম্পর্কে তারা কোন ধারণাই করতে পারে না।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ ধরণের নিশ্চয়তা দানের প্রতি ঈমান রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। আল্লাহ্ই মানুষ, জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গাদি সৃষ্টি করেন এবং তিনিই তাদের রিয্ক দেয়ার দায়িত্বও পালন করে আসছেন। সৃষ্ট জীবের রিয্ক সরবরাহ করা কখনও কম, কখনও বেশী পরিমাণে দেয়া এগুলো আল্লাহ্ তা'আলারই বিশ্ব পরিচালনার নিয়মাধীন। সুতরাং আল্লাহ্র প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তাদের পক্ষে এসবের বিপরীত মতবাদে বিশ্বাস করা কিছুতেই সম্ভব নয়। অর্থাৎ- কুর'আনের বিপরীত কথাবার্তায় বিশ্বাস স্থাপন করার পর ঈমান বহাল থাকতে পারে না।

জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গৃহীত পদক্ষেপ

ইসলামী আদর্শের আলোকে এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ জনসংখ্যাকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে না। অথবা জনসংখ্যাই দারিদ্র্যতার মূল কারণ বলে মনে করে না। বরং ব্যাংকসমূহ মনে করে জনসংখ্যা দেশের জন্য এক বিরাট সম্পদ। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে পারলে তা দেশের জন্য সবচেয়ে মঙ্গলজনক হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকগুলো এই চ্যালেঞ্জই গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহও দেশের এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে জনশক্তি উন্নয়ন নীতিমালা অনুসরণ করেছে। তরুণ মেধাবী শিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সবসময় সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। আধুনিক জ্ঞান ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়তে ইসলামী ব্যাংকগুলো অব্যাহতভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক নিজস্ব জনশক্তিকে একটি সুশৃঙ্খল টিম হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করছে। পিছিয়ে পড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য নিবিড় পেশাগত মানোন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। দেশে-বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত বিভিন্ন ডিগ্রী অর্জনে জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগ গ্রাহকদের উৎপাদনমুখিতা বাড়ানো এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এতে যারাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় আসছে তারাই লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে

---

১. আল-কুর'আন, ৬৫ : ২-৩

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তীতে নিজস্ব পরিসরে নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ প্রকল্পের এমন অসংখ্য গ্রাহক রয়েছেন যারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি অসংখ্য মানুষের আয়-উপার্জনের ব্যবস্থা করেছেন। ইসলামী ব্যাংকগুলোর এই কর্মপদক্ষেপের ফলে দেশের মানুষ ক্রমেই উৎপাদনমুখী হচ্ছে এবং জনসংখ্যা সমস্যা নয় বরং সম্পদে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে জাতি এর সুফল ভোগ করবে বলে আশা করা যায়।

সুদ সমস্যা

সুদ বাংলাদেশের জন্য একটি ভয়ানক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। চলমান পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় সুদের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সুদের কোন স্থান নেই।[১] বাংলাদশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপ্রাণ হওয়ায় তারা প্রচলিত সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেনে আগ্রহী নন। অথচ এদেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থা সুদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বাধ্য হয়ে অনেকে সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রেখেছেন, তবে সুদ নেননি।[২] তাছাড়া অসংখ্য দরিদ্র মানুষ বাধ্য হয়ে সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করে অবশেষে বাস্তুহারা হয়েছেন। তাই সমগ্র জাতি আজ সুদের কবল থেকে মুক্তি পেতে চায়।

মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বলে ইসলাম মানুষকে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের সুযোগ দেয় না। ইসলাম উপার্জনের পন্থা ও উপায়ের ক্ষেত্রে বৈধ-অবৈধ পার্থক্য নির্ণয় করে সমাজ ও জাতির জন্য যে সকল ক্ষতিকর প্রক্রিয়াসমূহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সুদ তন্মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সুদ আজ সারা বিশ্বের অর্থনীতিকে চারপাশ থেকে অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে। সমগ্র বিশ্বে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করছে, তাতে এমন বহু দেশ এবং জনপদ রয়েছে- যেখানে মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে থেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। উদাহরণত, সোমালিয়া, ইরিত্রিয়া, আজারবাইজান, নাইজেরিয়া, হাইতি ইত্যাদি দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। সুদের ধ্বংসাত্মক পরিণতি থেকে বিশ্ব অর্থনীতিকে উদ্ধারের একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা এখন সবার মাঝে জন্ম নিয়েছে।[৩] বিকল্প হিসেবে সবাই ইসলামী অর্থব্যবস্থা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর কথা ভাবছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাম্প্রতি অর্থনৈতিক মন্দার সময়েও সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিচালনা করে বাজারে নিজেদের সুদৃঢ় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি সবার আস্থা তৈরী হয়েছে।

সুদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

পৃথিবীতে মানুষকে নির্যাতন করা এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এ যাবত যত প্রকার অপকৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে সুদ তন্মধ্যে অন্যতম একটি। সুদ পরিহার করার জন্য মহান আল্লাহ্

---

১. ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী, *ব্যাংকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*, এম. এম. ছলিমুল ওয়াহেদ অনূ., ঢাকা : জাবাল-এ-নূর প্রকাশনী, ১ম সং, ২০০৭, পৃ. ১৮

২. মুহাম্মদ মাহ্ফুজুর রহমান, বিএম হাবিবুর রহমান সম্পা., *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ পরিপালন-প্রয়োগ-পদ্ধতি*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লি., ১ম সং, ২০০৬, পৃ. ৩০

৩. অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *সুদ সমাজ অর্থনীতি*, প্রাগুক্ত, ২য় সং, ২০১২, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

তা'আলা পবিত্র কুর'আনের ৭টি আয়াতে সুদের পরিণতি, কুফল এবং স্বেচ্ছায় যারা সুদ পরিহারে অনিচ্ছুক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। সম্পদ বৃদ্ধি লাভের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন করে করে সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে প্রকৃত পন্থা কি হওয়া উচিত তার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

> ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহ্র কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে (যাকাত) অতএব তারা দ্বিগুণ লাভ করে।[১]

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুদী কারবারে মগ্ন সমাজে একটা নতুন চিন্তার সূত্রপাত করেছেন। যাতে শোষণমূলক অর্থনীতির মোহ পরিত্যাগ করে মানুষ সততা ও ন্যায়-নীতির আলোকে বিষয়টি চিন্তা ও বিবেচনা করতে পারে। সুদ হারাম -এ বিধান জারির মাধ্যমে প্রশ্ন হতে পারে, সুদী আয় এবং বাণিজ্যিক আয়ের মধ্যে পার্থক্য কি? এমন প্রশ্নের জবাবে কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন :

> আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন।[২]

যাকাত প্রদান করলে অর্থ কমে যায় আর সুদ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ বৃদ্ধি পায় কথাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে সত্য হলেও বাস্তবে তার বিপরীত। সুতরাং এরূপ ধারণা পরিহার করার জন্য আল্লাহ্ বলেন :

> আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খায়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।[৩]

সুদ ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণদাতা নিশ্চিন্তে নির্ধারিত হারে অর্থাহরণ করে। এটা শুধু ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি এবং সামষ্টিক অর্থনীতির উন্নয়নের অন্তরায়ই নয় তা সম্পূর্ণ ঈমানেরও পরিপন্থী। এজন্যই আল্লাহ্ মুমিনদেরকে এ পদ্ধতিসহ পূর্বেকার সকল সুদ পরিহারের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

> হে ঈমাণদারগণ ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।[৪]

ইসলাম-পূর্ব সমাজে সুদ পদ্ধতির একটি ছিল যে, ঋণ গ্রহীতা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হবার পর ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সুদ ও আসলকে পুনরায় পুঁজি নির্ধারণ করে দ্বিতীয় মেয়াদে (নতুন শর্তে) পরিশোধের অবকাশ থাকত, এমনিভাবে যতক্ষণ না ঋণগ্রহীতা সুদাসল সম্পূর্ণ পরিশোধ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত চক্রাকারে তার ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন এরূপ প্রথাকে পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

> হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।[৫]

পূর্বোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে আল্লাহ্ মুসলিম-অমুসলিম সকলকে সুদ ত্যাগ করে সাধারণ মানুষকে নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দানের আহ্বান করার পরও যারা এরূপ পাপ কাজ পরিহার করতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর বাণী উচ্চারণ করে বলেন :

---

১. আল-কুর'আন, ৩০ : ৩৯
২. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৫
৩. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৬
৪. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৮
৫. আল-কুর'আন, ৩ : ৯৩

Dhaka University Institutional Repository

> অতঃপর যদি তোমরা সুদ পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।[১]

আল্লাহ্ তাঁর বিধি-বিধান মান্য করার জন্য মানব জাতিকে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদানসহ নানা রকম ভয়-ভীতিও প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু সুদ পরিহার করার জন্য যতটা কঠোরতা (যুদ্ধ ঘোষণা) দেখিয়েছেন অন্যান্য ব্যাপারে ততটা পরিলক্ষিত হয় না।

সুদের কুফল ও পরিণতির ভয়ে যারা স্বেচ্ছায় ফিরে আসার সংকল্প করে, তাদের সম্পদ বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আল্লাহ্ বলেন :

> কিন্তু যদি তোমরা তাওবা কর তবে নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না।[২]

মক্কা বিজয়ের ফলে যখন গোটা আরব মুসলমানদের অনুকূলে চলে যায় এবং ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত করার অনুকূলে চলে আসে তখন আল্লাহ্ তা'আলা আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ করে ইসলামী অর্থনীতির পূর্ণতা প্রদান করেন।

মেয়াদী সুদের (রিবা আন্-নাসিয়া) অবৈধতা কুর'আন দ্বারা প্রমাণিত আর নগদ বিনিময়ী বা মহাজনী সুদের (রিবা আল্-ফাদল) অবৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। মহানবী সা. ইসলাম-পূর্ব সমাজের মহাসংক্রামক এ ব্যাধির অভিশাপ থেকে মানব জাতিকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার প্রেক্ষিতে সুদের বিপক্ষে বিভিন্ন বাণী প্রদান করেন যার সংখ্যা চল্লিশোর্ধ। এখানে সুদ সম্পর্কে হাদীস শরীফের কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হল :

মহানবী সা. প্রথমত সাধারণভাবে রিবা আল-ফাদল এর অবৈধতা বর্ণনা করে বলেন :

> স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিমেয় যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ (বিনিময় করা হলে সে ক্ষেত্রে) পরিমাণ সমান সমান ও নগদ হতে হবে। যে ব্যক্তি বেশী দিবে কিংবা গ্রহণ করবে সে সুদ অনুষ্ঠানকারী সাব্যস্থ হবে। এতে সুদ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান।[৩]

ধারণা করা স্বাভাবিক যে, যিনি সুদ গ্রহণ করবেন তিনিই শুধুমাত্র অপরাধী। সুদদাতা কিংবা এতদসংক্রান্ত সহযোগীরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মহানবী সা. সুদ দাতা, গ্রহীতা এবং এতদসংক্রান্ত সকলকে অভিসম্পাত করেন। এ মর্মে হযরত জাবির ইব্ন 'আব্দুল্লাহ মহানবী সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন :

> আল্লাহ্‌র রাসূল সা. সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেখক এবং সুদের লেন-দেনে স্বাক্ষীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেন তারা সকলেই সমান অধিকারী।[৪]

সুদগ্রহণ করা হারাম, কিন্তু তা কোন পর্যায়ের? পৃথিবীর যত প্রকার হারাম কাজ আছে তন্মধ্যে শীর্ষস্থানীয় জঘন্য হারাম হল আপন মাকে বিবাহ করা এবং তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। আর সুদ খাওয়া তার সাদৃশ্য। মহানবী সা. এর ভাষায় সুদের মধ্যে তিহাত্তরটি গুনাহ্ রয়েছে। তন্মধ্যে

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ২৭৯

২. প্রাগুক্ত

৩. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল মুসাকা ওয়াল মুযারা'আ, ১ম প্র, ঢাকা : বি আই সি, ২০০২, ৫ম খ, হাদীস নং- ৩৯১৫, পৃ. ৩৪১

৪. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, ১ম সং, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০১, ৩য় খ, হাদীস নং-২২৭৭, পৃ. ৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সর্বনিম্ন গুনাহটি হল নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় (পাপ)।

> হযরত আবূ হুরায়রা রা. বর্ণনা করে বলেন, মহানবী সা. বলেছেন : সুদে সত্তর প্রকার গুনাহ রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বনিম্ন গুনাহ হল- নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সমতুল্য।[১]

প্রত্যেক পাপীকে তার কৃত পাপের জন্যে মৃত্যুর পর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মহানবী সা. সুদখোরদের শাস্তির কথা বর্ণনা করে বলেন :

> মি'রাজের রাতে সপ্তাকাশে পৌঁছে যখন উপরের দিকে তাকালাম তখন বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ ও গর্জন দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি এমন সম্প্রদায়ের নিকট এলাম যাদের পেট ছিল একটি ঘরের ন্যায় বিস্তৃত। তাদের পেট ছিল সাপে ভরপুর, যা বাহির থেকে দেখা যাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রা'ঈল! তারা কারা? তিনি বললেন, তারা সুদখোর।[২]

ইসলামের আলোকে বাংলাদেশ থেকে সুদ নিরসনে করণীয়

বাংলাদেশ থেকে স্বমূলে সুদ উচ্ছেদ করার জন্যে ইসলামের আলোকে যে সকল কর্মপদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় নিম্নে সেসব উল্লেখ করা হল :

১. সুদ বন্ধের জন্য সরকারীভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. যাকাত আদায় ও বন্টনের সামগ্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা।
৪. করয্-ই হাসানা ও মুদারাবাত ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
৫. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী অর্থনীতিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা।
৬. ইসলামী অর্থনীতির বিভিন্ন শাখাকে সম্মান শ্রেণীর স্বতন্ত্র বিষয়ে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে ইসলামী অর্থনীতি বুঝার সুযোগ প্রদান করা।
৭. ইসলামী অর্থনীতির সুপ্ত বিষয়াবলীকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে এ বিষয়ে গবেষণার সুযোগ করে দেয়া।
৮. গণসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন-
    ক. প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে।
    খ. লেখা-লেখির মাধ্যমে।
    গ. জুম'আর মসজিদে খুৎবার মাধ্যমে।
    ঘ. গণশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকগণের মাধ্যমে।
    ঙ. সভা-সমাবেশের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতিতে পারদর্শী এমন ধর্মীয় এবং জনগণের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করে সভা-সমাবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
৯. গণপ্রতিরোধ ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা-
    ক. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে।
    খ. সুদখোরদের বিরুদ্ধে দন্ডাদেশ প্রয়োগের মাধ্যমে।
    গ. সুদখোরদের নাগরিক মর্যাদা হ্রাস করার মাধ্যমে।
    ঘ. সমাজ থেকে সুদখোরদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমে।

---

১. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ২০০১, ৩য় খ, হাদীস নং-২১৪১, পৃ. ২০

২. আহমাদ ইব্ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৮২৮৬

Dhaka University Institutional Repository

সুদ নিরসনই ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল উদ্দেশ্য

সুদের ভয়াবহ ক্ষতিকে সামনে রেখে ইসলাম যে উদ্দেশ্যে তা হারাম ঘোষণা করেছে এবং এর বিরূদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল কারণ তাই। এদেশের মানুষকে সুদের ভয়াবহতা থেবে উদ্ধার করা এবং সুদমুক্ত অর্থনৈতিক জীবন উপহার দেওয়ার নিমিত্তেই ইসলামী ব্যাংকসমূহের আত্মপ্রকাশ লাভ। কোন প্রকার বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।[১] বরং বর্তমানে সুদভিত্তিক যে বে-ইনসাফি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, তার বিরূদ্ধে বাজারে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া এবং তা থেকে মানুষকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগে কোন প্রকার সুদ নেই এবং সুদী কারবারের সাথে যুক্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ প্রদান করে না। শুধু তাই নয়, প্রতিকূল বাজার হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামে হারামকৃত দ্রব্য উৎপাদন এবং এসবের ব্যবসা করে না। এমনকি স্বাস্থ্যহানীকর তামাকজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসাও ইসলামী ব্যাংক করে না। সার্বিকভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুদমুক্ত ব্যাংকিং সেবা প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[২]

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ফলে অর্থনীতিতে যে শোষণ-বঞ্চনা তা থেকে জাতিকে মুক্ত করাই ইসলামী ব্যাংকসমূহর প্রধান লক্ষ্য। ধনী আরো ধনীতে পরিণত হওয়া এবং গরীব আরো গরীবে পরিণত হওয়ার অর্থনীতিকে পরিবর্তন করাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের কাজ। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ মহান দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং আমানতদারিতার সাথে পালন করে যাচ্ছে। ফলে ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি স্বতন্ত্র সুদমুক্ত বাজার তৈরী হয়েছে। তাই প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি ধাবিত হচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর সুদমুক্ত হবে এবং সমগ্র জাতি সুদের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবে।

শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা

শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা বাংলাদেশের একটি প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা। শ্রমের আভিধানিক অর্থ হল মেহনত, পরিশ্রম, খাটুনী ইত্যাদি। আর অর্থনীতির পরিভাষায়, পারিশ্রমিকের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার কর্ম-প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে। অধ্যাপক মার্শাল বলেন, মানসিক অথবা শারীরিক যে কোন প্রকার আংশিক অথবা সম্পূর্ণ পরিশ্রম যা আনন্দ ছাড়া অন্য কোন ধরণের উপকার সরাসরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে শ্রম বলে। আর ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায়- মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সকল কায়িক ও মানসিক শক্তিকে শ্রম বলে।[৩] ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম উৎপাদন কার্যে

---

১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

২. জনসংযোগ বিভাগ, *গণমাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক : আমাদের সকল কাজ সার্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত*, ঢাকা : আই বি বি এল, ৩য় সং, ২০১৩, পৃ. ১৫

৩. Marshal, *Principles of Economics*, London, 1962, p. 54

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত হোক কিংবা পারিশ্রমিক না থাকুক অথবা সে পারিশ্রমিক নগদ হোক কিংবা অন্য কিছু এবং শ্রমের পার্থিব মূল্য না থাকলেও পারলৌকিক মূল্য থাকবে। আর যিনি শ্রম দান করেন তিনিই শ্রমিক।

বাংলাদেশে শ্রম ও শ্রমিক সমস্যা হল, এদেশে অসংখ্য শ্রমবিমুখ মানুষ রয়েছে। যারা হয়ত নিজেদের পছন্দনীয় অথবা কাঙ্ক্ষিত কর্মক্ষেত্র না পাওয়ায় শ্রমের প্রতি তাদের একধরণের অনীহা রয়েছে। অথচ এ বিরাট সংখ্যক শ্রমবিমুখ মানুষ উৎপাদন কর্মকান্ডে নিয়োজিত হলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। ইসলাম শ্রমবিমুখতাকে পছন্দ করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে কর্মহীন বসে থাকার চাইতে কোন উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকা সর্বোৎকৃষ্ট এবং মহৎ কাজ। অপরদিকে এদেশে রয়েছে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী পাওয়ার সমস্যা। বাংলাদেশ সস্তা শ্রমিকের বাজার হওয়ায় অসংখ্য মানুষ প্রতিবছর দেশে শ্রম না দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়। এতে দেশের উৎপাদন কমে যায় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। কিন্তু শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরী ও সম্মান পেলে এ সমস্যা থেকে জাতি মুক্তি পেতো। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বেকার যুবকদেরকে শ্রমমুখী করে তোলার মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করাতে এবং শ্রমের ন্যায্য মূল্য প্রদান করতে।

ইসলামের দৃষ্টিতে শ্রম ও শ্রমিকের মর্যাদা

পরিচালকবিহীন ইঞ্জিন পরিচালনার কথা যেমন কল্পনা করা যায় না, তেমনি শ্রম বিবর্জিত মানব জীবনের কথাও ভাবা যায় না। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন বলেন :

> নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভর করে সৃষ্টি করেছি।[১]

শ্রম হল সকল উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশী পরিশ্রমী সে জাতি তত বেশী উন্নত। মানুষের দৃষ্টিতে কোন শ্রম অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ আবার কোন কোন শ্রম অত্যন্ত অমর্যাদাকর। অর্থের মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বেড়ে ওঠা সমাজে যিনি যত অর্থশালী সামাজিকভাবে তিনিই তত সম্মানী। যদিও ন্যায়নীতির মানদণ্ডে তিনি অত্যন্ত জঘন্য প্রকৃতির হোন না কেন। বিপরীতে অর্থহীন কায়িক পরিশ্রমী ব্যক্তি ন্যায়নীতির মানদন্ডে যতই স্বচ্ছ হোন না কেন তিনিই সমাজের নিকৃষ্ট ও অবহেলিত ব্যক্তি। তাই দেখা যায় জীবিকা নির্বাহে যারা কায়িক শ্রম নির্ভর তাদেরকে আদি যুগের দাসদের চেয়েও হীন মনে করা হয়। কিন্তু ইসলাম মানুষকে মর্যাদা প্রদান করে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে। এখানে মর্যাদা লাভের জন্য বিত্ত-বৈভব শর্ত নয়। সুতরাং যে কোন শ্রমিক, যদি তিনি ন্যায়পরায়ণ হন তিনিই হবেন সম্মানী। নবী করীম সা. শ্রমের মর্যাদা বর্ণনায় ইরশাদ করেছেন :

> শ্রমজীবির উপার্জনই উৎকৃষ্টতম, যদি সে সৎ উপার্জনশীল হয়।[২]

> একবার রাসূল সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়, হে আল্লাহ্‌র রাসূল সা.! কোন ধরণের উপার্জন শ্রেষ্ঠতর? তিনি উত্তর করলেন : নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন।[৩]

রাসূলুল্লাহ সা. আরো বলেন :

যে ব্যক্তি নিজের শ্রমের উপর জীবিকা নির্বাহ করে, তার চেয়ে উত্তম আহার আর কেউ করে না। জেনে

---

১. আল-কুর'আন, ৯০ : ৪

২. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৮৩৩৭

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৮৩৩৮

Dhaka University Institutional Repository

রাখ, আল্লাহ্‌র নবী দাউদ আ. নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জনে জীবিকা চালাতেন।[১]

আমরা জানি, যিনি আল্লাহ্‌ প্রেরিত নবী এবং মানবতার দীক্ষাগুরু হয়ে আসেন তিনি কখনও নীচ কাজ করতে পারেন না। উপার্জন করা, পরিজনদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত পরিশ্রম করা ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদের মতোই। রাসূল সা. শ্রমের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন :

নিজের শ্রমলব্ধ উপার্জন অপেক্ষা উত্তম উপার্জন নেই।[২]

ইসলাম যেমনিভাবে মানুষকে শ্রমের মাধ্যমে সৎ উপার্জনের দিকে উৎসাহিত করেছে, একে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে ঠিক তেমনি কোন রকমের উপার্জন না করে সমাজের গলগ্রহ হয়ে থাকাকে ইসলাম অত্যন্ত ঘৃণ্য এক অবস্থা হিসেবে গণ্য করেছে। বেকার থাকা ইসলাম কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারে না।

কোন রকমের উপার্জন না করে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হওয়াকে নবী করীম সা. এত বেশী ঘৃণা করতেন যে, তিনি বলতেন :

যে ব্যক্তি আমার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হবে যে, সে কোনদিন ভিক্ষা করবে না। তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব আমি নিলাম।[৩]

তিনি আরো বলেন :

যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করবে সে আল্লাহ্‌র সঙ্গে এ রকম অবস্থায় মুলাকাত করবে যে, তার চেহারায় এক টুকরো মাংসও থাকবে না।[৪]

নবী কারীম সা. শ্রমের মূল্যায়ন করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন :

তোমাদের কেউ দড়ি নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাবে, লাকড়ি জমা করে পিঠে বোঝা বয়ে এনে তা বিক্রি করবে এবং এমনিভাবে আল্লাহ্‌ তার প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা, করুণা ও লাঞ্ছনা পাওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভাল।[৫]

নবী করীম সা. এর জীবিকার উপদেশ এবং শ্রমের প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক বাণীগুলো সাহাবীদের জীবনে এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেছিল যে, তাঁরা নিচু হতে নিচু কাজকেও কোন দিন ঘৃণার চোখে দেখতেন না।

শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ

ইসলামী আদর্শের আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের শ্রমবিমুখ মানুষকে শ্রমমুখী করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের খাত হিসেবে অসংখ্য বেকার যুবকদেরকে চিহ্নিত করে। যাদের শ্রম এবং কর্মতৎপরতাই দেশের চেহারা পাল্টে দিতে পারে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের গড়ে তোলা শিল্প প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য কর্মহীন এবং শ্রমবিমুখ বেকার যুবকের

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৯২৭, পৃ. ৩০৯

২. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, প্রাগুক্ত, ২০০১, ৩য় খ, হাদীস নং-২১৩৮, পৃ. ১৯

৩. ইমাম আবূ দা‘উদ, *আবূ দা‘উদ শরীফ*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০০৬, ২য় খ, হাদীস নং- ১৪০০, পৃ. ৩৪

৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৩৮০, পৃ. ৪৪

৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৮৬, পৃ. ৪৬

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। এর ফলে শ্রমবিমুখ অসংখ্য বেকার যুবকের মাঝে কর্মচাঞ্চল্য ফিরে আসে এবং তারা ন্যায্য মজুরী লাভ করার সুযোগ পায়। শ্রমমুখী জনশক্তি গড়ে তুলতে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। এসকল প্রকল্পের আওতায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক কর্মচাঞ্চল্য তৈরী করতে সক্ষম হয়। এর ফলে দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ যারা পুঁজির অভাবে এতদিন শ্রমবিমুখ ছিল, ব্যাংকসমূহ তাদেরকে শ্রমমুখী করে তুলতে সক্ষম হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকেও ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করার মাধ্যমে শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন করে আসছে। দেশের প্রাইভেট ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতার হার অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় বেশী।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সমস্যা

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা বাংলাদেশের একটি মৌলিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা। সাধারণত সাক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থাকে বলে নিরক্ষরতা আর জ্ঞানের অভাব হল অজ্ঞতা। সাক্ষরতা ও অজ্ঞতা এ দু'টি বিষয়কে আরো ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। যারা নিজের মাতৃভাষায় চিঠিপত্র লিখতে পারে না তাদেরকে নিরক্ষর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনুরূপভাবে যারা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলী সম্পাদনে সজ্ঞান ও সচেতন আচরণ করতে অক্ষম ও উদাসীন তাদেরকে অজ্ঞ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১] ইসলামের দৃষ্টিতে নিরক্ষরতা এবং অজ্ঞতা কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। ইসলাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয ঘোষণা করেছে।[২] প্রতিটি মানুষ লিখতে-পড়তে জানবে এবং সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে জীবন যাপন করবে, এটাই ইসলামের প্রত্যাশা।[৩] ইসলামে অজ্ঞতার কোন স্থান নেই। এ জন্য শিক্ষিত ও সামর্থবান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল, যারা নিরক্ষর এবং অজ্ঞ তারা তাদের সাক্ষরতা ও জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা করবে। এরই আলোকে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের শিক্ষা উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে নিরক্ষতা ও অজ্ঞতার কোন স্থান নেই। মুসলিমদের প্রতি মহান আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীনের প্রথম নির্দেশই হল- পড়।[৪] জ্ঞানার্জন ছাড়া মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়। বর্তমানে মুসলিম সমাজে জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে যে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায় তা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। জ্ঞানের মাঝেই ইসলামের মূল শক্তি নিহীত। এজন্য ইসলামী সমাজের বহুল পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য হল- জ্ঞানভিত্তিক সমাজ। জ্ঞানভিত্তিক ইসলামী সমাজব্যবস্থা থেকেই এ ধারণার উৎপত্তি হয়েছে যে, যে জাতি যত শিক্ষিত সে জাতি তত উন্নত। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্য আয়াতে জ্ঞানার্জনের কথা বলেছেন। এতে বুঝা যায় জ্ঞান লাভ করা ছাড়া মানুষের মুক্তির ভিন্ন কোন উপায় নেই।

---

১. আতিকুর রহমান, *স্নাতক সমাজকল্যাণ*, ঢাকা : কুর'আন মহল, ১ম সং, ১৯৯০, পৃ. ২৭৪

২. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ২০০০, ১ম খ, হাদীস নং-২২৪, পৃ. ১৩৫

৩. মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল, 'হযরত মুহাম্মদ সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা', *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, জানুয়ারী-মার্চ, ই ফা বা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩১৬

৪. আল-কুর'আন, ৯৬ : ১

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ আবহমান কাল থেকে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে আজও একটি পরিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করতে পারেনি। ইসলামী শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে বস্তুবাদী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন সমাজ থেকে আজ শান্তিকে বিতাড়িত করেছে। অথচ শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. আরবে ওহীভিত্তিক যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করেছিলেন, একমাত্র সে শিক্ষার স্পর্শেই মানুষ তার কাঙ্খিত শান্তি ও প্রগতির সন্ধান পেয়েছিল। জ্ঞানার্জনের অপরিসীম উপকারিতা বর্ণনা করে মহানবী সা. বলেছেন :

> যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের কোন পথ অবলম্বন করে তার দ্বারা আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি পথ সহজ করে দেন। যখন কিছু লোক আল্লাহ্র কোন ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব (কুর'আন) পড়ে এবং নিজেদের মধ্যে তার মর্ম আলোচনা করে, তাদের ওপর নেমে আসে প্রশান্তি, ঢেকে দেয় তাদেরকে আল্লাহ্র রহমত, পরিবেষ্টিত করে তাদেরকে ফেরেশতাকূল। তা ছাড়া আল্লাহ্ ফেরেশতাদের নিকট তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশ তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।[১]

জ্ঞানের পথে অভিযাত্রীদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা জান্নাতে সর্বোচ্চ আসনের ব্যবস্থা করবেন। জ্ঞানীদের প্রতিটি পদক্ষেপই পবিত্র এবং তার লব্ধ প্রতিটি পাঠের জন্যই পুরষ্কার নির্দিষ্ট রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

> আকাশের ফেরেশতারা ও পৃথিবীর অধিবাসীরা, গর্তের পিপীলিকা এবং পানির মৎসকূল পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করে, যে মানুষকে কল্যাণকর শিক্ষা দান করে।[২]

মহানবী সা. পুরুষদের শিক্ষার পাশাপাশি নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি সপ্তাহের একটি বিশেষ দিনে নারীদের নিকট বক্তৃতা করতেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। মহানবী সা. সম্ভ্রান্ত মহিলাদের এবং দাসীদেরও শিক্ষা দান করার আদেশ করেছেন।[৩]

সমাজের পুরুষদের ন্যায় মহিলাদেরকেও সুশিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করা সমাজ প্রধানের দায়িত্ব। তাই সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা মহিলাদের জন্য যথেষ্ট মনে না হলে ইসলাম তাদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলে। মহিলারা একবার রাসূলে কারীম সা. এর নিকট অভিযোগ করলেন ও আবেদন জানালেন এই বলে যে, আপনার দরবারে সবসময় কেবল পুরুষদের ভিড় জমে থাকে, আমরা আপনার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের কোন সুযোগ পাই না। কাজেই আমাদের শিক্ষাদানের জন্য ভিন্নতর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাঁদের আবেদন অনুযায়ী রাসূল সা. তা-ই করেছিলেন।[৪]

ঘরের মহিলাদের দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য নবী কারীম সা. পুরুষ সমাজকে নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী সমাজের মহিলারা দীন সম্পর্কে জরুরী জ্ঞান লাভ করুক -রাসূলুল্লাহ সা.-এর এই ছিল বাসনা এবং চেষ্টা। কেবল নীতিগত জ্ঞান শিক্ষা দেয়া নয় বরং বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষাও অনিবার্যভাবে এর অন্তর্ভুক্ত

১. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুয যিকর, প্রাগুক্ত, ২০১১, ৮ম খ, হাদীস নং- ৬৩২৫, পৃ. ২৭৭
২. ইমাম আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ২০১০, ১ম খ, হাদীস নং- ২২৩ পৃ. ১৩৪
৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ১ম খ, হাদীস নং- ৯৬, পৃ. ১০৭
৪. মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *নারী*, ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮, পৃ. ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। এ জন্য কেবল উপদেশ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, আইনগত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতা বা স্বামী যদি পারিবারিক পরিবেশে জরুরী দ্বীনী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা না করেন তা হলে ঘরের বাইরে গিয়ে হলেও সে জ্ঞান লাভ করার সুযোগ-সুবিধা দিতে গোটা সমাজ দায়িত্বশীল। এ পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকলে তা দূর করতে হবে সমাজকেই।

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা নারীদের জন্য যথেষ্ট নয়। তাদের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে নব নব সত্য ও তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ সাধনের ব্যবস্থা করা ইসলামী সমাজের কর্তব্য। মহানবী সা. নারীর জন্য শিক্ষাকে সীমিত করে দেননি। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

> যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও বিদ্বান, তারা বলে- আমরা উহার প্রতি ঈমান এনেছি যার সবই মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে এবং সত্য কথা এই যে, জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল কোন জিনিস হতে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।[১]

সুতরাং মুসলিম হতে হলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সবাইকে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং জ্ঞানীদেরকে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করতে হবে।

শিক্ষা বিস্তারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পদক্ষেপ

২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার শতকরা ৫৭.৯ ভাগ।[২] অর্থাৎ এদেশের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জনগগোষ্ঠী এখনো অক্ষর জ্ঞানহীন। এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে শুরু থেকেই বিভিন্ন কার্যক্রম হতে নিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক নিজ নিজ ফাউন্ডেশনের আওতায় বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, মক্তব, ফুরকানিয়া, হাফেজী মাদ্‌রাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া নারীদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাদাভাবে মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং দুঃস্থ মহিলাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র। যেখানে মহিলাদেরকে সহীহ্ কুর'আন শিক্ষা প্রদানসহ কারিগরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাদন করা হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে কেবল প্রথাগত শিক্ষাকার্যক্রমেই অবদান রাখছে তা নয় বরং প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক দেশের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করে কারিগরি শিক্ষা প্রসারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন কারিগরি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। স্বাস্থ্য সেবা খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দেশের বিভিন্নস্থানে মেডিকেল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতিবছর নিয়মিত হারে অসংখ্য গরীব ও মেধাবী ছাত্রদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গবেষণামূলক উচ্চতর ডিগ্রী এমফিল-পিএইচ.ডি. অর্জনে মেধাবীদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এমনিভাবে দেশের অসংখ্য দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে সুশিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ।

---

১. আল-কুর'আন, ৩ : ৭

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, পৃ. xvii

Dhaka University Institutional Repository

দুর্নীতি সমস্যা

বাংলাদেশের সর্বত্র চরম দুর্নীতি বিরাজ করছে। সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি পরতে পরতে বাসা বেঁধেছে দুর্নীতি। দেশের সংবাদ মাধ্যমগুলোতে প্রতিদিন দুর্নীতির বিচিত্র খবর বের হয়। সর্বস্তরের জনগণের মাঝে দুর্নীতি একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে মনে হয়, দুর্নীতি যেন এদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিতে পরিণত হয়েছে। ইসলাম সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেছে। বস্তুতপক্ষে সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদ করার লক্ষ্যেই ইসলামের আগমন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা. দুর্নীতি প্রতিরোধে অত্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। খোদাভীতি এবং পরকালে জবাবদিহীতার ভয় অন্তরে ধারণ করে কোন সমাজ গড়ে উঠলে তাতে দুর্নীতি থাকে না। এর একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ রাসূলুল্লাহ সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত মদীনার সমাজ। মানুষের মাঝে পরকালের জবাবদিহীতার অনুভূতি তৈরী না হলে যত পদ্ধতিই অবলম্বন করা হোক না কেন, কস্মিনকালেও দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে যখন দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে, এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ তখন সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিমুক্ত থেকে প্রমাণ করেছে যে, ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই কেবল দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব।

বাংলাদেশে দুর্নীতির প্রভাব

প্রকৃতি ও কৌশলগত দিক থেকে দুর্নীতি একটি বহুমুখী অপরাধ। সাধারণত দুর্নীতি হল, দায়িত্বে অবহেলা এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ। Social Work Dictionay-তে বলা হয়েছে : Corruption is in Political and Public cervice administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extotion, influence peddling an Special treatment given to some citizens and not to others.[১] এছাড়া দুর্নীতিবাজদের দৈহিক অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন কলাকৌশল ও প্রভাব খাটানোর মাধ্যমে যা সংঘটিত হয়, তাকেও দুর্নীতি বলে। যেমন- উৎকোচ গ্রহণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, অবৈধভাবে পেশাগত প্রভাব খাটানো, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের সর্বগ্রাসী সামাজিক ব্যাধি হল দুর্নীতি। এটি পরিকল্পিত উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রধান প্রতিবন্ধকতা। বাংলাদেশে রাষ্ট্রের সর্বনিম্ন পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি বিস্তৃত। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্টে বাংলাদেশের ব্যাপক দুর্নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাবেক মহা হিসাব নিরীক্ষক এম. হাফিজ উদ্দীন খান বাংলাদেশ দুর্নীতিগ্রস্থ জাতিতে পরিণত হতে চলেছে বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি দুর্নীতিজনিত কারণে তিন ধরনের[২] অডিট আপত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলো হল :

ক. আইনের বিধি-বিধান না মানা

খ. সরকারী সম্পদের ক্ষতি

গ. চুরি বা আত্মসাৎ

---

১. উদ্ধৃত, মোঃ আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি*, ঢাকা : আল কুর'আন পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০০, পৃ. ৩৩৫

২. দৈনিক ইনকিলাব, ৭ আগস্ট, ১৯৯৯, ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

এ তিন ধরণের অনিয়মের মাধ্যমে দুর্নীতি বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। Transparency International- এর রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে পর পর ৫ বার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। যা দেশের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন করার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।[১]

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী

মানুষ আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি হিসেবে অনেক মহৎ গুণের অধিকারী। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব তার জন্মগত অধিকার শুধু নয়, বরং মূলত তার বিবেক-বুদ্ধি, ভাল-মন্দ পৃথকীকরণের যোগ্যতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবতা, পরোপকার প্রভৃতি মানসিক গুণের কারণে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন :

> আমি অবশ্যই সম্মানিত করেছি বনী আদমকে এবং তাদের চলতে দিয়েছি স্থলপথে ও জলপথে, আর তাদের রিজিক দিয়েছি সব পবিত্র দ্রব্যাদি এবং আমার সৃষ্টির অনেক কিছুর উপরই তাদের বিশেষ মর্যাদা দিয়েছি।[২]

কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় নানারকম অন্যায় ও অবৈধ কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় এবং নিজেকে দুর্নীতিবাজ হিসেবে চিহ্নিত করে। এর ফলে তার অন্যান্য মানবিক মর্যাদাই শুধু ভুলুণ্ঠিত হয় না, সমাজ ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বও বহু ক্ষেত্রে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে এ যাবত বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জনগণকে সচেতন করা, দুর্নীতিবাজকে শাস্তি প্রদান করা, দুর্নীতি দমনে কঠোর আইন প্রণয়ন, এমনকি দুর্নীতিবাজদের চারিত্রিক সংশোধনের জন্যও নানারূপ নিয়ম-নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হচ্ছে না, বরং দুর্নীতি দমনের জন্য যত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্রে দুর্নীতি ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ব্যর্থতা শুধু বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোই বরণ করছে না, বরং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও একই দৃশ্য চোখে পড়ছে।

ইসলাম আল্লাহ্‌র দেয়া একমাত্র কল্যাণকর জীবন-বিধান হিসেবে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র নির্মাণের একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে রোগের চিকিৎসার চেয়ে তার প্রতিরোধই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা। তাই ইসলামী সমাজ দুর্নীতি সংঘটনের পরই কেবল তার প্রতিকারের জন্য পদক্ষেপ নেয় না; বরং মন-মানসিকতা, সুযোগ ও সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই বন্ধ করে দেয়। এ উদ্দেশ্যে সে লোকদের জৈবিক, প্রাকৃতিক ও মানবিক চাহিদাগুলো যেমন যথোচিতভাবে পূরণ করে, তেমনি ব্যাপক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলে। এর পরে কেউ দুর্নীতি করলে ইসলাম তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না। নিম্নে দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা করা হল :

১. হালাল-হারামের দিক-নির্দেশনা প্রদান

আল্লাহ্ তা'আলা যুগে যুগে পৃথিবীর মানুষরে হিদায়াতের জন্য, তাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অসংখ্য নবী-রাসূল আ.

---

১. ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০১

২. আল-কুর'আন, ১৭ : ৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রেরণ করেছেন। নবী ও রাসূলগণের আ. আগমনের এই ধারাবাহিকতার সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সা.। এই ধরাধামে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে আল্লাহ্‌র পথ দেখানো, হালাল-হারামের শিক্ষা প্রদান এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করা। দুর্নীতি অনেকগুলো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন- ঘুষ, খিয়ানত, কালোবাজারী, বে-ইনসাফি ইত্যাদি। ইসলাম মানব জাতিকে এ সকল বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে। দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে হারাম ঘোষণা করা দুর্নীতি দমনে ইসলামের প্রথম পদক্ষেপ।

২. হারামের অপকারিতা এবং হালালের উপকারিতা ঘোষণা

ইসলাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয়, কর্ম, উপার্জন তথা সকল বিষয়ে শুধু হালাল ও হারামের পথই নির্দেশ করেনি, বরং বৈজ্ঞানিক পন্থায় যুক্তির মাধ্যমে হারামের অপকারিতা এবং হালাল বস্তুর উপকারিতাও বর্ণনা করেছে। দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষ যে সম্পদ উপার্জন করে তার অপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> হে মানব মন্ডলী! তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুর মধ্য হতে ভক্ষণ কর। আর তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।[১]

এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেছেন :

> বান্দা হারাম মাল উপার্জন করে যা দান-সাদকা করে, তা কবুল করা হবে না। তা থেকে সে যা ব্যয় করে তাতে বরকতও হয় না। আর যা পশ্চাতে রেখে যায়, তা তার জাহান্নামে যাওয়ার পাথেয় হয় মাত্র।[২]

মহানবী সা. আরো বলেছেন :

> এক ব্যক্তি দীর্ঘ পথ সফর করে তার মাথার চুল এলামেলো, উস্কো-খুস্কো, পদযুগল ধুলা-মলিন। সে তার দু'টি হাত উপরের দিকে তুলে বারবার দু'আ করে : আল্লাহ্! আল্লাহ্! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিচ্ছদ হারাম, হারাম খাদ্যে সে লালিত-পালিত হয়েছে। এহেন ব্যক্তির দু'আ আল্লাহ্‌র কাছে কি করে কবুল হতে পারে?[৩]

এরপর মহানবী সা. হালাল সম্পদের উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

> মানুষের খাদ্যের মধ্যে সেই খাদ্যই সবচেয়ে উত্তম, যে খাদ্যের ব্যবস্থা সে নিজ হস্তে উপার্জিত সম্পদ দ্বারা করে।[৪]

এভাবে ইসলাম দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত হারাম সম্পদের অপকারিতা এবং স্বীয় কষ্টে উপার্জিত হালাল সম্পদের উপকারিতা বর্ণনা করে সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছে।

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ১৬৮

২. ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৩৪৯০

৩. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০০০, ৩য় খ, হাদীস নং- ২২৯১, পৃ. ৪২৭

৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৯৩০, পৃ. ৩০৯

Dhaka University Institutional Repository

৩. বান্দার হক আদায়ের প্রতি কঠোর নির্দেশ প্রদান

হক (অধিকার) দুই প্রকার। ১. আল্লাহ্‌র হক এবং ২. বান্দার হক। দুর্নীতির মাধ্যমে যে সমস্ত পাপ করা হয়, তা অধিকাংশ বান্দার হকের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন- কর্মকর্তা কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে চাকরি প্রদান, প্রমোশন প্রদান ইত্যাদি। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হক যথাযথভাবে আদায়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা যেন আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ কর।[১]

এ প্রসঙ্গে রাসূল সা. বলেন:

> যে ব্যক্তি তোমর নিকট আমানত রেখেছে তাকে ফেরত দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না।[২]
>
> তোমরা প্রত্যেকেই তার প্রাপ্য দিয়ে দাও।[৩]
>
> নিশ্চয়ই তোমরা দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।[৪]

আল্লাহ্‌র সাথে সংশ্লিষ্ট হকসমূহ কোন বান্দা যদি আদায় না করে (যেমন : নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি) আর এরপর যদি সে আল্লাহ্‌র কাছে বিনীতভাবে তাওবা করে, তবে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু দুর্নীতির মাধ্যমে বান্দার যে হক নষ্ট করা হয়, তা যদি সেই মজলুম বান্দা মাফ না করে, তবে সেই দুর্নীতিবাজ হক নষ্টকারী কখনোই আল্লাহ্‌র দরবারে মাফ পাবে না বলে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে।

৪. ধনলিপ্সা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ

দুনিয়ার লোভ, ধনলিপ্সা ও উচ্চাভিলাষী জীবনের মোহই দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ। মানুষ মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়ে দুনিয়াকে বসবাসের স্থায়ী জায়গা মনে করে দুর্নীতির মাধ্যমে অগাধ সম্পদ উপার্জন করে ভোগ-বিলাসের সাগরে গা ভাসিয়ে দেয়। অথচ ইসলাম এই ধনলিপ্সাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার মৃত্যুর কথা, আখিরাতের কথা। যেমন, আল-কুর'আনে বলা হয়েছে :

> প্রত্যেকটি প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে।[৫]
>
> নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদী তোমাদের জন্য ফিতনা। আর আল্লাহ্ পাকের নিকটে রয়েছে উত্তম প্রতিদান।[৬]

এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেছেন :

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ৫৮

২. ইমাম আবূ 'ঈসা আত্ তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুল বুয়ূ, প্রাগুক্ত, ২০১০, ২য় খ, হাদীস নং-১১৮৫, পৃ. ১৩১

৩. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুস সাওম, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৮২৯, পৃ. ২৬২

৪. প্রাগুক্ত, কিতাবুন নিকাহ, ২০০৮, ৫ম খ, হাদীস নং- ৪৮০৬, পৃ. ৭৭

৫. আল-কুর'আন, ৩ : ১৮০

৬. আল-কুর'আন, ৪ : ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তুমি পৃথিবীতে এমন অবস্থায় থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথিক।[১]

তিনি আরো বলেছেন :

পার্থিব ভোগ-বিলাস ত্যাগ কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকের কাছে যা আছে তার লালসা পরিত্যাগ কর তাহলে লোক তোমাকে ভালবাসবে।[২]

এভাবে মহানবী সা. পার্থিব সম্পদের প্রতি লিপ্সা থেকে দূরে থেকে আখিরাতের পুঁজি বাড়ানোর প্রতি নির্দেশ দিয়ে মানুষের ধনলিপ্সা, কলুষিত অন্তরের চিকিৎসা করত দুর্নীতির অন্যতম পথকে বন্ধ করে দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার প্রতি উৎসাহ দান

সম্পদের প্রতি মোহ মানুষের স্বভাবজাত। এই মোহ যখন কঠিন আকার ধারণ করে তখন তার অন্তর কলুষিত হয়ে যায়। ফলে সে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ উপার্জনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অপরদিকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করলে হৃদয় থেকে অর্থের প্রতি মোহ কেটে যায়, আখিরাতের প্রতি ঝোঁক বেড়ে যায়। ফলে অবৈধ অর্থের প্রতি তার কোন লোভই থাকে না। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী মহানবী সা. মানুষের হৃদয়ের এই প্রকৃতি বুঝতে পেরেই মানুষের হৃদয় থেকে দুর্নীতির বীজ উপড়ে ফেলার জন্য 'ইনফাক ফী সাবিলিল্লাহ্' -এর কথা বললেন। উৎসাহ দিলেন অর্থ মোহ মুছে ফেলে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার জন্য। তিনি বলেছেন :

যে আল্লাহ্র পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্য সাত শত গুণ সাওয়াব লেখা হবে।[৩]

৬. মৃত্যুকে স্মরণ করে আখিরাতকেন্দ্রিক জীবন গঠনের আহ্বান

মানুষ যে উদ্দেশ্যে দুর্নীতি করে তা হলো দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে সে এ পৃথিবীতে দীর্ঘদিন যাবৎ সুখ-শান্তি আর ভোগের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। কিন্তু এ পৃথিবীতে মানুষের বসবাসের সময়সীমা পালনকর্তা আল্লাহ্ কর্তৃক সুনির্ধারিত। আর সংক্ষিপ্ত এ পৃথিবীতে ভোগ-বিলাসের যে সামগ্রী রয়েছে, তা নিতান্তই স্বল্প, আখিরাতের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। তাই ইসলাম মানুষকে সংক্ষিপ্ত দুনিয়ার এ ভোগ-বিলাসের কথা ভুলে গিয়ে দুর্নীতি থেকে নিজেকে দূরে রাখেতে এবং আখিরাতের চিরস্থায়ী এবং অফুরন্ত নিয়ামতের প্রতি ধাবিত হতে আহ্বান জানিয়েছে। রাসূল সা. আরো বলেছেন :

দুনিয়া মু'মিনদের জন্য জেলখানা আর কাফিরদের জন্য স্বর্গ।[৪]

তিনি অন্যত্র বলেছেন :

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, প্রাগুক্ত, ২০১২, ৬ষ্ঠ খ, হাদীস নং- ৫৯৬৮, পৃ. ২৪

২. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুয যুহ্দ, প্রাগুক্ত, ২০০২, ৪র্থ খ, হাদীস নং- ৪১০২, পৃ. ৩৮৪

৩. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবু ফাদায়িলিয জিহাদ, প্রাগুক্ত, ২০১০, ৩য় খ, হাদীস নং- ১৫৫০, পৃ. ৭৩

৪. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুয যুহ্দ ওয়া রাক্বায়িক, প্রাগুক্ত, ২০১১, ৮ম খ, হাদীস নং- ৭২০১, পৃ. ৫২৮

Dhaka University Institutional Repository

আমি অদৃশ্য জগতের এমন সব বিষয় দেখতে পাই যা তোমরা দেখতে পাও না, এমন সব আওয়াজ শুনতে পাই যা তোমরা শুনতে পাও না। আকাশমন্ডল চড় চড় করছে, আর চড় চড় করাই স্বাভাবিক। আমি সেই মহান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, যার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ! আকাশমন্ডলে এমন চার আঙ্গুল প্রশস্ত স্থানও নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মস্তক রেখে সেজদায় পড়ে নেই। আমি যে সব বিষয় জানি তোমরাও যদি তা জানতে, তবে তোমরা খুব কমই হাসাহাসি করতে পারতে, বরং খুব বেশী করে কান্নাকাটি করতে এবং সুখ-শয্যায় স্ত্রীদের সাথে মিলন-স্বাদও গ্রহণ করতে পারতে না। অধিকন্তু তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ ও আর্তচিৎকার করতে করতে জঙ্গল বা ঊষর মরুভূমির দিকে বের হয়ে পড়তে।[১]

আল্লাহ্‌র রাসূল সা. আরো বলেন :

কিয়ামতের দিন মানুষের পা একবিন্দু নড়তে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট এই পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা না হবে- নিজের জীবনকাল সে কোন কাজে অতিবাহিত করেছে, যৌবনের শক্তি সামর্থ্য কোথায় ব্যয় করেছে, ধন-সম্পদ কোথা হতে উপার্জন করেছে, কোথায় তা খরচ করেছে এবং যে জ্ঞান সে লাভ করেছে, তদনুযায়ী কতদূর কাজ করেছে ?[২]

এমনিভাবে ইসলাম পৃথিবীর মানুষকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই নশ্বর পৃথিবীর তুচ্ছতা এবং অবিনশ্বর আখিরাতের অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল প্রকার দুর্নীতি থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়েছে।

৭. দরিদ্রের মর্যাদা ঘোষণা

মানুষ সাধারণত দরিদ্র অবস্থা থেকে রাতারাতি বড়লোক হওয়ার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম এই বড়লোককে ঘৃণা করে বরং ঐ দরিদ্র ব্যক্তির মর্যাদা ঘোষণা করেছে যে দুর্নীতি পরায়ন নয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন :

হে আল্লাহ্! আমাকে দরিদ্রের জীবন দান কর। দরিদ্রের জীবন দান কর। দরিদ্রের মতোই মৃত্যুবরণ করতে দাও এবং কিয়ামতের দরিদ্রের সাথেই পুনরুজ্জীবিত করো। হযরত ‘আয়িশা রা. তাঁকে প্রশ্ন করলেন, তিনি কেন এরকম কথা বললেন? উত্তরে তিনি বললেন, কারণ তারা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবে।[৩]

রাসূল সা. আরো বলেছেন :

যখন কেউ তার চেয়ে সম্পদ ও আকৃতিতে বড় কারো দিকে তাকায় তখন তার উচিত যে তার চেয়ে ছোট তার দিকে তাকানো।[৪]

এভাবে ইসলাম দরিদ্রের মর্যাদা ঘোষণা করে মানুষকে দুর্নীতির মাধ্যমে বড়লোক হওয়ার প্রতি ভর্ৎসনা করেছে।

---

১. ইমাম আবূ ‘ঈসা আত্ তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুয যুহ্দ, প্রাগুক্ত, ২০১০, ৩য় খ, হাদীস নং- ২২৩৪, পৃ. ৭৮

২. প্রাগুক্ত, কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৩৪০, পৃ. ১৮৭

৩. আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, প্রাগুক্ত, ২০০১, ৪র্থ খ, হাদীস নং- ৪১২৬, পৃ. ৩৯৪

৪. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা‘ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুর রিকাক, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৪র্থ খ, হাদীস নং-৬০৪০, পৃ. ৪৭

Dhaka University Institutional Repository

৮. অর্থ নয়, তাকওয়াই সম্মানের মানদন্ড

সমাজে মানুষের মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি এত নিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে যে, তারা নীতি-নৈতিকতা, ইনসাফ-আদালত সবকিছুকে ফেলে রেখে অর্থকেই সব সময় বড় মনে করছে। সমাজে যার যত বেশী সম্পদ সে-ই বেশী সম্মানিত চাই সে সন্ত্রাসের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করুক বা দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্জন করুক। মানুষের মাঝে এ ধরনের চিন্তা-চেতনা ছড়িয়ে পড়ায় দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ইসলাম এই মন-মানসিকতা এবং দৃষ্টিভঙ্গিকে অত্যন্ত ঘৃণা করে এবং যারা দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীকে শুধু অর্থ-বিত্তের কারণে শ্রদ্ধা করে তাদেরকে জুলুমের সাহায্যকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর জুলুমের সাহায্যকারীর ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন :

> যে ব্যক্তি কোন জালিমের সঙ্গে তার সাহায্য-সহযোগিতা এবং তাকে শক্তিশালী করার জন্য চলল- এই অবস্থায় যে, সে জানে সেই ব্যক্তি জালিম, তবে সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেল।[১]

ইসলাম অর্থ-সম্পদ নয়, বরং তাকওয়াকে সম্মানের মানদন্ড হিসেবে নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন পবিত্র কুর'আনে বলেন :

> নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট অধিক সম্মানিত যে অধিক খোদাভীরু।[২]

রাসূল সা. এবং তাঁর সাহাবীদের সময়ে অর্থবান নয় বরং তাকওয়াবানকেই সম্মানের চোখে দেখা হতো। এভাবে ইসলাম অবৈধভাবে অহংকারকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সমাজে খোদাভীরুদেরকে অধিক সম্মানী বলে ঘোষণা করেছে।

৯. সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ দান

দুর্নীতির অন্যতম প্রধান কারণ হল- দেশের প্রধান থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত যাদেরকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের সততা, নৈতিকতা, খোদাভীতি, কর্তব্যনিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা, ন্যায়পরায়নতা, সত্যের পথে দৃঢ়তা, দেশাত্মবোধ, বিশ্বস্ততা, যোগ্যতা, নির্ভরযোগ্যতা, অর্থলোভ বিমুখতা, সৎ চরিত্র ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় না বা গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। শুধুমাত্র কিছু সার্টিফিকেট, পুঁথিগত বিদ্যা আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘুষের মাধ্যমে লোক নিয়োগ করা হয়। ফলে প্রশাসনের সকল পর্যায়ে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিরা নিয়োগ লাভ করছে। যার আবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দেশ বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অনিয়ম আর অযোগ্যতার পীড়ায় কঠিনভাবে পীড়িত।

ইসলাম রাষ্ট্রের প্রধান থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে লোক নিয়োগের ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেছে যার মাধ্যমে তার সততা ও যোগ্যতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে। ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত আরোপ করেছে তন্মধ্যে অন্যতম হল- ন্যায়পরায়নতা, নিরপেক্ষতা ও সুবিচার। এ ব্যাপারে পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

---

১. ইমাম বায়হাকী, *শুয়াবুল ঈমান*, মিসর : দারুল মা'আরিফ, ১৯৮৮, পৃ. ২২৩

২. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩

Dhaka University Institutional Repository

> যে লোকের দিল আল্লাহ্‌র স্মরণ শূণ্য- আল্লাহ্‌র আনুগত্যমূলক ভাবধারাহীন এবং স্বীয় বন্ধন নিয়ন্ত্রণহীন কামনা-বাসনার অনুসারী, আর এ কারণে যার কাজ-কর্ম বাড়াবাড়িপূর্ণ তুমি তার অনুসরণ কখনই করবে না।[১]

এ ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন :

> কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে তাঁর সর্বাধিক নিকটবর্তী ব্যক্তি হবে সুবিচারক নেতা ও শাসক এবং সেদিন আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য ও আসন গ্রহণের দিক দিয়ে অধিক দূরবর্তী হবে অন্যায়-অত্যাচারী নেতা বা শাসক।[২]

১০. ন্যায্য বেতন প্রদান

প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পবেতন প্রদান দুর্নীতির প্রতি উৎসাহ বাড়ায়। তাই ইসলাম সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শ্রমিক তথা সকল দায়িত্ব পালনকারীর ন্যায্য বেতন বা পারিশ্রমিক নিশ্চিত করেছে। শ্রমিকদের পারিশ্রমিকের ব্যাপারে রাসূল সা. বলেছেন :

> এরা তোমাদের ভাই। তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাকেও তাই পরতে দিবে এবং তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার ক্ষমতার বাইরে। কোনভাবে তার উপর আরোপিত বোঝা বেশী হয়ে গেলে নিজেও তাকে সে কাজে সাহায্য করবে।[৩]

উপরোক্ত হাদীসের আলোকে ইসলামী সমাজে সর্বনিম্ন মজুরী হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে :

১. শ্রমিক যেন পারিশ্রমিক দিয়ে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করতে পারে।
২. শ্রমিক যেন পারিশ্রমিক দিয়ে মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে।
৩. শ্রমিক যেন পারিশ্রমিক দিয়ে সাধারণ জীবনমান রক্ষা করতে পারে ।
৪. শ্রমিক যেন পারিশ্রমিক দিয়ে সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে।

১১. স্ত্রীদের প্রতি হুশিয়ারী

স্ত্রীদের অধিক সম্পদের প্রতি লোভ, উচ্চাভিলাসী জীবন-যাপনের মোহ, সম্পদ বৃদ্ধির অসুস্থ্য প্রতিযোগিতা এবং নিত্যদিনের ফরমায়েশ অফিসার স্বামীদেরকে দুর্নীতির আশ্রয় নিতে যেমন উৎসাহিত করে, তেমনি বাধ্যও করে। পবিত্র কুর'আনে এই স্বামীদেরকে ভীতি প্রদর্শনের পাশাপাশি স্ত্রীদের প্রতি কঠিন ভাষায় হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে :

> কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ, যা সে উপার্জন করেছে। সত্ত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে এবং তার স্ত্রীও, যে ইন্ধন বহন করে। তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।[৪]

---

১. আল-কুর'আন, ১৮ : ২৮
২. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুল আহকাম, প্রাগুক্ত, ২০১০, ৩য় খ, হাদীস নং- ১২৫০, পৃ. ৪৯
৩. ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল আদাব, প্রাগুক্ত, ২০০৯, ৫ম খ, হাদীস নং- ৫৬১৫, পৃ. ৪১৭
৪. আর-কুর'আন, ১১১ : ২-৫

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম স্ত্রীদেরকে যেমন পার্থিব জীবনে অল্পে তুষ্ট হয়ে নিজেদেরকে পুণ্য ও তাকওয়ার পথে থাকতে বলেছে, তেমনি তাদের স্বামীদেরকে পুণ্য এবং তাকওয়ার পথে থাকতে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানিয়েছে। কুর'আনে বলা হয়েছে :

> তোমরা পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা কর। আর পাপ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না।[১]

এভাবে ইসলাম স্ত্রীর প্রতি হুশিয়ারী ও উপদেশ প্রদান করে স্বামীদেরকে দুর্নীতির প্রতি উৎসাহিত হওয়া বা দুর্নীতি করতে বাধ্য হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।

১২. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি

রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের অন্তরকে পরিশুদ্ধকরণের মাধ্যমে ইসলাম ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করেছে। জাহেলী যুগে মানুষের জান, মাল এবং ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা ছিল না, যে সমাজের রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল দুর্নীতির বিষ-বাষ্প, সেই যুগে মহানবী সা. আবির্ভূত হয়ে মাত্র ২৩ বছরে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এমন একটি জাতি উপহার দেন যে জাতি পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হল। মানুষ এমন চরিত্রবান হয়ে গেল যে কোন উষ্ট্রারোহী নারী পর্যন্ত সানা থেকে হাযরামাউত পর্যন্ত দীর্ঘ পথ কোন ভয়-ভীতি ছাড়া নিরাপদে সফর করতে পারত। এটা ছিল দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের বাস্তব ফলাফল।

১৩. দুর্নীতির শাস্তি বিধান

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ রাব্বুল 'আলামীন নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

> নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানত তার মালিককে হস্তান্তর কর।[২]

এ আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম দুর্নীতিকে সমাজ থেকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, ইসলামী শরী'আতে দুর্নীতিবাজদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক আইনও প্রণয়ন করা হয়েছে। যাতে একই সাথে মানুষ দুর্নীতি থেকে নিজে মুক্ত থাকার পাশাপাশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৩ সালে। ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা ৩০ বছরে পদার্পন করছে। এরইমধ্যে দেশে মোট ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বলা যায় খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বিকশিত হয়েছে। এদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যস্থার দ্রুত বিকাশের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহে কোন প্রকার দুর্নীতি হয় না বলেই এ ব্যাংক ব্যবস্থা অল্প সময়ে এতখানি বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমে সফলতার মূলে রয়েছে স্বচ্ছতা, আমানতদারিতা এবং নৈতিকতা। আজ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহে বড় ধরনের দুর্নীতি বা

---

১. আল-কুর'আন, ২ : ২

২. আল-কুর'আন, ৪৯ : ১১

Dhaka University Institutional Repository

জালিয়াতির ঘটনা ঘটেনি অথবা কোন গ্রাহকের আমানত আত্মসাৎ কিংবা টাকা মেরে দেওয়ার ঘটনাও খুব একটা ঘটেনি। অথচ প্রচলিত ব্যাংকসমূহে প্রায়শই টাকা আত্মসাৎ, ব্যাংক জালিয়াতি, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি করে ভেগে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনা ঘটে থাকে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামগ্রিক লেন-দেন অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং গ্রাহকদের যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের জবাব দিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সদা প্রস্তুত থাকে। ফলে ইতোমধ্যে দেশের অধিকাংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যখন দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ সেই স্রোতের বিপরীতে নৈতিক শক্তির বলে বলিয়ান হয়ে নিজেদের আমানতদারিতার প্রমাণ দিতে সক্ষম হয়েছে। ফলে দেশের প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে ইসলামী ব্যাংকসমূহে গ্রাহকদের লাইন অনেক দীর্ঘ। এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ দুর্নীতিমুক্ত। বস্তুত দুর্নীতিমুক্ত ব্যাংকিং উপহার দেওয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজ থেকে দুর্নীতি উচ্ছেদে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা

ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা। অর্থনৈতিক, মানসিক বা দৈহিক অক্ষমতা প্রকাশ করে অন্যের সহানুভূতি প্রার্থী হওয়া হল ভিক্ষাবৃত্তি।[১] ভিক্ষুকরা পরিশ্রম নির্ভর সমাজের পরগাছা এবং সমাজ ও জাতির জন্য বোঝাস্বরূপ। আমাদের দেশের ভিক্ষুকদেরকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা :

১. উত্তরাধিকার সূত্রে ভিক্ষুক
২. দৈহিক ও মানসিক পঙ্গুত্বের কারণে ভিক্ষুক
৩. ছিন্নমূল ভিক্ষুক
৪. কর্মক্ষম অলস প্রকৃতির ভিক্ষুক
৫. নির্ভরশীল বালক-বালিকা ও বিধবা।[২]

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে ইসলামের কর্মসূচী

ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে শুধু বাংলাদেশের নয় বরং এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে অনেক দেশে অমানবিক আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অনেক প্রকৃত অসহায় মানুষ নির্যাতিত হয়। ইসলাম এ সমস্যা সমাধানে অত্যন্ত আন্তরিক, মধ্যপন্থী, মানবিক ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে ইসলামে দু'ই ধরনের পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। যথা :

১. প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ

ক. শ্রমের মর্যাদা ঘোষণা : সমাজের অনেকেই ছোট কাজকে ঘৃণার চোখে দেখে তা করা থেকে বিরত থাকে এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। আবার অনেকে শ্রমের প্রতি অনীহা প্রকাশ করে

---

১. Govt. of Pakistan, *Commission For Eradication for Social Evils*, Karachi : Govt. Printing Press, 1964, p. 34

২. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে শ্রমের মর্যাদা ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

নামায শেষে তোমরা জমীনে ছড়িয়ে পড় এবং জীবিকা অন্বেষণ কর।[১]

মহানবী সা. বলেছেন :

সর্বোত্তম জীবিকা হল সেই জীবিকা, যা নিজ হাতে উপার্জন করা হয়।[২]

মহানবী সা. আরো বলেন :

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকা হতে উত্তম জীবিকা আর নেই।[৩]

এমনিভাবে ইসলাম শ্রমের মর্যাদা ঘোষণা করে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদেরকে শ্রমের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

খ. কর্মক্ষম ব্যক্তির নিষ্কর্মা বসে থাকা হারাম ঘোষণা : কোন মুসলমান ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হওয়ার বা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরতার নাম করে রিয্‌ক উপার্জন থেকে বিরত বা নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকবে তা কিছুতেই হতে পারে না। কেননা আকাশ থেকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বর্ষণ হবার নয়। অনুরূপভাবে লোকদের দান-সাদকার উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকা এবং জীবিকা উপার্জনের উপায়-উপকরণ হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যবহার করে উপার্জনে আত্মনিয়োগ না করা এবং এ পন্থায় নিজের ও নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রয়োজনাবলী পূরণ করতে চেষ্টা না করা কোনক্রমেই জা'য়িয হতে পারে না। এ সম্পর্কে রাসূলে কারীম সা. বলেছেন :

দান-খয়রাত গ্রহণ করা কোন ধনী লোকদের জন্যে জা'য়িয নয়, শক্তিমান ও সুস্থ্য ব্যক্তির জন্যও নয়।[৪]

গ. ভিক্ষাবৃত্তিকে অবৈধ ঘোষণা : কোন মুসলিম অপর কারো সম্মুখে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করবে যার ফলে তার চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিলীন হয়ে যাবে এবং স্বীয় মনুষ্যত্বের মান-মর্যাদা অকারণে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, ইসলাম এ ব্যাপারে কঠিন ও কঠোর বাণী উচ্চারণ করেছে। রাসূল সা. বলেছেন :

যে ব্যক্তি বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষা চায়, সে নিজ হস্তে অঙ্গার একত্রিত করার মতো ভয়াবহ কাজ করে।[৫]

তিনি আরও বলেছেন :

যে লোক ধনী হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকদের কাছে ভিক্ষা চাইবে, সে নিজের চেহারাকে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ক্ষতযুক্ত করে দিল, সে জাহান্নামের গরম পাথর ভক্ষণ করতে বাধ্য হবে। এখানে যার ইচ্ছা নিজের জন্য বেশী পরিমাণে সংগ্রহ করুক, আর যার ইচ্ছা কম করুক।[৬]

রাসূল সা. এর আরেকটি হাদীস :

---

১. আল-কুর'আন, ৬২ : ১০

২. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৮৩৩৭

৩. আবু 'আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুত তিজারাত, প্রাগুক্ত, ২০০১, ৩য় খ, হাদীস নং- ২১৩৮, পৃ. ১৯

৪. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০১০, ২য় খ, হাদীস নং- ৫৮৯, পৃ. ৩২

৫. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ১৬৮৫৫

৬. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ৫৯০, পৃ.৩৩

Dhaka University Institutional Repository

> যে ব্যক্তি নিজেকে ভিক্ষা করার কাজে অভ্যস্ত বানায়, সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, তার মুখমন্ডলে এক টুকরা গোশতও থাকবে না।[১]

এ ভয়াবহ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ, অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ও ভিক্ষাবৃত্তি থেকে বিরত থাকার গুণাবলী লালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

২. পুনর্বাসনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ

ক. কর্মক্ষম ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের কর্মসংস্থান করা : ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধান কল্পে কর্মক্ষম ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। হাদীস শরীফে এসেছে :

> এক আনসার সাহাবী রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর নিকট ভিক্ষা চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়িতে কি আছে? তিনি বললেন, একটি কম্বল ও একটি মশক আছে। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে সেই দু'টি জিনিস নিয়ে আসতে বললেন। সাহাবী নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ্ সা. তা দুই দিরহামে বিক্রি করলেন। তাপর বললেন, এক দিরহাম দিয়ে খাদ্য ক্রয় কর আর অন্য দিরহাম দিয়ে কুঠার ক্রয় করে আমার কাছে নিয়ে এসো। সাহাবী তাই করলেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. নিজ হাতে হাতল লাগিয়ে দিয়ে বললেন, এই কুঠার দিয়ে জঙ্গলে কাঠ কেটে আয়-উপার্জন কর। আর পনের দিন পর আমার সাথে দেখা করবে। সাহাবী তাই করলেন। দেখা গেল আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বচ্ছলতা দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ সা. তাকে সম্বোধন করে বললেন, কিয়ামতের দিন চেহারায় ভিক্ষুকের চিহ্ন নিয়ে ওঠার চেয়ে এই পরিশ্রম তোমার জন্য অনেক উত্তম।[২]

এমনিভাবে ইসলাম কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে ভিক্ষুক ও ভবঘুরের হাতকে কর্মির হাতে পরিণত করেছে।

খ. বিশেষ অবস্থায় সাহায্য চাওয়াকে বৈধ ঘোষণা : ইসলাম মানুষের অসহায়ত্বের প্রতি আন্তরিকতার সাথে লক্ষ্য রেখেছে। কোন ব্যক্তি যদি ভিক্ষা চাইতে এবং সরকার বা সরকারী ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়, তাহলে তাতে গুনাহ্ হবে না। রাসূলুল্লাহ সা.বলেছেন :

> ভিক্ষা চাওয়া জখম করার সমার্থক। যে ব্যক্তি ভিক্ষা করে সে স্বীয় মুখমন্ডলকে ক্ষতবিক্ষত করে। কাজেই যার ইচ্ছা সে তার মুখমন্ডলকে সে অবস্থায় রেখে দিক, আর যার ইচ্ছা সে তা ত্যাগ করুক। তবে কেউ যদি কোন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে ভিক্ষা চায় কিংবা এমন কোন ব্যাপারে চাইতে হয় যা একান্তই অপরিহার্য, তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।[৩]

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ২য় খ, হাদীস নং-১৩৮০ পৃ. ৪৪

২. ইমাম আবূ দা'উদ, *আবূ দা'উদ শরীফ*, প্রাগুক্ত, ২০০৬, ২য় খ, হাদীস নং-১৩৯৮, পৃ. ১৬৫

৩. আহমদ ইবন শোয়াই আন-নাসা'ঈ, *সুনানু নাসা'ঈ শরীফ*, কিতাবুয যাকাত, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৩য় খ, হাদীস নং- ২৬০১, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

আবূ বাশার কুরাইশা ইব্নুল মাখরিক রা. বলেন : আমি এক ব্যাপারে জামানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম। এ কারণে আমি রাসূলুল্লাহ্ সা.-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষা চাইলাম। তিনি বললেন, অপেক্ষা কর, সাদকার মাল এসে যাবে, তা থেকে তোমাকে দিয়ে দেব। পরে বললেন, হে কুরাইসা, তিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য ভিক্ষা চাওয়া জা'য়িয নয়। একজন, যে কারো জন্যে জামানতের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তার জন্য ভিক্ষা চাওয়া জায়িয যতক্ষণ না প্রার্থিত পরিমাণ মাল সে পাবে। তারপর তার বিরত হয়ে যাওয়া উচিত। দ্বিতীয় ব্যক্তি, যার ধন-মাল কোন বিপদে পড়ার করণে ধ্বংস হয়ে গেছে। সে ব্যক্তি ভিক্ষা করতে পারে, যতদিনে তার জীবনযাত্রা চালানোর ব্যবস্থা না হয়। আর তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে, যে অনশনের সম্মুখীন হয়ে যায়, যতক্ষণ তার পাড়ার তিনজন সমঝদার লোক বলে দেবে যে, লোকটি অনশনগ্রস্ত। এরূপ অবস্থায় তার পক্ষে ভিক্ষা চাওয়া জা'য়িয, যতক্ষণ না জীবনযাত্রা চালানোর ব্যবস্থা হয়ে যায়। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তিই ভিক্ষা করে, তা হারাম।[১]

ইসলাম বিশেষ অবস্থায় সাহায্য চাওয়াকে বৈধ ঘোষণা করেছে এ জন্য যে, কাউকে যেন আজীবন সাহায্য চাইতে না হয়; বরং এই বিশেষ সময়ের সাহায্যের মাধ্যমে সে যেন স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। মূলত এই সাহায্য গ্রহণের সুযোগ প্রদান করে ইসলাম স্থায়ীভাবে ভিক্ষাবৃত্তি বা ভবঘুরের পথ অবলম্বনের ঝুঁকি থেকে মানবতাকে রক্ষা করেছে।

গ. অক্ষম ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

অক্ষম ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব ইসলাম রাষ্ট্রের উপর অর্পণ করেছে। রাষ্ট্র যাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দ্বারা এই সব ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের স্থায়ী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে। এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

যাকাতের অর্থ হলো- ফকির, মিসকীনদের জন্য।[২]

ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা নিরসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির মূলে যে সব কারণ দেখা যায় তন্মধ্যে দারদ্র্যিতাকে এর মূল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। দারিদ্র্য বিমোচন করা গেলে ভিক্ষাবৃত্তির অনেক মৌলিক কারণই দূর হয়ে যাবে। বর্তমানে ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘিরে একটি ব্যবসায়িক সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে সত্য কিন্তু তা দারিদ্র্যকে উপলক্ষ্য করেই। দারিদ্র্য বিমোচন করা গেলে এবং ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা গেলে এ সিন্ডিকেট ধ্বংস করা যাবে। বাংলাদেশের ভিক্ষুক ও ভবঘুরে সমস্যা সমাধানে এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামের দিকনির্দেশনার আলোকে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের পুনর্বাসিনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে একটি দুস্থ মহিলা পুনর্বাসিন কেন্দ্র। যাতে বঞ্চিত, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, এতিম ও অসহায় মহিলা যাদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ ছাড়া অন্যকোন পথ খোলা নেই, তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এসকল ভাগ্যাহত মহিলারা যাতে সমাজে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেঁচে থাকতে পারে সেজন্য তাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে আয়-রোজগারের যোগ্য

১. প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২৫৮১, পৃ. ৯১
২. আল-কুর'আন, ৯ : ৬০

Dhaka University Institutional Repository

করে গড়ে তোলা হয়। একইভাবে ভিক্ষুক এবং ভবঘুরেদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে এ ব্যাংকের রয়েছে একটি বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ভিক্ষুকদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে থাকে। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও ইতোমধ্যে এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে।

নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা

নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা বর্তমানে একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের নারী নির্যাতন এবং নারীর অধিকারহীনতাকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। তাই নারীর অংশগ্রহণ ছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা বিভিন্ন দিক দিয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত। সমাজে নারীরা এখনও তাদের প্রকৃত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত নয়। ঘর থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্র পর্যন্ত নারীরা নানাভাবে নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। নারীরা প্রতিনিয়ত নানা অবিচার-অনাচারের শিকার হচ্ছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতন যেন একটি সাধারণ ঘটনা। পাচার, অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, বাল্য বিবাহ, যৌতুক, ইভটিজিং ইত্যাদি দ্বারা নারীরা প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছে। সামাজিকভাবে নারীদের সম্মান পুনরুদ্ধার করা যাচ্ছে না। অথচ ইসলাম নারীদেরকে সম্মানিত মায়ের জাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। ইসলাম নারীদের যে সম্মান এবং মর্যাদার চোখে দেখে, আজকের সমাজে নারীদেরকে সে দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে না। নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত, কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, স্বামী পছন্দ করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত, বিয়ের মাহরানা থেকে বঞ্চিত এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পদ থেকেও বঞ্চিত হয়। অথচ ইসলাম নারীদের এসকল অধিকার আদায়ে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছে। বাংলাদেশের নারী নির্যাতন এবং নারী অধিকারহীনতার প্রেক্ষিতে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নির্যাতিত নারীদের পাশে দাঁড়ানো এবং নিজস্ব পরিসরে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ইসলামের কর্মসূচী

১. শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান

ইসলাম নারী ও পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য, অধিকার ও পারস্পরিক সম্পর্কের কথা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। এ সকল দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের বিষয়সমূহ মেনে না চললে পৃথিবীতে কি ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, ইসলামে তাও সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। কিন্তু ইসলামের এই সকল বিধিবিধান সম্পর্কে নারী ও পুরুষদের অজ্ঞতাই পারস্পরিক অধিকার হরণ ও নির্যাতনের মূল কারণ। ফলে পুরুষ নারী থেকে দৈহিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় পুরুষ কর্তৃক নারীরাই বেশী নির্যাতিত হয়। মহানবী **সা.** নারী নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে নারী-পুরুষ উভয়কে জ্ঞানার্জন করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন :

> বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান-নর-নারীর উপর ফরয বা অবশ্য-কর্তব্য।[১]

---

১. আবু 'আবদুল্লাহ ইবনে মাজা, *সুনানু ইবনে মাজা*, কিতাবুল 'ইলম, প্রাগুক্ত, ২০০০, ১ম খ, হাদীস নং-২২৪, পৃ. ১৩৫

Dhaka University Institutional Repository

এই জ্ঞানার্জনের মধ্যে নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত জ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে উভয়ে উভয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে। ফলে নারী নির্যাতন বন্ধ হবে।

২. অর্থোপার্জনের অধিকার দান

সমাজে নারী নির্যাতনের একটি অন্যতম কারণ হল- নারীরা অর্থোপার্জন করে না এবং তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতা নারী নির্যাতন এবং অবহেলার অন্যতম কারণ। তাই ইসলাম নারীদেরকে শরী'আহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। ইসলাম নারীদের শ্রমলব্ধ উপার্জনকে বৈধ সাব্যস্ত করেছে। আল-কুর'আনের ভাষায় :

> পুরুষ যা অর্জন করে সেটা তার অংশ এবং নারী যা অর্জন করে সেটা তার অংশ।[১]

হযরত খাদিজা রা. এর ব্যবসার কথা তো সর্বজনবিদিত। তিনি অত্যন্ত বড়মাপের একজন মহিলা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ব্যবসা-সম্পর্কে বলা হয়েছে :

> খাদিজা রা. অনেক ধন-সম্পদ ও সম্মানের অধিকারিনী ছিলেন। তিনি লোকজনকে (নিজ ব্যবসায়) নিয়োগ করতেন, মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতেন।[২]

এমনিভাবে ইসলাম নারীকে অর্থোপার্জনের অধিকার দিয়ে সম্মানিত করেছে এবং পুরুষের অবহেলা ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

৩. উত্তরাধিকারী নির্বাচন

বিভিন্ন ধর্মে নারীরা পিতা-মাতা বা স্বামীর উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। কিন্তু ইসলাম নারীকে পুরুষের পাশাপাশি উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে এবং নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ বলেন :

> পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজন যে সম্পদ রেখে মারা যায় তাতে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি নারীরও অধিকার রয়েছে, তবে কিছু কম আর বেশী।[৩]

৪. স্ত্রীকে মাহ্‌রানা প্রদানের নির্দেশ দান

বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হিসেবে যৌতুককে চিহ্নিত করা যায়। যৌতুকের দাবীকে কেন্দ্র করে মানসিক এবং দৈহিকভাবে নির্যাতন চালানোর ফলে নারীদের আত্মহত্যা এবং হত্যার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম যৌতুক প্রথাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম ঘোষণা করেছে উপরন্তু বিবাহের সময় স্ত্রীকে মাহ্‌র প্রদান করা ফরয করে দিয়েছে। পবিত্র কুর'আনে বলা হয়েছে :

> তোমাদের স্ত্রীদের সন্তুষ্টচিত্তে মাহ্‌র দিয়ে দাও।[৪]

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ৩২

২. মওলানা সাইয়েদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী, *ইসলামী সমাজে নারী*, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূ., ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৮, পৃ. ২৫০

৩. আল-কুর'আন, ৪ : ৭

৪. আল-কুর'আন, ৪ : ৪

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কুর'আনে আরো বলা হয়েছে :

> ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদেরকে মাহ্‌র দিয়ে দাও।[১]

এমনিভাবে যৌতুক নয়; বরং স্ত্রীকে মাহ্‌র প্রদানের নির্দেশ দিয়ে ইসলাম নারী নির্যাতন রোধ করেছে।

৫. নারীর মর্যাদা ঘোষণা

নারী-পুরুষের বৈষম্য এবং কন্যাসন্তানের চেয়ে পুত্রসন্তানের অধিক মূল্য দানের মানসিকতা নারী নির্যাতনের প্রবণতা সৃষ্টির কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম। ইসলাম নারীর মর্যাদা ঘোষণার মাধ্যমে নারী নির্যাতনের পথকে বন্ধ করেছে। মহানবী **সা.** কন্যারূপে নারীর মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন :

> যে ব্যক্তি দু'টি কন্যা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে সে ও আমি কিয়ামতের দিন এতটুকু কাছাকাছি থাকবো। এই বলে তিনি ইশারায় তাঁর দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে নৈকট্যের পরিমাণ প্রদর্শন করলেন।[২]

রাসূলুল্লাহ্ সা. স্ত্রীরূপে নারীর মর্যাদা ঘোষণা করে বলেন :

> তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[৩]

নারী নির্যাতনকারীদের উপহাস করে রাসূল সা. বলেছেন :

> সম্মানিত ব্যক্তি তাদেরকে (নারীদের) সম্মান করে আর অভদ্র-দুর্ভাগা ব্যক্তি তাদেরকে অপমান করে।[৪]

৬. স্বামীকে ভরণ-পোষণের নির্দেশ দান

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে নির্যাতনের একটি বিশেষ রূপ হল স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দেওয়া। অনেক সময় স্বামী তার স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ না দিয়ে কষ্ট দেয়। ফলে স্ত্রীকে বহু কষ্ট করে জীবন নির্বাহ করতে হয়। ইসলাম এ নির্যাতনের অবসান ঘটিয়েছে। মহানবী সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেছেন :

> যথাযথভাবে তাদের (স্ত্রীদের) পানাহার ও পোশাকের ব্যবস্থা করা তোমাদের উপর অপরিহার্য।[৫]

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ১০

২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুল বিররি, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৬ষ্ঠ খ, হাদীস নং-৬৫০৭, পৃ. ১৬১

৩. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, প্রাগুক্ত, ৬ষ্ঠ খ, হাদীস নং- ৩৮৩০, পৃ. ১৪২

৪. সাইয়েদ সাবিক, *ফিকহুস সুন্নাহ*, কায়রো : দারুল ফাতহ লিল ইলমিল 'আরাবী, ২য় সং, ১৯৯০, ২য় খ, পৃ. ২৯৩

৫. ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ, *সহীহ্ মুসলিম*, কিতাবুল বিররি, প্রাগুক্ত, ২০১১, ৮ম খ, হাদীস নং-২১৩৭, পৃ. ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

৭. জীবন-সঙ্গী বাছাইয়ের অধিকার প্রদান

আমাদের সমাজে মেয়েদের বঞ্চনার আরেকটি দিক হল- অপছন্দনীয় কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে তার উপর চাপিয়ে দেয়া। পুরুষরা কাঙ্খিতমানের স্ত্রী লাভের জন্য হাজারো কনে দেখতে পারে, কিন্তু নারীদের এ জাতীয় অধিকার দেয়া হয় না। স্বামী পছন্দ করা যেন নারীদের অধিকারের মধ্যেই পড়ে না। এ অনৈতিক কাজটি অনেক অভিভাবকই করে থাকেন। ইসলাম কখনো এমন রীতি-নীতি অনুমোদন করে না। এ সম্পর্কে ইসলামের সুস্পষ্ট বক্তব্য হল- নারীর বিয়ের ব্যাপারে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে এবং জীবনসঙ্গী পছন্দ-অপছন্দ করার ব্যাপারে অবশ্যই তার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। রাসূল সা. বলেন :

> বিধবা নারীর নির্দেশ ও কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে বিয়ে দেওয়া যাবে না।[১]

৮. বিবাহ্ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান

ইসলাম নারীকে অত্যাচারী স্বামীর নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। স্বামী সব সময় এককভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার রাখে না। ইসলাম কিছু বিশেষ অবস্থায় স্ত্রীকেও বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

> তবে যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহ্র সীমা রক্ষা করে চলতে পারবে না এবং তোমরা যদি আশংকা কর যে, আল্লাহ্র সীমারেখা বাস্তবিকই রক্ষা করে চলতে পারবে না- এমতাবস্থায় স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামী হতে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে স্বামী-স্ত্রীর কারো কোন দোষ নেই। এই সকল আল্লাহ্র সীমারেখা। অতএব, তোমরা তা লঙ্ঘন করো না এবং যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই অত্যাচারী।[২]

৯. একাধিক বিবাহ্ নিয়ন্ত্রণ করা

একাধিক বিবাহের কারণে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে ওঠে। এর ফলে সংসারে দাম্পত্য কলহ সৃষ্টি হয়। এছাড়া স্ত্রীদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ঝগড়া লেগেই থাকে। এগুলো নারী নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম অনিবার্য কারণবশত পূর্ব-স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, স্ত্রীদের মধ্যে অবশ্যই ন্যায় বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যে এই শর্ত ভঙ্গ করবে তার জন্য শাস্তির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। নবী কারীম সা. বলেন :

> যে লোকের দু'জন স্ত্রী থাকবে এবং একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনকে নিয়ে মশগুল থাকবে, কিয়ামতের দিন তার এক পাশের গাল কাটা ও ছিন্ন অবস্থায় ঝুলতে থাকবে।[৩]

এমনিভাবে মহানবী সা. একাধিক বিবাহকে নিয়ন্ত্রিত করে নারী নির্যাতনের পথকে রুদ্ধ করেছেন।

---

১. ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৫ম খ, হাদীস নং- ৪৭৪৫, পৃ. ৫৯

২. আল-কুর'আন, ২ : ২২৯

৩. ইমাম আবূ 'ঈসা আত তিরমিযী, *তিরমিযী শরীফ*, কিতাবুন নিকাহ, প্রাগুক্ত, ২০১১, ৩য় খ, হাদীস নং- ১০৬০, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

১০. স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দান

ইসলাম স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করেছে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনকষাকষি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। বিশেষকরে মেয়েরা খুবই লাজুক স্বভাবের হয়ে থাকে। অল্পতেই রেগে যাওয়া, অভিমানে ক্ষুব্ধ হওয়া এবং স্বভাবগত অস্থিরতায় চঞ্চল হয়ে ওঠা নারী চরিত্রের বিশেষ দিক। মেয়েদের এ স্বাভাবিক দুর্বলতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্ খুব ভালভাবেই জানেন। তাই তিনি কুর'আনে স্বামীদের নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

> তোমরা স্ত্রীদের সাথে খুব ভালভাবে ব্যবহার ও বসবাস করো। তোমরা যদি তাদের অপছন্দ করো তাহলে এ হতে পারে যে, তোমরা যে জিনিসকে অপছন্দ করছ অথচ আল্লাহ্ তার মধ্যে বিপুল কল্যাণ নিহিত রেখে দেবেন।[১]

রাসূলুল্লাহ্ সা. স্বামীদের নসীহত করে বলেন :

> তোমরা স্ত্রীদের সাথে সব সময় কল্যাণময় ব্যবহার করার জন্য আমার এ নসীহত কবুল কর। কেননা নারীরা জন্মগতভাবেই বাঁকা স্বভাবের হয়ে থাকে। তুমি যদি জোরপূর্বক তাকে সোজা করতে যাও, তবে তুমি তাকে চূর্ণ করে দেবে। আর যদি এমনি ছেড়ে দাও তবে সে সব সময় বাঁকা থেকে যাবে। অতএব বুঝে-শুনে তাদের সাথে ব্যবহার করার জন্য আমার এ উপদেশ গ্রহণ করবে।[২]

অপর এক হাদীসে নবী কারীম সা. বলেন :

> তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।[৩]

এভাবে ইসলাম স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান করে তাদেরকে নির্যাতন করার মন-মানসিকতা পাল্টে দিয়েছে।

১১. নারী নির্যাতনের ব্যাপারে কঠোর শাস্তির বিধান

ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে যেমন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তেমনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে নারী নির্যাতনকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা। ইসলাম নারী নির্যাতন তথা ধর্ষন, খুন, ছিনতাই, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, অঙ্গহানী, সম্মানহানী, মিথ্যা অপবাদ প্রদান ইত্যাদির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখেছে। এসব বিধানের ন্যায়সঙ্গত বাস্তবায়ন সম্ভব হলে মুসলিম সমাজে নারী নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে।

১২. পর্দার নির্দেশ প্রদান

নারী নির্যাতনের অন্যতম কারণ হল পর্দা লঙ্ঘন করা। পর্দা নারীর ইজ্জত, সম্মান ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী যখন খোদাপ্রদত্ত পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করে তখনই নির্যাতনের সূচনা হয়। ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, অঙ্গহানী, এসিড নিক্ষেপ, অপবাদ ইত্যাদির প্রধানতম কারণ নারী ও পুরুষ কর্তৃক পর্দার বিধান লঙ্ঘন করা। প্রেমে ব্যর্থতা অথবা

---

১. আল-কুর'আন, ৪ : ১৯

২. ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী, *সহীহ্ আল-বুখারী*, কিতাবু আহাদিছিল আম্বিয়া, প্রাগুক্ত, ২০০৮, ৩য় খ, হাদীস নং-৩০৮৫, পৃ. ৩৩৪

৩. আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং- ৯৭২৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম নিবেদন করে সাড়া না পেয়ে হতাশাজনিত কারণে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অনেক সময় নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। স্বামীর পরকীয়া অথবা স্ত্রীর পরকীয়ার কারণেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এসবের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের পর্দার বিধান অনুসরণ না করা। ইসলাম নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষার জন্য পর্দার বিধান প্রবর্তন করেছে। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ্ বলেন :

> হে নবী, আপনি মু'মিন পুরুষদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি পর নারী হতে অবনমিত করে রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে। এতে তাদের জন্য খুব পবিত্রতা আছে। নিশ্চয় তারা যা করে আল্লাহ্ তা অবহিত আছেন।[১]

> ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হিফাজত করে।[২]

> তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাস কর এবং পূর্বকালীন জাহিলিয়াতের মতো নিজেদের রূপ, সৌন্দর্য ও যৌনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে না বেড়াও।[৩]

এভাবে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দার বিধান প্রদান করে নারীকে নির্যাতনের হাত হতে রক্ষা করেছে।

১৩. অশ্লীলতা নিষিদ্ধকরণ

ভিসিআর, টিভি, স্যাটেলাইট, ভিডিও, সিডি ইত্যাদি মাধ্যমে কুরুচিপূর্ণ এবং যৌন উত্তেজক চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও সরবরাহ করায় সমাজে সন্ত্রাস ও নারী নির্যাতন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম এসব অশ্লীলতাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নারীকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করেছে। পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

> তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা এবং অত্যন্ত খারাপ পথ।[৪]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধে একদিকে যেমননি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, অন্যদিকে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দান, নারীকে অর্থোপার্জনের অধিকার দান, উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন, যৌতুক নয় বরং মাহ্‌র এর অধিকার প্রদান, মর্যাদা ঘোষণা, স্বামী গ্রহণ ও যুক্তিযুক্ত কারণে তালাক প্রদানের অধিকার দান, একাধিক বিবাহ নিয়ন্ত্রিতকরণ, স্ত্রীর সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ প্রদান, পর্দার বিধান প্রদান, অশ্লীলতা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি। আর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে রয়েছে- নারী নির্যাতন তথা ধর্ষণ, অপহরণ, খুন, এসিড নিক্ষেপ, অপবাদ ইত্যাদির শাস্তি বিধান করা। প্রতিরোধ এবং প্রতিকার উভয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলাম নারী নির্যাতনের পথকে বন্ধ করে দিয়েছে।

---

১. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩০
২. আল-কুর'আন, ২৪ : ৩১
৩. আল-কুরআন, ৩৩ : ৩৩
৪. আল-কুর'আন, ১৭ : ৩২

Dhaka University Institutional Repository

নারী নির্যাতন রোধ ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম

বাংলাদেশে নারী নির্যাতন এবং নারী অধিকারহীনতার প্রেক্ষাপটে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামের সুমহান আদর্শের আলোকে নারী নির্যাতন রোধ এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[১] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দান, নারীর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা, দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন। নারীদেরকে টেইলারিং, সেলাই, কাটিং, এমব্রয়ডারী, প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা ও নার্সিং ইন্সটিটিউ প্রতিষ্ঠা করে নারীদের জন্য হাসপাতালে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। গরীব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে আর্থিক সহায়তা করা, গরীব মহিলাদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই মেশিন প্রদান এবং গরু, ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালনের জন্য নগদ অর্থ প্রদান, গরীব ছাত্রীদের লেখাপড়ার ব্যয়ভার বহণ করা, ঠোঁট কাটা মেয়েদের ফ্রি সার্জারির ব্যবস্থা করা, ফ্রি ধাত্রী প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি। নারীদের পুনর্বাসন এবং স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার এসকল কার্যক্রমের পাশাপাশি নারীদের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্প্রতি 'মুদারাবা মাহ্‌র সঞ্চয় প্রকল্প' নামে দশ বছর ও পাঁচ বছর মেয়াদী একটি প্রকল্প চালু করেছে। যাতে এর মাধ্যমে নারীরা আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তাদের অধিকার মাহ্‌রানা যথাযথভাবে লাভ করতে পারে। এমনিভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নারীদের আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বাংলাদেশে বিরাজমান এবং চিহ্নিত আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহকে ইসলাম মানবতার জন্য ঘোরতর সমস্যা হিসেবে মনে করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য যেমন প্রধান সমস্যা তেমনি ইসলামের দৃষ্টিতেও দারিদ্র্য সমগ্র মানবতার বিকাশে প্রধান অন্তরায়। এজন্য ইসলাম দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এর একটি মৌলিক স্তম্ভ যাকাতকে ধনীদের উপর ফরয করে দিয়েছে। যাকাতের পাশাপাশি মানুষকে বেশী বেশী দান-সাদকা করার প্রতি বিশেষ উৎসাহ দান এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক বিধি-বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে সমাজ থেকে দারিদ্র্য বিমোচনের সুব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ইসলামের নির্দেশনার আলোকেই পরিচালিত হচ্ছে। একইভাবে বলা যায় যে, এদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা যেমন : বেকারত্ব, জনসংখ্যা, সুদ, নিরক্ষরতা ও অশিক্ষা, দুর্নীতি, ভিক্ষাবৃত্তি, নারী নির্যাতন ও নারীর অধিকারহীনতা ইত্যাদি সমস্যাসমূহকে ইসলাম মানুষের ইহজাগতিক এবং পরজাগতিক কল্যাণের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করে। উপরোক্ত আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হয়েছে। আলোচনায় আরো স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ মোকাবেলায় ইসলাম যে কর্মসূচী এবং দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে, এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ সে কর্মসূচী এবং দিক-নির্দেশনার আলোকেই আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহ সমাধানে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

---

১. Dr. Ataul Hoque Ed., *Readings in Islamic Banking*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Ed., 1987, p. 49

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা : পর্যালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ।[১] বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে চেষ্টারত। দীর্ঘ প্রায় চার দশকের অগ্রযাত্রায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হলেও এখনো এদেশ বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিম্নমানের জীবনযাত্রা, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জনসংখ্যাকে সম্পদে পরিণতকরণ কাজে পিছিয়ে থাকা, পরনির্ভরশীলতা, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব, প্রাকৃতিক সম্পদের অপর্যাপ্ততা, আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক সম্পদের উত্তোলন ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে না পারা, অনুকূল সামাজিক পরিবেশের অভাব, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা, পরিবেশ দূষণ ও পরিবেশের ওপর নানা ধরণের আক্রমণ, বিশ্বমন্দার ধাক্কা তথা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় ব্যর্থতা, হতোদ্যম বেসরকারী খাত, বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থবিরতা ইত্যাদি বাংলাদেশের উন্নয়ন-অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য বিরাট এক অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী হিসাব মতে এখনো শতকরা ৩১.৫% লোক দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছে। Human Development Report 2013 অনুযায়ী ২০১২ সালে বিশ্বের ১৮৭টি দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬৪তম।[২] প্রায় ৫৬,০০০ বর্গমাইলের এ ক্ষুদ্র দেশটিতে বর্তমানে বসবাস করছে ১৬ কোটির বেশী মানুষ। বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ বাস করে গ্রামে। যারা সকল প্রকার নাগরিক ও আধুনিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। দারিদ্র্য কবলিত এ দেশটির সামগ্রিক অগ্রগতি নির্ভর করে সুষ্ঠু ও সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর। নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে এদেশে এ যাবত কাংঙ্খিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়নি। ফলে এদেশের ভৌত অবকাঠামো থেকে শুরু করে মৌলিক মানবিক অধিকার- খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি, জননিরাপত্তা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির নিরাপত্তা অর্জিত হয়নি।

প্রাচীন কাল থেকে কৃষি ও শিল্প এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার।[৩] সম্প্রতি নতুন করে যোগ হয়েছে বিদেশ থেকে শ্রমিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। এছাড়া বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে গার্মেন্ট সেক্টর এবং রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পণ্য। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো জন্ম থেকেই এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহে বিনিয়োগ ও ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং

---

১. Dr. M. Kabir Hassan, *The Bangladesh Economy in the 21st Century*, Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 1st Ed., 2003, p. 76

২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৩. খ. ম আমিনুল ইসলাম, *গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ১ম সং, ২০০৮, পৃ. ৩৫

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহ সম্পূর্ণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত কৃষি ও শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করছে। এছাড়া রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর রয়েছে সর্বোচ্চ রেকর্ড গড়ার কৃতিত্ব। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি বিনিয়োগ পরিচালনার পাশাপাশি রপ্তানিযোগ্য বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। দারিদ্র্য বিমোচনে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে নিজস্ব গবেষণালব্ধ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। সবমিলিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যা এ পরিচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা

১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং আরো ৮টি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে কাজ করছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ৭৭০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ৩০টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে।[১] ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করার পাশাপাশি দেশ গঠন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিরলসভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে চলেছে।

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এর স্থায়ীত্ব এবং বিকাশের জন্য ব্যাংকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সারা দেশের কোটি কোটি জনতার ছোট ছোট সঞ্চয়কে ব্যাংক ডিপোজিট হিসেবে জমা রাখার মাধ্যমে বিশাল আকারের ফান্ড গড়ে তোলা এবং ছোট ছোট পরিমাণ অর্থকে আমানত হিসাবে সংগ্রহ করার মাধ্যমে ব্যাংক এই সব অর্থকে একটি বিশাল শক্তিতে পরিণত করে। আর এই ফান্ডের যথাযথ বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার প্রত্যয়ে ইসলামী ব্যাংক সমূহ শুরু থেকেই বেশী পরিমাণে আমানত সংগ্রহে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। যে দেশের মানুষের সঞ্চয়েরর প্রবণতা বেশী, সে দেশের ব্যাংকের ডিপোজিট বেশী এবং সে দেশ তত উন্নত। কল্যাণমুখী ও যুগোপযোগী বিভিন্ন ধরণের ডিপোজিট স্কিমের মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ জমা রাখার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ বরাবরই জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে আসছে এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ.৭৪

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহ শুরু থেকে ডিপোজিট হিসেবে সংগৃহীত অর্থকে দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ করে থাকে। এই অর্থ বিনিয়োগ করা হয় আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে, অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে এবং শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায়। ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত যেহেতু বেশী, সেহেতু ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের পরিমাণও বেশী। এভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকাও অগ্রণী। ডিসেম্বর ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১৭.৯ বিলিয়ন টাকা, যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৯ ভাগ। সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১০.১ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়েগের শতকরা ২১.১ ভাগ।[১] দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ণ ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগে বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩%।[২]

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হল শিল্পায়ন। শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। শিল্প খাতের সুষম উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্ব অনুসারে বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ বিস্তৃত করেছে। পোশাক শিল্প, সিমেন্ট, ফার্মাসিউটিক্যাল, কোল্ড স্টোরেজ, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং, রি-রোলিং, চিনি, কেমিক্যাল, ভোজ্য তেলসহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে ব্যাপক বিনিয়োগ প্রদান করছে। একইভাবে কৃষি, পোল্ট্রি, ডেইরী, পরিবহণ, রিয়েল এস্টেট, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য সেবা এবং টেলিকমিউনিকেশনসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক মোট বিনিয়োগের অর্ধেক শিল্পখাতে এবং বাকী অর্ধেক কৃষিসহ অন্যান্য উপযোগী খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে দেশের সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ ব্যবসার পাশাপাশি বৈদেশিক বাণিজ্যেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিনিয়োগের পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত মুদ্রা দেশে আনয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ একটি গরীব দেশ। এদেশের শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ এখনো দরিদ্র এবং তন্মধ্যে ৩০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে এবং যাদের অধিকাংশ গ্রামে বাস করে। গ্রামের এসব মানুষ যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা অর্জন করতে পারে সেজন্য ইসলামী ব্যাংক বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাম পর্যায়ে তার শাখাসমূহ বিস্তৃত করেছে। গ্রামের মানুষের মাঝে সহজভাবে বিনিয়োগ প্রদানের জন্য পল্লী উন্নয়ন বিভাগ নামে

---

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২-২০১৩, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৩৭

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যেক ইসলামী ব্যাংকের আলাদা বিভাগ রয়েছে। যে বিভাগের আওতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে চলেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনার আলোকে অগ্রসর হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা তুলে ধরা হল :

১. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শরী'আহ ভিত্তিক প্রথম সুদমুক্ত ব্যাংক হিসেবে সীমিত দায়ের পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী রূপে ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ নিবন্ধিত হয় এবং ১৯৮৩ সালে ১২ আগস্ট ব্যাংকটি আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] প্রতিষ্ঠার সময় ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন ছিল ৮০ মিলিয়ন টাকা যা ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ১২,৫০৯.৬৪ মিলিয়ন টাকায় এসে দাঁড়ায়।[২]

বিগত ৩০ বছর যাবত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে দেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রভাবশালী বেসরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা যাদের কাছে অসম্ভব একটি ব্যাপার ছিল, ইসলামী ব্যাংক তাদের মাঝে প্রচলিত সেই ভ্রান্ত ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে সুদমুক্ত করার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং একটি গতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স প্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে বিবিধ কর্মকান্ড। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নানামুখী বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কন্সট্রাকশন ও রিয়েল এস্টেট, অবকাঠামো প্রভৃতি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৬ কোটি মানুষ এ ব্যাংকের সহযোগিতা ও সেবা দ্বারা উপকৃত হচ্ছে।[৩] ব্যাংকটি শিল্পখাতে এযাবত সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে আসছে যার বর্তমান পরিমাণ ৪৭%।

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২. প্রাগুক্ত

৩. শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, 'ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে', *অর্থনীতি গবেষণা*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পা., ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

এরপর রয়েছে এসএমই খাত ২৯%, বাণিজ্যিক খাত ১১%, আবাসন ৬%, কৃষি ৫%, পরিবহণ ২% । ব্যাংকটির বিনিয়োগের ৮৭% শহরাঞ্চলভিত্তিক এবং বাকী ১৩% গ্রামাঞ্চলভিত্তিক ।[১] নিম্নে বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহক ছাড়াও সমাজের সকল স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্বচ্ছতার সাথে কাজ করায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. আজ জনগণের সুদৃঢ় আস্থার প্রতীক। ২০১২ সাল নাগাদ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪,১৭,৮৪৪ মিলিয়ন টাকা এবং বিনিয়োগের পরিমাণ ৩,৭২,৯২১ মিলিয়ন টাকা।[২] বাংলাদেশের ৪৭টি তালিকাভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিনিয়োগ ও আমানতের পরিমাণ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের মোট আমানত হিসাবের সংখ্যা ৭ মিলিয়নের উপরে দাঁড়িয়েছে এবং বিনিয়োগ গ্রাহকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ০.৭০ মিলিয়ন। সর্বশেষ ব্যাংকের পরিচালন মুনাফা দাঁড়িয়েছে ১৫৬.০৮ মিলিয়ন টাকা যা বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের মধ্যে শীর্ষে।[৩] অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ইসলামী ব্যাংকের এই সাফল্য বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে একটি প্রতিযোগিতা তৈরী করেছে। যার ফলে অর্থনীতিতে একটি ইতিবাচক প্রভাব তৈরী হয়েছে। সারণি-১ এ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল :

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৪৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৩. উদ্ধৃত, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতি[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	অনুমোদিত মূলধন	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০	২০,০০০.০০	২০,০০০.০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৪৭৫২.০০	৬১৭৭.৬০	৭৪১৩	১০০০৭.৭১	১২৫০৯.৬৪
৩	শেয়ার প্রিমিয়াম	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯	১.৯৯
৪	সঞ্চিতি তহবিল	৯৩০৮.৪৯	১৩,৯২৭.৯৪	১৬০৮১.১৪	১৭৭৯২.৫০	২৭২৪৫.৮৭
৫	অবণ্টিত মুনাফা	১৪২৫.৬০	১৮৫৩.২৮	২৬৯৪৫৯	৩২০২.৪৭	৩১২৭.৪১
৬	শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	১৪০৬০৪৯	২০,১০৫,৫৪	২৩৪৯৪.২৬	২৭৮০০২১	৩৯৭৫৫.৫১
৭	আমানত	২০২১১৫৪৫	২৪৪,২৯২.১৪	২৯১৯৩৪.৬০	৩৪১৮৫৩৬৭	৪১৭৮৪৪.১৪
৮	বিনিয়োগ (শেয়ার ও সিকিউরিটিজসহ)	১৮৭৫৮৬৫৫	২২৫,৭৫২.৪১	২৭৫৮৯৩.৯৪	৩২২৭৭২.৮৩	৩৯৯৯৩০.৭৯
৯	বিনিয়োগ (শেয়ার ও সিকিউরিটিজ ব্যতীত)	১৮০০৫৩৯৪	২১৪৬১৫.৮০	২৩৬২২৫.১৩	৩০৫৮৪০.৫৬	৩৭২৯২০.৭২
১০	বিনিয়োগ ও আমানত অনুপাত	৮৯.০৮%	৮৭.৮৫%	৯০.১৭%	৮৭.২৯%	৮৫.১৮%
১১	মোট সম্পদ	২৮৮০১৭.১৯	৩৪০৬৩৮.৪৯	৪৪৩৬৮৪.৭৯	৫০২৬১৩০৫	৫৯২৫৮০.৫০
১২	মোট সম্পদ (কন্ট্রা ব্যতীত)	২৩০৮৭৯.১৪	২৭৮৩০২.৮৪	৩৩০৫৮৬.১২	৩৮৯১৯২.১২	৪৮২৫৩৬.৩২
১৩	স্থায়ী সম্পদ	৪৪০৭.২২	৬৫১২.৩৬	৬৭৪৮.৪৪	৭১০০.১৯	১৪৮০৮.২৩

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রতিবছর আমানত বৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত লোকদের কাছে সেবা পৌঁছে দিতে ইসলামী ব্যাংক বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সীমিত ও স্বল্প আয়ের মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. শুরু থেকে অল্প টাকায় হিসাব খোলার নীতি অনুসরণ করে চলেছে। ব্যাংকের এ নীতি দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে। ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. রেকর্ডসংখ্যাক প্রায় ২০ লক্ষ নতুন আমানত হিসাব খুলেছে।[২] একই বছর ৫

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২, প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ ৬২ হাজার কৃষক এবং ৭৮ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক তালিকায় যুক্ত হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং মার্কেটে এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ইসলামী ব্যাংক ইতোমধ্যে 'স্টুডেন্ট মুদারাবা সেভিংস হিসাব' নামে একটি নতুন আমানত পণ্য চালু করেছে।[১] যা তরুণ প্রজন্মের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এছাড়া প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে বিশেষত: পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিতে ২০১২ সালে ব্যাংকের নানামুখী উদ্যোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাত বৈদেশিক বাণিজ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের সর্বমোট রপ্তানি বাণিজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিচালিত হয়ে আসছে এ ব্যাংকের মাধ্যমে। ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১,৯৭,০৯৫ মিলিয়ন টাকার রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করেছে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১০.৫২%। অন্যদিকে একই বছর ব্যাংক ২,৮৪,৫৮৮ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করেছে যা দেশের মোট আমদানির ৯.৮৯%। ২০১২ সালে ব্যাংকের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৭,৮২,৬৯৮ মিলিয়ন টাকা।[২] সারণি-২, ৩ এবং ৪ এ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি-২ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিগত পাঁচ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	আমদানি বাণিজ্য	১৬৮৩২৯.০০	১৬১২৩০.০০	২৪৬২৮১.০০	৩০১২০৭.০০	২৮৪৫৮৮
২	রপ্তানি বাণিজ্য	৯৩৯৬২.০০	১০৬৪২৪.০০	১৪৮৪২১.০০	১৭৮২৪৪.০০	১৯৭০৯৫.০
৩	রেমিট্যান্স	১৪০৪০৪.০০	১৯৪৭১৬.০০	২১৪৬২৯.০০	২৩৬৬০৭.০০	৩০০৯১৫.০
৪	মোট বৈদেশিক বাণিজ্য	৪০২৬৯৫.০০	৪৬২৩৭০.০০	৬০৯৩৩১.০০	৭১৬০৫৮.০০	৭৮২৫৯৮

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৩ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিগত দুই বছরের আমদানি পরিস্থিতি[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	উপাদান/আমদানি সামগ্রী	২০১২		২০১১	
		পরিমাণ	মোটের %	পরিমাণ	মোটের %
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কাঁচা তুলা, সুতা, ফেব্রিক্স ও এক্সেসরিজ	১১২৮৮৬	৩৯.৬৬	১০০,৭৩৩	৩৩.৪৬
২	মূলধন যন্ত্রপাতি	১৪৬২১	৫.১৩	১২৮৭১	৪.২৭
৩	সার	২৪৩৭৮	৮.৫৬	৩০২৮৫	১০.০৫
৪	গম	৬১১৮	২.১৪	৮০৯২	২.৬৯
৫	লোহা, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু	৮০৮২	২.৮৩	৮০৯৬	২.৬৯
৬	মোটর গাড়ি	৩৪১১	১.১৯	৪৬৩৯	১.৫৪
৭	রাসায়নিক	৮৬৬৮	৩.০৪	৭২৮৪	২.৪২
৮	ভোজ্য তেল	১৬৪৫৭	৫.৭৮	২১২৪০	৭.০৫
৯	চাল	৩০১	০.১০	৯৫২	০.৩২
১০	স্ক্র্যাপ ভেসেল	৭৩৪৩	২.৫৮	১৭২৯	০.৫৭
১১	অন্যান্য	৮২৩২৩	২৮.৯২	১০৫২৪৬	৩৪.৯৪
	মোট	২৮৪৫৮৮	১০০	৩০১২০৭	১০০

সারণি- ৪ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিগত দুই বছরের রপ্তানি পরিস্থিতি[২]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	রপ্তানি সামগ্রী	২০১২		২০১১		প্রবৃদ্ধির হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	তৈরী পোশাক	১৫৮৮৫১	৮০.৫৯	১৪২৭৩৪	৮০.০৭	১১.২৯
২	হিমায়িত খাদ্য ও শাক-সবজি	১৯৮০	১.০০	১০৭৪	০.৬০	৮৪.৩৫
৩	পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৯৯৯২	৫.০৬	৭৮৯৮	৪.৪৩	২৬.৫১
৪	চামড়া	১৩৪	০.০৬	৭৩	০.০৪	৮৩.৫৬
৫	চা	৮৯	০.০৪	২		
৬	কেমিক্যাল	৩৬১	০.১৮			
৭	অন্যান্য	২৫৬৮৮	১৩.০৩	২৬৪৬৩	১৪.৮৪	-১.০০
৮	মোট	১৯৭০৯৫	১০০%	১৭৮২৪৪	১০০	১০.৫৭

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের অর্থনীতির উদীয়মান চালিকাশক্তি বিদেশে কর্মরত শ্রমজীবী বাংলাদেশী নাগরিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। রেমিট্যান্স আহরণে দেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বর্তমানে সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। বিগত কয়েক বছরে রেমিট্যান্স আহরণে ব্যাংকের এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লি. এর এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশীদের অগাধ আস্থা ও বিশ্বাস। সর্বশেষ ২০১২ সালে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ছিল ৩,০০,৯১৫ মিলিয়ন টাকা। যা দেশের সর্বমোট রেমিট্যান্স প্রবাহের ২৭.৭০%।[১] সর্বাধিক রেমিট্যান্স আহরণকারী ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

ঙ. শিল্পায়ন

শিল্পখাত যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতির জীবনীশক্তি, সেহেতু ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. জিডিপির প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান বৃদ্ধির আবশ্যকতা অনুভব করে। এ বিশ্বাসমূলেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দেশের শিল্পায়ন বৃদ্ধিতে, বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশে নিঃসঙ্কোচে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. তৈরী পোশাক, স্পিনিং, টেক্সটাইল, স্টীল, ভোজ্য তেল পরিশোধনাগার এবং ক্যাবল ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়মিত বিনিয়োগ করে আসছে। ব্যাংক মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেক নিয়োজিত করে শিল্পখাতে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশের মোট জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল প্রায় ৩১%।[২] শিল্পখাতে বিনিয়োগের দিক থেকে ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. শীর্ষে অবস্থান করছে।

প্রকল্প বিনিয়োগ এবং চলতি মূলধন আকারে ২০১১ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ ১,৫০,৭৭৮ মিলিয়ন টাকার বিপরীতে ২৫.৪৭% বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এসে ১,৮৯,১৯৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়।[৩] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দেশের একমাত্র ব্যাংক যেটি মোট বিনিয়োগের ৫০.৭৩% শিল্পখাতে ব্যয় করে থাকে। এরমধ্যে ৪৪.৮৫% হল রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্প খাতে। বৃহৎ শিল্পের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে এ ব্যাংকের রয়েছে সমান বিনিয়োগ কার্যক্রম। বর্তমানে শিল্পখাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রকল্প সংখ্যা ৩,৬২১টি।[৪] তন্মধ্যে- স্পিনিং, উইভিং ও ডাইং ৪২১টি, স্টিল, রি-রোলিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং ২০৩টি, কৃষি ভিত্তিক শিল্প ৯৫০টি, পোশাক শিল্প ও পোশাক শিল্পের যন্ত্রাংশ ৫৭৫টি, খাদ্য ও বেভারেজ ৫০টি, সিমেন্ট শিল্প ৯টি, ঔষধ শিল্প ৩৬টি, পোল্ট্রি

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮
২. প্রাগুক্ত
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬
৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ফিড ও হ্যাচারি ১১০টি, স্যানিটারী দ্রব্য ৪৯টি, রাসায়নিক, প্রসাধন সামগ্রী ও পেট্রোলিয়াম ১৬১টি, মুদ্রণ ও বাঁধাই ১৫৭টি, বিদ্যুৎ ৮টি, সিরামিক ও ইট ২১৭টি, স্বাস্থ্য সেবা ২৫৪টি, প্লাস্টিক শিল্প ৬৫টি, পেট্রোল পাম্প ও সিএনজি ফিলিং স্টেশন ৬৩টি, তথ্য প্রযুক্তি ১১টি, হোটেল ও রেস্তোরাঁ ১৭৭টি এবং অন্যান্য শিল্প ৩০৫টি।[১] নিম্নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শিল্প বিনিয়োগের বিবরণ তুলে ধরা হল :

১. তৈরী পোশাক শিল্প

বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরী পোশাক শিল্প থেকে। ইসলামী ব্যাংক এ শিল্প প্রতিষ্ঠায় ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছ। শুরু থেকে এ শিল্পের প্রসারে ইসলামী ব্যাংক ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্প প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প খাতে যারা বড় গ্রুপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তাদের বেশিরভাগই ইসলামী ব্যাংক থেকে ছোট ছোট বিনিয়োগ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করেছিল।[২]

২. বস্ত্র খাত

বস্ত্র খাত বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাত। দেশের বেসরকারী খাতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক দীর্ঘ দিন থেকে বস্ত্রখাতে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিয়ে টেক্সটাইল খাতের বিপুল পরিমাণ স্পিনিং মিল, উইভিং মিল, ডাইং ফিনিশিং মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসব মিলের অধিকাংশ আর্ট টেকনোলজিক্যাল মেশিনের নতুন ব্রান্ড নিয়ে প্রতিষ্ঠিত। এ শিল্পগুলো আরএমজিতে নতুন মাত্রা যোগ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৩]

৩. ঔষধ শিল্প

দেশের রপ্তানীযোগ্য ঔষধ শিল্পে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে উল্লেখ্যযোগ্য অবদান। ঔষধ শিল্পকে সহায়তা করার লক্ষে ব্যাংক ৭১টি ড্রাগ ও ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পকে ২৬৭.৭১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করেছে। অধিকন্তু হাসপাতাল ক্লিনিক এবং প্যাথলজিক্যাল সেন্টারসহ ৫৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১,০৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে, যাতে জনগণ সেখানে স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে।[৪]

৪. গৃহায়ন শিল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ব্যক্তিগতভাবে ১৩,৩৩০ জন গ্রাহককে ২৩,০৬৯.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং ৬৫ ডেভেলপারকে ১৬১.৩৫ মিলিয়ন টাকা গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বর্তমানে ২০১২ সালে গৃহায়ন বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩,২৩১ মিলিয়ন টাকা যা মোট বিনিয়োগের ৬% এবং যার প্রবৃদ্ধির হার ২৮.৯৫%।[৫]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৫. কৃষি ভিত্তিক শিল্প

কৃষি ক্ষেত্রে গুণগত উন্নয়নের জন্য কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সহজে ক্রয়ের জন্য ইসলামী ব্যাংক কাঁচামালসহ কৃষি ভিত্তিক শিল্পের লজিস্টিক সুবিধা প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে কয়েকটি সফল উদাহরণ হল : অটোমেটিক রাইস মিল, ময়দা মিল, ভোজ্য তেল, পাট কল, ফিশারী এবং পোল্ট্রি ও ডেইরি, ফুড এন্ড বেভারেজ, কোল্ড স্টোরেজ, সার এবং ধানের তুষ থেকে বিদ্যুৎ ও তেল ইত্যাদি।[১]

৬. বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম চাবিকাঠি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এ খাতের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক এ পর্যন্ত ৪,৬৩৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৮টি পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করেছে এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার জন্য ১,২৩৩.৬০ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ প্রদান করেছে। এ ছাড়াও এ ব্যাংক ৭৮৮ জন গ্রাহককে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি উৎপাদন ও বিপণন করার জন্য ১,০৬৭.৮০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ শক্তির বাইরে সোলার শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য এ ব্যাংক Solar Panel Investment Scheme নামে একটি বিনিয়োগ প্রোডাক্ট চালু করেছে।[২]

৭. পরিবহণ শিল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. অভিজ্ঞ, উদ্যমী এবং নতুন উদ্যোক্তাদের আধুনিক যান (সড়ক, নৌ, আকাশ) ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে আসছে। পরিবহণ খাতের উন্নয়নের জন্য ইসলামী ব্যাংক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ বিতরণ করছে, যা বাংলাদেশের জাতীয় ও প্রাইভেট ব্যাংকসমূহের মাঝে সর্বোচ্চ এবং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের অংশ ১.৭৮%। অধিকন্তু ইসলামী ব্যাংক ৬০টি ফিলিং/সিএনজি স্টেশন-এ ৫২৩.৩০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে।[৩]

৮. তথ্য প্রযুক্তি শিল্প

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সময়ের চাহিদার আলোকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে অগ্রসরতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয় এবং উৎপাদনের জন্য ৫৪৯.৭০ মিলিয়ন টাকা আর্থিক সুবিধা প্রদান করেছে। এছাড়াও নতুন সৃজনশীল উদ্যোক্তা উন্নয়ন করে বৃহৎ বিনিয়োগে যাওয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংক কাজ করে চলেছে।[৪]

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

চ. কৃষি ও পল্লীখাত

ব্যাংকিং খাতে শীর্ষ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় থাকা ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। কৃষি ও পল্লী খাতে কার্যকর ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে 'কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প' ও ১৯৯৫ সালে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' নামে দু'টি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।[১] শহর ও পল্লী এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে ইসলামী ব্যাংক পল্লী এলাকায় শাখা বিস্তারে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ব্যাংকের শাখাসমূহের ১৯% পল্লী এলাকায় অবস্থিত।[২] কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে সহায়তা করার জন্য ব্যাংকের আরো এসএমই/কৃষি শাখা খোলার পরিকল্পনা রয়েছে। পল্লী ও কৃষিতে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে এবং ২০১২ সালে এটি ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের ৭% এ পৌঁছেছে যা গত বছরের তুলনায় ৫,৩৫৯ মিলিয়ন টাকা বেশী।[৩] নিম্নে সারণি- ৫ এ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ এর কৃষি বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র তুরে ধরা হল :

সারণি- ৫ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর কৃষি বিনিয়োগের তুলনামূলক চিত্র[৪]

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা		বিনিয়োগ বিতরণ	
	জাতীয়	আইবিবিএল	জাতীয়	আইবিবিএল
২০০৭-০৮	৮৩,০৯০	২,৭৫০	৮৫,৮১০	৫,১৪০
২০০৮-০৯	৯৩,৭৯০	৬,৬০০	৯২,৮৫০	৬,২৪০
২০০৯-১০	১১৫,০০০	৮,৮০০	১১১,১৭০	৮,৪১০
২০১০-১১	১২৬,১৭৪	৯,৫০০	১২১,৮৪৪	১০,২১০
২০১১-১২	১৩৮,০০০	১০,০০০	১৩১,৩২০	১১,৭০৩

বিগত অর্থবছরে ব্যাংক কৃষি বিনিয়োগে ১২,০০০ মিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,৫০০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ডাল, তৈলবীজ, মসলা ও ভুট্টা চাষে মাত্র ৪% মুনাফা হারে ৯.৬৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। সারণি-৬ এ কৃষি বিনিয়োগের আওতায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের খাত ভিত্তিক বিতরণকৃত কৃষি বিনিয়োগ দেখানো হল :

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩. প্রাগুক্ত
৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

সারণি-৬ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর খাত ভিত্তিক কৃষি বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকা)

খাত	বিনিয়োগ
শস্য	৩,৩৫৯
মৎস চাষ	১,২৪৬
পশু ও হাঁস মুরগী পালন	১,৮০১
কৃষি যন্ত্রপাতি	২৭২
দারিদ্র্য দূরীকরণ	৩,১০৬
গুদামজাত করণ	১,১০১
অন্যান্য	৮১৮
মোট	১১,৭০৩

স্বল্পোন্নত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকহারে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টিকে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। দেশব্যাপী শহর ও গ্রামীণ জনপদের প্রতিটি দরিদ্র পরিবারের দ্বারপ্রান্তে ইসলামী ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে শাখা বিস্তারের সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে একেবারে নিম্ন স্তরে অবস্থানকারী লোকদেরকে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের এই উদ্যোগ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত সম্প্রদায়ের জন্য অবারিত সুযোগ তৈরী করে দিয়েছে। ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ৬১টিতে সর্বমোট ১৫,৫০৭টি গ্রামে এবং নগর দরিদ্র উন্নয়ন (ইউপিডিএস) কর্মসূচির আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ২৬০টি কেন্দ্রে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করেছে। ব্যাংকের এ দু'টি কল্যাণমুখী প্রকল্পের অধীনে বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ০.৭৩ মিলিয়ন।[২] ব্যাংক এই সুবিধাবঞ্চিতদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করে তুলেছে এবং জাতির জন্য উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিম্নে সারণি- ৮ এ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হল :

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-৮ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১০,৩৯০.০০	৭,০৭২.০২	৫,১১০.০০	৩,৭৫২.২০	৩,০১১.৭২
২	গৃহ-সামগ্রী প্রকল্প	৯৫৫.০০	১০৭০.০১	৯৬১.৬৪	৬৮৬.৪৯	৬৩৮.৪০
৩	ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প	৩২.০০	১৩.৯১	১৫.২৭	১৭.০৬	১৫.৩৪
৪	পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৬,৮৮৭.০০	৬,৭০৬.৫০	৪,৭৩২.১৫	৩,৬৩০.৪৮	৩,০৮৭.৫৫
৫	গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প	১১৩.০০	১৫২.০৫	১৩৮.৭৯	৫৩.৮১	৪১.১৬
৬	ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	২,৭৭৪.০০	২,৩৪৭.৬০	১,৭০৩.৮৮	১,১৫৯.৬৩	১,১০৪.৬৫
৭	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প	৩৬.০০	৩৮.১৮	৪৭.৪৪	৫০.৩৯	৩১.৫০
৮	কৃষি উপকরণ বিনিয়োগ প্রকল্প	২৭৮.০০	২০৯.৬০	১২৭.১৫	৭৬.৬৪	২৭.২১
৯	গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৩১৬.০০	৩৬৬.৬৮	৪১৮.৯২	৪৫২.৬৭	৪২৯.২৪
১০	রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচি	২৩,২৩১.০০	১২,৪৮৫.২৪	১০,১৫৪.৯৫	৭,৯৩৩.২০	৭,১৮৩.২৬
উপ-মোট (প্রকল্পে বিনিয়োগ)		৪৫,০২১	৩০,৪৬১.৭৯	২৩,৪১০.০০	১৭,৮১২.৫৭	১৫,৫৭০.০৩
মোট বিনিয়োগ		৩৭২৯২১	৩০৫,৮৪১	২৬৩,২২৫	২১৪,৬১৬	১৮০,০৫৪
মোট বিনিয়োগের শতকরা হার		১২.০৭	৯.৯৬	৮.৮৯	৮.৩০	৮.৬৫

সারণি- ৯ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর ক্ষুদ্র ঋণের ভোক্তা চিত্র[২]

নং	বিবরণ	আরডিএস	ইউপিডিএস	মোট
১	ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক	৪১৮,৮৩৯	২,৮৮৬	৪২১,৭০৭
২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ গ্রাহক	৫২,৬৫১	৪০৮	৫৩,০৫৯
৩	কর্জ গ্রাহক	১,৫৪৩	-	১,৫৪৩
৪	মোট গ্রাহক	৪৭৩,০৩৩	৩,২৭৬	৪৭৬,৩০৯

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১০ : আইবিবিএল এর ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ[১]

নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	পরিমাণ
১	শস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন/চাষ	১ বছর	২৫ হাজার টাকা
২	নার্সারী এবং ফুল ও ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন	১ বছর	৫০ হাজার টাকা
৩	কৃষি যন্ত্রপাতি	১-৩ বছর	৫০ হাজার টাকা
৪	গবাদিপশু পালন	১-২ বছর	৫০ হাজার টাকা
৫	হাস-মুরগি পালন	১ বছর	৩৫ হাজার টাকা
৬	মৎস চাষ	১-২ বছর	৫০ হাজার টাকা
৭	গ্রামীণ পরিবহণ	১ বছর	২০ হাজার টাকা
৮	গৃহ নির্মাণ	১-৫ বছর	৫০ হাজার টাকা
৯	বিবিধ অকৃষি খাত	১ বছর	৫০ হাজার টাকা

আর্তমানবতার কল্যাণ সাধন করা ইসলামী অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। সমাজের দুস্থ, অনাথ এবং বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেওয়াই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। এই নীতির আলোকে সমাজের অসহায় এবং বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন।[২] ব্যাংক তার আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এবং সংগৃহীত যাকাতের অর্থ ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে জনকল্যাণে ব্যয় করে আসছে। এই লক্ষ্যে ব্যাংক ফাউন্ডেশনের আয় সৃষ্টিকারী প্রকল্প, শিক্ষাবৃত্তি প্রকল্প, স্বাস্থ্যসেবা ও হসপিটাল প্রকল্প, মানবিক সাহায্য প্রকল্প, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রচার প্রকল্পসহ জনকল্যাণে আরো বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন জনকল্যাণ কাজের জন্য ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছে। এমনিভাবে দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থা এবং অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।[৩] দেশের সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ব্যাংক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি এবং কর্মপরিকল্পনার আলোকে অগ্রসর হচ্ছে।

২. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ১৯৮৭ সালের ২০ মে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করে এবং তফসিলি ব্যাংক হিসেবে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। ইসলামী শরী‘আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের ২য় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হল আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। ২০০৮ সালের ১৮ মে দ্বিতীয়বার নাম পরিবর্তন করে[৪] ব্যাংকটি আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক

১. Brushier, *Rural Development Scheme*, Dhaka : Printing & Security Stationary Department, I B B L, 2011, p. 4
২. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, *জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম*, ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, জুলাই ২০১১, পৃ. ৭
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
৪. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 69

Dhaka University Institutional Repository

নাম ধারণ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আইসিবি ফিনান্সিয়াল গ্রুপের এই প্রতিষ্ঠানটি। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৫,০০০ মিলিয়ন টাকায় এবং পরিশোধিত মূলধন ৬,৬৪৭.০২৩ মিলিয়ন টাকায়। ব্যাংকটির মোট মূলধনের পরিমাণ ৯,২১৪.৮২ মিলিয়ন টাকা এবং আমানতের পরিমাণ ১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সর্বমোট ঋণ বিতরণ করেছে ১১০০.৯২ মিলিয়ন টাকা।[১]

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটিড দীর্ঘ ২৭ বছর যাবত বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যাংকটি অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহে বিনিয়াগ এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা।[২]

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড। বিভিন্ন খাতে ব্যাংকটির সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১১,০০৯.১৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে বাণিজ্যে ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে ৪৬.৬৭%। উৎপাদন শিল্পে ১৬.৬৮%, ব্যবসায় ৯.৭৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্পে ৪.৩৮%, হাউজিং-এ ৮.৭৫%, হোটেল ও ট্যুরিজমে ০.১০%, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানিতে ২.৪৩%, কৃষি ও মৎসে ০.০৮% এবং অন্যান্য খাতে ৪.০৩%।[৩]

দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের রয়েছে অনস্বীকার্য ভূমিকা। ব্যাংকটি সর্বোচ্চ ১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে শিল্প খাতে এবং ৯৩০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ও অন্যান্য খাতে।[৪] ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শিল্প ঋণ বিতরণ খাত হল- রপ্তানী শিল্প, আবাসন শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কেমিকেল ও চামড়া শিল্প, পরিবহণ শিল্প ইত্যাদি। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানীর অংশ বিশেষ হলেও আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যে কোন ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ এবং বিনিয়োগ পরিস্থিতিই তার আর্থিক

---

১. Ibid, p. 45
২. Ibid
৩. Ibid, p. 71
৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

সক্ষমতা নির্দেশ করে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১২,৩৮১.৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১১,০০৯.১৭ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মোট আমনত হিসাবের সংখ্যা ৪৫,৯৩৭টি। সর্বশেষ ব্যাংকের পরিসম্পদের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৫,১১৮.৭৪ মিলিয়ন টাকা।[১] অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের এ অবস্থান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। নিম্নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অগ্রগতির খতিয়ান দেখানো হল :

সারণি- ১১ : আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর আর্থিক অগ্রগতি[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	অনুমোদিত মূলধন	১৫০০০	১৫০০০	১৫০০০	১০০০০	১০০০০
২	পরিশোতি মূলধন	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩	৬৬৪৭.০২৩
৩	মোট মূলধন	৯২১৪.৮২	৭৯৭৫.০৩	৮৮৪৪.১২	৪৬৬৯.০০	২৮৮২.৯৪
৪	উদ্বৃত্ত মূলধন	১৩২১৪.৮২	১১৯৭৫.০৩	১১২৫৯.০০	৬৬৬৯.০০	৪৮৮২.৯৪
৫	বিনিয়োগ-আমানত %	-৭০.৫১%	-৪৫.২৩%	-৩৬.৬৩%	-৩২.১৩%	-২২.১৭%
৬	মোট পরিসম্পদ	১৫১১৮.৭৪	১৮০১৫.১৬	১৮৬৪১.৬০	১৯০০০.৫৭	১৯৬৩১.৪৯
৭	মোট আমানত	১২৩৮১.৩৯	১২৬১৯.১৬	১৩৫৯৪.৫৫	১৩০৪৬.১৫	১৩০৭৪.৩৫
৮	মোট বিনিয়োগ	১১০০৯.১৭	১৪২২২.৪৫	১৩৯০৪.৮৪	১৩৪১৯.৬৪	১৪৭৫৬.৪৯
৯	আমদানি বাণিজ্য	৯৯২.২১	৫৪৯.০২	৭২৮.৬১	২৮৪.৮০	৩৩২.৪৫
১০	রপ্তানি বাণিজ্য	১৪৪.৫১	২.২০	৮৫.২৮	৪২৮.৭৭	৪৭২.৪০

খ. বৈদেশিক বাণিজ্য

আমদানি ও রপ্তানি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ এবং ব্যবসাকার্য পরিচালনার মাধ্যমে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষতঃ ব্যাংকটি বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি তা থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ অর্থ আমদানি ও রপ্তানি খাতে বিনিয়োগ করে। ২০১১ সালে ব্যাংকটি সর্বমোট ৫৪৯.০২ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৯৯২.২১ মিলিয়ন টাকায়।[৩] আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে : শিল্প কারখানার বৃহৎ ও ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি, ডাইস, টমেটো, পেস্ট্রি, মসুর ডাল, তার ও পাত ইত্যাদি।

---

১. Ibid, p. 70

২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

৩. ICB Islamic Bank Limited, ibid, p. 78

Dhaka University Institutional Repository

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক রপ্তানি বাণিজ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ব্যাংক গার্মেন্ট ও অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০১১ সলে ব্যাংক সর্বমোট ২.২০ মিলিয়ন টাকার রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১৪৪.৫১ মিলিয়ন টাকায়।[১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আইসিবি ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

গ. রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত হল বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী নাগরিকদের পাঠানো রেমিট্যান্স। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড অত্যাধুনিক প্রক্রিয়ায় স্বল্প সময়ে বিদেশ থেকে টাকা পাঠানো এবং অল্প খরচে তা গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানোর বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ICB Easy Pay প্রোডাক্টের মাধ্যমে সহজে যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি দেশে-বিদেশে টাকা আদান-প্রদান করতে পারেন।[২] এর মাধ্যমে গ্রাহকরা যে কোন ব্যাংক থেকে সহজে টাকা উত্তোলন করতে পারে। এছাড়া আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কোম্পানির সাথে চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বের যে কোন দেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহজে ও কম খরচে অর্থ পাঠানোর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরণে ভূমিকা পালন করছে।

ঘ. কৃষি ও শিল্পায়ন

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান খাত শিল্পের উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। শিল্পে ব্যাংকটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে থাকে। ২০১২ সালে বিভিন্ন খাতে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগ যথাক্রমে- উৎপাদন শিল্পে ১৬.৬৪%, বাণিজ্যে ৪৬.৬৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্পে ৪.৩৮%, হাউজিং-এ ৮.৭৫%, হোটেল ও ট্যুরিজমে ০.১০%, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানিতে ২.৪৩%, কৃষি ও মৎসে ০.০৮% এবং অন্যান্য খাতে ৪.০৩%।[৩] এছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি সর্বোচ্চ ১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে শিল্প খাতে এবং ৯৩০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ও অন্যান্য খাতে।[৪] ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শিল্প ঋণ বিতরণ খাত হল- রপ্তানি শিল্প, আবাসন শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কেমিকেল ও চামড়া শিল্প, পরিবহণ শিল্প ইত্যাদি। নিম্নে সারণি-১২ এ খাত ভিত্তিক আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগ তুলে ধরা হল :

---

১. Ibid, p. 78
২. Ibid, p. 77
৩. Ibid, p. 71
৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১২ : আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ২০১২[১]

(টাকায়)

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত খাত	মোট ব্যয়	শতকরা প্রবৃদ্ধির হার (%)	NPI হার	NPI প্রবৃদ্ধির হার (%)
	ডিসেম্বর ২০১২		ডিসেম্বর ২০১২	ডিসেম্বর ২০১২
কৃষি, মৎস ও গুদামজাত	৮৬৭৭৪৪১.১২	০.০৮%	৮৬৭৭৪৪১.১২	১০০%
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৮৩৫৭০২৯৫১.৭৩	১৬.৬৮%	১৩৬২৭৭৬৬৭৯.৭২	৭৪%
বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও অন্যান্য	২৬৭৩১৭২৫৯.১০	২.৪৩%	৫২৪৪৪১৪২.১০	২০%
বাণিজ্য	৫১৩৬৮৯৪৮৩০.১৫	৪৬.৬৭%	৩৮৯৮৬৬৪১০৯.৮২	৭৬%
হোটেল ও রেঁস্তোরা	১০৬২৮২৩৭.৮১	০.১০%	১০৬১৩২১৪.৪৯	১০০%
নির্মাণ ও গৃহায়ণ	৫৭৫২৯৭৩৪৪.৪০	৫.২৩%	৩১০৫৩৩৯৪৬.২১	৫৪%
বাড়ী-ঘর নির্মাণের জন্য অর্থায়ন	৯৬২৬২৯০৯৪.২৮	৮.৭৫%	৬৩৭৪০৮৬৬.৬০	৭%
বিশেষ অর্থায়ন	৭২৩৯২১৯৪.৭৪	০.৬৬%	২৭৭১০২৯৯.৪৩	৩৮%
গাড়ী অর্থায়ন	১৩৯০২৩১৪০.৬১	১.২৬%	২২৬৩৩২৩৮.১৮	১৬%
সিকিউরিটিজ	-	০.০০%	-	০%
ইনস্যুরেন্স ও ব্যবসায়	১০৭২৪০৭৪৯০.২৩	৯.৭৪%	৩৭৩৭০০৬৫৯.২৫	৩৫%
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৪৮২৪৪০৩০৭.৪১	৪.৩৮%	১২১৪৪১০১৯.২৩	২৫%
অন্যান্য	৪৪৩৬০৮৮৫৭.৫৩	৪.০৩%	৪৩৬৮৪৪৭৯০.৭৬	৯৮%
সর্বমোট	১১,০০৭,০১৯,১৪৯.১১	১০০.০০ %	৬,৬৮৯,৭৮০,৪০৬.৯১	

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা কার্য পরিচালনার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর জোর প্রদানের কারণে দেশের পণ্য সহজে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুবিধা লাভ করছে এবং দেশের অর্থনীতিও বিশেষভাবে লাভবান হচ্ছে। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক অর্থনৈতিক খাতে সরাসরি বিনিয়োগ করার পরও দেশের হতদরিদ্র মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থিক কল্যাণের লক্ষ্যে এসএমই ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। যার মধ্য দিয়ে কম আয়ের মানুষ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। মোটকথা ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১. উদ্ধৃত, ICB Islamic Bank Limited, ibid, p. 71

৩. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৫ সালের ১৮ জুল নিবন্ধন লাভ করে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।[১] বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ ১০০% দেশীয় মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক।[২] ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত এবং সম্পূর্ণ সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে ব্যাংকটি দেশে-বিদেশে বহুমুখী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ব্যাংকটি অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালনা, রেমিট্যান্স আহরণ, বিভিন্ন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা ও কৃষিতে বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৭,১৩০.৯৮ মিলিয়ন টাকা এবং সর্বমোট মূলধনের পরিমাণ ১৪,০৫০.৬৯ মিলিয়ন টাকা।[৩] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে থাকে শিল্প খাতে। ২০১২ সালে শিল্প খাতে ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল শতকরা ৬৪.৬৪%। দ্বিতীয় পর্যায়ে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হল কৃষি খাতে যার পরিমাণ ২৪.৫১%। এছাড়া আবাসন শিল্পে ৪.০৮% এবং পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্পে ৩.৪১%।[৪] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের খাতগুলোর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কৃষি, মৎস ও বনায়ন শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্প, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো হল, আল-আরাফাহ্ খামারবাড়ী ইনভেস্টমেন্ট স্কীম, ইনভেস্টমেন্ট অন ওমেন এন্টারপ্রেনার্স, গ্রামীণ স্মল ইনভেস্টমেন্ট স্কীম ইত্যাদি।[৫] নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. উল্লেখযোগ্য আর্থিক অগ্রগতি

চলমান অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড একটি ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং ব্যবসায়ে অগ্রগতির মাধ্যমে স্বাভাবিক উন্নতি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। ব্যাংকের নিজস্ব সম্পদ এবং আর্থিক প্রবৃদ্ধি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশেরই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্পদ। বর্তমানে আল-আরাফাহ্ ইসলামী

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ সমস্যা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ৯৪
২. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 28
৩. Ibid, p. 15
৪. Ibid, p. 32
৫. Ibid, p. 34

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৭,১৩০.৯৮ মিলিয়ন টাকা। সর্বমোট মূলধনের পরিমাণ ১৪,০৫০.৬৯ মিলিয়ন টাকা। যা ২০১১ সালে ছিল ১১,৯৮৯.১১ মিলিয়ন, ২০১০ সালে ৯,৭৯০.৩৬ মিলিয়ন, ২০০৯ সালে ৩,৫৬৪.৭৩ মিলিয়ন ও ২০০৮ সালে ছিল ২,৭৯৫.৭৪ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির শেয়ারহোল্ডার সংখ্যা ৫২,৭৩৯।[১] নিম্নে সারণি- ১৩ এ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর আর্থিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল।

সারণি- ১৩ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতি[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	প্রবৃদ্ধি %
অনুমোদিত মূলধন	২৫০০.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	-
পরিশোধিত মূলধন	১৩৮৩.৮১	১৭৯৮.৯৫	৪৬৭৭.২৮	৫৮৯৩.৩৭	৭১৩০.৯৮	২১.০০
রিজার্ভ	৯০৫.৩৩	১২২৩.১৮	১৭৭৯.০৮	২৪৩৭.৪৩	৪০৭৯.৬৩	৬৭.৩৭
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	২৭০.৭৪	৩৫৬৪.৭৩	৯৭৯০.৩৬	১১৯৮৯.১১	১৪০৫০.৬৯	১৭.২০
আমানত	২৯৬৯০.১২	৩৮৩৫৫.৫০	৫৩৮৮২.৯৬	৮২১৮৬.৯৮	১১৮৬৮৩.৩৯	৪৪.৪১
বিনিয়োগ	২৭৭৪২.৫৭	৩৬১৩৪.০৮	৫৩৫৮২.৯৬	৭৭৭১৪.৯৫	১০৬৬৫০.৪২	৩৭.২৩
বিনিয়োগ ও শেয়ার ইক্যুইটি	১০৯০.২৩	১৫০২.০০	২০৭৮.৮৩	৩৭৭১.৮৩	৫৫১১.২৪	৪৬.১২
স্থায়ী সম্পদ	৩৯৬.৭৬	৪৬৬.৩০	৬৫৫.৩৯	৯৬৮.১৩	২৩৯৪.৬২	১৪৭.৩৪
মোট সম্পদ	৩৭১৭৭.২২	৪৮৫১৫.৭৯	৭৪০০৫.০১	১০৬৭৬৮.১৮	১৪৯৩২০.৩৬	৩৯.৮৫

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর ক্রমবর্ধমান আমানত ও আর্থিক অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ব্যাংক তার আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের মোট আমানত সংগ্রহের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,১৮,৬৮৩.৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ৮২,১৮৬.৯৮ মিলিয়ন টাকা। হিসাবমতে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৪৪.৪১%। এই আমানতের মধ্যে ব্যাংক আমানত ২,৫৬৪.৭৫ মিলিয়ন টাকা এবং সাধারণ আমানতের পরিমাণ ছিল ১,১৬,১১৪.৬৪ মিলিয়ন টাকা।[৩] ব্যাংক প্রতিনিয়ত আমানত বৃদ্ধি এবং তা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে সারণি- ১৪ এ ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর আমানত বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরা হল :

১. Ibid, P. 15
২. উদ্ধৃত, ibid
৩. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid, p. 32

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৪ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ[১]

(মিলিয়ন টকায়)

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
আমানত প্রবৃদ্ধি	২৯৬৯০.১২	৩৮৩৫৫.৫০	৫৩৮৮২.৯৬	৮২১৮৬.৯৮	১১৮৬৮৩.৩৯

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যাংকটির বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক। ২০১২ সালে ব্যাংক মোট ১,৫৩,৫২৮.৭০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৫৮,৪৭৬.৬০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ৭১,৯৩১.৭০ মিলিয়ন টাকা।[২] নিম্নে সারণি- ১৫ এ ব্যাংকটির বিগত পাঁচ বছরের আমদানি ও রপ্তানি পরিস্থিতি তুলে ধরা হল :

সারণি- ১৫ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিগত পাঁচ বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য[৩]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
মোট আমদানি	৩২৬৮৫.১৩	৩৪০৭৪.৮০	৫৫৯৩৪.১০	৭৬১১২.১০	৭১৯৩১.৭০
মোট রপ্তানি	২০১৭৬.৬৪	২৩৫৪৬.১০	৩২০৪২.৪০	৫২২০২.১০	৫৮৪৭৬.৬০

ঘ. রেমিট্যান্স আহরণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত রেমিট্যান্স আহরণে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ক্রমান্বয়ে ব্যাংকটির রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ বাড়ছে। প্রতি বছর মোটা অঙ্কের রেমিট্যান্স আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে যোগ হয়। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি সর্বমোট ২৩,১২০.৪০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে। যার পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২৩৬.০৪% বেশী। ২০১১ সালে ব্যাংকটির রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ছিল ৬,৮৭৬.২০ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ৪,৪৩১.৯০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০০৯ সালে ২,৮৩২.২৮ মিলিয়ন টাকা।[৪] অতএব দখা যাচ্ছে যে, ব্যাংকের রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ ক্রমহৈ বেড়ে চলেছে।

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 31

২. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid, p. 36

৩. উদ্ধৃত, ibid, p. 15

৪. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid

Dhaka University Institutional Repository

৬. শিল্পায়ন

বাংলাদেশের শিল্প খাতের উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান এ খাতটিতে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক জন্মলগ্ন থেকেই সর্বাধিক বিনিয়োগ করে আসছে। ২০১২ সালে ব্যাংকটি সর্বমোট বিনিয়োগ প্রদান করেছে ১,০৬,৬৫০.৪২ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করা হয়েছে শিল্প খাতে। যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৬৪.৬৪%।[১] মার্চ ২০১২ পর্যন্ত ব্যাংক ২,৯৪০টি প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৫০,৩২৩ মিলিয়ন টাকার শিল্প বিনিয়োগ প্রদান করে, যার মধ্যে ১৭,৫০২ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৭,৫৩০ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে বিনিয়োগ করা হয়।[২] শিল্পে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ হল : রেডিমেড গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, এডিবল অয়েল, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিকেল, ফার্মাসিউটিক্যাল, সিমেন্ট, টেলিকমিউনিকেশন, হেলথ কেয়ার, কন্সট্রাকশন, রিয়েল এস্টেট, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি।[৩] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক দেশে শিল্পকারখানা গড়ে তোলার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির আয়বর্ধক গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ যেমন গার্মেন্ট শিল্প, টেলিকমিউনিকেশন, টেক্সটাইল, রিয়েল এস্টেট ও ট্রান্সপোর্টে ব্যাংকটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেছে। এতে দেশের শিল্প কারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ উপকৃত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। মোটকথা শিল্পখাতের উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিম্নে সারণি- ১৬ এ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ২০১২ সালের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের একটি চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ১৬ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ২০১২[৪]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	পরিমাণ
কৃষি, মৎস ও বনায়ন	১,৩৮২.০০
শিল্প	২৭,৯৮৩.৪২
নির্মাণ	৪,৬৫৮.৫৪
পানি ও স্বাস্থ্যসেবা	৫৫২.৪৮৭
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩,৮৯৪.৪৯
মজুদ	৭৪৫.১০
ব্যবসায়	৭৩,৮০৬.০৮
অন্যান্য	১,১৫৮.২০
মোট মুনাফাসহ	১,১৪,১৮০.৩১
মুনাফা ব্যতীত	৭,৫২৯.৮৯
সর্বমোট	১,০৬,৬৫০.৪২

১. Ibid, p. 32
২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৯২
৩. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid
৪. উদ্ধৃত, ibid, p. 32

Dhaka University Institutional Repository

চ. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিনিয়োগে কৃষি খাত বিশেষ অগ্রাধিকার লাভ করেছে। ব্যাংকটি শুরু থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর গতি প্রকৃতি মাথায় রেখে কৃষি খাতে দেশের প্রয়োজনে নিয়মিত বিনিয়োগ করে আসছে। ২০১২ সালে কৃষিতে ১,৩৮২ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ পরিচালনা করেছে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের শতকরা ১.২১%।[১] ব্যাংক গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে সহজশর্তে বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকটি বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প যথাক্রমে- Small & Medium Enterprise Investment, Agricultural Investment, Al-Arafah Khamarbari Investment Scheme, Investment on Women Enterpreneur's, Grameen Small Investment Scheme Ges Al-Arafah Solar Energy Investment Scheme এর মাধ্যমে সহজ কিস্তিতে স্বল্প আয়ের মানুষ এবং কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে।[২] এর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের জীবনমান উন্নত করার সুযোগ লাভ করছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ, নারী উদ্যোক্তা, কৃষক এবং মাঝারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে সুদবিহীন বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। নিম্নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল :

১. **কৃষি বিনিয়োগ** : দেশের ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতি মোকাবেলা এবং কৃষি উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. কৃষি খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। কৃষি বিনিয়োগের প্রধান খাত সমূহ হল : ফসল, মৎস চাষ, শস্য গুদাম, দারিদ্র্য বিমোচন, সেচ যন্ত্রপাতি, পশুসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সহায়ক জামানতযুক্ত ও সহায়ক জামানতমুক্ত উভয় প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে সর্বমোট ৯৪৪.০০ মিলিয়ন টাকা।[৩] নিম্নে সারণি-১৭ এ ২০১২ সালে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর কৃষি বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরা হল :

---

১. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid
২. Ibid, pp. 32-35
৩. Ibid, p. 33

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৭ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. -এর কৃষি বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	**২০১২**
মৎস খামার	৪০৯.১৫
দারিদ্র্য বিমোচন	১৭৭.৩৭
স্টক ব্যবসা	১৫৯.০৫
হিমাগার	৫৬.৫৫
শষ্য	৪৭.৮০
অন্যান্য	৯৪.০৮
বিনিয়োগ গ্রাহক সংখ্যা	৩২,১৬২ জন
মুনাফার হার	১০ %-১৩ %
আদায় হার	৯৯.৬৯ %
শর্ত	ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত

২. **ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প :** গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে 'গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প' (GSIS) নামে একটি প্রকল্প ২০০১ সাল থেকে চালু রয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকের ১০০টি শাখা এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[২] ২০১২ সালের শেষ নাগাদ মোট ৩,৯৫০ জন গ্রাহকের মাঝে বিভিন্ন আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে ১৭,৩৭০.৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।[৩] গ্রুপ ও সমিতিভিত্তিক পরিচালিত এ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষিজীবী, মৎসজীবী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পের আরেকটি বিশেষ উদ্দেশ্য হল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। বিনিয়োগ গ্রহণে জন্য কোন সহায়ক জামানত প্রয়োজন হয় না। বিনিয়োগ পরিশোধ পদ্ধতি সপ্তাহিক কিস্তি ভিত্তিক। নিম্নে সারণি- ১৮ এবং ১৯ এ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প ও ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রকল্পের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হল :

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 33
২. Al-Arafah Islami Bank Limited, ibid, p. 34
৩. Ibid, p. 32

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ১৮ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প[১]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	**২০১২**
গ্রামের সংখ্যা	৯২০
সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ	৫০০০.০০
সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ	৩০,০০০.০০
বিনিয়োগ গ্রাহক সংখ্যা	২৪,৪২৪ জন
গ্রাহকদের সঞ্চয়	১৫১.৩৭
পরিচালনায় নিয়োজিত শাখা সংখ্যা	৬১
প্রকল্প সংখ্যা	১০৬৪
গ্রুপ সংখ্যা	৫৩০৪
কিস্তির ধরণ	সপ্তাহিক পরিশোধযোগ্য
আদায় হার	৯৯.৯৮ %
শর্ত	সহজ

সারণি- ১৯ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ক্ষুদ্র ও মাঝারী বিনিয়োগ প্রকল্প[২]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	**২০১২**
সর্বনিম্ন বিনিয়োগ	৫০,০০০.০০
সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	৭০,০০০.০০
গ্রাহক সংখ্যা	৩,৯৫০
বিনিয়োগ প্রদানকারী শাখা সংখ্যা	১০০
মুনাফার হার	১০ %
তত্ত্বাবধান ফির হার	০.৫০ %
সর্বনিম্ন মেয়াদ	৩ বছর
বিনিয়োগের ধরণ	মাসিক প্রদানযোগ্য
আদায় হার	৯৯.৯৮ %
শর্ত	সহজ

৩. **আল-আরাফাহ্ সোলার এ্যানার্জি বিনিয়োগ প্রকল্প :** দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ও সে তুলনায় বিদ্যুতের অপ্রতুলতার কথা মাথায় রেখে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. সম্প্রতি সোলার এ্যানার্জি বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। দেশের বেসরকারী ব্যাংকিং খাতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের এমন সৃজনশীল উদ্যোগ যেমনি সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে তেমনি এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ইতোমধ্যে ১৭টি পল্লী শাখায় ৩,৪৪২ টি পরিবারের মধ্যে ১,৭৪,৬৩৯ ওয়াট বিদ্যুৎ চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে।[৩] নিম্নে সারণি- ২০ এ এই প্রকল্পের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হল :

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 35
২. Ibid, p. 33
৩. Ibid, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২০ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর সোলার এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট স্কীম[১]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	**২০১২**
বিদ্যুতায়নের পরিমাণ	১,৭৪,৬৩৯ ওয়াট পিক
সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা	৩,৪৪২
সুবিধা প্রাদনকারী শাখা সংখ্যা	১৭
মুনাফা হার	১১%
পরিশোধের ধরণ	কিস্তি
আদায় হার	১০০%
শর্ত	সহজ

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. বাংলাদেশের প্রাইভেট ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অন্যতম একটি ব্যাংক। ব্যাংকটির ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালন এবং বাণিজ্যিক খাতে অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ সাফল্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাকংটির বহুমুখী কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৪. বাংলাদেশের অথনৈতিক উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ১৯৯৫ সালের ৫ জুলাই ব্যাংকটি নিবন্ধিত হয় এবং ২২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে।[২] প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যাংকটি গ্রহকদেরকে সুদমুক্ত ও আধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান এবং বহুমুখী বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এসআইবিএল দেশের বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে দ্রুতবর্ধনশীল অন্যতম একটি। দেশের বিভিন্নস্থানে ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সর্বমোট ৮৬টি শাখা পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।[৩] ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৮.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮ বছর পর ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১০,৫৯৬.৫১ মিলিয়ন টাকায়।[৪] এসআইবিএল সম্পূর্ণভাবে ইসলামী শরী'আহ্ সম্মত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দেশের চিহ্নিত অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 35
২. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪
৩. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 66
৪. Ibid, p. 67

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ প্রদান এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সার্বিকভাবে একটি গতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় স্যোস্যাল ইসলামী ব্যাংক নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। ব্যাংকটি দেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ যেমন : কৃষি, শিল্প, আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্য এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দারিদ্র্য বিমোচন এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এসআইবিএল এর রয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প। যে সকল প্রকল্প দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্যে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ যার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ৪৫.৭%। এছাড়া পরিবহণ ও যোগাযোগে ০.৯%, নির্মাণে ২.৬%, বিদ্যুত, গ্যাস ও পানিতে ০.৪% এবং কৃষি, মৎস ও বনায়নে ১.২%।[১] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মাইক্রো-ক্রেডিট এবং অন্যান্য ব্যাংকের মত এসএমই ফিন্যান্স ও স্বেচ্ছামূলক খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ ব্যাংকে রয়েছে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুবিধা। বাংলাদেশের অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় স্যোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটিড এর ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চলমান অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্রবিশ্বের অর্থনীতি এবং ব্যাংকিং খাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। যে বিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং জগতেও পড়ে। তথাপি বিশেষ কর্মকৌশল এবং সামগ্রিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমে স্যোসাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। ২০১২ সালে ব্যাংক বিভিন্ন খাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে। গ্রাহক আমানত বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪৩.১২%, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় শতকরা ৪১.৩%, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় ১৬.৮১%।[২] ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৮.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮ বছর পর ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১০,৫৯৬.৫১ মিলিয়ন টাকায়।[৩] বর্তমানে ব্যাংকের পরিসম্পদের পরিমাণ সর্বমাট ১,১৫,১৬৫.৯৫ মিলিয়ন টাকা।[৪] একটি প্রাগ্রসরমান ইসলামী ব্যাংক হিসেবে স্যোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্মারক। নিম্নে সারণি- ২১ এ ব্যাংকটির বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অগ্রগতির চিত্র দেখানো হল :

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৯৫

২. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 41

৩. Ibid, p. 67

৪. Ibid, p. 42

Dhaka University Institutional Repository

সারণি-২১ : এসআইবিএল এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতি[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	অনুমোদিত মূলধন	৪০০০.০০	৪০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০
২	পরিশোধিত মূলধন	১৩০৯.৮৮	২৬৯১.৭২	২৯৮৭.৮১	৬৩৯৩.৯২	৬৩৯৩.৯২
৩	মোট শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	১৮৬৭.৩৬	৩৫৫৫.৭৫	৪১৯৮.৭৭	৯৪১২.২১	১০১৮১.৯৭
৪	মোট আমানত	২৪০৯৯.৮২	৩১৫৮৮.১৬	৪৪৮৫০.৭৭	৬৬৮৫২.৫৫	৯৩৫৯৪.২৯
৫	গ্রাহকদের আমানত	২২০৬৫.৭৯	২৭৬৬৩.৬২	৩৯৮৩৩.৩৭	৬৫৫৫১.১৬	৮১০৯১.৩৯
৬	বিনিয়োগ (সাধারণ)	১৯৯৫১.৩০	২৬৫৮০.৫৮	৩৬৬৮০.২৮	৫৩৯০৮.৫৮	৭৬০২৫.৯৭
৭	বিনিয়োগ (শেয়ার ও সিকিউরিটিজ)	৮৫৩.৪৬	১৩১০.৬৬	৩০৫৯.৭২	৫২৪১.৩৬	৬১৪৪.০১
৮	বৈদেশিক বাণিজ্য	৩৩৩৬৩.২০	৩৯১১০.০০	৬১৯৩১.০০	১০৮৩০৮.৩০	১২৬৫১৯.৯০
৯	মোট সম্পদ	২৯৮০৮.৮৮	৩৯৯৮০.৮২	৫৫১৬৮.৫৪	৮৪৪০৬.১৮	১১৫১৬৫.৯৫

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

উল্লেখযোগ্য হারে নিয়মিত আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সর্বশেষ ২০১২ সালে গ্রাহকদের কাছ থেকে ব্যাংকটির সংগৃহীত আমানতের পরিমাণ ছিল ৮১,০৯১.৩৯ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ৫৬,৬৬১.১৬ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ছিল ৩৯,৮৩৩.৬১ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের আমানত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[২] নিম্নে সারণি- ২২ এ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাংকটির আমানত বৃদ্ধির অগ্রগতির হিসাব তুলে ধরা হল :

সারণি- ২২ : এসআইবিএল এর সাম্প্রতিক গ্রাহক আমানত[৩]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
গ্রাহকদের আমানত	১৮৬০১.৫৫	২২০৬৫.৭৯	২৭৬৬৩.৬১	৩৯৮৩৩.৩৭	৫৬৬৬১.১৬	৮১০৯১.৩৯

প্রতিটি ব্যাংকের মূলধন দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ। ১৯৯৫ সালে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১১৮.৩৮ মিলিয়ন টাকা এবং ১৮ বছর পর ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১০,৫৯৬.৫১ মিলিয়ন টাকায়। অপরদিক

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 42
২. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 71
৩. উদ্ধৃত, ibid, p. 71

Dhaka University Institutional Repository

শেয়ার মার্কেটেও ব্যাংকটির উল্লেখযোগ্য অবস্থান রয়েছে। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালের ১৮ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ২০০৫ সালে ৪ অক্টোবর চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানী হিসেবে বাজারে শেয়ার বেচা-কেনা শুরু করে।[১]

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সিংহভাগ বিনিয়োগ বৈদেশিক বাণিজ্যে। ব্যাংকটির ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশ আমদানি ও রপ্তানি নির্ভর। ব্যাংকটি ২০১২ সালে মোট ১,২৬,৫১৯.৯০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করেছে। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১,০৮,৩০৮.৩০ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ৬১,৯৩১.০০ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৪২,৭১২.২০ মিলিয়ন টাকা, ২০১১ সালে ৩৪,৯৭৫.০০ ও ২০১০ সালে ২১,৩৭২.২০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২০১২ সালে ৭৬,৯৮৫.৬০ মিলিয়ন টাকা, ২০১১ সালে ৬৮,১৯৮.৫০ ও ২০১০ সালে ৩৯,৪৫৯.৫০ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ব্যাংকটির বৈদেশিক বাণিজ্যের আনুপাতিক প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ১৬.৮১%।[২] নিম্নে সারণি- ১৩ এ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৩ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক চিত্র[৩]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	প্রবৃদ্ধি %
আমদানি	১৮৩৪৩.৮০	২২৭৫৩	৩৯৪৫৯.৫০	৬৮১৯৮.৫০	৭৬৯৮৫.৬০	১২.৮৮%
রপ্তানি	১২৬৭৪.৩০	১৪৪৩৩.২০	২১৩৭২.২০	৩৪৯৭৫.০০	৪২৭১২.২০	২২.১২%
রেমিট্যান্স	২৩৪১.১০	১৯২৩.৫০	১০৯৯.৪০	৫১৩৪.৯০	৬৮২২.১০	৩২.৮৬%
মোট	৩৩৩৬৩.২০	৩৯১১০.০০	৬১৯৩১.০০	১০৮৩০৮.৩০	১২৬৫১৯.৯০	১৬.৮১%

ঘ. রেমিট্যান্স আহরণ

সাম্প্রতিক সময়ে রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দেশের প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকগুলোও সমকৃতিত্বের দাবিদার। একটি প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংক হিসেবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকও পর্যাপ্ত পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সর্বমোট ৬,৮২২.১০ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করেছে যার প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩২.৮৬%। ২০১০ ও ২০১১ সালে ব্যাংকটির আহরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ যথাক্রমে ৫,১৩৪.৯০ ও ১,০৯৯.৪০ মিলিয়ন

১. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 18
২. Ibid, p. 87
৩. উদ্ধৃত, ibid, p. 87

Dhaka University Institutional Repository

টাকা।[১] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করছে।

ঙ. শিল্পায়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান খাত শিল্পোন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। শুরু থেকে ব্যাংক শিল্প খাতে এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে আসছে। ২০১২ সালে এসআইবিএল এর সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৭৬,০২৪.৯৭ মিলিয়ন টাকা। তন্মধ্যে বিভিন্ন খাতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৭৫,৮২২ মিলিয়ন টাকা। শিল্পখাতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩০,০০০ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া ২,৫০২টি শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে মোট ১৩,৯৭৭ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে ২৩০টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১,২৮৪ মিলিয়ন টাকা এবং ২,২৭১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১২,৬৯৩ মিলিয়ন টাকা।[২] এছাড়া ব্যাংক আরোও যে সকল উল্লেখযোগ্য খাতে ঋণ বিতরণ করেছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : ব্যবসা-বাণিজ্যে শতকরা ৫৪.৭%, পরিবহণ ও যোগাযোগে ০.৯%, নির্মাণে ২.৬%, বিদ্যুত, গ্যাস ও পানিতে ০.৪% এবং কৃষি, মৎস ও বনায়নে ১.২%।[৩] এছাড়া ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। নিম্নে সারণি- ২৪ এ সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিল্প বিনিয়োগের হিসাব তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৪ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর শিল্পের আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[৪]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	২৩০	৬২	৫৫	২১	২০	১৫
			পরিমাণ	১২৮৪	২৪০০	১৮০০	২২৬০	১৮৫	৫৩২৫
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	২২৭২	১৫৫	১৪০	১১২	৯০	১২
			পরিমাণ	১২৬৩	২১০০	১৯০০	২৪৮০	১৫১	২৩
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	২৫০২	২১৭	১৯৫	৬৮৫	২২৬	২৭
			পরিমাণ	১৩৯৭৭	৪৫০০	৩৭০০	২০৪৭০	৪৩৭	৫৩৪৮

চ. কৃষি ও পল্লী খাত

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার কারণে দেশ এ খাত থেকে কাঙ্খিত সুফল ভোগ করতে পারছে না। তাই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসরণ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ দেশের অনুন্নত কৃষির

১. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 87
২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, পৃ. ৯৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬
৪. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে বিনিয়োগ বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিষয়টি সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য ব্যাংক সমূহের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক এ দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবছর ব্যাংক উল্লেখযোগ্য পরিমামাণ অর্থ কৃষি খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। সর্বশেষ ২০১২ সালে কৃষি খাতে ব্যাংকের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৯১১ মিলিয়ন টাকা যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ১.২%।[১] এছাড়া ব্যাংক স্বল্প আয়ের মানুষ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৃণমূল পর্যায়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। যেমন : Documentary Bill Purchase, Quard, SIBL Employees' House Building Investment Scheme, SME & Agricultural Finance ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ থেকে গ্রাহকগণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত আর্থিক ঋণ সেবা পেয়ে আসছে।[২] অন্যদিকে ব্যাংক Micro-Finance, Micro Enterprise and SME Programe এর আওতায় গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণও প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের জনগণ সাপ্তাহিক কিস্তিতে ২৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা এবং মাসিক কিস্তিতে ৩০,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করে আসছে।[৩]

সার্বিকভাবে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এ দেশের মানুষকে যেমনি উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে তেমনি সার্থকতার সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যাংকের নিয়মিত বিনিয়োগ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি চাঙ্গা রাখতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৫. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর ভূমিকা

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ষষ্ঠ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ২০০১ সালের ১ এপ্রিল কোম্পানী আইন ১৯৯৪-এর আওতায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০০১ সালের ১০ মে আর্থিক লেন-দেন কার্যক্রম শুরু করে।[৪] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানসহ দারিদ্র্য বিমোচন এবং জণগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যাংকের

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৯৫
২. Social Islami Bank Limited, ibid, p. 34
৩. Ibid, p. 91
৪. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 67

Dhaka University Institutional Repository

নিজস্ব সম্পদ এবং দেশের কৃষি ও শিল্প খাতে বিনিয়োগ, আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা এবং রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সর্বশেষ ২০১২ সালের শেষ নাগাদ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৬,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পরিশোধিত মূলধন ৫,৫৬৬ মিলিয়ন টাকা। বর্তমানে ব্যাংকটির মূলধন ১১,০৫৫ মিলিয়ন টাকা।[১] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান আমানত ১,০২,১৭৭ মিলিয়ন টাকা। যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ৮৩,৩৫০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৬,১৮৫ মিলিয়ন টাকা।[২] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বোচ্চ বিনিয়োগ গার্মেন্ট শিল্পে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের ১৫.৪৪%। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে, কৃষি ও মৎস শিল্প ০.৭৯%, কটন ও টেক্সটাইল শিল্প ১০.৬৬%, সিমেন্ট শিল্পে ০.৭৮%, ওষুধ ও কেমিকেল শিল্পে ২.৮২%, রিয়েল এস্টেট শিল্প ৯.১৭%, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৫.৬৫% এবং বাণিজ্যে ১৩.৬৮%।[৩] ব্যাংকটি ২০১২ সালে জাতীয় কোষাগারে ১,৮০৫.০৫ মিলিয়ন টাকা আয়কর প্রদান করে।[৪] এছাড়া তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প যেমন : Small Business Investment Programe, Small Enterpreneur Investment Programe, Medium Enterpreneur Investment Programe, Rural Investment Programe, Women Enterpreneur Investment Scheme ইত্যাদি পরিচালনা করে আসছে।[৫] এসকল প্রকল্পসমূহের আওতায় স্বল্প আয়ের মানুষ ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করতে পারছে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। এমনিভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা সমগ্র ব্যাংকিং খাতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাণিজ্য ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক সূচকের ওঠা-নামার কারণে ব্যাংকগুলো কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তবে মন্দার সময়ে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনৈতিকভাবে অধিক সফল। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকও এ সময় প্রতিযোগিতামূলকভাবে আর্থিক অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০১২ সালে ব্যাংকের সর্বমোট আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,০২,১৭৭ মিলিয়ন টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল

---

১. Ibid, p. 71
২. Ibid, p. 73
৩. Ibid, p. 76
৪. Ibid, p. 38
৫. Ibid, p. 16

Dhaka University Institutional Repository

৮৩,৩৫০ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকটির মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৬,১৮৫ মিলিয়ন টাকা।[১] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর এ অগ্রগতি বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সারণি- ২৫ এ শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৫ : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিগত পাঁচ বছরের অর্থনৈতিক অগ্রগতি[২]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	অনুমোদিত মূলধন	৬,০০০	৬,০০০	৬,০০০	৪,০০০	৪,০০০
২	পরিশোধিত মূলধন	৫,৫৬৬	৪,৪৫৩	৩,৪২৫	২,৭৪০	২,২৪৬
৩	রিজার্ভ	৪,০৮০	৩,৪৬৪	৩,৩১৩	২,১৮৭	১,৩৫৯
৪	শেয়ার হোল্ডারদের ইক্যুইটি	৯,৬৪৬	৭,৯১৭	৬,৭৪৮	৪,৬৭৬	৩,৬০৫
৫	মোট আমানত	১০২,১৭৭	৮৩,৩৫০	৬২,৯৬৫	৪৭,৯৫৮	৩২,৯১৯
৬	মোট বিনিয়োগ	৯৬,১৮৫	৮০,৫৯২	৬১,৪৪০	৪৩,৯৫৮	৩২,৯১৯
৭	শেয়ার ও সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ	১৩২,৮২১৩	১০৭,২২৯	৭৮,৮০০	৫৮,৯২১	৪৪,১১০
৮	স্থায়ী সম্পদ	২,৮৯৮	১,৫২৫	১,৪৭৩	৬২০	৩৩৯
৯	মোট সম্পদ	১৩২,৮২৩	১০৭,২২৯	৭৮,৮০০	৫৮,৯২১	৪৪,১১০
১০	মোট দায় এবং স্বীকৃতি	৪৭,৮৬৯	৩৪,০৮৩	২৭,৬৬৫	১৪,৪৭৫	১০,৭৭১
১১	মুনাফাযোগ্য সম্পদ	১১০,৪২০	৯১,৯০৩	৬৭,১৩৯	৫৩,১৩২	৩৯,৮৮৯
১২	মুনাফার অযোগ্য সম্পদ	২২,৪০৩	১৫,৩২৬	১১,৬৬১	৫,৭৮৯	৪,২২১

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

আমানত একটি ব্যাংকের জীবনীক্তির মূল উৎস। প্রতিনিয়ত আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যাংক আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর উপরই ব্যাংকের অগ্রগতি নির্ভর করে। প্রতিনিয়ত আমানত বৃদ্ধির মাধ্যমে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং স্বল্প আয়ের মানুষকে একযোগে ইসলামী ব্যাংকিং-এর আওতায় আনার জন্য ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সাল নাগাদ ব্যাংকের আমানত সংগ্রহের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় সর্বমোট ১,০২,১৭৭ মিলিয়ন টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় শতকরা ২২.৫৯% হারে বৃদ্ধি লাভ করে।[৩] উন্নত গ্রাহক

১. Ibid, p. 16
২. উদ্ধৃত, ibid, p. 34
৩. Shahjalal Islami Bank Limited, ibid, p. 73

সেবা প্রদান এবং গ্রাম পর্যায়ে যেখানে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বেশী সেখানে শাখা খোলার মাধ্যমে তা অর্জন সম্ভব হয়েছে। ব্যাংক গ্রাম পর্যায়ে শাখা বর্ধিত করার মাধ্যমে নিম্ন আয়ের মানুষকে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সেবা প্রদান এবং দ্রুততম সময়ে রেমিট্যান্স পাওয়ার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অর্তনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সঞ্চিত আমানত লাভজনক ও নিরাপদ বিনিয়োগ প্রকল্পে খাটিয়ে ব্যাংক অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। নিয়মিত আমানত সংগ্রহের পাশাপাশি ব্যাংক নিজস্ব পরিসম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের মোট সম্পদ ২৩.৮৭% বৃদ্ধি পেয়ে ১,০৭,২২৯ মিলিয়ন টাকা হতে ১,৩২,৮২৩ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী সম্পদও ৯০% বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫২৫ মিলিয়ন টাকা থেকে ২,৮৯৮ মিলিয়ন টাকা হয়েছে।[১] শেয়ার বাজারেও ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২১ মার্চ ২০০৭ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ১৮ মার্চ ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানী হিসেবে বাজারে শেয়ার বিক্রি শুরু করে। ২০১২ সালে ব্যাংকটির ১০ টাকা মূল্যের প্রতিটি শেয়ারের মূল্যমান দাঁড়ায় সর্বোচ্চ ২৮.৫০ টাকা।[২]

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

আমাদানি ও রপ্তানি খাত বাংলাদেশের অর্থনীতির সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের আমদানি ও রপ্তানি খাতে ধীর গতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ অর্থবছরে বাংলাদেশের সর্বমোট রপ্তানি ছিল ২৪,২৮৭.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করে ৩৫,৫১৬.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৩] সে অনুপাতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ২০১২ সালে মোট বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে ২,২৫,৫৫৩ মিলিয়ন টাকার। তন্মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে ১,১০,৭৮৯ মিলিয়ন টাকার এবং আমদানি বাণিজ্য পরিচালনা করে ১,১১,৮৩৭ মিলিয়ন টাকার।[৪] পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ব্যাংকটি বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর। নিম্নে সারণি-২৬ এ ব্যাংকটির বৈদেশিক বাণিজ্যের সাম্প্রতিক অগ্রগতি তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৬ : শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর বৈদেশিক বাণিজ্য[৫]

বিবরণ	মিলিয়ন টাকা		প্রবৃদ্ধি		অনুপাত	
	২০১২	২০১১	২০১২	২০১১	২০১২%	২০১১%
আমদানি	১১১,৮৩৭	৮২,৩৪১	৩৫.৮২%	৩৭.০৮%	৪৯.৫৮%	৪৯.৩৩%
রপ্তানি	১১০,৭৮৯	৭৯,২২৫	৩৯.৮৪%	৬২.১৬%	৪৯.১২%	৪৭.৪৭%
রেমিট্যান্স	২,৯২৭	৫,৩৪০	-৪৫.১৯%	-১৩.২৬%	১.৩০%	৩.২০%
সর্বমোট	২২৫,৫৫৩	১৬৬,৯০৬	৩৫.১৪%	৪৫.০৪%	১০০.০০%	১০০.০০%

১. Ibid, p. 74
২. Ibid, p. 35
৩. Ibid, p. 77
৪. Ibid
৫. উদ্ধৃত, ibid, p. 77

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক রেমিট্যান্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বলা যায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রেমিট্যান্সের ওপরই এদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। ২০১২ অর্থবছর বাংলাদেশ মোট রেমিট্যান্স আহরণ করে ১২.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটি সর্বমোট ২,৯২৭ মিলিয়ন টাকা বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণ করে। তবে এর পরিমাণ ২০১১ সালে থেকে ১৩% কম।[১] ২০১১ সালে ব্যাংক রেমিট্যান্স আহরণ করে সর্বমোট ৫,৩৪০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল ৬,১৫৬ মিলিয়ন টাকা।[২] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। আরো অধিক পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ইতোমধ্যে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

ঙ. শিল্পায়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান খাত শিল্পোন্নয়নে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ব্যাংকটির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ শিল্প খাতে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ২০১২ সালে ১৯৬টি শিল্প প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১৬,১১১ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ প্রদান করেছে। তন্মধ্যে ৬৭টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে মোট ১৫,৮৯৫ মিলিয়ন টাকা এবং ১২৯টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ২১৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।[৩] ব্যাংক শিল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত গার্মেন্ট শিল্পকে সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের শতকরা ১৫.৪৪%। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে, কটন ও টেক্সটাইল শিল্পে ১০.৬৬%, সিমেন্ট শিল্পে ০.৭৮%, ওষুধ ও কেমিকেল শিল্পে ২.৮২%, রিয়েল এস্টেট শিল্প ৯.১৭%, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৫.৬৫% এবং বাণিজ্যে ১৩.৬৮%।[৪] নিম্নে সারণি- ২৭ এ শিল্পের বিভিন্ন খাতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগ পরিস্থিতি তুলে ধরা হল :

---

১. Shahjalal Islami Bank Limited, ibid, p. 35

২. Ibid, p. 77

৩. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১৩১

৪. Shahjalal Islami Bank Limited, ibid, p. 76

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৭ : শিল্পের বিভিন্ন খাতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১২	২০১১
কৃষি ও মৎস	৭৫৮	৩৬৩	০.৭৯	০.৪৫
কটন ও টেক্সটাইল	১০২৫৫	১১৮৪০	১০.৬৬	১৪.৬৯
গার্মেন্ট	১৪৮৫০	১২২৯৮	১৫.৪৪	১৫.২৬
সিমেন্ট	৭৫৩	৭৪৩	০.৭৮	০.৯২
ফার্মাসিউটিক্যালস ও কেমিক্যাল	২৭১২	১৪৯১	২.৮২	১.৮৫
রিয়েল এস্টেট	৮৮১৭	৮৪১৬	৯.১৭	১০.৪৪
পরিবহণ	১১৬৬	২০২৮	২.৩৬	২.৫২
যোগাযোগ প্রযুক্তি	১৮৫	২১৩	০.১৯	০.২৬
অব্যাংক খাত	২৫১৯	২৫১৯	২.৬২	৩.১৩
স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং	৫৪৩৭	৩০৭১	৫.৬৫	৩.৮১
কাগজ ও কাগজ জাতীয় পণ্য	১৭৫২	১৪৭৩	১.৮২	১.৮৩
নবায়ন শিল্প	৩০১৮	২৭৫২	৩.১৪	৩.৪১
বাণিজ্য	১৩১৬৩	৯৩৭৮	১৩.৬৮	১১.৬৪
আমদানি বাণিজ্য	৭৫৪৫	৯০৮৬	৭.৮৪	১১.২৭
ভোগ্য পণ্য	১৮০	২৪৫	০.১৯	০.৩০
শেয়ার	৩৩৯০	২৫২৭	৩.৫২	৩.১৪
স্টাফ বিনিয়োগ	৫৯৬	৪৯৪	০.৬২	০.৬১
অন্যান্য	১৭৯৮৯	১১৬৫৫	১৮.৭০	১৪.৪৬
সর্বমোট	৯৬১৮৫	৮০৫৯২	১০০.০০	১০০.০০

চ. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণশক্তি। জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে কৃষির উন্নয়নের শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড শুরু থেকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকটি কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে নিয়মিত বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। ২০১২ সালে কৃষিতে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ১,০৪১ মিলিয়ন টাকা। যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ০.৮%।[২]

সারণি- ২৮ : কৃষিতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	কৃষি ঋণ	১০৪১	১৮৭	১১০	১০০	১১৩	১০৯	১২৩	১০২	১০৫	৯৯

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 76

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, পৃ. ১৩১-১৩২

৩. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি খাতে বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগ প্রদানের পাশপাশি শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসকল প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- Small Business Investment Programe, Small Enterpreneur Investment Programe, Medium Enterpreneur Investment Programe, Rural Investment Programe, Women Enterpreneur Investment Scheme ইত্যাদি।[১]

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দেশের ক্রমবর্ধমান এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল অন্যতম একটি ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংক তার নিজস্ব কার্যক্রম এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বদা দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা সবার আগে বিবেচনা করে। এজন্য ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদা কৃষি, শিল্প ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। আর এসব খাতের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৬. বাংলাদেশর অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক্সিম ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত এবং সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিবন্ধিত বাংলাদেশের সপ্তম ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ২০০৪ সালের ১ জুলাই প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[২] এক্সিম ব্যাংক ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার সময় ১,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা অনুমোদিত মূলধন ও ২২৫.০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির সার্বিক মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৮,২১৪.৩১ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১৬,১০৯.৫৬ মিলিয়ন টাকা।[৩] ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার পর ব্যাংকটির সামগ্রিক কর্মকান্ডে এক নতুন গতির সঞ্চার হয়। ব্যাংক বিগত কয়েক বছর যাবত ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ব্যাংক প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান এবং নিজস্ব পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচন এবং জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং একটি গতিশীল অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় এক্সিম ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। কৃষি উন্নয়ন, শিল্পোন্নয়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স প্রবাহের গতি সঞ্চারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এক্সিম ব্যাংক। গ্রামীণ

---

১. Shahjalal Islami Bank Limited, ibid, p. 16

২. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯

৩. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 13

Dhaka University Institutional Repository

দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নেও বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে ব্যাংক। ২০১২ সালে ব্যাংক সর্বমোট ১,৭২,১৭৪ মিলিয়ন টাকার বিনিয়োগ পরিচালনা করে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ পরিচালনা করে শিল্প খাতে যার পরিমাণ ৪৭,৩৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং কৃষি খাতে ব্যাংক বিনিয়োগ পরিচালনা করে ৭৩৭ মিলিয়ন টাকা।[১] এছাড়া ব্যাংক স্বল্প মেয়াদী বিভিন্ন বিনিয়োগ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের স্বল্প আয়ের মানুষকে উৎপাদনে শামিল করে জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এক্সিম ব্যাংকের ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অন্যান্য ব্যাংকের সাথে পাল্লা দিয়ে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড সফলতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। আমানত ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে শামিল করতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে এক্সিম ব্যাংক। শুরুর দিকের প্রচলিত ব্যাংকিং-এর চাইতে ব্যাংকটির বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের পাল্লা অত্যন্ত ভারী। ইসলামী ব্যাংকিং-এ আসার পর ব্যাংকটির আমানত পূর্বের তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সার্বিক কার্যক্রমেও গতি সঞ্চার হয়েছে। ব্যাংকটি যখন ১৯৯৯ সালে কার্যক্রম শুরু করে তখন অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল মাত্র ১,০০০.০০ মিলিয়ন টাকা ও পরিশোধিত মূলধন ২২৫.০০ মিলিয়ন টাকা। সর্বশেষ ২০১২ সাল নাগাদ ব্যাংকটির সার্বিক মূলধনের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১৮,২১৪.৩১ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ১৬,১০৯.৫৬ মিলিয়ন টাকা।[২] ব্যাংক বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৭২টি শাখা পরিচালনার মাধ্যমে জনগণকে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক আর্থিক সেবা প্রদান করছে। নিম্নে সারণি- ২৯ এ এক্সিম ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্জিত আর্থিক অগ্রগতি তুলে ধরা হল :

---

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১১০

২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, ibid, p. 13

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৯ : এক্সিম ব্যাংক লি.-এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতি[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	অনুমোদিত মূলধন	৩৫০০.০০	১০০০০.০০	১০০০০.০০	২০০০০.০০	২০০০০.০০
২	পরিশোধিত মূলধন	২৬৭৭.৭৫	৩৩৭৩.৯৬	৬৮৩২.২৭	৯২২৩.৫৬	১০৫১৪.৮৬
৩	শেয়ারহোল্ডরদের ইক্যুইটি	৪৯৮৯.২০	৬৭১৭.২১	১২৪৭৪.৮৫	১৪৪৮৪.২২	১০৫১৪.৮৬
৪	মোট মূলধন	৫৭৬৩.৮৯	৭৭১৮.৮৯	১২৯৫৭.৪০	১৬১০৯.৫৬	১৮২১৪.৩১
৫	মোট পরিসম্পদ	৬৮৪৪৬.৪৬	৮৬২১৩.৩৭	১১৩০৭০.৯৮	১২৯৮৭৪.৪২	১৬৭০৫৬.৬৩
৬	মোট আমানত	৫৮৮৩৩.০৬	৭৩৮৩৫.৪৬	৯৪৯৪৯.৪০	১০৭৮৮১.২১	১৪০৩৬৯.৬৬
৭	সাধারণ বিনিয়োগ	৫৩৬৩৭.৬৮	৬৮৬০৯.৯১	৯৩২৯৬.৬৫	৯৯৬৯৯.৬৩	১১৮২১৯.৯৯
৮	শেয়ার ও সিকিউরিটিজ বিনিয়োগ	২৮৮৯.০২	২১৮৯.৫৪	৪৫২২.০৪	৬৭৩৪.০৩	১০৩৪৫.৩৮
৯	বৈদেশিক বাণিজ্য	১৫৬৪৩৪.৫৭	১৬২৬০৪.৬১	২২৭৯৬৬.৬০	২৫৪৪০৭.৪৭	২৭০০৮১.৫০

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

ব্যাংকগুলোর আমানত বৃদ্ধি এবং তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে। প্রতিটি ব্যাংকের আমানত এবং ব্যাংকগুলোর পরিসম্পদ পরোক্ষভাবে দেশেরই সম্পদ। তাই ব্যাংকগুলোর সম্পদ যত বাড়বে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও তত দ্রুত হবে। এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে আমানত বৃদ্ধি এবং ব্যাংকের পরসিম্পদ বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নিয়মিত আমানত ও পরিসম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকটির আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় সর্বমোট ১,৪০,৩৬৯.৬৬ মিলিয়ন টাকায়। যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ১,০৭,৮৮১.২১ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৯৪,৯৪৯.৪০ মিলিয়ন টাকা।[২] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আমানত সংগ্রহে এক্সিম ব্যাংক ক্রমোন্নতি লাভ করছে। অপরদিকে ব্যাংকটির মোট পরিস্পদও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে চলেছে। ২০১২ সালে ব্যাংকের মোট পরিসম্পদের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,৬৭,০৫৬.৬৩ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১১ ও ২০১০ সালে এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১,১৩,০৭০.৯৮ মিলিয়ন টাকা ও ১,২৯,৮৭৪.৪২ মিলিয়ন টাকা।[৩]

---

১. উদ্ধৃত, ibid, p. 13

২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, ibid, p. 23

৩. Ibid, p. 13

Dhaka University Institutional Repository

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড একটি বৈদেশিক বাণিজ্য নির্ভর ব্যাংক। আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার মাধ্যমে ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের মোট বৈদেশিক বাণিজ্যে এক্সিম ব্যাংকের রয়েছে বিশেষ অবদান। ২০১২ সালে ব্যাংকটি সর্বমোট ২,৭০,০৮১.৫০ মিলিয়ন টাকার বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে। তন্মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১,২০,৯৯৬.৯০ মিলিয়ন টাকা এবং আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১,৪৩,৩১৪.৪০ মিলিয়ন টাকা।[১] নিম্নে সারণি- ৩০ এ এক্সিম ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্যের চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩০ : এক্সিম ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য[২]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	আমদানি	৭১.৫৪	১৩.৯১	১২৯.৫৭	১২১.৪৫	১৪৩.৩১
২	রপ্তানি	৭৬.৪৭	৭.২৪	৯৫.৩৬	১২২.২২	১২১.০০

ঘ. রেমিট্যান্স

বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি রেমিট্যান্স আহরণে এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। ব্যাংক প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সর্বশেষ ব্যাংক ২০১২ সালে ৫৬,৮৪৮ জন বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারীর প্রেরিত অর্থ জমা গ্রহণের মাধ্যমে ৫.৭৭ বিলিয়ন টাকার রেমিট্যান্স আহরণ করে। ২০১১ সালে উক্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ ছিল ৩৭৪.৪৪ মিলিয়ন টাকা। ২০১২ সালে এক্সিম ব্যাংকের আহরিত রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৫৪.১০%।[৩] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধিতে এক্সিম ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ঙ. শিল্পায়ন

বাংলাদেশর অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রধান খাত শিল্পায়নে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড সর্বোচ্চ বিনিয়োগ পরিচালনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংক শুরু থেকে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৬৯টি প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৪,১৫৯ মিলিয়ন টাকার শিল্প ঋণ বিতরণ করেছে। তন্মধ্যে ২৯,৩৪৫ মিলিয়ন টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে এবং ৪,৮১৪ মিলিয়ন টাকা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে।[৪] কেবলমাত্র ২০১২ সালে ব্যাংক শিল্প খাতে বিনিয়োগ

---

১. Ibid, p. 26

২. উদ্ধৃত, ibid

৩. Export Import Bank of Bangladesh Limited, ibid, p. 26

৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রদান করেছে মোট ৯৯,৬৯৯.৬৩ মিলিয়ন টাকা।[১] ব্যাংক যে সকল উল্লেখযোগ্য খাতে শিল্প ঋণ বিতরণ করেছে সেগুলো হল- গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, এগ্রো ভিত্তিক শিল্প কারখানা, বাণিজ্যসহ অন্যান্য ব্যবসা। নিম্নে সারণি- ৩১ এ এক্সিম ব্যাক লিমিটেড এর খাতভিত্তিক শিল্প ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩১ : এক্সিম ব্যাংক লি.-এর শিল্প খাত ভিত্তিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি[২]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	প্রবৃদ্ধি
১	গার্মেন্টস	১১৯২০.০০	১১২১২.৮৭	৬.৩১%
২	টেক্সটাইল	৬৬২২.০১	৬৯৪৭.৬৯	-৪.৬৯%
৩	ভোগ্যপণ্য ভিত্তিক শিল্প	৫৭১০.৫০	৩২৫৫.৬০	৭৫.৪১%
৪	অন্যান্য শিল্প	৯৫৭৬.৭৯	৭৪৫৪.৮৪	২৮.৪৬%
৫	বাণিজ্য ও অন্যান্য	৮৪৩৯০.৬৯	৭০৮২৮.৬৩	১৯.১৫%
	সর্বমোট	১১৮২১৯.৯৯	৯৯৬৯৯.৬৩	১৮.৫৮%

চ. কৃষি ও পল্লী খাত

কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়ন ব্যতিরেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয় -এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড শুরু থেকেই কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়মিত বিনিয়োগ প্রদান এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। কৃষি ও পল্লী উন্নয়নখাত একদিকে যেমনি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে কৃষি ও পল্লীখাতে ব্যাংকটির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১,৫৮৫.৩৩ মিলিয়ন টাকা।[৩] ২০০৯ সাল থেকে এক্সিম ব্যাংক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে কৃষি ও পল্লী খাতে বিনিয়োগ শুরু করে।[৪] কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচির প্রধান তিনটি খাত হল শষ্য, মৎস ও প্রাণী সম্পদ। এছাড়াও কৃষি সহায়ক খাত, পল্লী অঞ্চলের আয় বর্ধক কর্মকান্ড ও দারিদ্র্য বিমোচন খাত ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচির আওতাভূক্ত।

'এক্সিম কিষাণ' নামে ব্যাংকটির রয়েছে একটি কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক ২০০৯ সাল থেকে গ্রাহক প্রতি ১০,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ পর্যন্ত বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে।[৫] এটি একটি স্বল্প মেয়াদী কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ কর্মসূচি যার মাধ্যমে কৃষকদের বিশষত বর্গা ও প্রান্তিক চাষীদের বিনা জামানতে বিনিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বর্গা ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে এ কর্মসূচী ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে।

১. Export Import Bank of Bangladesh Limited, ibid, p. 25
২. উদ্ধৃত, Ibid
৩. Export Import Bank of Bangladesh Limited, p. 33
৪. Ibid, p. 32
৫. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

এক্সিম ব্যাংক দেশের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লীখাতে সরাসরি বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নমূলক যে সকল প্রকল্প পরিচালনা করছে সেগুলো হল, Crops investment, Fisheries investment, Livestock investment, Farm Machineries investment, Crops storage investment, Cold storage investment, Irrigation Machineries investment, Poverty alleviation investment, Exceptional and un-tapped agricultural investment।[১] এছাড়া গ্রামীণ কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্প : এক্সিম উদ্দ্যোগ, এক্সিম অবলম্বন, এক্সিম বাহন, এক্সিম সহায়ক, এক্সিম আবাসন[২] ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশর অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রচলিত সুদী ব্যাংক থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়ে আসা এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাণিজ্যিক খাতে ব্যাংকটির অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ সাফল্য এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে বহুমুখী কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ভূমিকা

ফার্স্ট সিকিউিরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটিডে বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়া দ্বিতীয় ব্যাংক। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ব্যাংকটি ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে। তবে ব্যাংকটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৯৯ সালের ২৯ আগস্ট।[৩] ২০০৯ সাল থেকে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। সুদমুক্ত ব্যাংকিং সেবা প্রদানের পাশাপাশি ব্যাংক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাংকটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান খাত শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিনিয়োগ এবং রেমিট্যান্স প্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও পল্লী এলাকার স্বল্প আয়ের মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ ব্যাংকের বিনিয়োগ কার্যক্রম ও আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

---

১. Ibid, p. 33

২. Ibid, pp. 28-29

৩. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের বিভিন্নমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ড দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সর্বাধিক বিনিয়োগ ব্যবসা-বাণিজ্য খাতে, যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ৫১.২%। খাতওয়ারি ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের হার ব্যবসা-বাণিজ্যে ৫১.২%, নির্মাণে ১২.৪%, শিল্পে ২.৫%, যোগাযোগে ০.৬%, কৃষি-মৎস ও বনায়নে ০.৭% এবং অন্যান্য খাতে ২৯.৫%।[১] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত এসকল খাতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নিয়মিত বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের ভূমিকা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থিক অগ্রগতি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে অস্থিরতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সফলতার সাথে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে এবং উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আমানত সংগ্রহ এবং দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতসমূহে ব্যাংক নিয়মিতভাবে বিনিয়োগ প্রদান করেছে ও নিয়োগকৃত বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ১,০৯,৯০৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা এবং মোট বিনিয়োগ ও অগ্রিমের পরিমাণ এসে দাঁড়ায় ৯৬,৩০৪.২৩ মিলিয়ন টাকা।[২] আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগের এই সাফল্য দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। নিম্নে সারণি- ৩২ এ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক আর্থিক অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩২ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিগত পাঁচ বছরের আর্থিক অগ্রগতি[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
অনুমোদিত মূলধন	৪৬০০	৪৬০০	৪৬০০	১০০০০	১০০০০
পরিশেধিত মূলধন	২৩০০	৩০৩৬	৩৪০০	৩৭৪০.৩৫	৪১১৪.৩৮
শেয়ারহোল্ডার ইক্যুইটি	২৮৬৫.৪১	৩৯২০.০১	৪৫৪৮.৯৫	৫৬৬৪.৪৮	৬৪৩৩.৬০
মোট মূলধন	৩৩৭৯.০৩	৪৫৮২.২১	৫৪৪৯.৪৪	৮১৪৫.৩৩	৯২৬১.২৪
মোট আমানত	৪২৪২৩.০৯	৫৬৩৪৪.৯৫	৭৮১৪৫.০৪	১০৯৯০৫.৫৭	১৩৯৫২০.৯৫
মোট বিনিয়োগ	৩৮৭২৫.৮৭	৫২১২৩.৯০	৬৯৪৬৭.৩২	৯৬৩০৪.২৩	১১৪৬০১.৮০
মোট দায়	৪৫১১৩.১৪	৫৯৬৯৯.৭৮	৮৬৪৬৩.৯৪	১২৪০৬৮.৬৯	১৫৫৩৮৯.৩৮
স্থায়ী সম্পদ	৩৭৬.৪৭	৫৭৩.৬১	৯৭৯.৩৫	১৯৯৭.৭২	২৪৭৬.৪৩
মোট পরিসম্পদ	৪৭৯৭৮.৫৫	৬৩৬১৯.৭৯	৯১০১২.৮৯	১২৯৭৩৩.১৭	১৬১৮২২.৯৮

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১২০

২. First Security Islami Bank Ltd., ibid, p. 36

৩. উদ্ধৃত, Ibid, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

খ. আমানত বৃদ্ধি ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি

প্রতিটি ব্যাংকের আমানত ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিবছর আমানত বৃদ্ধি এবং ইসলামী ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত গ্রাহকদের মাঝে ইসলামী ব্যাংকিং সেবা ছড়িয়ে দিতে সহজে ও কম খরচে আমানত হিসাব খোলার নীতি গ্রহণ করেছে। শুরু থেকেই ব্যাংকের এ নীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করছে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর আমানতের পরিমাণ ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এসে দাঁড়ায় ১,০৯,৯০৫.৫৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১১ সালে যার পরিমাণ ছিল ৭৮,১৪৫.০৪ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৫৬,৩৪৪.৯৫ মিলিয়ন টাকা।[১] ইতোমধ্যে ব্যাংকের শেয়ার ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভূক্ত হয়েছে।

গ. বৈদেশিক বাণিজ্য

অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম খাত বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ফার্স্ট সিকিউরিটি ব্যাংকের রয়েছে বিশেষ অবদান। প্রতি বছর ব্যাংক উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করে থাকে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ব্যাংক সর্বমোট ২৪,০৫৬.২০ মিলিয়ন টাকার আমদানি বাণিজ্য এবং ৭,২৭৯.৪০ মিলিয়ন টাকার রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে। যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ৪০,৮০৭.৩০ মিলিয়ন টাকা এবং ২০১০ সালে ছিল ৩৫,১০৩.৫৭ মিলিয়ন টাকা।[২] ব্যাংকের আমদানি বাণিজ্যের প্রধান খাতগুলো হল : গম, ভোজ্যতেল, মূলধনী যন্ত্রপাতি, কয়লা, তুলা, ফেব্রিক্স, তার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি। অপরদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের খাতগুলো হল : তৈরী পোশাক, নীটওয়্যার, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্যসামগ্রী, কৃষিপণ্য ইত্যাদি। নিম্নে সারণি- ৩৩ এ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক বৈদেশিক বাণিজ্য চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩৩ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিগত চার বছরের বৈদেশিক বাণিজ্য[৩]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
১	আমদানি বাণিজ্য	১৬১০১.১৭	২৮৩৯১.২০	২৯৫৩৪.৯০	২৪০৫৬.২০
২	রপ্তানি বাণিজ্য	৩৫৪৯	৫৮৬৮.৯০	১০২৬০.৬০	৭২৭৯.৪০
৩	রেমিট্যান্স	৫৫৮.৭৫	৮৪৩.৪৭	১০১১.৮০	৪৭৩১.৬০
মোট বৈদেশিক বাণিজ্য		২০২০৮.৯২	৩৫১০৩.৫৭	৪০৮০৭.৩০	৩৬০৬৭.২০

১. First Security Islami Bank Ltd., ibid, p. 35
২. Ibid, p. 36
৩. উদ্ধৃত, ibid, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. রেমিট্যান্স

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বৈদেশিক রেমিট্যান্সের উপর বাংলাদেশর অর্থনীতি বিশেষভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। প্রতিটি ব্যাংকের রেমিট্যান্স আহরণের ভিত্তিতেই জাতীয় পরিসরে এ খাতটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য হারে রেমিট্যান্স আহরণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সর্বশেষ ২০১২ সালে ব্যাংক ৪,৭৩১.৬০ মিলিয়ন টাকার রেমিট্যান্স আহরণ করে। যার পরিমাণ ২০১১ সালে ছিল ১,০১১.৮০ মিলিয়ন টাকা, ২০১০ সালে ছিল ৮৪৩.৪৭ মিলিয়ন টাকা।[১] জাতীয় রেমিট্যান্স প্রবাহে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের অবদান ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। নিম্নে সারণি- ৩৪ এ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক রেমিট্যান্স আহরণের চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩৪ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর রেমিট্যান্স আহরণ[২]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২
রেমিট্যান্স	৫৫৮.৭৫	৮৪৩.৪৭	১০১১.৮০	৪৭৩১.৬০

ঙ. শিল্পায়ন

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান খাত শিল্পোন্নয়নে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের প্রায় অর্ধেকেরও বেশী বিনিয়োগ শিল্প খাতে। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক তৈরী পোশাক, নীটওয়্যার, তুলা, ফেব্রিক্স, ভেজ্য তেল ইত্যাদিতে বিনিয়োগ পরিচালনা করে আসছে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে প্রতিকূল অবস্থা স্বত্ত্বেও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ ও অগ্রিম বৃদ্ধিতে সফল হয়েছে। ২০১২ সালে শিল্প খাতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫,১৯৫ মিলিয়ন টাকা। যা মোট বিনিয়োগের শতকরা ২.৫% ।[৩] নিম্নে সারণি- ৩৫ এ ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর শিল্প বিনিয়োগের চিত্র তুলে ধরা হল :

---

১. First Security Islami Bank Ltd., ibid, p. 36

২. উদ্ধৃত, ibid, p. 7

৩. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, পৃ. ঢাকা, ১১৯-১২০

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৫ : শিল্পে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭
১	শিল্পের প্রকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৭	৯	৭	৩	১৯
			পরিমাণ	৭২০	৬০৫	১০৬৫	৪৫৫	১০৯	২১৭১
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১২	৩	৫	-	১০৫৯
			পরিমাণ	৭৫	৬২	৪	৮	-	১১১২
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	১৫	১৯	১২	১২	৩	৩১১৬০
			পরিমাণ	৭৬৫	৬৬৭	১০৬৯	৪৬৩	১০৯	৩৩৩৫০

চ. কৃষি ও পল্লীখাত

কৃষি ও পল্লী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রধান খাত। দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী এলাকার মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। অন্যান্য ব্যাংকগুলোর মত ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক কৃষি ও পল্লী খাতের উন্নয়নে নিয়মিত হারে বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। তবে কৃষিতে বিনিয়োগ প্রদানে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের তুলনায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা কম। তবে ব্যাংকটি পল্লী এলাকার স্বল্প আয়ের মানুষ যাতে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সে জন্য 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিনিয়োগ' নামে একটি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে।[২] এ প্রকল্পের আওতায় কৃষকরা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে ব্যাংক থেকে ক্ষুদ্র ঋণ সেবা গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ নিম্নে সারণি ৩৬ -এ দেখানো হল :

সারণি- ৩৬ : কৃষিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৩]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭
কৃষি মৎস ও বনায়ন	৭২১	৩৯৩	২৯৮	২২৪	১৬৪	১৬০
শস্য	৬২	৩৯	১০	২	১	১
শস্য ব্যতীত অন্যান্য	৩৬৩	২৪০	১৮৬	১০৬	৭৩	৭২
মৎস	২৯৬	১১৪	১০২	১১৬	৯০	৮৭

ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশীয় চাহিদার আলোকে উন্নয়নমূলক খাতসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে যাচ্ছে। প্রতি বছর আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা, রেমিট্যান্স আহরণ, কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগ বর্ধিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাংকটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. First Security Islami Bank Ltd., ibid, p. 37

৩. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৬-২০০৭ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান

সামাজিক উন্নয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয়। এদেশের অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল কিছুর অগ্রগতি বা অধঃগতি সামাজিক উন্নয়নের উপর নির্ভর করে। পল্লী সমাজ ব্যবস্থা এবং এর পৃষ্ঠে অংকিত দারিদ্র্যতার ছাপ বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নকে অবধারিত করে তুলেছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একথা খুবই প্রমাণসিদ্ধ যে, অর্থনৈতিক উন্নয়কে পাশকাটিয়ে যেমন কোনক্রমেই সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব নয় তেমনি সামাজিক উন্নয়নকে পাশকাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। ইতোপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, অর্থনীতি এবং সমাজ একে অন্যের সাথে আত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ। একটি আরেকটির সহযোগিতা ছাড়া ভীষণভাবে অচল হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক -এই দ্বিবিধ উন্নয়ন কর্মকান্ড সাধনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত ব্যাংকসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নিজস্ব দায়বদ্ধতা এবং আদর্শের আলোকে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০১২ সাল পর্যন্ত বিগত ৩০ বছরে ৪৭টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত সুদমুক্ত ৭টি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে যে ব্যাপক অবদান রেখেছে তা অতুলনীয় এবং সবার শীর্ষে।

বাংলাদেশের প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলো এদেশের সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্যপীড়িত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠির মাঝে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো যেমনি তৃণমূল পর্যায়ে কর্মচাঞ্চল্য তৈরী করেছে তেমনি নিত্য-নতুন প্রকল্প পরিচালনার মধ্যদিয়ে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে সামাজিক উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। কৃষি ও শিল্পে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগের ফলে দেশের সামগ্রিক উৎপাদন ও অর্থনীতির চাকা সচল হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্ষুদ্র ঋণ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এদেশের সামাজিক উন্নয়নে সৃষ্টি করেছে নতুন জোয়ার। এছাড়া বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রমের পাশাপাশি শীত, বন্যা, খরা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তে এদেশের অসহায় মানুষকে বিপুল পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমাজকল্যাণে রাখছে বিশেষ অবদান। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প-সংস্কৃতি ও পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান অনস্বীকার্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামাজিক উন্নয়নমূলক বিবিধ কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে এ দেশের দারিদ্র্য কবলিত মানুষ একদিকে যেমনি জীবনমান উন্নয়নের সুযোগ লাভ করছে অপরদিকে ইসলামের মহৎ সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথেও পরিচিত হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান তুলে ধরা হল :

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্যতা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এদেশের মোট জনসংখ্যার ৮৬ ভাগ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে।[১] দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে তৃণমূল সমাজ তথা পল্লী অঞ্চল।[২] সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশের সমাজ কৃষিভিত্তিক। এখানকার আদিবাসী এবং উপজাতি সকলেই কৃষির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দেশের অর্থনীতির অন্যতম উৎস কৃষি ও মানবসম্পদের উদগাতা প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চল। ১,৪৭,৫৭০ বর্গমাইলের[৩] বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ হল পল্লী অঞ্চল। আর এ পল্লী অঞ্চলেই বাংলাদেশের মূল সমাজের বসবাস। দেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং ফল-ফসলের যোগানদাতা কৃষকদের বসবাস পল্লী অঞ্চলে। শিল্পের কাঁচামাল ও মানবসম্পদের আকর এসকল পল্লী অঞ্চল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা এবং উন্নত যোগাযোগ ও পরিবহণ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। পল্লী অঞ্চল বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলেও এসকল অঞ্চল সবচেয়ে অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত। মৌলিক অধিকার বিশেষকরে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ-জ্বালানী ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে এখনো বঞ্চিত রয়ে গেছে দেশের পল্লী অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ। সরকারী হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে দারিদ্র্য সীমার নিম্নে অবস্থিত মোট জনসংখ্যার হার বর্তমানে ৩১. ৫০ শতাংশ। তন্মধ্যে পল্লী অঞ্চলে এর হার ৩৫.২০ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ২১.৩০ শতাংশ। বাংলাদেশের মোট ৭টি বিভাগের মধ্যে সর্বোচ্চ দারিদ্র্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে রংপুর বিভাগে, যার হার শতকরা ৪২.৩০ভাগ এবং সর্বনিম্ন দারিদ্র্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে, যার হার শতকরা ২৬.২ ভাগ। এছাড়া ঢাকা বিভাগে শতকরা ৩০.৫০ ভাগ, খুলনায় ৩২.১ ভাগ, রাজশাহীতে ২৯.৭ ভাগ, বরিশালে ৩১.৫০ ভাগ এবং সিলেটে ২৮.১ ভাগ।[৪] মাথাপিছু আয়ের দিক থেকেও প্রায় অর্ধেক পরিমাণ কমে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশের মূল সমাজ তথা পল্লী অঞ্চলের মানুষ। ২০১০ সালের হিসাব অনুযায়ী মোট মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১,৪৮০ টাকা। তন্মধ্যে শহরাঞ্চলে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ১৬,৪৭৭ টাকা এবং পল্লী অঞ্চলে ৯,৬৪৮ টাকা মাত্র।[৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সার্বিক বিচারে পল্লী অঞ্চলের মানুষ সর্বাধিক দারিদ্র্য কবলিত।

দারিদ্র্য কবলিত ও সুবিধা বঞ্চিত এ বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব একমাত্র সুষ্ঠু সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। বাংলাদেশের সামগ্রিক অগ্রগতি তথা অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, আইন-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা সর্বপোরি জনগণের উন্নত জীবনমান নির্ভর করে এদেশের সামাজিক উন্নয়নের ওপর। বাংলাদেশের অগ্রগতির জন্য সামাজিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই।

---

১. খ. ম. আমিনুল ইসলাম, *গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ১ম সং, ২০০৮, পৃ. ৩৫

২. Firowz Ahmed, *Rural Development and Islam : The Case of Bangladesh*, Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 1st Ed., 1988, p. 1

৩. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ; অর্থ বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা* ২০১৩, ঢাকা, পৃ. xvii

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২-২৪৩

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান

বাংলাদেশে ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসকল ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের সামাজিক উন্নয়নে দায়িত্বশীলতা ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ইসলামী ব্যাংকগুলো অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রধানতঃ দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এক. দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো, দুই. আর্তমানবতার সেবা বা মানবকল্যাণ সাধন করা। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে সিএসআর বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (Corporate Social Responsibility) কার্যক্রম। এছাড়া নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে সমাজকল্যাণমুখী বিভিন্ন কার্যক্রম। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, পরিবেশ ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ প্রদান এবং জাতীয় দুর্যোগ-দুর্ভোগে দান-অনুদান বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আসছে। প্রায় সবগুলো ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। যে প্রকল্পসমূহের আওতায় ব্যাংক সহজ শর্তে গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব দাতব্য ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের সুবিধাবঞ্চিত জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও নানামুখী সেবা প্রদান করছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনসচেতনতা তৈরী ও পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এবং দুস্থ পুনর্বাসনে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হল :

১. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর অবদান

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.' ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে দেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আসছে। সামাজিক উন্নয়নের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংকটির অবদান অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংক থেকে তুলনামূলকভাবে কয়েকগুণ বেশী। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দু'টি প্রধান লক্ষ্যকে সামনে রেখে সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দুই. আর্তমানবতার সেবা। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ এবং সিএসআর বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) কার্যক্রম। এছাড়া ব্যাংকটি নিজস্ব ধ্যান-ধারণার আলোকে সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দেশের প্রধান উৎপাদনমুখী খাত কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে আসছে। সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ব্যাংকটির রয়েছে বিভিন্ন পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। এসব প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক সহজ শর্তে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করে থাকে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে সমাজকল্যাণমূলক নিজস্ব দাতব্য প্রতিষ্ঠান 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন'। এ

Dhaka University Institutional Repository

ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংক দেশের সুবিধা বঞ্চিত জনসাধারণের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা ইত্যাদির সুব্যবস্থা করে সমাজ সেবা করে আসছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জনসচেতনতা তৈরী এবং পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রমসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ভোগে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত যে সকল খাতে ব্যাংকটি অবদান রেখেছে, সেগুলো পর্যায়ক্রমে নিম্নে তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক উন্নয়নের প্রধান কর্মসূচি। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শুরু থেকেই চিহ্নিত খাতসমূহে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটির সামগ্রিক বিনিয়োগ কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহ যেমন কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদি। ব্যাংকটি মনে করে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমেই জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব।[১] এ লক্ষ্যে ব্যাংক সর্বদা এদেশের অর্থনীতির প্রধান দু'টি খাত কৃষি ও শিল্পে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করে আসছে। নিম্নে সারণি- **১৯, ২০** এবং **২১** এ কৃষি ও শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর সাম্প্রতিক অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ১৯ : কৃষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকা)

সাল	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
কৃষি ঋণ	৫৭২০	৫০৬০	৪৮৯০	৩১০৬	৩০	২৩	১৯	১৭	১৮	৬০

সারণি- ২০ : কৃষি বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর তুলনামূলক চিত্র[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা		বিনিয়োগ বিতরণ	
	জাতীয়	আইবিবিএল	জাতীয়	আইবিবিএল
২০০৭-০৮	৮৩,০৯০	২,৭৫০	৮৫,৮১০	৫,১৪০
২০০৮-০৯	৯৩,৭৯০	৬,৬০০	৯২,৮৫০	৬,২৪০
২০০৯-১০	১১৫,০০০	৮,৮০০	১১১,১৭০	৮,৪১০
২০১০-১১	১২৬,১৭৪	৯,৫০০	১২১,৮৪৪	১০,২১০
২০১১-১২	১৩৮,০০০	১০,০০০	১৩১,৩২০	১১,৭০৩

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৫

২. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

৩. উদ্ধৃত, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২১ শিল্পে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকা)

সাল	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
শিল্প ঋণ	১৭১৯৩৩	১৫২৮৮০	১২০৭৮৮	১৫২০২৮	১০০৫৪৫	৭৪৪৮৯	৫৭০৬৫	৪৬৭৯৯	৩২১৫৩	২০৮৮৫

সারণি- ২২ : শিল্পে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর আকারভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ		২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৪৮	৪২	৯৬	৪০০	৪০০	১৮০	৬০
	পরিমাণ	৬২৯৭৩	২৬৫৩১	২৫৪৩৫	৪৫৬৮০	২৯৮০২	৪৮০	২০৩৯০
	প্রকল্প সংখ্যা	১৬১	২৬৬	১৪৭	৫১৫	৫০০	১৫০	২৩০
ক্ষুদ্র ও কুটির	পরিমাণ	৩৮৬১	৩১৬২৯	৫০৭	৩৯৪০	৫১৪	১০৩	৯১৬১
	প্রকল্প সংখ্যা	২০৯	৩০৮	২৪৩	৯১৫	৯০০	৩৩০	২৯০
মোট	পরিমাণ	৬৬৮৩৪	৫৮১৬০	২৫৯৪২	৪৯৬২০	৩০৩১৬	৫৮৩	২৯৫৫১

খ. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কর্মসূচি হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. দেশের তৃণমূল পর্যায়ে দারিদ্র্য কবলিত জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে ব্যাংক শুরু থেকে কল্যাণমুখী বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংক **১৯৯৫** সালে আরডিএস ও ইউপিডিএস এর আওতায় পল্লী জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' চালু করে। এ যাবত সারাদেশে ব্যাংকের **১৯৭**টি শাখার মাধ্যমে **৬১**টি জেলায় এ প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে।[৩] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ প্রকল্প, পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প, মহিলা উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প, সোলার প্যানেল বিনিয়োগ প্রকল্প ইত্যাদি।[৪] এসব প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক সমাজের বিভিন্নস্তরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে নিয়মিত বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। নিম্নে সারণি-২৩ এ পল্লী উন্নয়নে ব্যাংকটির অবদান তুলে ধরা হল :

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. প্রাগুক্ত

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৩ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	প্রকল্পের নাম	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮
১	পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	১০,৩৯০.০০	৭,০৭২.০২	৫,১১০.০০	৩,৭৫২.২০	৩,০১১.৭২
২	গৃহ-সামগ্রী প্রকল্প	৯৫৫.০০	১০৭০.০১	৯৬১.৬৪	৬৮৬.৪৯	৬৩৮.৪০
৩	ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প	৩২.০০	১৩.৯১	১৫.২৭	১৭.০৬	১৫.৩৪
৪	পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৬,৮৮৭.০০	৬,৭০৬.৫০	৪,৭৩২.১৫	৩,৬৩০.৪৮	৩,০৮৭.৫৫
৫	গাড়ি বিনিয়োগ প্রকল্প	১১৩.০০	১৫২.০৫	১৩৮.৭৯	৫৩.৮১	৪১.১৬
৬	ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প	২,৭৭৪.০০	২,৩৪৭.৬০	১,৭০৩.৮৮	১,১৫৯.৬৩	১,১০৪.৬৫
৭	ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প	৩৬.০০	৩৮.১৮	৪৭.৪৪	৫০.৩৯	৩১.৫০
৮	কৃষি উপকরণ বিনিয়োগ প্রকল্প	২৭৮.০০	২০৯.৬০	১২৭.১৫	৭৬.৬৪	২৭.২১
৯	গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প	৩১৬.০০	৩৬৬.৬৮	৪১৮.৯২	৪৫২.৬৭	৪২৯.২৪
১০	রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ কর্মসূচি	২৩,২৩১.০০	১২,৪৮৫.২৪	১০,১৫৪.৯৫	৭,৯৩৩.২০	৭,১৮৩.২৬
উপ-মোট (প্রকল্পে বিনিয়োগ)		৪৫,০২১	৩০,৪৬১.৭৯	২৩,৪১০.০০	১৭,৮১২.৫৭	১৫,৫৭০.০৩
মোট বিনিয়োগ		৩৭২৯২১	৩০৫,৮৪১	২৬৩,২২৫	২১৪,৬১৬	১৮০,০৫৪
মোট বিনিয়োগের শতকরা হার		১২.০৭	৯.৯৬	৮.৮৯	৮.৩০	৮.৬৫

১. ক্ষুদ্র ঋণ : কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পল্লী উন্নয়ন খাত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু পল্লী জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। যাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো ব্যতীত সামাজিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব নয়। ব্যাংক তাই পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সহজ শর্তে পল্লী এলাকায় বসবাসরত সাধারণ কৃষক ও উদ্যোক্তাদের মাঝে বিভিন্ন মেয়াদী ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে আসছে।[২] নিম্নে সারণি-২৪ এ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের বিবরণ তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৪ : ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের খাত, সর্বোচ্চ সীমা ও মেয়াদ[৩]

নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	পরিমাণ
১	শস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন/চাষ	১ বছর	২৫ হাজার টাকা
২	নার্সারী এবং ফুল ও ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন	১ বছর	৫০ হাজার টাকা
৩	কৃষি যন্ত্রপাতি	১-৩ বছর	৫০ হাজার টাকা
৪	গবাদিপশু পালন	১-২ বছর	৫০ হাজার টাকা
৫	হাস-মুরগি পালন	১ বছর	৩৫ হাজার টাকা
৬	মৎস চাষ	১-২ বছর	৫০ হাজার টাকা
৭	গ্রামীণ পরিবহণ	১ বছর	২০ হাজার টাকা
৮	গৃহ নির্মাণ	১-৫ বছর	৫০ হাজার টাকা
৯	বিবিধ অকৃষি খাত	১ বছর	৫০ হাজার টাকা

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯
২. Brushier, *Rural Development Scheme*, Dhaka : Printing & Security Stationary Department, I B B L, 2011, p. 1
৩. Ibid, p. 4

Dhaka University Institutional Repository

২. **আরডিএস ও ইউপিডিএস** : দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নিয়মিতভাবে আরডিএস ও ইউপিডিএস ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আরডিএস এর আওতায় ব্যাংক নির্বাচিত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভিন্ন কেন্দ্রের আওতায় আর্থিক সুবিধা প্রদান করে থাকে। ব্যাংকের এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ১৫,৩৭১টি গ্রামে মোট ৭,৩৩,৫২০ জন সদস্য আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে। সদস্যদের ৮৫ শতাংশই মহিলা।[১] বিগত পাঁচ বছরে আরডিএস ও ইউপিডিএস এর সম্প্রসারিত কার্যক্রম নিম্নের সারণিতে তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৫ : আরডিএস ও ইউপিডিএস বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	আরডিএস	ইউপিডিএস	মোট
১	ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক	৪১৮,৮৩৯	২,৮৮৬	৪২১,৭০৭
২	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বিনিয়োগ গ্রাহক	৫২,৬৫১	৪০৮	৫৩,০৫৯
৩	কর্জ গ্রাহক	১,৫৪৩	-	১,৫৪৩
৪	মোট গ্রাহক	৪৭৩,০৩৩	৩,২৭৬	৪৭৬,৩০৯

এছাড়া ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচনে সমন্বিত অর্থায়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সামাজিক উন্নয়নের অতিগুরুত্বপূর্ণ খাত যেমন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য, ত্রাণ-পুনর্বাসন ও পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদিতে অবদান রাখার লক্ষ্যে আরডিএস এর আয় থেকে ১% নিয়ে একটি 'কল্যাণ তহবিল' গঠন করে। এ তহবিল থেকে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে ২০১২ সালে ৮২.৯৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়।[৩]

সারণি- ২৬ : আরডিএস সামাজিক নিরাপত্তা ব্যয়[৪]

ক্রমিক	কর্মসূচি	সুবিধাভোগী	টাকার পরিমাণ	শেয়ার %
১	শিক্ষা কর্মসূচি (আলো + আননূর)	১৪৫৭২	২৮.১৮	৩৯
২	প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	৬৮২২০	৭.৮২	১১
৩	স্বাস্থ্য কর্মসূচি	২২৭৮০	২৫.৬৭	৩৬
৪	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি	১৬২২	৯.৮৯	১৪
৫	আরডিএস কল্যাণ তহবিল থেকে মোট ব্যয়	১০৭১৯৪	৭১.৫৬	১০০
৬	পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি	-	১১.৪২	-
৭	সর্বমোট	১০৭১৯৪	৮২.৯৮	-

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৪
২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত
৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৬
৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৩. আরবান পুওর ডেভেলপমেন্ট স্কিম : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ২০১২ সাল থেকে শহর এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আরবান পুওর ডেভেলপমেন্ট স্কিম' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করেছে।[১] এ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ছোট ছোট গ্রুপে বিভিন্ন কেন্দ্রের আওতায় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে তাদেরকে সুদমুক্ত আর্থিক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

সারণি- ২৭ : প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন[২]

নং	বিবরণ	২০০৮	২০০৯	প্রবৃদ্ধি	২০১০	প্রবৃদ্ধি	২০১১	প্রবৃদ্ধি	২০১২	প্রবৃদ্ধি
১	গ্রাম সংখ্যা	১০৬৭৬	১০৭৫১	১	১১৪৮২	৭	১২৮৫৭	১২	১৫৩৭১	২১
২	কেন্দ্র সংখ্যা	২১১৯৩	২২২৬১	৫	২০৮৩৩	৬	২২২০৬	৭	২৪৬২৩	১১
৩	সদস্য সংখ্যা	৫৭৭৭৪০	৪৯২৪৭৫	১৫	৫২৩৯৪১	৬	৬০৮৭০৩	১৬	৭৩৩৫২০	২১
৪	গ্রাহক	৩২১৮৪৮	৩২১০৩৬	৩	৩১৯৮৫৯	৩	৩৮২৩১৯	২০	৪৭৪৭৬৬	২৪

গ. সিএসআর কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ব্যাংকসমূহের জন্য নির্ধারিত সামাজিক উন্নয়নমূলক 'সিএসআর' বা সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে প্রত্যক্ষ অবদান রেখে চলেছে। সিএসআর হিসাবে ব্যাংক পর্যায়ক্রমিক নানামুখী সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। এর আওতায় ব্যাংক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, শিল্প-সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অন্যান্য কল্যাণমুখী কাজে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে। বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান। এর আওতায় ব্যাংক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও শিল্প-সংস্কৃতিতে যে অবদান রেখেছে, তা নিম্নে তুলে ধরা হল :

সারণি- ২৮ : বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে সিএসআর কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০০৯	২০১০	বৃদ্ধি (%)	২০১০	বৃদ্ধি (%)
ব্যাংকিং খাতে মোট সিএসআর ব্যয়	৫৫৩.৮০	২৩২৯.৮০	৩২১	২১৮৮.৩৩	-৬
ইসলামী ব্যাংকের সিএসআর ব্যয়	১১৬.২৭	২৩২.৬৩	১০০%	৪১০.৭০	৭৬.৫৫
মোট সিএসআর ব্যয়ে ইসলামী ব্যাংকের অংশ	২১	১০	-৫২	১৯	১৩৭

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৪

২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ২৯ : খাত অনুযায়ী ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সিএসআর ব্যয়[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

খাত	১৯৮৩-২০০৯		২০১০		২০১১		২০১২		সর্বমোট	
	টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগী	টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগী	টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগী	টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগী	টাকার পরিমাণ	সুবিধাভোগী
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২১৭.৬১	৪৫২,২৯১	৬৪.০৬	১৫৮,৭৬০	২১.৭৯	৩২,৯২৮	৮৭.৯৩	৫৯৭,৮৬৬	৩৯১.৩৯	১২,৪১,৮৪৫
শিক্ষা	২৮৫.৩৪	২৬৫,১৯৭	৬৭.৮	৯৮,৭৮৭	৫৬.১৭	১২৮,৯২৫	৮৩.৮	৩০১৪	৪৯৩.১১	৪৯৫,৯২৩
স্বাস্থ্য	৮৭৩.৬২	৬০,৫৫,৪৮১	৬৪.১১	৭২১,১৬০	২৫.৭৮	১২৮৫৫৬	৩৯.৭৫	১৯,২৩০	১০০৩.২৬	৬৯,২৪,৪২৭
ক্রীড়া	৬০.৮৩	৪,১৩,৬২২	১২.০০	২	২৪৮.৭৫	৬৩৬	১.৬১	১৪৪	৩২৩.১৯	৪১৪,৪০৪
শিল্প-সংস্কৃতি	৬৮.৭৫	১৮৭,১০৭	১১.২২	৪১,৯৬৪	৭.১৫	৬৪৩	৮.২৪	১১	৯৫.৩৬	২২৯,৭২৫
পরিবেশ	০	০	৭.৩৬	১৫,২৪০	০.৪৮	৩	১২.৪৮	৪৯৩,৮২২	২০.৩২	৫,০৯,০৬৫
অন্যান্য	৬১.৩১	৫৬,৬৭৪	১১.৮৭	৬৫৫	৫০.৫৫	১১৮,১১৫	৭৫.৩৮	৩৪,৪৩৮	১৯৯.১১	২০৯,৮৮২
মোট	১৫৬৭.৪৬	৭৪,৩০,৩৭২	২৩৮.৪২	১০,৩৬,৫৬৮	৪১০.৬৭	৪০৯,৮০৬	৩০৯.১৯	১১,৪৮,৫২৫	২৫২৫.৭৪	১০০,২৫,২৭১

১. **শিক্ষাসেবা কার্যক্রম :** সিএসআর এর আওতায় শুরু থেকেই ব্যাংক দেশের শিক্ষাখাতে অবদান রেখে যাচ্ছে। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ পর্যন্ত এ খাতে ব্যাংক মোট ৪৯৩.১১ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে যার সুবিধাভোগীর সংখ্যা মোট ৫,৯৫,৯২৩ জন। ২০১০ সাল থেকে ব্যাংক এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। এ কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক প্রতিবছর উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ২ বছর মেয়াদী মাসিক ১,০০০/- টাকা হারে এবং স্নাতক পর্যায়ে আরো ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৩-৫ বছর মেয়াদে মাসিক ১,৫০০/- টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করে আসছে।[২]

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩০ : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শিক্ষা বৃত্তির হার[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বৃত্তির নাম	শিক্ষার্থী সংখ্যা	বাজেট	প্রদানকৃত বৃত্তির পরিমাণ	অনুষ্ঠান খরচ	মোট খরচ
১	এইচএসসি পর্যায় -২০১০	২০০	৬.৪৮	৪.৭৮	১.৫১	৬.২৯
২	স্নাতক পর্যায় -২০১০	২০০	১৪.৪০	৮.৮৮	--	৮.৮৮
৩	এইচএসসি পর্যায় -২০১১	২০০	৫.৯০	৩.৫৬	০.৯৭	৪.৫৩
৪	স্নাতক পর্যায় -২০১১	২০০	১৫.৩২	৫.৩৫	০.৯৬	৬.৩১
৫	বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি ২০১১	৪০০	৫.১৭	৪.২৬	০.৫২	৪.৭৮
৬	বিশেষ শিক্ষাবৃত্তি ২০১২	৪০০	৭.৭৮	৬.৭৭	০.৮০	৭.৫৭
	মোট	১৬০০	৫৫.০৫	৩৩.৬০	৪.৭৬	৩৮.৩৬

২. **স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম :** ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত স্বাস্থ্য খাতে সর্বমোট ১,০০৩.২৬ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে। এ খাতে সুবিধাভোগীর সংখ্যা মোট ৬৯,২৫,৪২৭ জন। ব্যাংক সংগতিহীন লোকদের ব্যয়বহুল চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্য প্রদান করেছে মোট ৩৯.৭৫ মিলিয়ন টাকা। যার মধ্যে সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১৯,২৩০ জন। স্বাস্থ্য সেবায় ব্যাংক মোট ১,০২১ শয্যা বিশিষ্ট ৬টি নিজস্ব হাসপাতাল ও ৭টি কমিউনিটি হাসপাতাল পরিচালনা করছে। এসকল হাসপাতালে ৫৬১জন ডাক্তার এবং ৪১১ জন অন্যান্য কর্মী কাজ করছে।[২] দেশের বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলেও ব্যাংক বিভিন্ন দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।

৩. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম :** জাতীয় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাস্তুহারা এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের সামাজিক পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এযাবত বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ খাতে ব্যাংকটি সর্বমোট ৩৯১.৩৯ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে।[৩] সমাজের হতদরিদ্র ও বাস্তুহারা মানুষ ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণ ও পুনর্বাসনমূলক অনুদান পেয়ে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংক শীতার্তদের মাঝে ৭১.০২ মিলিয়ন টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করে এবং বন্যাকবলিতদের মাঝে ৭.৭৪ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করে।[৪]

৪. **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম :** সিএসআর কর্মসূচির আওতায় ব্যাংক জাতিকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ্য ও সবল করে তোলার লক্ষ্যে খেলা-ধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিয়মিত স্পন্সর করে আসছে। ২০১২ সালে ব্যাংক এ খাতে ৯.৮৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয়

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩
২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮৩
৩. প্রাগুক্ত
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

Dhaka University Institutional Repository

করে।[১] এছাড়া ব্যাংক দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া সিএসআর এর আওতায় ব্যাংকের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, প্রতি বছর রমযান মাসে দরিদ্র ও 'আলিম পরিবারের মাঝে ব্যাংকের পক্ষ থেকে তোহ্ফা হিসেবে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ এবং কুরবাণীর ঈদে পশুর গোস্ত বিতরণ।[২]

ঘ. গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম

সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম কর্মসূচি পরিবেশ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বিশেষ অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংকটি ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলারের (২০১১) মাধ্যমে নির্দেশিত গ্রীন ব্যাংকিং পলিসি গাইডলাইনস অনুসরণ করে পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ নীতি প্রণয়ন এবং তা অনুসরণ করে পরিবেশ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকটির রয়েছে একটি আলাদা 'গ্রীন ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট'।[৩] এ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং-এর যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, সবুজ অর্থায়ন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিনিয়োগ, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, জলবায়ু ঝুঁকি তহবিল গঠন, ফায়েল খায়ের কৃষি কর্মসূচী, ঢাকা শহরের সৌন্দর্যবর্ধনে এক্সক্লুসিভ স্পন্সর, বৃক্ষরোপণ, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, পরিবশেগত ঝুঁকি বিবেচনা করা, গ্রীন ট্রাভেল ইত্যাদি। পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে দেশের অন্যতম সেরা গ্রীন ব্যাংকের স্বীকৃতি প্রদান করেছে।

ঙ. ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৮৩ সালে 'সাদাকাহ তহবিল' নামে একটি দাতব্য ফান্ড গঠন করে। ধীরে ধীরে এ ফান্ডের কাজ বাড়তে থাকে এবং ১৯৯১ সালে এই ফান্ডের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' রাখা হয়।[৪] ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আর্ত মানবতার সেবা, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সামাজিক উন্নয়ন ও সংস্কারে অবদান রাখছে। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপুষ্টি, কুসংস্কার, সন্ত্রাস, সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদি সমস্যায় বাংলাদেশ বিশেষভাবে জর্জরিত। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের দুস্থ, অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব এবং বেকার জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে এ ফাউন্ডেশনের অবদান তুলে ধরা হল :

১. **স্বাস্থ্য সেবা :** ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভাগীয় শহরগুলোতে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮৪

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকায় ২টি, রাজশাহীতে ২টি, বরিশালে ১টি এবং খুলনাতে ১টিসহ সর্বমোট ৬টি হাসপাতালের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন দেশের আপামর জনসাধারণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে। ২০১২ সালে এসব হাসপাতাল থেকে ৬৫,৩৭২ জন রোগী বিনামূলে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে।[১] স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন স্থানীয় উদ্যোক্তাদের যৌথ উদ্যোগে ৭টি জেলা শহরে কমিউনিটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে। এসকল কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে ৮,৬৫৫ জন রোগী বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করেছে। এছাড়া ব্যাংক ১১৪টি দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে গরীব ও অসহায় রোগীদেরকে নামমাত্র ফি'তে চিকিৎসা সেবা ও বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ করে আসছে।[২]

২. **স্বাস্থ্যশিক্ষা সেবা :** কম খরচে দক্ষ চিকিৎসক তৈরীর মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. রাজশাহীতে একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছে। পেশাদার নার্স তৈরীর লক্ষ্যে ব্যাংক রাজশাহীতে একটি নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া স্বাস্থ্য শিক্ষার অংশ হিসেবে ব্যাংক একই শহরে একটি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং দক্ষ ও প্রশিক্ষিত ধাত্রী তৈরির মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে হাসপাতাল ও কমিউনিটি হাসপাতালসমূহের মাধ্যমে ধাত্রী বিদ্যা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে আসছে।[৩]

৩. **সাধারণ শিক্ষা সেবা :** শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা বাংলাদেশের একটি গুরুতর সামাজিক সমস্যা। জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বল্প খরচে মানসম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষায় অবদান রেখেছে। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হল ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, ইসলামী ব্যাংক মডেল স্কুল এন্ড কলেজ ও ইসলামী ব্যাংক মহিলা মাদরাসা।[৪]

৪. **প্রযুক্তি শিক্ষা সেবা :** সামাজিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ দিকটির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামী ব্যাংক ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি। ঢাকার ফার্মগেট ও সাভার, চট্টগ্রাম, বগুড়া, খুলনা এবং সিলেট শহরে ৬টি ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে ফাউন্ডেশন। এসব ইন্সটিটিউটে প্রশিক্ষিত জনশক্তি দ্রুত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮৮

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১২ সালে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ২,০৬৬ জন শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।[১]

৫. **শিক্ষাবৃত্তি সেবা :** শিক্ষা সেবার আওতায় ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দেশের সরকারী ও বেসরকারী কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসার বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এছাড়া উচ্চতর পর্যায়ে যেমন- বি.বি.এ, এম.বি.এ, এম.এস.এস, এম.ফিল, পিএইচ.ডি., বার-এট-ল ইত্যাদি পর্যায়ে অধ্যয়নরত ও গবেষণারত শিক্ষার্থীদের মাসিক/এককালীন বিশেষ শিক্ষাবৃত্তিও প্রদান করে থাকে। ২০১২ সালে ৮জন পিএইচ.ডি. ধারী ব্যাংক থেকে শিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন।[২]

৬. **দুস্থ মহিলা পুনর্বাসন সেবা ঃ** দেশের দুস্থ ও অসহায় মহিলাদের বিশেষ করে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, এতিম ও অসহায় মহিলাদেরকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদেরকে সেলাই ও ফাস্টফুড তৈরীর প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য ব্যাংকের রয়েছে একটি 'মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র'। এখানে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করাসহ প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং টেইলারিং, সেলাই, কাটিং, এমব্রয়ডারি, প্রিন্টিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।[৩]

৭. **বস্ত্র সেবা :** মানসম্মত ও রুচিশীল পোশাক তৈরী ও সরবারহ করার জন্য ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছে 'মনোরম-ইসলামী ব্যাংক ক্রাফটস এন্ড ফ্যাশন'। ঢাকার মগবাজার ও বসুন্ধরা সিটিতে এর দু'টি বিপণন কেন্দ্র রয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যাংক সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। ইসলামী ব্যাংক মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের দুস্থ মহিলাদের উৎপাদিত পোশাক সামগ্রী মনোরম এর মাধ্যমে বিক্রয় করে তাদেরকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের এ প্রকল্পের মাধ্যমে সর্বমোট ৩,৭৪৬ জনের কর্মসংস্থানের সুব্যবস্থা হয়েছে।[৪]

৮. **সাংস্কৃতিক সেবা :** সংস্কৃতির পরিচর্যা সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম একটি কর্মসূচি। দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা ও বিকাশে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন বিশেষ অবদান রাখছে। ১৯৭৭ সালে 'বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র' নামে ঢাকাতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এর মাধ্যমে বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ও বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরীর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এর সর্বমোট ৩২টি শাখা রয়েছে।[৫]

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১৮৯

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৪. প্রাগুক্ত

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

চ. ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এণ্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA)

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং একদল সুদক্ষ ও সুযোগ্য কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ১৯৮৪ সালে[১] প্রতিষ্ঠা করে মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এণ্ড রিসার্চ একাডেমী (IBTRA)। এ প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকের একটি স্বতন্ত্র মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক প্রতিষ্ঠান। ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোন স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বপ্রথম এ একাডেমী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তির যে অভাব, তা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

আইবিটিআরএ ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এটি প্রতিষ্ঠার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাংকের নিজস্ব জনশক্তিকে ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যোগ্য ও দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা এবং অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তিকেও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।[২] এ উদ্দেশ্যে ব্যাংক নিয়মিত ট্রেনিং কর্মসূচী, ওয়ার্কশপ এবং এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট কোর্স পরিচালনা করে থাকে। এ একাডেমী বিষেশতঃ ইসলামী ব্যাংকের অফিসারদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে 'ডিপ্লোমা ইন ইসলামিক ব্যাংকিং' (DIB) কোর্স চালু করে।[৩] প্রতিবছর আইবিটিআরএ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী এ ডিগ্রী গ্রহণ করছে।

ব্যাংক অফিসারদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আইবিটিআরএ মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের জন্যও ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আসছে। প্রতিবছর এ একাডেমী ঢাকাস্থ বিভিন্ন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, মার্কেটিং এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে।[৪] অসংখ্য মেধাবী ও সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রী প্রতিবছর এ প্রতিষ্ঠানে ইন্টার্নি করার সুযোগ লাভ করছে। ব্যাংক তাদেরকে ইসলামী জীবনাদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং বাণিজ্যনীতি ও কর্মকৌশল বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করার ব্যবস্থা করছে।

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি আইবিআরটিএ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেও মানবসম্পদ উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখছে। একাডেমী Journal of Islamic Economics, Banking and Finance নামে একটি জার্ণাল নিয়মিত প্রকাশ করছে। একাডেমীর রয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।[৫] এছাড়া বিভিন্ন সময়ে একাডেমী ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার-সিম্পোজিয়ামেরও আয়োজন করে থাকে।

---

১. www.ibtra.com (accessed 23 April 2014)

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

৩. www.ibtra.com, ibid

৪. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত

৫. www.ibtra.com, ibid

Dhaka University Institutional Repository

২. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.-এর অবদান

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের ২য় পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি মালয়েশিয়াভিত্তিক আইসিবি ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৭ সালের ২০ মে ব্যাংকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন লাভ করে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ব্যাংকটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে বিনিয়োগ পরিচালনা করার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন এবং সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীসহ রয়েছে বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রম। এর আওতায় ব্যাংক সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, গরীব ও দুস্থদের আর্থিক অনুদান প্রদান, রোগীদের জন্য রক্তদান কর্মসূচী, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, শীতবস্ত্র বিতরণ, গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম ইত্যাদি পরিচালনা করে থাকে। মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ব্যাংকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর অবদান তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহ যেমন কৃষি, শিল্প, পরিবহণ ও যোগাযোগ, বিদ্যুৎ-গ্যাস ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এসকল খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ পরিচালনাকরে আসছে। সর্বশেষ ২০১২ সালে বিভিন্ন খাতে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের সর্বমোট বিনিয়োগের পরিমাণ ১১,০০৯.১৭ মিলিয়ন টাকা।[২] ২০১২ সালে বাণিজ্যে ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ হয়েছে ৪৬.৬৭%। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ১৬.৬৮%, ব্যবসায় ৯.৭৪%, পরিবহণ ও যোগাযোগ শিল্পে ৪.৩৮%, হাউজিং-এ ৮.৭৫%, হোটেল ও ট্যুরিজমে ০.১০%, বিদ্যুৎ-গ্যাস ও পানিতে ২.৪৩%, কৃষি ও মৎসে ০.০৮% এবং অন্যান্য খাতে ৪.০৩%।[৩] নিম্নে সারণি- ৩১, ৩২ এবং ৩৩ এ সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি ও শিল্পে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিনিয়োগ চিত্র তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩১ : কৃষিতে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৪]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	কৃষি ঋণ	-	-	-	-	১৫	-	-	-	-	-

১. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 69

২. Ibid, p. 70

৩. Ibid, p. 71

৪. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩২ : শিল্পে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকা)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	শিল্প ঋণ	৮৩০	১৯	১৫৮১	১৫৮১	-	-	-	৫৫	৩৫০	১৬৬৫

সারণি- ৩৩ : শিল্পে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড এর আকারভিত্তিক বিনিয়োগ[২]

বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	১৬	৩	১২	১২	-	-	-
		পরিমাণ	৭৫৩	১৯	১৫২৫	১৫২৫	-	-	-
	ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৩৯	০	৭	৭	-	-	-
		পরিমাণ	৭৭	০	৫৬	৫৬	-	-	-
মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	৩	১৯	১৯	-	-	-
		পরিমাণ	৮৩০	১৯	১৫৮১	১৫৮১	-	-	-

দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংকটি সর্বোচ্চ ১৫৬ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে শিল্প খাতে এবং ৯৩০ মিলিয়ন টাকা কৃষি ও অন্যান্য খাতে।[৩] ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য শিল্প ঋণ বিতরণ খাত হল- রপ্তানী শিল্প, আবাসন শিল্প, টেক্সটাইল শিল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, কেমিকেল ও চামড়া শিল্প, পরিবহণ শিল্প ইত্যাদি।

খ. সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের অংশীদারিত্ব স্বরূপ আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড বেশ কয়েকটি সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পসমূহ হল- ICB Manzil (Home) Finance, ICB Rahbar (Auto) Finance, ICB Saahib (personal) Finance, Murabaha Under Secured Guarantee (MUSG)।[৪] এসব প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের মানুষ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা ব্যাংক থেকে বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত আর্থিক ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে।

গ. সিএসআর কার্যক্রম

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড ব্যাংকসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ সিএসআর এর আওতায় সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকটির সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে রোগীদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য

১. প্রাগুক্ত

২. প্রাগুক্ত

৩. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ৭২

৪. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, ibid, p. 83

Dhaka University Institutional Repository

সেবা প্রদান, রক্তদান কর্মসূচি, বনায়ন ও বৃক্ষরোপন, প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রযুক্তি বিনিময়, গরীবদের মাঝে বিনামূল্যে শীতবস্ত্র বিতরণ, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি।

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিবেশ উন্নয়নে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিবিধ কর্মতৎপরতা ও পরিকল্পনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় ব্যাংকটি পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। ব্যাংক মনে করে সমন্বিত সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সফল হতে পারে। এজন্য ব্যাংক তার নিজস্ব পরিসরে বৃক্ষ রোপন, পানি ও বিদ্যুতের ব্যবহার পরিমিত করণ ও পরিশোধন ব্যবস্থা চালু করেছে। আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের রয়েছে একটি গ্রীন ব্যাংকিং শ্লোগান- 'Reduce, Reuse and Recycle'।[১]

৩. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর অবদান

বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রথম এবং দেশের তৃতীয় ইসলামী ব্যাংক। ১৯৯৫ সালের ১৮ জুন ব্যাংকটি নিবন্ধন লাভ করে এবং ২৭ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করে।[২] ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এদেশের কয়েকজন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে বহুমুখী অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংকটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে অগ্রাধিকারভিত্তিতে বিনেয়োগ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকটি বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত সার্থকতার সাথে অবদান রেখে চলেছে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে 'আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে একটি সমাজকল্যাণমূলক ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংক দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং দুস্থ-অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর অবদান তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতে বিনিয়োগ পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংকটির সর্বোচ্চ বিনিয়োগ খাতসমূহ হল, কৃষি, মৎস ও

---

১. Ibid, p. 83

২. আবু ওমর ফারুক আহমদ, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ সমস্যা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৫, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

বনায়ন, শিল্প, নির্মাণ, পানি ও স্বাস্থ্য সেবা, পরিবহণ ও যোগাযোগ, মজুদ ইত্যাদি। নিম্নে সারণি- ৩৪, ৩৫, ৩৬ এবং ৩৭ এ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কৃষি ও শিল্প খাতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকের অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩৪ : কৃষিতে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	কৃষি ঋণ	৭৮৫	৪২৩	৫২	২১	১৬	১৯	১৫	১৩	-	৯

সারণি- ৩৫ : শিল্পে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	শিল্প ঋণ	১০১৬৮	৯৪৫৪	৪৫৫৫	২১৩৪	১৬৫৪	২১৭১	২১৮০	৬৯৯	-	২৬০

সারণি- ৩৬ : শিল্পে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আকার ভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	১৩০	১৬৬	১১৫	৫৮	৪২	১৫	১৩
		পরিমাণ	৯৫২০	৯২৬৫	৯২৬৫	৫২৭৭	২৩৫০	৫৩২৫	১১৭৫
	ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৩১০	২৫৪	১৮৫	৮৪	৫৫	১২	৩
		পরিমাণ	৫৮০	৫২৪	৫২৪	২১৮	১১৩	২৩	৬
মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৪৪০	৪২০	৩০০	১৪২	৯৭	২৭	১৬
		পরিমাণ	১০১০০	৯৮৭৯	৯৭৮৯	৫৪৯৫	২৪৬৩	৫৩৪৮	১১৮১

সারণি- ৩৭ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর খাতভিত্তিক বিনিয়োগ চিত্র[৪]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭
কৃষি, মৎস ও বনায়ন	১৩৮২.০০	৭৯৩.৪৮	৬৮৫.৪০	৫৬৮.৪০	৩৫৬.০২	২৮.৬৫
শিল্প	২৭৯৮৩.৪২	২৪২৭৯.৬০	১৪২৭৭.০৩	১০২৭৭.০৩	৯৬৬৭.৩৯	১৬৯০.৭২
নির্মাণ	৪৬৫৮.৫৪	৩৪১২.৯৯	২৫১২.৮৬	১৮১২.৮৬	১৮১৩.৩৯	১০৫৯.৪০
পানি ও স্বাস্থ্য সেবা	৫৫২.৪৮	৩০২.২৮	১০২.২৭	৯.২৭	১০.৬৪	-
পরিবহণ ও যোগাযোগ	৩৮৯৪.৪৯	৩৪৩৫.৭৭	১৫৩৫.৭৬	১২৩৫.৭৬	১০৫০.৭৬	৮৮৭.২৪
মজুদ	৭৪৫.১০	৪৮.০৪	১৭.৯৯	১৩.৯৯	২৬.৫৭	৯৪৫.৯৭
ব্যবসা	৭৩৪৮০৬.০৮	৪৬১৬৭.৪৯	৩২৭৮৬.৪৭	২৩৮৮৪.৪৬	১৬৫০২.৯৯	১৭৬২২.৩৯

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. উদ্ধৃত, Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 32

Dhaka University Institutional Repository

খ. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী করার লক্ষ্যে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. সহজশর্তে বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকটির পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হল যথাক্রমে- Small & Medium Enterprise Investment, Agricultural Investment, Al-Arafah Khamarbari Investment Scheme, Investment on Women Enterpreneur's, Grameen Small Investment Scheme এবং Al-Arafah Solar Energy Investment Scheme।[১] এসকল প্রকল্পের আওতায় মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ, নারী উদ্যোক্তা, কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা সহজ শর্তে সুদবিহীন বিভিন্ন মেয়াদী ঋণ সবিধা পেয়ে থাকে। নিম্নে সারণি- ৩৮, ৩৯ এবং ৪০ এ আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ৩৮ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ প্রকল্প[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ	**২০১২**
সর্বনিম্ন বিনিয়োগ	৫০,০০০.০০
সর্বোচ্চ বিনিয়োগ	৭০,০০০.০০
গ্রাহক সংখ্যা	৩,৯৫০
বিনিয়োগ প্রদানকারী শাখা সংখ্যা	১০০
মুনাফার হার	১০ %
তত্ত্বাবধান ফির হার	০.৫০ %
সর্বনিম্ন মেয়াদ	৩ বছর
বিনিয়োগের ধরণ	মাসিক প্রদানযোগ্য
আদায় হার	৯৯.৯৮ %
শর্ত	সহজ

১. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 32
২. উদ্ধৃত, Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 33

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৩৯ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর গ্রামীণ ক্ষুদ্র বিনিয়োগ প্রকল্প[১]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	**২০১২**
গ্রামের সংখ্যা	৯২০
সর্বনিম্ন বিনিয়োগের পরিমাণ	৫০০০.০০
সর্বোচ্চ বিনিয়োগের পরিমাণ	৩০,০০০.০০
বিনিয়োগ গ্রাহক সংখ্যা	২৪,৪২৪ জন
গ্রাহকদের সঞ্চয়	১৫১.৩৭
পরিচালনায় নিয়োজিত শাখা সংখ্যা	৬১
প্রকল্প সংখ্যা	১০৬৪
গ্রুপ সংখ্যা	৫৩০৪
কিস্তির ধরণ	সাপ্তাহিক
আদায় হার	৯৯.৯৮ %
শর্ত	সহজ

সারণি- ৪০ : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সোলার এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট স্কীম[২]

(মিলিয়ন টাকা)

বিবরণ	**২০১২**
বিদ্যুতায়নের পরিমাণ	১,৭৪,৬৩৯ ওয়াট পিক
সুবিধাপ্রাপ্ত পরিবার সংখ্যা	৩,৪৪২
সুবিধা প্রাদনকারী শাখা সংখ্যা	১৭
মুনাফা হার	১১%
পরিশোধের ধরণ	কিস্তি
আদায় হার	১০০%
শর্ত	সহজ

গ. সিএসআর কার্যক্রম

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সিএসআর এর আওতায় সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে নিয়মিত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১২ সালে ব্যাংক জনসেবায় সর্বমোট ১৯.৩৯ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করেছে।[৩] ব্যাংকটির জনসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যয়বহুল চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ, স্কুল-কলেজ নির্মাণ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন হাসপাতাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া সিএসআর এর আওতায় ব্যাংক গরীব ও দুস্থ লোকের কর্মসংস্থান এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে।

১. Ibid, p. 35
২. Ibid, p. 35
৩. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 45

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

বিভিন্ন প্রকার জনহিতৈষী কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যাংক 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করেছে। এ ফাউন্ডেশনের আওতায় ব্যাংক সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ফাউন্ডেশনের আওতায় রয়েছে তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে- আল-আরাফাহ্ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, আল-আরাফাহ্ ব্যাংক লাইব্রেরী ও আল-আরাফাহ্ ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার।[১]

১. **আল-আরাফাহ্ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ :** আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সালে আল-আরাফাহ্ ইসলামিক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করে।[২] মানসম্মত শিক্ষা প্রদান এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আদর্শ সুনাগরিক তৈরীর লক্ষ্যে এ কলেজটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ইংলিশ মিডিয়াম এ কলেজের অধীনে ২০১২ সালে একটি হিফজ বিভাগও খোলা হয়েছে। কলেজটি অত্যন্ত সুনামের সাথে উন্নত শিক্ষা সেবা প্রদানে অবদান রেখে চলেছে।

২. **আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী :** লাইব্রেরী হচ্ছে জ্ঞানের একান্ত বাহক। বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কোন আর্থিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান অর্থ লেনদেনের পাশাপাশি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে জ্ঞান অনুশীলনের ব্যবস্থাও করতে পারে, এর এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.। ৩২ তোপখানা রোডস্থ, চট্টগ্রাম ভবনের দ্বিতীয় তলায় কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি ও ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরী ২০০০ সালে থেকে সকল স্তরের জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। ২২,০০০ এর অধিক দেশী-বিদেশী পুস্তক সম্বলিত এ লাইব্রেরীতে প্রতিদিন বিভিন্ন ধরণের পাঠক তথা গবেষক, অধ্যাপক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যাংকার, ডাক্তার, প্রকৌশলী, লেখক, সাংবাদিক, অনুবাদক, ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, কূটনীতিক এবং শিশু-কিশোরের সমাগম ঘটে।[৩] লাইব্রেরীতে ধর্ম, অর্থনীতি, ব্যাংকিং, কম্পিউটার সাইন্স, ব্যবসায় প্রশাসন, সমাজ-বিজ্ঞান, ইংরেজী ও আরবী ভাষা, শিশু সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ও আরবী ভাষায় রচিত দেশী-বিদেশী এমন অনেক গ্রন্থ রয়েছে যা বাংলাদেশের অন্য লাইব্রেরীতে খুঁজে পাওয়া যায় না।

আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার : আল আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের তত্বাবধানে পরিচালিত সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিয়োজিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল- আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার।[৪] ২০১০ সালের ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ৩২ তোপখানা রোড,

---

১. Ibid, p. 43
২. Ibid
৩. Ibid
৪. Ibid, p. 44

Dhaka University Institutional Repository

চট্টগ্রাম ভবনের ১ম তলায় এ স্বাস্থ্য সেবা সেন্টারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ব্যাংক প্রতিদিন দুই শিফটে অত্যন্ত ব্যয়বহুল ডায়ালাইসিস সেবা স্বল্পমূল্যে কিডনী রোগে আক্রান্তদের প্রদান করে আসছে। এছাড়া ব্যাংক দরিদ্র রোগীদের জন্য এ সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষ বিবেচনায় নামমাত্র মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে।

৬. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

পরিবেশ উন্নয়নে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক গ্রীন ব্যাংকিং পদ্ধতি অনুরসরণ করে থাকে। ব্যাংকটি 'সোলার এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট স্কীম' এর আওতায় ৩,৪৪২টি পরিবারকে সৌর বিদ্যুতের অংশীদার করেছে। গ্রীন ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকটি কেরানীগঞ্জে একটি সম্পূর্ণ 'গ্রীন শাখা' চালু করেছে। কর্মকর্তাদের গ্রীন ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ব্যাংকটির রয়েছে বিশেষ ট্রেনিং ব্যবস্থা। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নে ব্যাংকটি আরো বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন- প্রতিবছর বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী উদ্‌যাপন, বনায়ন, সৌন্দর্যবর্ধন, জনসচেতনতা তৈরী ইত্যাদি।[১]

৪. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর অবদান

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড (এসআইবিএল) ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত বাংলাদেশের চতুর্থ পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ১৯৯৫ সালের ৫ জুলাই নিবন্ধিত হয় এবং ২২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এর কার্যক্রম শুরু করে।[২] প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ব্যাংকটি বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে অন্যান্য ব্যাংকের মত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান প্রধান খাতসমূহ যেমন- কৃষি, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ, মৎস ও বনায়ন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ পরিচালনার পাশাপাশি সমাজকল্যাণমূলক সিএসআর কার্যক্রম যেমন- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, পরিবেশ, সংস্কৃতি ইত্যাদিতে ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এছাড়া ব্যাংক বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্ভোগে অনুদান প্রদানসহ আর্তমানবতার সেবায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। পরিবেশ উন্নয়নেও সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যান্য ব্যাংকের মত এ ব্যাংকটিরও রয়েছে গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম। এ লক্ষ্যে ব্যাংক কেবল পরিবেশ বান্ধব খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনা করে প্রথম সারির এমন দশটি ব্যাংকের মাঝে এসআইবিএল অন্যতম একটি। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর বহুমূখী অবদান তুলে ধরা হল :

---

১. Ibid, p. 45

২. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

Dhaka University Institutional Repository

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিনিয়োগ পরিচালনায় এ দিকটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে আর্থ-সামাজিক খাতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটি যে সকল আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ করে থাকে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, কৃষি, মৎস ও বনায়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, নির্মাণ, বিদ্যুত-গ্যাস ও পানি। সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে মাইক্রো-ক্রেডিট এবং অন্যান্য ব্যাংকের মত এসএমই ফিন্যান্স ও স্বেচ্ছামূলক খাতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য এ ব্যাংকে রয়েছে সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের সুবিধা। নিম্নে সারণি- ৪১, ৪২ এবং ৪৩ এ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতসমূহে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিনিয়োগ অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ৪১ : কৃষিতে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ চিত্র[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	কৃষি ঋণ	১০১৭	২১০০	১১৮৭	৯১৩	৭৭৭	২৭৩	-	১৫১৮	৮	১২৫

সারণি- ৪২ : শিল্পে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর-সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	শিল্প ঋণ	৩০০০০	৩১০০০	১৯২২৬	১৪৭৮৯	১০১৫০	১১৩২	১৫৫৭	৪৮৭৯০	৫৫০	৭২১

সারণি- ৪৩ : শিল্পে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আকারভিত্তিক সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	২৩০	৬২	৫৫	২১	২০	১৫	৯৯
		পরিমাণ	১২৮৪	২৪০০	১৮০০	২২৬০	১৮৫	৫৩২৫	৩০৩২
	ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	২২৭২	১৫৫	১৪০	১১২	৯০	১২	২৫৮
		পরিমাণ	১২৬৩	২১০০	১৯০০	২৪৮০	১৫১	২৩	৩৩৮৫
মোট		প্রকল্প সংখ্যা	২৫০২	২১৭	১৯৫	৬৮৫	২২৬	২৭	৭০৩
		পরিমাণ	১৩৯৭৭	৪৫০০	৩৭০০	২০৪৭০	৪৩৭	৫৩৪৮	১৫০৯৬

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. প্রাগুক্ত

৩. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

খ. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. স্বল্প আয়ের মানুষ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। এসব প্রকল্পসমূহ থেকে গ্রাহকগণ নিয়মিতভাবে বিভিন্ন মেয়াদী সুদমুক্ত আর্থিক ঋণ সেবা পেয়ে আসছে। ব্যাংকটির পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হল : Documentary Bill Purchase, Quard, SIBL Employees' House Building Investment Scheme, SME & Agricultural Finance।[১] এছাড়া ব্যাংক Micro-Finance, Micro Enterprise and SME Programe এর আওতায় গ্রাহকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে আসছে। ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের আওতায় স্বল্প আয়ের জনগণ সাপ্তাহিক কিস্তিতে ২৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা এবং মাসিক কিস্তিতে ৩০,০০০ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা লাভ করে আসছে। ব্যাংকটি সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত ইউনিসেফ (UNICEF) এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মোট পাঁচ হাজার শিশু গার্মেন্ট কর্মীর মাঝে ৪৫০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করেছে।[২]

গ. সিএসআর কার্যক্রম

বাংলাদেশে ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে আসছে। সিএসআর এর আওতায় ব্যাংক সাধারণত অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাদেরকে অনুদান প্রদান করে থাকে তারা হল- অসহায় কৃষক, নারী উদ্যোক্তা ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে ইচ্ছুক। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনে ব্যাংক অনুদান প্রদান করে আসছে। ওয়াক্‌ফ ফান্ড, সন্দেহপূর্ণ আয় এবং যাকাত ফান্ড থেকে অর্জিত অর্থ ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নে ব্যয় করে। ব্যাংকটি ২০১২ সালে সর্বমোট ৪৮,৭৮৫ মিলিয়ন টাকা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, দুর্যোগ ও পুনর্বাসন, ক্রীড়া, শিল্প-সংস্কৃতি ও পরিবেশ উন্নয়নে ব্যয় করেছে।[৩]

সারণি- ৪৪ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সিএসআর কার্যক্রম[৪]

বিবরণ	(জানুয়ারী-জুলাই ২০১২)	(জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২)	মোট অবদান (টাকায়)
স্বাস্থ্য	৬৪৩,১৫০.০০	৮০০,০৯৭.০০	১,৪৪৫,২৪৭.০০
শিক্ষা	৯৫৮,৮২০.০০	১,৫০৩,৬৮০.০০	২,৪৬২,৫০০.০০
দুঃস্থ পুনর্বাসন	২,৫০৬,৬৩০.০০	১২,২৬৬,৪৭৮.০০	১৪,৭৭৩,১০৮.০০
ক্রীড়া	১০,৩০০,০০০.০০	২,৯৮২,৯০৭.০০	১৩,২৮২,৯০৭.০০
শিল্প-সংস্কৃতি	০.০০	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০
পরিবেশ	১০,০০০.০০	১৬,৭৮৭,৯০০.০০	১৬,৭৯৭,৯০০.০০
সর্বমোট	১৪,৪১৮,৬০০.০০	৩৪,৩৬৬,০৬২.০০	৪৮,৭৮৪,৬৬২.০০

১. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 34
২. Ibid, p. 91
৩. Ibid, p. 94
৪. উদ্ধৃত, ibid, p. 94

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৫ : সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর আর্থিক অনুদান[১]

নং.	বিবরণ	পরিমাণ (টাকায়)
০১.	IBCF কে অনুদান	১.০০ লক্ষ
০২.	সাংবাদিকদেরকে অনুদান	৫.০০ লক্ষ
০৩.	নিহত আর্মি অফিসারদের পরিবারকে অনুদান	৪.৮০ লক্ষ
০৪.	সাংবাদিকদেরকে অনুদান	১.০১ লক্ষ
০৫.	ব্যক্তিগত চিকিৎসায় অনুদান	১২.৩২ লক্ষ
০৬.	স্কুলে কম্পিউটার অনুদান	কিছু সংখ্যক
০৭.	মসজিদে অনুদান	১.১০ লক্ষ
০৮.	ফরমালিন মুক্ত করণ কার্যক্রমে FBCCI কে অনুদান	১.৫০ লক্ষ
০৯.	গার্লস পাইলট স্কুলে অনুদান	০.৫০ লক্ষ
১০.	মোমোরিয়াল ফাউন্ডেশনে অনুদান	১.০০ লক্ষ

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন

পরিবেশ উন্নয়নে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে উল্লেখযোগ্য অবদান। ব্যাংক প্রতি বছর বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি পালনসহ বনায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংক কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস নির্গমন হ্রাসে পরিবেশবান্ধব খাতে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করে থাকে। এছাড়া সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ব্যাংক সর্বদা গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনা করে প্রথম সারির এমন দশটি ব্যাংকের মাঝে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক অন্যতম একটি।[২]

৫. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর অবদান

বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে যে সকল ব্যাংক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড তন্মধ্যে অন্যতম। ২০০১ সালের ১ এপ্রিল ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পল্লী উন্নয়ন ও পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।[৩] ব্যাংক সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে বিনিয়োগ প্রদানসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. বিভিন্ন মেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংক বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্নমুখী সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়া শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর রয়েছে 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য

১. Ibid, p. 95
২. Ibid, p. 75
৩. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 67

Dhaka University Institutional Repository

খাতে অবদান রাখছে এবং দরিদ্র ও বিপর্যস্ত মানুষকে দান-অনুদান ও নিয়মিতভাবে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে শাজজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর অবদান তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

সামাজিক উন্নয়নের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী শর্ত। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাত কৃষি, মৎস, শিল্প, পরিবহণ, যোগাযোগ ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ গার্মেন্ট শিল্পে। ২০১২ সালে যার পরিমাণ মোট বিনিয়োগের ১৫.৪৪%। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকের অন্যান্য বিনিয়োগের মধ্যে রয়েছে, কৃষি ও মৎস শিল্পে ০.৭৯%, কর্টন ও টেক্সটাইল শিল্পে ১০.৬৬%, সিমেন্ট শিল্পে ০.৭৮%, ওষুধ ও কেমিকেল শিল্পে ২.৮২%, রিয়েল এস্টেট শিল্পে ৯.১৭%, স্টিল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ৫.৬৫% এবং বাণিজ্যে ১৩.৬৮%।[১] নিম্নে সারণি- ৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ বাংলাদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক খাত কৃষি ও শিল্পে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর বিনিয়োগ অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ৪৬ : কৃষিতে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	কৃষি ঋণ	১০৪১	১৮৭	১১০	১০০	১১৩	১০৯	১২৩	১০২	১০৫	৯৯

সারণি- ৪৭ : শিল্পে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আকারভিত্তিক সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৬৭	৭৩	২৬	২৩	২৯	২৭	৩১
		পরিমাণ	১৫৮৯৫	৯৮৭৩	৭৩৯৭	৪২৬৫	৩৯১৬	২০৭৩	১১৫৬
	ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	১২৯	১৬০	৬৭	১২	১১	১২	১০
		পরিমাণ	২১৬	১৪৮	৩১	১৬	১৪	১৮	২১
মোট		প্রকল্প সংখ্যা	১৯৬	২৩৩৩	৯৩	৩৫	৪০	৩৯	৪১
		পরিমাণ	১৬১১১	১০০২১	৭৪২৮	৪২৮১	৩৯৩০	২০৯১	১১৭৭

---

১. Ibid, p. 76

২. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

৩. দ্র. উদ্ধৃত, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৪৮ : শিল্পে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪	২০০৩
১	শিল্প ঋণ	১৬১৫০	১০৯০৮	১১১৯৭	৮৩৯৫	৭৭৪৬	৩২৮২	৩২৭০	২৮৩৬	১৩৩১	১০৬৯

খ. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসকল প্রকল্পের আওতায় ব্যাংক সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল- Small Business Investment Programe, Small Enterpreneur Investment Programe, Medium Enterpreneur Investment Programe, Rural Investment Programe, Women Enterpreneur Investment Scheme ।[২]

গ. এসজেআইবিএল ফাউন্ডেশন

সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর রয়েছে একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. ফাউন্ডেশন'।[৩] এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রামীণ এলাকার জনগনের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ ফাউন্ডেশনের আওতায় ব্যাংক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভালো ফল অর্জনকারী দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে, যাতে ভবিষ্যৎ শিক্ষায় কোন ব্যাঘাত না ঘটে। প্রতি বছর ব্যাংক নিয়মিতভাবে এ বৃত্তি প্রদান করে আসছে। এছাড়া ব্যাংক এ ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রতি বছর শীতার্ত মানুষের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে। ২০১২ সালে ব্যাংক বিডিআর ট্রাজেডিতে আক্রান্ত দু'টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। ব্যাংক তার সামর্থ অনুযায়ী সবসময় সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে এ ফাউন্ডেশন নিম্নোক্ত দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে :

১। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ

২। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল[৪]

ঘ. সিএসআর কার্যক্রম

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. নিয়মিতভাবে সিএসআর কার্যক্রম পরিপালনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সিএসআর এর আওতায় ব্যাংক

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০২-২০০৩ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 67

৩. Ibid, p. 89

৪. Ibid

Dhaka University Institutional Repository

দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে। ব্যাংক প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে বৃত্তি হিসেবে প্রদান করে আসছে। দুস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে প্রতিবছর ত্রাণ বিতরণ, শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, অসহায় সম্বলহীন নারীদেরকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রদান এবং পরিবেশ উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

৬. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি. এর অবদান

এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৪ সালের ১ জুলাই প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে।[১] শরী'আহ্ মোতাবেক সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশের সপ্তম ইসলামী ব্যাংক। ২০০৪ সাল থেকে ব্যাংকটি বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে যে সকল অবদান রাখছে নিম্নে তা তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক্সিম ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ব্যাংকটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহ যেমন কৃষি ও কৃষি উন্নয়ন পণ্যাদি, শিল্প, টেলিযোগাযোগ, পরিবহণ ও গণযোগাযোগ, বন ও আসবাবপত্র, সিরামিকস ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি ও শিল্পে এক্সিম ব্যাংক লি. এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ অবদান নিম্নের সারণি ৪৯, ৫০ এবং ৫১ এ তুলে ধরা হল :

সারণি- ৪৯ : কৃষিতে এক্সিম ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ চিত্র[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪
১	কৃষি ঋণ	৭৩৭	৪৭১	৩৫১	৯৪	৩৬	২৭	১৮	৫২	৯৪

সারণি- ৫০ : শিল্পে এক্সিম ব্যাংক লি.-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[৩]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪
১	শিল্প ঋণ	৪৭৩৭৯	২৪৫৯৬	২৪৩৮০	২১৩১৮	১৫১৮৭	১৩৩৬৯	১০৩৫৭	৭৫৫৬	৯৯৫৫

১. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯

২. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৩-২০০৪ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫১ : শিল্পে এক্সিম ইসলামী ব্যাংক লি. এর আকারভিত্তিক সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬
শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৩৮	৭৪	৮১	১০১	৬৬	৪৯	৪৩
		পরিমাণ	১০৫৮	৩১৯৬	২৪২৬	৪৮৯২	৩০৩১	১০৯১	২০৭৬
	ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	১৭	১১৬	৯৪	৭৪	৩০	৩৫	২৯
		পরিমাণ	৪৪	৪৩১	৩০৫	২৮৪	৫২	১২৯	৯৬
মোট		প্রকল্প সংখ্যা	৫৫	১৯০	১৭৫	১৭৫	৯৬	৮৪	৭২
		পরিমাণ	১১০২	৩৬২৭	২৭৩১	৫১৭৬	৩০৮৩	১২২০	২১৭২

খ. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়নখাত একদিকে যেমনি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তেমনি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক্সিম ব্যাংক দেশের সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লীখাতে সরাসরি বিনিয়োগ প্রদান করে আসছে। ব্যাংক দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী উন্নয়নমূলক যে সকল প্রকল্প পরিচালনা করে সেগুলো হল, Crops investment, Fisheries investment, Livestock investment, Farm Machineries investment, Crops storage investment, Cold storage investment, Irrigation Machineries investment, Poverty alleviation investment, Exceptional and un-tapped agricultural investment।[২] 'এক্সিম কিষাণ' নামে ব্যাংকটির রয়েছে একটি কৃষি ও পল্লী বিনিয়োগ প্রকল্প। যে প্রকল্পের আওতায় কৃষকদেকে ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত সহজ শর্তে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে কৃষি ও বিনিয়োগ পল্লীখাতে ব্যাংকটির বিনিয়োগে পরিমাণ ছিল ১,৫৮৫.৩৩ মিলিয়ন টাকা।[৩] এছাড়া গ্রামীণ কৃষক এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্প : এক্সিম উদ্দ্যোগ, এক্সিম অবলম্বন, এক্সিম বাহন, এক্সিম সহায়ক, এক্সিম আবাসন ইত্যাদি পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

গ. সিএসআর কার্যক্রম

বিধিবদ্ধ সিএসআর কার্যক্রম নিষ্ঠার সাথে পালনের মাধ্যমে এক্সিম ব্যাংক বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সিএসআর এর আওতায় ব্যাংক দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিল্প-সংস্কৃতি এবং আর্ত মানবতার সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। 'এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন' নামে ব্যাংকটির রয়েছে একটি সমাজকল্যাণমূলক দাতব্য প্রতিষ্ঠান।[৪] এ প্রতিষ্ঠান সমাজের নিপীড়িত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে নিবেদিত। ব্যাংক

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৫-২০০৬ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 33

৩. Ibid, p. 32

৪. Ibid, p. 45

Dhaka University Institutional Repository

শুরু থেকেই বিভিন্ন সময়ে সমাজের চাহিদার নিরিখে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ব্যাংক দেশে বিদেশে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণে সামাজিক ও মানবিক কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অবদান রেখে আসছে। এ ফাউন্ডেশনের রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক ও বিভিন্ন মানবিক কর্মসূচী। ইতোমধ্যে রাজশাহীর চাঁপাইনবাবগঞ্জে 'এক্সিম ব্যাংক এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটি (ইবিএইউবি)' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ব্যাংক। স্বাস্থ্য সেবায় ব্যাংকটির রয়েছে 'এক্সিম ব্যাংক হসপিটাল'।[১] সিএসআর এর আওতায় ব্যাংক দেশে-বিদেশে দুস্থ মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে, মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের নিয়মিত শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, দুস্থ পুনর্বাসনে অনুদান প্রদান এবং যে কোন জাতীয় দুর্যোগে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

বিশ্বব্যাপী জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব এবং এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র সংরক্ষণ করতে ও পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গ্রীন ব্যাংকিং নির্দেশনা বাস্তবায়নে মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এক্সিম ব্যাংক লি.। পরিবেশ বান্ধব প্রতিষ্ঠানে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংক এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় ব্যাংকটির রয়েছে একটি আলাদা গ্রীন ব্যাংকিং ইউনিট।[২] এছাড়া ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা মোতাবেক ব্যাংক একটি আলাদা বাজেট প্রণয়ন করে। গ্রীন ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকটির উল্লেযোগ্য কার্যক্রম হল, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাতি ব্যবহার ও সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল স্থাপন, নগর সৌন্দর্যায়ন, বৃক্ষ রোপণ এবং কাগজ নির্ভরতা কমানো।

৭. বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর অবদান

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন অত্যন্ত অপরিহার্য একটি বিষয়। কেবলমাত্র অর্থনেতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। ফার্স্ট সিকিউিরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সপ্তম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়া দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকটি ২০০৯ সালের ১ জানুয়ারী প্রথাগত ব্যাংকিং ছেড়ে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়।[৩] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ ব্যাংক ব্যবসায়িক কর্মকান্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ব্যাংকটি মনে করে বাংলাদেশের অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর ব্যাংকের উন্নতি-অগ্রগতি নির্ভর

---

১. Ibid, p. 45

২. Ibid, p. 60

৩. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35

Dhaka University Institutional Repository

করে। আবার একটি দায়িত্বশীল ও ক্রমবর্ধমান আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক এও মনে করে যে, দেশের সামাজিক উন্নয়নেও ব্যাংকের দায়বদ্ধতা রয়েছে। এ চিন্তাধারাকে সামনে রেখে ব্যাংকটি ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার পর বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংক নিয়মিতভাবে আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ, কৃষি খাতে বিনিয়োগ, দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী এলাকার মানুষের জীবন মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুসারে সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের (সিএসআর) পাশাপাশি দুঃস্থ পুনর্বাসনেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নিম্নে বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের অবদান তুলে ধরা হল :

ক. আর্থ-সামাজিক খাতে বিনিয়োগ

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক নিয়মিতভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক খাতসমূহে বিনিয়োগ পরিচালনা করে আসছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নকে যেহেতু সামাজিক উন্নয়নের প্রধান কর্মসূচী হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেহেতু ব্যাংক চিহ্নিত অর্থনৈতিক খাতসমূহে বিনিয়োগ পরিচালনা করছে। ব্যাংকটি দেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহ যেমন : কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্যাদি, শিল্প, টেলিযোগাযোগ খাত, পরিবহণ, গার্মেন্ট, প্রক্রিয়াজাত চামড়ার পণ্যসামগ্রী ও কৃষিপণ্য ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। নিম্নে সারণি- ৫২, ৫৩ এবং ৫৪ এ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি ও শিল্প খাতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ অবদান তুলে ধরা হল :

সারণি- ৫২ : কৃষিতে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪
১	কৃষি ঋণ	৭২১	৩৯৩	২৯৮	২২৪	১৬৪	১৬০	১০৮	১৬৮	৯৩

সারণি- ৫৩ : শিল্পে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড-এর সাম্প্রতিক বিনিয়োগ[২]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ	২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭	২০০৬	২০০৫	২০০৪
১	শিল্প ঋণ	৫১৯৫	৫৩৬১	৫১৪৫	২০৯৪	১২৮৬	৪৪০	৩৮৮	৪৭৪	৭১১

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫৪ : শিল্পে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.-এর আকারভিত্তিক বিনিয়োগ[১]

(মিলিয়ন টাকায়)

নং	বিবরণ			২০১২	২০১১	২০১০	২০০৯	২০০৮	২০০৭
১	শিল্পের আকার	বৃহৎ ও মাঝারি	প্রকল্প সংখ্যা	৬	৭	৯	৭	৩	১৯
			পরিমাণ	৭২০	৬০৫	১০৬৫	৪৫৫	১০৯	২১৭১
		ক্ষুদ্র ও কুটির	প্রকল্প সংখ্যা	৯	১২	৩	৫	-	১০৫৯
			পরিমাণ	৭৫	৬২	৪	৮	-	১১১২
২	মোট		প্রকল্প সংখ্যা	১৫	১৯	১২	১২	৩	৩১১৬০
			পরিমাণ	৭৬৫	৬৬৭	১০৬৯	৪৬৩	১০৯	৩৩৩৫০

খ. পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

পল্লী উন্নয়ন খাত সামাজিক উন্নয়নের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের বসবাস পল্লী এলাকায়। পল্লী এলাকায় বসবাসরত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে। যার প্রধান লক্ষ্য হল, স্বল্প আয়ের মানুষকে পুঁজি সরবরাহ করা এবং তাদেরকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে দারিদ্র্যতা কমিয়ে আনা। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের সাথে তাল মিলিয়ে বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটির উল্লেখযোগ্য পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ হল : ব্যবসা বিনিয়োগ, শিল্প বিনিয়োগ, লিজ বিনিয়োগ, সিন্ডিকেট বিনিয়োগ, হায়ার পারচেজ বিনিয়োগ, গৃহায়ন বিনিয়োগ, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে বিনিয়োগ ইত্যাদি।[২] ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় পল্লী এলাকায় বসবাসরত কৃষকদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়।

গ. সিএসআর কার্যক্রম

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংককেই বিধিবদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক সেবার মানসিকতা নিয়ে সিএসআর এর আওতায় বিভিন্নমুখী সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ, খেলাধুলা ও শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ব্যাংক ইতোমধ্যে তার মোট আয়ের শতকরা ৫% এই খাতে ব্যয় করেছে। সর্বশেষ ২০১৩ সালে ব্যাংক দেশের জন্য সিএসআর খাতে ব্যয় করেছে মোট ১২,২৮,৫৩,২৪৬ টাকা।[৩] নিম্নে সারণি- ৫৫ এ ফাস্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর সামাজিক উন্নয়ন ব্যয় দেখানো হল :

---

১. দ্র. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী ২০০৭-২০০৮ থেকে ২০১২-২০১৩ পর্যন্ত*

২. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 37

৩. Ibid, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

সারণি- ৫৫ : ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের সামাজিক উন্নয়ন ব্যয়[১]

নং	খাত	টাকার পরিমাণ
১	চিকিৎসা	৪৯,৯২,৯৫৪
২	ক্রীড়া-সংস্কৃতি	৩,২২,১০,০০০
৩	শিক্ষা	২,৩৮,৮৭,৪৭৭
৪	স্বাস্থ্য	৮০,২৫,০০০
৫	পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা	৪,১৮,৭৪,৩৯০
৬	অন্যান্য	১,১৮,৬৩,৪২৫
সর্বমোট		১২,২৮,৫৩,২৪৬

ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময় জাতীয় দুর্যোগে সে সকল দান অনুদান প্রদান করেছে, তা থেকে নিম্নে কিছু তুলে ধরা হল :

১. ব্যাংক সাভার ট্রাজেডিতে নিহত পরিবারদের সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ২ কেটি টাকার অনুদান প্রদান করে।
২. পিলখানা বিডিআর হত্যাকান্ডে নিহত সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যাংক প্রতিবছর ৪,৮০,০০০ টাকা প্রদান করে আসছে।
৩. ব্যাংক শীতার্ত মানুষের মাঝে দেশের সকল জায়গায় ৫০,০০০ কম্বল বিতরণ করে।
৪. ব্যাংক চট্টগ্রামের পটিয়ায় ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক স্কুল এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল নির্মাণে ৫০ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করে।
৫. ব্যাংক ইব্রাহিম কার্ডিয়াক সেন্টার এন্ড রিসার্স ইনস্টিটিউটকে একটি অত্যাধুনিক আম্বুলেন্স প্রদান করে।
৬. ব্যাংক ৮ম বাংলাদেশ গেমসে মোট ১ কোটি টাকা স্পন্সর করে।[২]

এছাড়া ব্যাংক বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে বৃত্তি প্রদান সহ নানা সামাজিক উন্নয়নমূল কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে।

ঘ. পরিবেশ উন্নয়ন

বিশ্বব্যাপী পরিবেশ বিপর্যয়ের রোধ এবং বাংলাদেশে সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় ঠেকাতে ব্যাংক দেশের পরিবেশ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সামাজিকভাবে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনার আলোকে ব্যাংক পরিবেশ বান্ধব গ্রীন ব্যাংকিং কার্যক্রম অনুসরণের মাধ্যমে পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে। এমনিভাবে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

১. উদ্ধৃত, First Security Islami Bank Ltd, *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 90
২. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 90

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান : পর্যালোচনা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ঐতিহাসিক পথযাত্রা

বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এদেশের লাখো কোটি মুসলিমের লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন। বহু কাঙ্খিত এই ইসলামী ব্যাংকিং-এর পথ চলা শুরু হয় তীব্র আবেগের তপ্ত অশ্রু ঝরানোর মধ্য দিয়ে। ১৯৮৩ সালের ৩০ মার্চ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং জগতের এক ঐতিহাসিক শুভ দিন। এদিন রাজধানী ঢাকার ৭৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার তিন তলায় ছোট্ট একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পথচলা শুরু হয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম সুদমুক্ত ও ইসলামী শরী'আহ্‌ভিত্তিক ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' এর। একই বছরের ১২ আগষ্ট মতিঝিল প্রধান সড়কের ওপর বিশাল সামিয়ানার নিচে দেশী-বিদেশী মেহমান এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকার হাজারো উৎসুক মানুষের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ধোধন হয় এই নতুন ধারার ব্যাংকের। ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠার সময় সুধী এবং এর সাথে জড়িত সকলেই ছিলেন আনন্দে উদ্বেলিত।[১]

১৯৮৩ সাল থেকে শত প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে চলতে থাকে এদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'। একদিকে পূর্ব কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং অপরদিকে সুদী ব্যাংকগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ মোটেও সাধারণ কোন ব্যাপার ছিল না। সুদভিত্তিক বাজার ব্যবস্থায় আর্থিক লেন-দেন এবং বাণিজ্য পরিচালনায় টিকে থাকা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশে এ অসাধারণ এবং অসম্ভব কাজকে সম্ভব করে তুলেছিলেন এদেশের একদল নিবেদিতপ্রাণ মেধাবী ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক সংস্থা ও স্বনামধন্য ইসলামী ব্যক্তিবর্গ। বহুমাত্রিক প্রচেষ্টার ফল বাংলাদেশের বর্তমান ইসলামী ব্যাংকিং খাত।

টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংক বাংলদেশ লি. এর যাত্রা শুরু হয়, তা বাস্তবায়নের পথে ব্যাংক ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে থাকে। অসংখ্য মানুষের ভালোবাসায় ধন্য ইসলামী ব্যাংক যখন আশির দশক পেরিয়ে নব্বইয়ের দশকে পা ফেলে, তখন ব্যাংকের যথাযথ শরী'আহ্‌ পরিপালন, স্বচ্ছ লেন-দেন, এবং বাণিজ্যিক সাফল্য সবার নজর কাড়ে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতের উদীয়মান শক্তিতে পরিণত হতে থাকে। এ ব্যাংকটির সার্বিক সাফল্যের পথ ধরে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠা লাভ করে পরপর আরোও ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক 'আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.'।[২] ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আল-

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান', *ইসলামী ব্যাংকিং*, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮, পৃ. ৬০

২. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 69

Dhaka University Institutional Repository

আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.',[১] ১৯৯৫ সালে 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি.',[২] ২০০১ সালে 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.',[৩] ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লি.'[৪] এবং ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.।[৫] সর্বশেষ ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আরো একটি ইসলামী ব্যাংক 'ইউনিয়ন ব্যাংক লি.।[৬]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর সফল অগ্রযাত্রা এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করেছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল। এটি আরোও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দু'টি প্রচলিত সুদী ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ায়। কেবল সুদমুক্ত ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাণিজ্যিক সাফল্যই বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা ও বিকাশে একমাত্র ভূমিকা পালন করেনি, বরং এদেশের আপামর খেটে খাওয়া মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যুগান্তকারী পদক্ষেপ এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বহুমুখী কার্যক্রম এবং নিবেদিতপ্রাণ সেবা দানের মানসিকতা এদেশের গণমানুষের মনে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি দৃঢ় আস্থা জন্মাতে সাহায্য করেছে। মানবকল্যাণ এবং সমাজ উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন এদেশের অতি পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূল কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্পোরেট জগতে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর কল্যাণে বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাংকগুলো ভাবতে শিখেছে যে, অর্থ লেন-দেন আর ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংকের একমাত্র কাজ নয় বরং দেশের মানুষের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ ভূমিকা পালন করাও ব্যাংকসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি

১৯৮৩ সালের ১২ আগস্ট ইসলামী ব্যাংকের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিন দৈনিক ইত্তেফাক,বাংলার বাণী, দৈনিক সংগ্রাম, বাংলাদেশ অবজারভার ও বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সম্পর্কে ক'টি কথা' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লিখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর ড. এম এন হুদা। নিবন্ধে তিনি বলেন :

> ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থা তাত্ত্বিক যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। এবার লাভ-ক্ষতির শেয়ারের ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার বিপরীতে পরিচালনগত যুদ্ধে জয়ী হতে হবে। আমরা মুসলমান হিসাবে সুদমুক্ত ব্যাংক-

---

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪

২. প্রাগুক্ত

৩. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 67

৪. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; অর্থ মন্ত্রণালয়; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, *ব্যাংক-বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* ২০১২-২০১৩, ঢাকা, পৃ. ১০৯

৫. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 35

৬. http://www.businesstimes24.com/?p=135861 (accessed 25 May 2014)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার উপযোগিতায় বিশ্বাস করি। তবু আমাদেরকে কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে এবং তার সাফল্যের জন্য প্রতীক্ষা করতে হবে। আমি হতাশাবাদী নই, আশাবাদী মানুষ। আমি সুদমুক্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তবে আমরা নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়ে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকব না। বরং কঠোর ও আত্মোৎসর্গিত কাজের মাধ্যমে এ ব্যাংক-ব্যবস্থাকে সফল করে তুলব। ইনশাআল্লাহ সাফল্য আমাদের আসবেই। নাসরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারীব।[১]

এর পর প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থার 'পরিচালনাগত যুদ্ধ-জয়' কতদূর সম্পন্ন হয়েছে? 'সুদমুক্ত ব্যাংক-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব' প্রমাণে ইসলামী ব্যাংক কতটুকু সফল হয়েছে? এ দু'টি প্রশ্নের জবাব তালাশের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক সমূহের অবদান পর্যালোচনা করতে পারি।

পরিচালনাগত যুদ্ধে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সাফল্য

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জন-জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বহু মাত্রিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যবস্থা রূপে জনগণের আগ্রহ ও সমর্থনে আমানত সংগ্রহ, বিনিয়োগ, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য, প্রবাসীদের রেমিট্যান্স আহরণ প্রভৃতি কার্যক্রমে প্রতি চার বছরে দ্বিগুণের বেশী গড় প্রবৃদ্ধি নিয়ে বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যাংকিং সেক্টরে পরিণত হয়েছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০১২ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশের সর্বমোট ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬ টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী শাখা ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ডিসেম্বর ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১৭.৯ বিলিয়ন টাকা যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৯ ভাগ। ডিসেম্বর ২০১২ শেষে সকল ইসলামী ব্যাংক এবং প্রথাগত ব্যাংকগুলোর ইসলামী শাখাগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১০.১ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২১.১ ভাগ।[২]

অপরদিকে দেশের সামগ্রিক ব্যাংকিং সেক্টরে ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ ও ২৯.৫ ভাগ। বাজার অংশেও ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আমানত ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে ১৭.৫% ও ২০.৭%। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগে বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩% পরিলক্ষিত হয়েছে।[৩]

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০

২. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৩৮

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বিগত কয়েক বছরে দেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকগুলো সন্তোষজনক পরিমাণ পরিচালনাগত মুনাফা অর্জন এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে বিশেষ সাফল্য দেখিয়েছে। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর নেতৃত্বে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। ইতোমধ্যে ব্যাংকটি দেশের বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে রেমিট্যান্স আহরণে সবার শীর্ষে অবস্থান করছে। যা ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সাফল্যের মুকুটে নতুন পালক।

এমনিভাবে পরিচালনাগত সাফল্যের প্রশ্নে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অত্যন্ত দক্ষতা ও স্বার্থকতার সঙ্গে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক, ৯টি প্রচলিত ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং আরো ৭টি প্রচলিত ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ৭৭০টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ৩০টি ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডোর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।[১] বর্তমানে অধিকাংশ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যাংকই ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং উইন্ডো খোলায় প্রক্রিয়ায় রয়েছে। অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনাগত যুদ্ধে জয়ী হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' ১৯৮৫ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) এবং ১৯৯৬ সালে চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) এর তালিকাভুক্ত হয়। এ ব্যাংকটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এর ২০টি শীর্ষ কোম্পানীর Blue Chips তালিকায় ২০০১ সাল থেকে বিশেষ স্থান দখল করে আসছে। এছাড়া চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের শীর্ষ ৩০টি কোম্পানীর তালিকায়ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান।[২] অপরদিকে যৌথ মালিকানাধীন এজেন্সি ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিডে (CRISL) ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে A+ ব্যাংক রেটিং করে। যা সময়মত ব্যাংকের আর্থিক দায়বদ্ধতা পরিশোধের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে। ২০০৫ সালে সংস্থাটি ব্যাংকটিকে AA- ব্যাংক রেটিংয়ে উন্নীত করে যা উচ্চমানসম্পন্ন, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক।[৩] এছাড়া স্বচ্ছ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এর নানামুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বৃটেন ভিত্তিক শীর্ষ আর্থিক ম্যাগজিন 'দি ব্যাংকার' ২০১২ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

২. আবদুর রকীব, 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : একটি সাফল্যগাঁথা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ১০ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৮, পৃ. ৫১

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে স্বীকৃতি প্রদান করে।[১] ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ‘বিজনেস এশিয়া, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে ‘মোস্ট রেসপেক্টেড কোম্পানী এ্যাওয়ার্ড ২০১২’ প্রদান করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাগাজিন ‘গ্লোবাল ফাইন্যান্স’ ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সালের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে দেশের সেরা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত করে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যানিভার্সারি ‘এওয়ার্ডস ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১’ এর উইনার হিসেবে ব্যাংকটিকে পুরস্কার প্রদান করে। ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কে ‘সার্ক এ্যানিভার্সারি এওয়ার্ড ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১’ এ প্রথম পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৯ সালে মার্কিন ডলার নিকাশের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক, হংকং কর্তৃক ‘গুণগত মান স্বীকৃতি পুরস্কার ২০০৯’ লাভ করে। ব্যাংকারস ফোরাম কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ব্যাংকটিকে সেরা ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান করে। দেশের মোট রেমিট্যান্সের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ইসলামী ব্যাংক আনয়ন করায় এ ব্যাংককে পুরস্কৃত করেছে ইউএই এক্সচেঞ্জ।[২]

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোও পরিচালনাগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. ১৯৯০ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত হয়ে বাজারে নিয়মিত শেয়ার বাণিজ্য পরিচালনা করে আসছে।[৩] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৮ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয় এবং ব্যাংকটি এসইসির ব্রোকার এবং ডিলার নিবন্ধন সনদ লাভ করে ১৫ জানুয়ারী ২০০৯ সালে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. ২০১২ সালে ‘ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ’ কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী AA^3 রেটিং লাভ করে এবং স্বল্পমেয়াদী ST-2 রেটিং লাভ করে।[৪] অপরদিকে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২০০০ সালের ১৮ নভেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ২০০৫ সালে ৪ অক্টোবর থেকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানী হিসেবে বাজারে শেয়ার বেচা-কেনা শুরু করে। ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড কে দীর্ঘ মেয়াদী AA- ব্যাংক রেটিং করে।[৫] যা উচ্চমানসম্পন্ন, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন

১. শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, ‘ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে’, *অর্থনীতি গবেষণা*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২৩৯
২. Islami Bank Bangladesh Limited, *Islami Bank 30 Years of Progress*, Dhaka : Public Relations Department, I B B L, 2012, p. 61
৩. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 70
৪. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, p. 41
৫. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 82

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক। দেশের পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ২১ মার্চ ২০০৭ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং ১৮ মার্চ ২০০৭ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়। ক্রেডিট রেটিং এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর ব্যাংকটিকে দীর্ঘমেয়াদী AA এবং স্বল্পমেয়াদী ST-2 রেটিং করে।[১] সন্তোষজনক পুঁজির পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, সন্তোষজনক পরিচালনাগত দক্ষতা, ভালো আর্থিক ফলাফল, বাজারে ব্যাংকের শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা, নন-ফান্ডেড ব্যবসার ফলাফল এবং শাখা বৃদ্ধি বিবেচনায় এ রেটিং প্রদান করা হয়। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষতা ও সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সালে 'ইউরোপিয়ান এওয়ার্ড ফর বেস্ট প্র্যাকটিসেস-২০১২', 'দি আর্ক অব ইউরোপ-ইউরোপ কোয়ালিটি এওয়ার্ড-২০১২' এবং 'আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। অপরদিকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তির পর ২০১২ সালে CSRL এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেডকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে A+ ও স্বল্পমেয়াদি ক্ষেত্রে ST-2 রেটিং প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মাঝে এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকদেরকে উন্নত পরিসেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি রিসার্চ এর কাছ থেকে 'International Diamond Prize for Excellence in Quality' লাভ করে এবং ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স ফ্রম লন্ডন কর্তৃক ২০১৩ সালে 'বাংলাদেশের সেরা ইসলামী ব্যাংক' এর পুরস্কার লাভ করে।[২] দেশের সপ্তম ইসলামী ব্যাংক ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত হয়[৩] এবং ব্যাংকটি এ যাবত অত্যন্ত স্বার্থকতার সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্জনের পাল্লা অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে ভারী।

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা আস্থা ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সার্বিক পরিচালনাগত সফলতা এদেশে নতুন ৭টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করেছে। কয়েকটি বিদেশী ব্যাংকসহ প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকগুলো ও ক্রমান্বয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। ইতোমধ্যে ২টি প্রচলিত সুদী ব্যাংক পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তিরিত হয়েছে। নিজেদেরকে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক হিসেবে রূপান্তরিত করতে আরো কয়েকটি ব্যাংক এই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং এখন আর শুধু তাত্ত্বিক আলোচনার বিষয় নয়। মুদারাবা, মুশারাকা, মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম প্রভৃতি পরিভাষা এখন এদেশের কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন

---

১. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 88
২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 47
৩. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব আর্থিক লেদেনের ভাষা হিসেবে চালু হয়েছে। মাত্র দুই যুগের ব্যবধানে দেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রায় এক-দশমাংশ এখন ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক পদ্ধতির আওতায় এসেছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিস্তৃতির সাথে সাথে এ নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা ক্রমবিস্তার লাভ করছে। মুসলিম বিশ্বে ইজতিহাদের যে ধারাটি স্তিমিত হয়ে পড়েছিল, ইসলামী ব্যাংকিং সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছে। ইসলামী ব্যাংকিংকে কেন্দ্র করে ইজতিহাদ বাংলাদেশেও একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।[১] ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান ছাড়াও দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর অনেক এম.ফিল-পিএইচ.ডি. হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এ পরিচালনাগত সফলতা সকলের সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছে যে, আধুনিক বিশ্বের মানুষ ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত সুদের মতো ক্ষতিকর উপাদানসমূহ বর্জন করেই তাদের সকল কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করতে পারেন। এদিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং নতুন আস্থা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে।

ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ব্যষ্টিক অর্থনীতির (macro economy) স্থিতিশীলতা, যার পূর্ব শর্ত হল মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহার, সন্তোষজনক অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ, জাতীয় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাঞ্ছিত পরিমাণ রিজার্ভ। এ সব শর্ত পূরণে সঞ্চালক শক্তিরূপে ব্যাংকিং সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। সুদী ব্যাংক সুদের ভিত্তিতে সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা বিনিয়োগে শুধু সুদের পরিমাণকেই বিবেচনা করে থাকে। এই কার্যক্রমের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তাদের বিবেচ্য নয়। উৎপাদন ও তার উপকরণের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন সুদভিত্তিক কারবারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের উৎপান ও সরবরাহ বৃদ্ধি ছাড়াই ঋণগ্রহীতাদের ঋণের সুদ এবং জমাকারী ও ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি পায়। এভাবে কৃত্রিম উপায়ে বাজারে টাকার সরবরাহ বেড়ে যায় এবং উৎপাদন কম হলে তার ওপর সুদের বাড়তি মূল্যও যোগ হয়। এ দুষ্ট চক্রের ফলে অবাঞ্ছিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এভাবে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ক্রয়-ক্ষমতা এবং শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কমে যায়। এ প্রক্রিয়ায় আর্থিকভাবে দুর্বল বিপুল মানুষের সম্পদ অধিক আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পুঞ্জিভূত হয়। সুদী কারবারের মধ্য দিয়ে এই নিরব সম্পদ হস্তান্তর (Silent resource transfer) ঘটার ফলে অর্থের বন্টন প্রবাহ ও সম্পদের মালিকানার ভারাসাম্য নষ্ট হয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদরা এ প্রক্রিয়াকেই 'সিঁদেল চুরি' অভিহিত করেছেন।[২] সুদী ব্যাংকের মুনাফা বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে দেশে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, দারিদ্র্য ও ধনী-গরীবের পার্থক্য বৃদ্ধি পায়। সুদের এমনি অসংখ্য কুফল থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যই ইসলাম সুদকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা এখানেই নিহীত।

---

১. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাফল্য

'Organization of Islamic Conference' (OIC) ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আন্তর্জাতিক সমিতি 'International Association of Islamic Bank' (IAIB) এবং মালয়েশিয়ার ১৯৮৩ সালের ইসলামী ব্যাংকিং আইনে প্রদত্ত ইসলামী ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞার বলা হয়েছে :

> ইসলামী ব্যাংক তার উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতির সকল স্তরে ইসলামী শরী'আহ্র সকল নীতিমালা অনুসরণ করবে, আর্থিক ও অন্য সকল কার্যক্রমে সুদের লেন-দেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করবে এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী বিধি-বিধানকে প্রতিফলিত করবে।[১]

ড. শাওকী ইসমাইল শাহতা এ প্রসঙ্গে বলেন :

> It is therefore, ...imperative for an Islamic bank to incorporate in its functions and pratices commercial investment and social activities, as an institution designed to promote the civilized mission of an Islamic economy.[২]

এই আলোকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আর্থিক ও সামাজিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য হল- আর্থ-সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনীতি, আর্থিক লেনদেন ও সম্পদ বন্টন প্রক্রিয়ায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য দূরীকরণ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো তৈরী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যক্তি স্বার্থকেন্দ্রিক ভাবধারার মূলোৎপাটন করে ব্যষ্টিক ও সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। নিছক মুনাফাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সমাজের মৌলিক চাহিদার অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার জমা সংগ্রহ ও বিনিয়োগ খাতের অগ্রাধিকার নিরূপণ করছে। তেলে মাথায় তেল দেয়ার পরিবর্তে সমাজের সাধারণ মানুষকে তার কার্যক্রমে অংশীদার করছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে এমনভাবে সমন্বয় ঘটিয়ে চলেছে যে :

> যেন ধন-সম্পদ শুধুমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে পুঞ্জিভূত (আবর্তিত) না হয়।[৩]

এটি হল ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার নৈতিক ও কাঠামোগত বাধ্য-বাধকতা।

প্রচলিত পুঁজিতান্ত্রিক-সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে এ ধরণের নৈতিক বা কাঠামোগত কোন বাধ্য-বাধকতা বা সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ফলে সুদভিত্তিক ব্যাংকিংকে অবলম্বন করে ব্যাংক-ব্যবসায়ীরা একচেটিয়া পুঁজির মালিক হয়ে জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতাকে বহুকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করছে। সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বিশৃংঙ্খলা, অস্থিরতা ও ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়ে সমাজকে অশান্তির সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। এ অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছে অনেক চিন্তাশীল মানুষ।

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

২. প্রাগুক্ত, পৃ, ৬৩

৩. আল-কুরআন, ৫৯ : ৭

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ ও ষাট-এর দশক পর্যন্ত উন্নয়ন বলতে 'জাতীয় অর্থনীতির সামর্থ'-কেই বিবেচনা করা হতো। সমাজের উচ্চবিত্ত আর নিম্নবিত্ত লোকদের মাথাপিছু গড় আয়ের ভিত্তিতে উন্নয়নের একটা অবাস্তব চিত্র আঁকা হতো। সম্প্রতি অনেক অর্থনীতিবিদ সেই ধারণা থেকে সরে এসেছেন। সম্পদ কতটুকু উৎপাদিত হল সেটাই শেষ কথা নয়, সেই সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে -এ ভাবনা এখন সবার। দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের কারণ ব্যাখ্যা করে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন :

> দুর্ভিক্ষের জন্য সম্পদের সীমাবদ্ধতা দায়ী নয়, সম্পদের উপর মানুষের অধিকারহীনতাই দুর্ভিক্ষের কারণ।[১]

অর্থনীতিবিদ এন্ড্রু হেকার দেখিয়েছেন, পৃথিবীর মাত্র কয়েক'শ বৃহদায়তন কর্পোরেশন এখন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের সিংহভাগ কুক্ষিগত করে রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ৮০% আর্থিক কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে মাত্র ১০ ভাগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আয় ও সম্পদ বন্টনের এ আকাশ-পাতাল পার্থক্যের কারণে পৃথিবীর বিপুলসংখ্যক মানুষ প্রকট দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ধন-সম্পদ পুঞ্জিভূত করার পরিণাম সম্পর্কে জনৈক অর্থনীতিবিদ বলেছেন :

> বেসরকারী পুঁজিপতিদের ঋণদানের ক্ষমতা তাদের হাতে এত বেশী সম্পদ ও ক্ষমতা তুলে দেয় যে, তা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে অবশিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা মূল্যহীন হয়ে পড়ে।[২]

বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান এই অর্থনৈতিক অনাচার ও অরাজকতার ফসল দারিদ্র্যকে এক ধরণের 'দোযখ' আখ্যায়িত করেছেন অর্থনীতিবিদ ডেনিশ গলেট।[৩] এই দোযখ থেকে মুক্তির জন্য তিনি একটি 'বহুমুখী প্রক্রিয়া' অবলম্বনের তাগিদ দিয়েছেন, যা বর্তমান সমাজ কাঠামো পাল্টে দেবে, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন আনবে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন নিশ্চিত করবে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আধুনিক নেতৃস্থানীয় অর্থনীতিবিদদের এ সকল চিন্তা ক্রমেই ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন, চিন্তা ও কাঠোমোর নিকটবর্তী হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতিই বিদ্যমান সামাজিক কাঠামো, জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মধ্যে কাঙ্খিত আমূল পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সক্ষম। সুদের বিলোপ সাধন, সম্পদের ন্যায়ভিত্তিক বন্টন ও সঞ্চালন, আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, সামাজিক কাঠামোর পুনর্গঠন এবং ইসলামী অর্থনীতির 'ফিল্টার মেকানিজম' বা নৈতিক শৃংঙ্খলার বিধান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকিং এমন একটি 'বহুমুখী প্রক্রিয়া' যা বিশ্ববাসীকে 'দারিদ্র্য সংস্কৃতি' ও 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' থেকে মুক্ত হবার নির্দেশনা দিতে পারে।

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সঞ্চয়নীতির ভূমিকা

ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের বিশেষ দায়বদ্ধতার কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মকৌশল এবং সঞ্চয় সংগ্রহ ও বিনিয়োগসহ সকল কার্যক্রমের Target Beneficiary Group প্রচলিত অন্যান্য ব্যাংক থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর এবং সার্বিকভাবে ব্যাপকতর হতে বাধ্য। ব্যষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম জাতীয় সঞ্চয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয় এবং জনগণকে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ যোগায়।[১] ইসলামী ব্যাংকগুলো এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে শুধু বড় সঞ্চয়ের প্রতি আগ্রহী না হয়ে ছোট জমাকারীদের সম্পদকে জাতীয় আর্থিক প্রবাহে নিয়োজিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকে মাত্র ১০০ টাকা প্রাথমিক জমা দিয়ে বৈধভাবে যে কেউ হিসাব খুলতে পারে। ইচ্ছা করলে একজন দিন মজুর তার হিসাবে পাঁচ-দশ টাকা পর্যন্ত জমা দিতে বা তুলতে পারে। এভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে গণ-ব্যাংক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সঞ্চয়-বিনিয়োগ-আয় বর্ধন অর্থনীতির চক্র অনুসরণ করে ইসলামী ব্যাংকগুলো নিম্নবিত্ত মানুষের সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো প্রত্যন্ত পল্লী এলাকায় তাদের শাখা ছড়িয়ে দিয়েছে। দেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর গ্রামভিত্তিক শাখার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী।

ইসলামী ব্যাংকগুলো মানুষের কাছে সঞ্চয়ের এ চিত্র তুলে ধরছে যে, তিনি সঞ্চয়ের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতে পারেন এবং সেই সাথে তিনি সামাজিক দায়িত্বও পালন করতে পারেন। ইসলামী শরী'আহ্র মুদারাবা বা অংশীদারী সম্পর্কের ভিত্তিতে জনগণের কাছ থেকে জমা গ্রহণ করে ইসলামী ব্যাংক শরী'আহ্ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে হালাল মুনাফা অর্জনে সহযোগিতা করছে। সুদের কারণে যারা আগে ব্যাংকে অর্থ জমা করতেন না ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের অলস অর্থ জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় সঞ্চালিত করার সুযোগ করে দিয়েছে।

২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,০১৭.৯ বিলিয়ন টাকা। যা সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট আমানতের শতকরা ১৮.৯ ভাগ এবং ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯১০.১ বিলিয়ন টাকা, যা দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের মোট বিনিয়োগের শতকরা ২১.১ ভাগ।[২] এ চিত্র থেকে দেখা যায় যে, জাতীয় সঞ্চয় আহরণে এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সামর্থ্য ও নীট অবদান সুদী ব্যাংকের তুলনায় বেশী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ইসলামী ব্যাংকগুলোর জমার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো বেশী হারে সঞ্চয় আহরণের ফলে জাতীয় আর্থ-সামাজিক খাতে সুদের নেতিবাচক প্রভাব কমছে এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর ইতিবাচক অংশীদারিত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

২. Bangladesh Bank, *Annual Report 2012-2013*, Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank, Dhaka, P. 37

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন সঞ্চয় স্কীমের দিকে তাকালেও এ ক্ষেত্রে ব্যাংকের সামাজিক লক্ষ্য ও তার অবদান স্পষ্ট হবে। যৌতুকের মত অপরাধ নির্মূলে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং বিবাহিত পুরুষদের মাহ্‌র আদায়ে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকিং জগতে প্রথমবারের মত ইসলামী ব্যাংকে 'মুদারাবা মাহর সঞ্চয়' হিসাব খোলা হয়েছে। নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়নে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ।

সুদমুক্ত ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের ভূমিকা

ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম। তাই ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক লক্ষ্যসমূহ সামনে রেখেই ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন করতে বাধ্য। সে অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ পদ্ধতি এবং বিনিয়োগের খাত ইসলামী শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে হালাল হতে হবে। শরী'আহ্‌র দৃষ্টিতে অবৈধ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর কোন খাতে প্রচুর মুনাফা থাকলেও সে খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ করে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক কল্যাণের দিকেও বিশেষভাবে নজর রাখছে। সামাজিক কল্যাণমূলক খাতে মুনাফা কম হলেও সে সব খাতকে ব্যাংকসমূহ সাধ্যমতো উৎসাহিত করছে। বিনিয়োগের খাত এমনভাবে নির্ধারিত হচ্ছে যাতে সমাজের সকল মানুষের মৌলিক চাহিদা ইসলামী অর্থনীতির ক্রম-অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদ উৎপাদন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্পদের যথাযথ বন্টনও সমগুরুত্বপূর্ণ। সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত না করে তা সমাজের সিংহভাগ মানুষের কাজে লাগানোর ইসলামী নীতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল লক্ষ্য মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন। আর এ উন্নয়ন সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য। সুদী লেনদেনের নীতি ও কৌশল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ পদ্ধতি সুদমুক্ত হওয়ার কারণে তা সুদের কুফল থেকে মুক্ত। পূর্ব নির্ধারিত সুদের হার এবং জমার সুদ ও ঋণের সুদের মধ্যকার পূর্ব নির্ধারিত ব্যবধানের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ নানাভাবে নিরুৎসাহিত হয়। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগকৃত অর্থের কোন পূর্ব নির্ধারিত তহবিল-মূল্য না থাকায় ইসলামী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের চাহিদা না মেটা পর্যন্ত বিনিয়োগ অব্যাহত রেখে কাঙ্খিত মানের বিনিয়োগ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ সমাজের জন্য কল্যাণকর অথচ কম লাভজনক প্রকল্প গ্রহণেও নিরুৎসাহিত হয় না। এটি ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। সমাজে বেকারত্ব দূর করতেও এটিই একমাত্র কার্যকরী পদ্ধতি। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জেমস কীনস তার 'থিওরী অব ইন্টারেস্ট' প্রবন্ধে বলেছেন :

> কোন অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য সুদের হার শূণ্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে।[১]

এ মন্তব্য ইসলামের সুদমুক্ত নীতিরই প্রতিধ্বনি। অধিক বিনিয়োগ, অধিক উৎপাদন ও অধিক কর্ম-সংস্থানের সাথে সাথে অধিক রফতানিও নিশ্চিত করে। এতে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার আন্তঃপ্রবাহ

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

Dhaka University Institutional Repository

বাড়ে। অধিক রফতানি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলে স্থানীয় মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায়। আমাদানি মূল্য পরিশোধে তা অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে মুদ্রা সরবরাহে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। এই আলোকে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ভূমিকা বিচার্য।

২০০৭ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭৭ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত ০.৯৫।[১] ২০০৮ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭৫ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুপাত ০.৯৬।[২] ২০০৯ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ০.৭ সেখানে ইসলামী বাংকসমূহের অনুপাত ১.০।[৩] ২০১০ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৮৫.৫ সেখানে ইসলামী বাংকসমূহের অনুপাত ৯৩.৬।[৪] ২০১১ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৭৯.৭ সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অনুপাত ৯০.৯[৫] এবং ২০১২ সালে সুদী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত যেখানে ৭৬.৬ সেখানে ৮৯.৮।[৬]

ইসলামী ব্যাংকসমূহ উদ্যোক্তাদের শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি কৌশলগত ও ব্যবস্থাপনাগত প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে এবং এ ব্যাপারে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করে। ইসলামী ব্যাংকসমহের বিনিয়োগ টাকার পরিবর্তে সরাসরি পণ্যের সাথে যুক্ত। ফলে তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। ইসলামী পদ্ধতির বিনিয়োগের এটিও একটি ইতিবাচক ফল।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের উপকারভোগী কারা

ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের বিনিয়োগ কার্যক্রম মুষ্টিমেয় সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমিত না করে ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অনুযায়ী সাধারণ জনগণের মাঝে সম্প্রসারিত করার নীতি অনুরসরণ করে চলেছে। এরফলে অতি সাধারণ আয়ের মানুষ যারা হয়তো অন্য কোন দিন ব্যাংকে হিসাব খোলা এবং তা থেকে আর্থিক ঋণ লাভের বা সাহায্য-সহযোগিতা লাভের আশাই করতো না, তারাও ব্যাংকিং সেবার আওতায় আসছে এবং সেবা লাভের সুযোগ পাচ্ছে।

---

১. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৭-২০০৮*, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

২. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৮-২০০৯*, জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

৩. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৯-২০১০*, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৮

৪. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১০-২০১১*, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৮

৫. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১১-২০১২*, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

৬. Bangladesh Bank, *Annual Report 2012-2013*, Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank, Dhaka, p. 38

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট বিনিয়োগের খাতওয়ারী বন্টন থেকেও জাতীয় উন্নয়নে তাদের নীতি ও কৌশল স্পষ্ট হবে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংসমূহের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে বিনিয়োগের বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩% পরিলক্ষিত হয়েছে।[১] এর মাধ্যমে দেশে সরাসরি ১০ লাখেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃত উপকারভোগীর সংখ্যা তারচেয়ে অনেক বেশী।

দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন : ইসলামী ব্যাংকগুলোর পথ পরিক্রমা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে- জ্বালানি, শিল্প কিংবা কৃষি খাতের চাইতেও দরিদ্র জনগণের মাঝে বিনিয়োগ করে বেশী আর্থ-সামাজিক রিটার্ণ পাওয়া সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন খাতের বিনিয়োগ থেকেই সর্বোচ্চ আয় নিশ্চিত হয়। কার্যকর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠী একটি অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত। এর ফলে আর্থ-সামাজিক কর্মক্ষেত্রে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়, সামাজিক অসাম্য দূর হয় এবং উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ কার্যক্রম এই লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন খাতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। এ সকল ব্যাংক দেশের বৃহৎ কর্পোরেট গ্রাহকদেরকে এককভাবে বৃহত্তম বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সামর্থ্য নিয়ে দেশের শিল্প-বিকাশে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করছে। অন্যদিকে বিনা জামানতে ৫ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা (কোন কোন ব্যাংক আরো অধিক পরিমাণ) পর্যন্ত পল্লীর হত-দরিদ্র, সংকটপ্রবণ জনগোষ্ঠীর লোকদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো এভাবেই আয়ের পুনর্বন্টন ও সুযোগের পুনঃনির্ধারণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, ধনী-গরীব বৈষম্য দূরীকরণ, সামাজিক সম্প্রীতি ও স্থিতিশীলতা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছে।[২]

২০০০ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের মিলেনিয়াম শীর্ষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ২০১৫ সালের মধ্যে জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ দারিদ্র্য নিরসনের একটি কৌশলপত্র (PRSP) তৈরী করে। এই কৌশলপত্র অনুযায়ী ২০০০-২০১৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর দারিদ্র্য ৩.৩ ভাগ হারে কমাতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.০০ ভাগে উন্নীত করতে হবে।[৩] ইসলামী ব্যাংকগুলো জাতীয় উন্নয়নের এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা পালন করে চলেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রামীণ অর্থনীতিকে সক্রিয় করে তুলতে বিনা জামানতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ,

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান, *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। এর ফলে গ্রামীণ জনপদে অত্যন্ত ইতিবাচক গুণগত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

গ্রামের বিত্তহীন সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের সাথে সাথে তাদেরকে অক্ষর জ্ঞান দেয়া হচ্ছে এবং নৈতিক ও মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ ও স্বাবলম্বী হবার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে এই উপকারভোগীরা পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যথাযথ মর্যাদা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ অর্জন করছে। গ্রামীণ মহিলাদেরকে আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকারী উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করে তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও সামর্থের বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা সামাজিক উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। প্রথমে ৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে এ প্রকল্পের সদস্যদের কেউ কেউ এখন ২ লাখ টাকা বিনিয়োগ নেয়ার সামর্থ অর্জন করেছে। এটি একটি আর্থ-সামাজিক উত্তরণ প্রক্রিয়া। নিম্নে এমনই একটি তথ্যবিবরণী তুলে ধরা হল :

কেস স্টাডি- ১ : সম্বলহীন আনোয়ারা এখন সফল চাষী

কথায় আছে, পেটেল জ্বালা বড় জ্বালা। পেটের জ্বালা জুড়ানোর জন্য মানুষ তাই কতো কী-ই না করতে পারে। অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেছেন। সেখানে থালা-বাসন ধোয়া থেকে শুরু করে এমন কোনো কাজ নেই যা তাকে করতে হয়নি।

জীবন চলার পথে নিদারুণ কষ্টে দিন পার করা এই মহিলার নাম আনোয়ারা বেগম। মাঠ পেরিয়ে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে যাওয়ার সময় এর ওর ক্ষেতে লাউ, ঝিঙার মাচা দেখে তার প্রায়ই মনে হত ইস! আমারও যদি এক টুকরো জমি থাকত, তাহলে অমন সবজির বাগান আমিও করতে পারতাম!

আনোয়ারা বেগমের বাড়ি সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের হরিণধরা গ্রামে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরের বাড়িতে কাজ করে আর পেরে উঠছিলেন না। কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একদিন কার কাছে যেন ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কথা শোনেন। পরের দিন-ই হাজির হন আমিন বাজার শাখার পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প বিভাগে। সবকিছু শুনে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের গ্রাহক হয়ে যান তিনি। নিজের জমি না থাকলেও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ৫,০০০ টাকার বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে বর্গা জমিতে সবজি চাষ শুরু করেন। সবজিই তার ভাগ্য বদলে দিয়েছে। একসময় নিজের জমানো টাকায় এক বছরের জন্য কয়েক শতক জমি লিজ নেন। বর্গা জমি ছেড়ে দিয়ে নিজের লিজ নেয়া জমিতে সারা বছর নানান রকম সবজি চাষ শুরু করেন। বর্তমানে তার ৪৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ আছে যার পুরোটাই সবজি চাষে বিনিয়োগ করেছেন। ২০০৬ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সবজি চাষ করে আনোয়ারা বেগম নিজ ভাগ্যের চাকা ঘুরাতে পেরেছেন। মায়ের সাফল্য দেখে ছেলেরাও মায়ের সাথে কৃষি কাজে জড়িত হয়েছে। হরিণধরা গ্রামে দুই শতক জমি কিনে টিনসেড বাড়ি করেছেন। বর্তমানে ১৫৬ শতক জমিতে চালকুমড়া, ঝিঙে, পুঁইশাক, পালংশাকসহ নানান ধরনের সবজি চাষ করছেন আনোয়ারা।[১]

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, এপ্রিল-জুন, ২০১২, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

কেস স্টাডি- ২ : হার না মানা আবদুর রব

কথায় আছে, 'পরিশ্রমে ধন আনে পুণ্যে আনে সুখ।' আবদুর রব চোকদার তার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত। অথচ এক সময় তার হাতে কোনো কাজই ছিল না। কাজ না থাকলে যা হয়। দুই বেলা দুই মুঠো ভাত জুটত না। ছেলেমেয়েদের নিয়ে কতদিন যে না খেয়ে উপোস করতে হয়েছে! সে দিনের সেই আবদুর রব চোকদার এখন মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার মদিনা বাজারের সফল মুদি ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত।

না খেয়ে থাকার মতো কষ্টের জীবন থেকে তাকে আয়ের পথে ফিরিয়ে এনেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লিমিটেড-এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প। ১৯৯৫ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে মাত্র ৫,০০০ টাকা বিনিয়োগ সুবিধা নিয়ে মুদি ব্যবসা শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে বর্তমানে তার বিনিয়োগের পরিমাণ ১ লাখ টাকা। এভাবে মুদি ব্যবসা আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে বর্তমানে তার পুঁজির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫ লাখ টাকা। ব্যাংকে তার সঞ্চয়ের পরিমাণ ৪৮,০০০ টাকা। তার দোকানে প্রতিদিন প্রায় ২৫,০০০ টাকার মালামাল বেচাকেনা হয়। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ যা থাকে তা দিয়ে সংসার বেশ ভালোই চলে যায়। সংসারে এখন অভাব নেই, তাইতো কাউকে আর এখন আগের মতো না খেয়ে উপোস থাকতে হয় না। ছেলেমেয়েরা এখন তিন বেলা পেট পুরে খেতে পারে। মোট কথা পরিবার নিয়ে এখন তিনি ভালোই আছেন।[১]

অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকগুলোর রয়েছে অঙ্গ সংস্থা 'ব্যাংক ফাউন্ডেশন'। ব্যাংকগুলো ফাউন্ডেশনের আওতায় পল্লী উন্নয়ন প্র কল্প এলাকার বিশুদ্ধ খাবার পানির জন্য বিনামূল্যে টিউবওয়েল সরবরাহ করছে। গ্রামীণ স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা এবং জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সেনিটারী ল্যাট্রিনের ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। তাছাড়া পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশকে সবুজায়ন করতে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি পালন করে। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এ জাতীয় কর্মসূচী ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে নবতর সংযোজন।

ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন বাণিজ্যিক অর্থায়নের মুনাফার হারের চাইতে অনেক কম মুনাফা পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ গ্রাহক থেকে নিয়ে থাকে। এই নিম্ন হারে অর্থায়ন দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আন্তরিক ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। এই ধরণের উদ্যোগ সম্পদ বন্টনে উৎসাহিত করছে এবং সমাজ ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

শিল্পায়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান

ইসলামী ব্যাংকসমূহ পল্লীর দরিদ্রদের মাঝে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি দেশের শিল্প বিকাশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো জন্মলগ্ন থেকেই রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে বিনিয়োগ করে দেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। এ শিল্পের পথ ধরে দেশে নানা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

ধরনের ফরোয়ার্ড ও ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ শিল্পের বিকাশ ঘটছে। কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়নসহ দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ শিল্প পালন করছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। শিল্প খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ মোট বিনিয়োগের শতকরা ৪৫ শতাংশেরও বেশী। তার মধ্যে রফতানিমুখী পোশাক ও বস্ত্র শিল্পে ব্যাংকগুলো সর্বাধিক বিনিয়োগ নিয়োজিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনেক বৃহৎ শিল্প গ্রুপকে এককভাবে প্রকল্প বিনিয়োগ ও চলতি মূলধন হিসেবে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। শিল্পে বিনিয়োগ প্রদানে ব্যাংকগুলোর প্রধান খাতসমূহ হল : গার্মেন্ট, টেক্সটাইল, কৃষিভিত্তিক শিল্প, স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ঔষধ ও রসায়ন, প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ফিলিং ষ্টেশন, কোল্ড ষ্টোরেজ, রাইসমিল, বেভারেজ, সিমেন্ট, ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড প্লাস্টিক, জুট এন্ড কেমিকেল, সল্ট ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধরণের মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশে শিল্পের ব্যাপক ভিত্তি গড়ে তোলা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের দ্বারা ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা এবং বিনিয়োগ খাতকে বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকে 'ক্ষুদ্র শিল্প বিনিয়োগ প্রকল্প' চালু করা হয়েছে। এই বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় খাদ্য ও কৃষিনির্ভর শিল্প, প্লাষ্টিক ও রাবার শিল্প, বনজ ও আসবাবপত্র শিল্প, প্রকৌশল শিল্প, চামড়া শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, সেবা শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, কম্পিউটার প্রযুক্তি, কাগজ উৎপাদন শিল্প, হস্তশিল্প, মৎস্য ও পশু পালন খামার, ছিদ্রযুক্ত ইট, ছাদের টাইলস এবং ব্যাংকের কাছে গ্রহণযোগ্য যে কোনো ক্ষুদ্রশিল্পে বিনিয়োগ সুবিধা দেয়া হয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ সহায়তায় কোন কোন উদ্যাক্তা বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠীতেও পরিণত হয়েছে।

সীমিত আয়ের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান

অগ্রাধিকার খাতসমূহে ও অনুন্নত এলাকায় বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সমাজের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অবস্থার উন্নয়ন ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন বিশেষ প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। তন্মধ্যে রয়েছে পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহায়ণ বিনিয়োগ প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প, গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প, কৃষি-সরঞ্জাম বিনিয়োগ প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প প্রভৃতি। সীমিত আয়ের লোকদের আবাসন চাহিদা পূরণের জন্য গৃহায়ন বিনিয়োগ প্রকল্পের অধীনে ইসলামী ব্যাংকগুলো রাজধানী এবং বিভাগীয় ও জেলা শহরগুলোতে বহুতল বাড়ী নির্মাণ ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য দেশে এবং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী হাজার হাজার গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করেছে। ব্যাংকসমূহ বিভিন্ন হাউজিং কোম্পানীকেও বিনিয়োগ সুবিধা দিয়ে থাকে। এতে মধ্যম আয়ের মানুষ উপকৃত হচ্ছে।

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিবহণ, যানবাহন ও গাড়ি বিনিয়োগ কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্পের আওতায় বাস, মিনিবাস, ট্রাক, লঞ্চ, কার্গো ভেসেল, রেন্ট-এ কার সর্ভিসের জন্য গাড়ী ক্রয়ে সুবিধা দেয়া হয়। এছাড়া ব্যাংকসমূহ আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বেবীট্যাক্সি, টেম্পো ও পিকআপ-ভ্যান, ক্লিনিক ও হাসপাতালের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

এ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন পেশাজীবীর জন্য গাড়ী বিনিয়োগ কর্মসূচী পরিচালনা করে। এ খাতের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক চাকুরিজীবি অথচ স্বল্প আয়ের মানুষ উপকার লাভ করছে।

গ্রাম ও শহরের শিক্ষিত ও বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় বহুমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ সুবিধা দিচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পশু পালন, মাছ চাষ, ব্রয়লার মুরগী পালন, এগ্রোফার্মিং, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও উৎপাদন, ব্যবসা-দোকানদারী, পরিবহণ, কৃষি উপকরণ, বনায়ন, লন্ড্রি, সাইনবোর্ড লেখা ইত্যাদি। এ খাতে বিপুল সংখ্যক সুবিধাভোগীদের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে। কৃষি সরঞ্জাম বিনিয়োগ কর্মসূচীর আওতায় ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রামীণ বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সহজ শর্তে পাওয়ার টিলার, পাওয়ার পাম্প, শ্যালো টিউবওয়েল, মাড়াই কল ইত্যাদি সরবরাহ করে আসছে। দেশব্যাপী কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে এসকল প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নির্দিষ্ট আয়ের সরকারী, আধা সরকারী ও বেসরকারী চাকুরীজীবীদের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশে প্রথম গৃহসামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করে। সীমিত আয়ের লোকদেরকে সৎভাবে জীবন মান উন্নয়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের এই প্রকল্প অনেক প্রতিষ্ঠানকেই এ ধরণের প্রকল্প চালু করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামাজিক বিনিয়োগ : ব্যাংকিং সেক্টরে নতুন সংযোজন

বিভিন্নমুখী ব্যাংকিং লেনদেনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহ জন্মলগ্ন থেকেই গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব কর্ম-সংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, দুঃস্থ পুনর্বাসন, পরিবেশ সংরক্ষণসহ সামাজিক খাতে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুধেল গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা ও ভ্যান গাড়ী প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প-প্রকল্পসহ বিভিন্ন আয়-বর্ধক ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী। মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি ও অনুদান এবং দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্য দানসহ বিভিন্নমুখী শিক্ষা কর্মসূচী। মেডিক্যাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কর্মসূচী। এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে কন্যা পাত্রস্থ করার জন্য অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণ পথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী। ইসলামী ব্যাংকসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ হিসেবে ক্ষুদে উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ মানবকল্যাণে বিভিন্নমুখী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেমন : হাসপাতাল ও কম্যুনিটি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং দুঃস্থ মহিলা কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

সীমিত আয়ের লোকদের স্বাস্থ্য সেবার জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল ও কম্যুনিটি হাসপাতালের মাধ্যমে নূন্যতম খরচে অসংখ্য রোগীকে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে। এই খাতে ব্যাংকগুলোর অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নিজস্ব ফাউন্ডেশনের আওতায় মেডিক্যাল কলেজ, ইন্সটিটিউট, ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট ও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনা করছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ যাবত অসংখ্য শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ব্যাংকসমূহ দরিদ্র ও মেধাবী

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করে আসছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে এ পর্যন্ত বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, স্বামী পরিত্যক্তা বা অভিভাবকহীন হাজার হাজার মহিলার পুনর্বাসনের সুব্যবস্থা করেছে। এছাড়া বন্যা, খরা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বরাবরই জরুরি সাহায্য নিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে। মানবকল্যাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসকল কর্মতৎপরতা অনুসরণীয়।

একবিংশ শতকের বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ সকল বিচারে গণব্যাংক ও সার্বজনীন ব্যাংক হিসেবে ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অনুসরণ করে বাংলাদেশের ভারসাম্যপূর্ণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী আদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌন্দর্য, ব্যাংকসমূহের সকল স্তরের জনশক্তির সৎ, আন্তরিক ও আত্মনিবেদিত সেবা, প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে দুর্নীতিমুক্ত কার্যক্রম, ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব ও অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক এ ব্যাংকের সার্বিক পরিবেশকে বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। কল্যানমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তকরূপে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা দেশের আর্থ-সামাজিক খাতে বিগত দুই যুগ যে অবদান রেখেছে তার আলোকে বলা যায়, দেশের সার্বিক ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করলে দেশের সাড়ে সাত শতাধিক শাখার এ বিরাট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক এ দেশের অভাবী মানুষের হতাশা মুছে ফেলতে এবং সামগ্রিকভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করতে অসামান্য অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেশের নেতৃস্থানীয় তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদ থেকে শুরু করে ব্যাংকিং খাতের অনেক শীর্ষ ব্যক্তি মনে করছেন, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলাদেশের গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা ইসলামী পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবে। এর ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নতুন গতি ও উদ্যম সৃষ্টি হবে। এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত হলে তা হবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অসামান্য কৃতিত্ব।

সবশেষে বিখ্যাত পশ্চিমা সাময়িকী 'ইকনোমিস্ট' এর মন্তব্য এখানে প্রনিধানযোগ্য। ১৯৯৪ সালের ৬ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত 'সার্ভে অব ইসলাম' শিরোনামের একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে বলা হয় :

> অতীতে বিশ্বব্যাপী মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিল এবং ইসলামের কাছ থেকে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিল। আর এখনকার বিশ্ব ইসলামের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়া গ্রহণ করতে পারে।[১]

ইকনোমিস্ট-এর দৃষ্টিতে মুসলমানদের অতীত গৌরব তার শিক্ষা পদ্ধতি। আর দীর্ঘকাল পর মানব জাতির প্রতি ইসলামের বর্তমান উপহার ইসলামী ব্যাংকিং। ইকনোমিস্ট-এর এ বক্তব্যের সার কথা হল : ইসলামী ব্যাংকিং পাশ্চাত্যের আধুনিক ব্যাংকিং-এর চাইতে শ্রেষ্ঠ। পশ্চিমা আধুনিক ব্যাংকিং-এর সীমাবদ্ধতা অনেক আগেই অর্থনীতিবিদদের কাছ স্পষ্ট হয়েছে। তার মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি বিশেষ ধর্মীয় পদ্ধতি হিসেবে নয়, বরং সার্বজনীন আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের সামনে মুক্তির এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। ইসলামী ব্যাংকিং হল আর্থিক দুনিয়ার এক অনন্য বিপ্লব।

---

১. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকের অবদান', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

Dhaka University Institutional Repository

অধ্যায় চার

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান মূল্যায়ন

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : এক

বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

বাংলাদেশে ২০১২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭টি তফসিলি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক ৮টি। বাদবাকী ৩৯টি দেশী-বিদেশী বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাঝে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক হল মোট ৭টি।[১] ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের ১২ বছর পর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক কাজ শুরু করে। সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মাঝে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা ছিল একটি চ্যালেঞ্জ। তার চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অথৈ দরিয়ায় বাণিজ্যিকভাবে অগ্রসর হওয়া এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করানো। এই দু'টি চ্যালেঞ্জেই এদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত স্বার্থকতার সাথে উত্তীর্ণ হয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এখন এদেশের গণমানুষের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক এদেশে কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন সর্বস্ব ব্যাংকিং ধারা থেকে বেরিয়ে এসে একটি কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ধারার জন্ম দিয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকপালে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, আর্তমানবতার সেবা সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখন দেশের উন্নয়নকামী সাধারণ মানুষের আশার একমাত্র প্রতীক। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেখানে নিজেদের অনুকূল বাজার ব্যবস্থা, আইনী সহায়তা ও মুক্ত পরিবেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সামনে প্রতিকূল বাজার, শরী'আহ্র বাধ্যবাধকতা, আইনী প্রতিকূলতা ইত্যাদি সত্ত্বেও ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সার্বিক খাতে অধিকতর সফলতার অধিকারী হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সামগ্রিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সুদী ব্যাংক নিজেদেরকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রায় ৩০ বছরের দীর্ঘ পথচলার পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের আর্থ- সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সাথে ইসলামী ব্যাংকসমূহের

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১১-২০১২, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, পৃ. ২৪৭-২৪৮

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমের তুলনামূলক আলোচনায় এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিস্কারভাবে ফুটে উঠবে। নিম্নে বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল :

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিকাশ

বিশ্বময় প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের। বিপরীতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাস মাত্র অর্ধশতাব্দীকালের। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং-এর জনপ্রিয়তা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।[১] বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সবেমাত্র ৩০ বছরে (১৯৮৩-২০১৩) পদার্পন করেছে। ১৯৮৩ সালে এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। এ ব্যাংকের মাধ্যমেই বাংলাদেশে সম্পূর্ণ নতুনভাবে শুরু হয় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পথ চলা। ১৯৮৩ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ব্যাংকগুলো যে হারে বিস্তার লাভ করেছে সে তুলনায় ইসসলামী ব্যাংকসমূহ অধিক হারে বিস্তার লাভ করেছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিকাশ সন্তোষজনক এবং অগ্রগণ্য। উদাহরণত ২০০৮ সালে প্রচলিত ৪১টি ব্যাংকের ৬,৪৫৭টি শাখা যা ২০০৯ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৫৬৪টিতে। অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৪১টি প্রচলিত ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ১০৭টি। অপরদিকে ২০০৮ সালে ৬টি ইসলামী ব্যাংকের ৪২৯টি শাখা ছিল যা ২০০৯ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩১টি'তে। অর্থাৎ ২০০৮ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৬টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে ১০২টি।[২] যা প্রচলিত ব্যাংকগুলোর শাখা বৃদ্ধির তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। এমনিভাবে ২০০৯ সাল থেকে ২০১০ সালে প্রচলিত ৪০টি ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ৪৮২টি। বিপরীতে ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে ৮১টি।[৩] এখানেও শাখা বৃদ্ধির হিসাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে রয়েছে। ২০১০ সাল থেকে ২০১১ সালে প্রচলিত ৪০টি ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে মাত্র ২৩৩টি। বিপরীতে ৭টি ইসলামী ব্যাংকের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে ৭০টি।[৪] ২০১১ সাল থেকে ২০১২ সালে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে সর্বমোট ৫৪৭টি। বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধি হয়েছে সর্বমোট ৭৭টি।[৫] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তুলনামূলক শাখা বৃদ্ধিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে রয়েছে।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অবিস্মরণীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলানায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রভূত আর্থিক অগ্রগতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট সম্পদ, মোট দায়, মোট

---

১. ড. এম ওমর চাপরা, *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*, ড. মাহমুদ আহমদ অনূ., ঢাকা : বি আই আই টি, ১ম সং, ২০১১, পৃ. ২৮৬

২. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৮-২০০৯*, মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৩

৩. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০০৯-২০১০*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৪. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১০-২০১১*, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৮

৫. দ্র. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১১-২০১২*, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এণ্ড পাবলিকেশন্স, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

Dhaka University Institutional Repository

আমানত, মোট বিনিয়োগ, আগাম ইত্যাদি সূচকে তুলনামূলক বেশী অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ ও আমানতের বিপরীতে বিনিয়োগ ও আগাম এর হার শতকরা ৭৩.৭% এবং অন্যান্য খাতে মোট দায়ের শতকরা ৯০.৩ শতাংশ চিহ্নিত হয়েছে। এরফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শকরা ২৮.৩% যা ২০১১ সালে ছিল শতকরা ২৫.০%। একইভাবে আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৮.৬% যা ২০১১ সালে ছিল ২২.৯%। অপরদিকে ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফার হার উন্নীত হয়েছে শতকরা ৩৯.০%।[১] অথচ প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এসকল খাতে অগ্রগতি অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ আর্থিক অগ্রগতি সবার দৃষ্টি কেড়েছে।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার। দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান বাজার অংশ মোট বাজার অংশের এক পঞ্চমাংশ। যা বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার বিচারে সমৃদ্ধশালী একটি অবস্থান। সম্পদে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৬.৮৫ ভাগ, বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৯.৮৫ ভাগ, আমানতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৮.৩৩ ভাগ, মূলধনের অংশ মোট বাজার অংশের শতকরা ১৪.৩ ভাগ এবং দায়ের মোট বাজার অংশের শতকরা ১৭.১ ভাগ।[২] দায়ের স্থিতি এবং দায়ের আমানতের শতকরা হার (৯১.২ ভাগ) প্রমাণ করে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থিক সম্পদের মূল উৎস হল এদেশের গণমানুষের গচ্ছিত আমানত।

প্রচলিত ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্থনৈতিক খাত

বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এই সক্ষমতা তাদের প্রবৃদ্ধির হার এবং আর্থিক বাজারে তাদের অংশ দিয়ে পরিমাপ করা যায়। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৯.৩ ভাগ ও ১৮.৯৪ ভাগ সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ ও ২৯.৫ ভাগ।[৩] বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে বাজার অংশের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে অগ্রগামী। আমানত ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে ১৭.৫% ও

১. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2012*, Financial Stability Department, Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank, Dhaka, 2012, p. 43

২. Ibid

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১২*, ঢাকা, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

২০.৭%। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩%।[১]

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা অর্জন

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শক্তিশালী মুনাফার স্তর তাদের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচায়ক এবং ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনার সক্ষমতা প্রকাশক। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে মুনাফা অর্জনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে নেতৃত্ব অর্জন করেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমগ্র ব্যাংকিং খাতের ২৩.১২ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের অনুপাতে মুনাফা আয়ের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯.৭৪ ভাগ। যা সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের গড় মুনাফা হার ৮.১৪ এর চাইতে বেশী। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফাবর্জিত আয়ের পরিমাণ মোট সম্পদের অনুপাতে শতকরা ১.৪০ ভাগ যা সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের তুলনায় ২.০৩ ভাগ থেকে কম। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সম্পদের উপর আয় হারের ভিত্তিতে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের শতকরা ০.৮৪ ভাগ এর তুলানায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শতকরা ১.১৩ ভাগ মুনাফা অর্জন সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ গুণগতমান নির্দেশ করে।[২]

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের তারল্য

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৬.০০ ভাগ নগদ জমা সংরক্ষণসহ শতকরা ১৯.০০ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ দ্বি-সপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। সিআরআর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নগদে এবং এসএলআর এর অবশিষ্ট অংশ নগদে অথবা দায়হীন অনুমোদিত সরকারী সিকিউরিটিজ ক্রয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। ইসলামী শরী'আহ্‌র ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের এসএলআর এর পরিমাণ শতকরা ১১.৫০ ভাগ।[৩] বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট পরিমাণ এবং সাময়িক দায় পূরণ করেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৬.৭০ ভাগ যা ২০১১ সালে ছিল শতকরা ৯০.৯০ ভাগ।[৪]

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা

মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকগুলোর সার্বিক মূলধনের অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর আলোকপাত করে। এটি সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি যেমন- ঋণ ঝুঁকি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, রেসিডুয়াল ঝুঁকি, ঋণপুঞ্জিভূতকরণ ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম হানির ঝুঁকি, সেটেলমেন্ট ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

২. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2012*, ibid, p. 44

৩. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১০-২০১১, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪৭-৪৮

৪. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2012*, ibid, p. 45

Dhaka University Institutional Repository

ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদি মোকাবেলায় সহায়তা। ব্যাসেল-২ এর আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকগুলোকে মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০.০০ ভাগ বা ৪.০০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'য়ের মধ্যে যেটি বেশী, তা সংরক্ষণ করতে হবে।[১] ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সবগুলো ইসলামী ব্যাংক উল্লিখিত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণের মাধ্যমে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে নিজেদের অগ্রগামীতা যেমনি নিশ্চিত করেছে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভেরও স্বাক্ষর রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত মূলধন আর্থিক ক্ষেত্রে তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ কার্যক্রম

পুরো ব্যাংকিং সেক্টরের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ১০.০০ ভাগের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগের অনুপাত শতকরা ৩.৯০ ভাগ ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ৭৬.০০ ভাগের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন অনুপাতের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ৪৩.৫০ ভাগ প্রচলিত ব্যাংকসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার কথাই বলে।[২]

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের রেমিট্যান্স আহরণ কার্যক্রম

রেমিট্যান্স বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান খাতে পরিণত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ অর্থ বলতে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একপাশ থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে ব্যাংকটি দেশের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণ করে সেটি হল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি অবদান রাখছে। ২০১২ সালের হিসাব অনুযায়ী দেশে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ শতকরা ২৬.৩৩ ভাগ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণকারী প্রচলিত ব্যাংক হল অগ্রণী ব্যাংক যার রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ শতকরা ১২.০৬ ভাগ।[৩] যা ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স আহরণের অর্ধেকেরও কম। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহই সেরা।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের শিল্পোন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা কল্পাই করা যায় না। শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি নানা দিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি লাভ করে, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থান তৈরী হয়, বেকার সমস্যা লাঘব হয় ইত্যাদি। সর্বোপোরি সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১০-২০১১, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৪১
২. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2012*, ibid, pp. 45-46
৩. Ibid, p. 46

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পকে সর্বসেরা মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ খাতের উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান বেশী। শিল্পখাতে মোট বাজার অংশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ শতকরা ১৯.০০ ভাগ।[১] যা প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় বেশী। দেশের মোট তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ইউনিটের মধ্যে প্রায় ১ হাজারেরও বেশী ইউনিটে অর্থায়নসহ সার্বিক ব্যাংকিং সুবিধা দিয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ শিল্প খাতে। ফলে এসব খাতের প্রায় ৫০ লাখেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারস্থ লোকের জীবনমান উন্নয়ন ও ব্যয়ভার বহনের সুযোগ তৈরী হয়েছে।[২] বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে তৈরী পোশাক শিল্প, বস্ত্র খাত, ঔষধ শিল্প, গৃহায়ন শিল্প, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, বিদ্যুৎ, পরিবহণ শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প ইত্যাদি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এত বিস্তৃত পরিসরে শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করতে পারেনি।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কৃষি উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দ্বিতীয় অগ্রাধিকারমূলক খাত কৃষি। ইসলামী ব্যাংক যাত্রার শুরু থেকেই কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোকে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংক রয়েছে বলে যেখানে প্রচলিত ব্যাংকগুলো প্রধানত শিল্প নির্ভর প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নেই বেশী আগ্রহী, ইসলামী ব্যাংকসমূহ সেখানে নিজস্ব দায়িত্ববোধ নিয়ে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লি. এর বিনিয়োগের পরিমাণ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে সর্বোচ্চ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এবং এক্সিম ব্যাংক লি.-ও কৃষির উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ শতকরা ৩.৩ ভাগ।[৩] বেসরকারী খাতের মোট সার আমদানীর শতকরা ৬৫ ভাগ আসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে।[৪] বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাঝে কৃষি খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর বিনিয়োগ সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ। কৃষি খাতের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের চাইতে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি খাতের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা চালু করেছে।[৫] অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নয়নে

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

২. শাইখ মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ, 'ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে', *অর্থনীতি গবেষণা*, মুহাম্মদ নূরুল হুদা সম্পাদিত, আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ২৩৬

৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ, ৭৪

৪. শাইখ মোহাম্মদ 'আব্দুল হামিদ, 'ইসলামী ব্যাংকের ৩০ বছর : সফলতা ও অবদানে দেশের শীর্ষে', *অর্থনীতি গবেষণা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৫. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের সিএসআর কার্যক্রম

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate Social Responsibility (CSR) বলতে মূলত পরিবেশগতভাবে টেকসই সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সচেতনতা সৃষ্টি ও অংশগ্রহণকে বুঝায়। সিএসআর কার্যক্রম সাধারণত ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের ফলে সৃষ্ট বহুমুখী পরিবেশগত অভিঘাত হ্রাসকরণ এবং দেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান অসমতা, বঞ্চনা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত।[১] সিএসআর কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর রেটিং-এ ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান প্রথম সারির।[২] প্রচলিত ব্যাকগুলোর কোন কোনটি সিএসআর কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করলেও তা অনেকটা দায়সারা গোছের। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পরিবেশ ইত্যাদি সেবা খাতসমূহের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেমন নিজস্বভাবে আলাদা দাতব্য প্রতিষ্ঠান (ফাউন্ডেশন) গড়ে তোলার মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের মাঝে তেমন কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায় না।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম

প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সুদভিত্তিক অর্থায়নে বিশ্বাসী। তাই এসকল ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সেবা ও কল্যাণ চিন্তার আগে মুনাফার কথা সর্বাগ্রে চিন্তা করে। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যদিও পল্লী উন্নয়ন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এবং সাধারণ কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে তথাপি সে ঋণের উপর উচ্চহারে সুদ থাকার কারণে অধিকাংশ উদ্যোক্তা বা চাষীরা সর্বস্ব হারিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিবর্তে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে যান। বিপরীতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসকল খাতে ঋণদান সুদমুক্ত হওয়ায় এবং গ্রাহকদেরকে তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক থেকে বিশেষ তদারকি করার ফলে তা হয়ে ওঠে অধিক কল্যাণকর এবং উৎপাদনমুখী। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে বিস্তৃত পরিসরে ঋণ প্রদান করে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিভিন্নমুখী প্রকল্প যেমন : পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প, শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আর্থিক সেবা মূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ প্রকল্প, এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প, নগর দারিদ্র্য উন্নয়ন প্রকল্প ইত্যাদি পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে বিস্তৃত পরিসরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সে তুলনায় কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে অনেক পিছিয়ে রয়েছে।

---

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট ২০১০-২০১১*, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৫৬

২. দ্র. Bangladesh Bank, *Review of CSR initiatives of banks- 2011*, Agricultural Credit & Financial Inclusion Department, Bangladesh Bank, Dhaka, 2012, pp. 24-25

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মসংস্থান তৈরী কার্যক্রম

প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কেবল আর্থিক মুনাফা অর্জনের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে এসকল ব্যাংকের কার্যক্রমের গণ্ডি খুব বেশী সম্প্রসারিত নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুঁজিহীন মানুষের হাতে পুঁজি তুলে দেয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের গণ্ডিও বিশাল। তৃণমূল পর্যায়ে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্মসংস্থান তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পল্লী এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর দ্বারা সে পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয়নি। ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রশিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা সরাসরি ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। এমনিভাবে ব্যাংকসমূহ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে যে সকল বড় বড় শিল্প-কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতে কর্মরত সকল মানুষের কর্মসংস্থান তৈরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ন্যায় এ ধরণের কর্মকাণ্ডে সমঅংশীদার দাবী করলেও প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগ পরিচালনা করে অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারে যে স্বচ্ছলতা বয়ে এনেছে সে কৃতিত্বের দাবীদার কেবলমাত্র ইসলামী ব্যাংকসমূহ। এক হিসাবে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সেবার মাধ্যমে এ দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষকে সেবা প্রদান করেছে[১] এবং প্রায় দুই কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। বিপরীতে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে কর্মসংস্থান তৈরীর এমন বৃহৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম

দারিদ্র্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য বিমোচন বাংলাদেশ সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সর্বব্যাপী এ সমস্যাকে দূরীভূত করতে হলে সর্ব মহলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও ভূমিকা একান্ত আবশ্যক। দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকিং খাত অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং পুঁজিবাদী আদর্শ লালন করায় অধিকাংশ ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সমাজের বিত্তশালীদের কল্যাণেই নিবেদিত। এ কারণে কোনভাবেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পুঁজি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ছড়িয়ে না পড়লে কোন কালেই দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে না। এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সমাজের সর্বনিম্ন দীন-হীন মানুষটির কাছে

১. শাইখ মোহাম্মদ ‘আব্দুল হামিদ, প্রাগুক্ত পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত পুঁজি পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য ইসলামী ব্যাংক শুরু থেকেই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। শুরু থেকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতিমালা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে ভিক্ষুক, রিক্সাচালক থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরাই ব্যাংকিং সেবার আওতাভূক্ত হতে পারে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক হিসাব পরিচালনা বাবদ গ্রাহকদের কাছ থেকে কোন চার্জ কর্তন করে না।[১] পল্লী অঞ্চলের এমন অনেক হিসাব রয়েছে ব্যাংক যেগুলো থেকে কোন চার্জ কর্তন করে না। ফলে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকেরা ব্যাংকিং করার সুযোগ লাভ করছে। বিপরীতে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এমন কোন মহৎ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও নগর উন্নয়ন প্রকল্প। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এই দুই প্রকল্পের অবদান এতই বেশী যে, দেশের ১৫০০টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ও অর্থায়নের পরিমাণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের অবস্থান চতুর্থ।[২] কৃষি, নার্সারি, বনায়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস চাষ, গ্রামীণ পরিবহণ, অকৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি খাত এ প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংসমূহের নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের মোট জনশক্তির অর্ধেক নারী। তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হলে পুরুষের পাশপাশি নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের অধিকাংশেই নারী উন্নয়নে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না। কিছু কিছু প্রচলিত ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদান করলেও তার ওপর সুদ আরোপ করা হয় এবং তা সহজ শর্তে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম ভিন্নতর। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছে যে, নারীদেরকে উৎপাদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো ছাড়া এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ নারী উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। দেশের যে কোন শাখা থেকে নারী উদ্যোক্তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ অসহায় ও বিধবা নারীদের জীবনমান উন্নত করা এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে। যা প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর কর্মসূচিতে লক্ষ্য করা যায় না।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ক্রমেই নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশের অবনতি রোধ এবং একটি টেকসই ব্যাংক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলোর জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করেছে। এসকল নীতিমালার মধ্যে রয়েছে যেমন : শিল্পপ্রতিষ্ঠানে Effluent Treatment Plants (ETP) স্থাপনের জন্য এলসি খোলা, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও ETP স্থাপনে অর্থায়নের ক্ষেত্রে

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাহককে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান, সামাজিক দায়বদ্ধতা গাইডলাইন পরিপালন এবং পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণে ঋণ গ্রহীতাদেরকে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি।[১] পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসকল নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন ব্যাংকের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবেশবান্ধব গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় কিছুসংখ্যক ব্যাংক ব্যতীত অধিকাংশ ব্যাংকেরই অবহেলা লক্ষ্য করা গেছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংসমূহের অবস্থান অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকসমূহের চাইতে সন্তোষজনক। পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং পরিচালনায় সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান প্রথম সারির।

প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্তমানবতার সেবা কার্যক্রম

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন একটি দেশ। প্রতিবছর ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুহারা বিপুল সংখ্যক মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে। এসকল মানুষের কল্যাণে ব্যাংকসমূহ আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহও আর্তমানবতার সেবায় এককালীন অনুদান প্রদান ছাড়াও সমাজের দুঃস্থ, বঞ্চিত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর্তমানবতার সেবায় প্রচলিত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম যেখানে এককালীন, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সেখানে দীর্ঘমেয়াদী।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যেই পরিচালিত। সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিশাল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এসকল ব্যাংকের কর্মতৎপরতা ততটা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেমনি প্রচলিত ব্যাংকসমূহের চাইতে কোনভাবেই পিছিয়ে নেই তেমনি সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ এদেশের সমগ্র ব্যাংকিং জগতের এক উজ্জ্বল পথিকৃতে পরিণত হয়েছে । মোটকথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের চাইতে বহুগুণ বিস্তৃত ও অগ্রণী। যা উপরোক্ত আলোচনায় পরিস্কারভাবে উঠে এসেছে।

১. বাংলাদেশ ব্যাংক, *বার্ষিক রিপোর্ট* ২০১০-২০১১, ডিপার্টমেন্ট অব প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : দুই

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা

১৯৮৩ সালে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক পথচলা আরম্ভ হয়।[১] ৩০ বছরের ব্যবধানে ইসলামী ব্যাংকিং এখন এদেশে স্বতন্ত্র ও স্বনামধন্য একটি সফল ব্যাংক ব্যবস্থা। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং ১৬টি প্রচলিত সুদী ব্যাংকের নির্ধারিত কয়েকটি শাখা মিলে প্রায় ৭৭০টি শাখা ইসলামী অর্থনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে।[২] ব্যাংকিং বাণিজ্যের সকল পরিমন্ডলসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান আজ সকল মহলে স্বীকৃত ও প্রশংসিত। বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তন, শরী'আহ্ পরিপালন, ইসলামী ব্যাংকিং-এর দ্রুত বিকাশ, বাণিজ্যিক অগ্রগতি, সততা ও আমানতদারীতার প্রশ্নে আস্থা অর্জন, কল্যাণধর্মী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন, দেশের সেরা ব্যাংক হওয়ার মর্যাদা লাভসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরিচালনাগত দিক দিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যেমনি রয়েছে সফলতা তেমনি বাস্তব সম্মত কারণে রয়েছে কিছু ব্যর্থতাও। ব্যর্থতাসমূহের মাঝে উল্লেখযোগ্য হল : বিনিয়োগে কাংখিত ইসলামী পদ্ধতির অনুসরণ করতে না পারা, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে না পারা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারা, পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থতা, প্রকল্প মূল্যায়নে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা, শরী'আহ্ কাউন্সিলগুলোর মাঝে মতৈক্যের অভাব, পেশাদার ব্যাংকারের অভাব, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যর্থতা, কৃষিতে অপ্রতুল বিনিয়োগ, পল্লী শাখা খুলতে না পারা ইত্যাদি। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ যাবত অর্জিত সফলতা এবং ব্যর্থতা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এ পরিচ্ছেদে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে তা মূল্যায়ন করা হবে :

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা

১. **বাংলাদেশে সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন :** বাংলাদেশে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের সবচেয়ে বড় সফলতা। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণে ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের সহায়তা ছাড়া বর্তমানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনভাবে সম্ভব নয়। শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সবাইকে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতেই হয়। কিন্তু একটা সময় বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার পুরো কাঠামো সুদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। একদিকে ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারামকৃত সুদ থেকে বেঁচে থাকা এবং অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার স্বার্থে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে

---

১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য-অসাফল্য সমস্যা ও দিকনির্দেশনা', *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা*, আবুল আসাদ সম্পা., দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৪, পৃ. ১০৬

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হওয়া -দীর্ঘকাল এই উভয় সংকটের মাঝে বসবাস করতে হয় বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম জনসাধারণকে। প্রত্যেক মুসলিম মাত্রই সুদকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তাই ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ছিল সময়ের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। ১৯৮৩ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিকাশ এই ঐতিহাসিক সত্যতারই প্রমাণ বহন করে যে, এদেশের আপামর মুসলিম জনসাধারণের জন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। ইসলামী শরী'আহ্র আলোকে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রবর্তন তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহের সবচেয়ে বড় সফলতা।

২. **ইসলামী শরী'আহ্ পরিপালন :** ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এতে রয়েছে পরিপূর্ণ ও কল্যাণধর্মী অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি। এই নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতিই হল শরী'আহ্। ব্যাংকগুলোর মাঝে শরী'আহ্ সম্পর্কিত মতামত ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের রয়েছে 'সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ'। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ বোর্ড শরী'আহ্ পরিপালন বিষয়ে সদস্য ব্যাংকসমূহের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।[১] এ বোর্ডের অধীনে ব্যাংকসমূহের নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিনিয়োগ, ডিপোজিট, আমদানি-রপ্তানি গ্রাহকসহ সকল প্রকার গ্রাহকদেরকে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রশিক্ষণের জন্য সভা, সমাবেশ, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোয় শরী'আহ্ পরিপালন এবং তা আরো বেগবান করতে এ বোর্ড মূখ্য ভূমিকা পালন করছে। দু' একটি ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ পরিপালনে ঘাটতি প্রত্যক্ষ করা গেলেও প্রতিষ্ঠিত ও প্রধান সারির ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমে যথাযথভাবে শরী'আহ্ পরিপালন একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা।

৩. **ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ :** বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যস্থার একটি বিশেষ সাফল্য হল এদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দ্রুত বিকাশ। মাত্র ৩০ বছরের (১৯৮৩-২০১২) ব্যবধানে বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মাঝেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা বিস্তারে অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়েছে। এ অভিসন্দর্ভের অধ্যায় : এক এর পরিচ্ছেদ : চার -এ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ক্রমবিকাশের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাতে দেখা যায়, প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর শাখা বৃদ্ধির তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শাখা বৃদ্ধির হার ঈর্ষণীয় পর্যায়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা খুবই আশাব্যঞ্জক। এদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। ঐ বছরই প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ব্যাংকের সাফল্যই পরবর্তীতে আরো ৬টি ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে।[২] ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে দেশের দ্বিতীয় ইসলামী ব্যাংক

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫
২. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি.। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি.। ১৯৯৫ সালে সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি.। ২০০১ সালে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.। ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এবং ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি.। এসকল ইসলামী ব্যাংক অদ্যবধি অত্যন্ত সুনামের সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অপরদিকে শুধু ইসলামী ব্যাংক নয় বরং ৯টি প্রচলিত সুদী ব্যাংক আলাদা ইসলামী ব্যাংকিং শাখা স্থাপনের মাধ্যমে এবং ৭টি প্রচলিত ব্যাংক আলাদা উইন্ডোর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১] এতে প্রমাণিত হয় ইসলামী ব্যাংক এদেশে ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অভূতপূর্ব সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। দ্রুত শাখা বৃদ্ধি ইসলামী ব্যাংকসমূহের পরিচালনাগত একটি বিরাট সফলতা।

৪. **ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাণিজ্যিক অগ্রগতি :** ইসলামী ব্যাংকসমূহ ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু করে গত তিন দশকে নেটওয়ার্ক অনেকখানি বিস্তৃত করতে সমর্থ হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা বৃদ্ধির সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শাখা বৃদ্ধি হয়ে উন্নীত হয়েছে ২৭৬টিতে,[২] আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. এর শাখা বৃদ্ধি হয়ে উন্নীত হয়েছে ৩৩টিতে,[৩] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর উন্নীত হয়েছে ১০৮টিতে,[৪] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর উন্নীত হয়েছে ৮৬টিতে,[৫] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর উন্নীত হয়েছে ৮৪টিতে,[৬] এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি. এর উন্নীত হয়েছে ৭২টিতে[৭] এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর শাখা বৃদ্ধি হয়ে উন্নীত হয়েছে ১০০টিতে[৮]। ইসলামী ব্যাংকগুলোর রেকর্ডসংখ্যক শাখা সম্প্রসারণ বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে একটি বিরাট সাফল্য।

বিগত বছরগুলোতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আমানত ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে প্রতি চার বছরে দ্বিগুণ। এছাড়া বিভিন্ন আর্থিক রেটিংয়েও অত্যন্ত সম্মানজনক স্থানে রয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যাংকের তালিকায় বেশ কয়েকবার ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.

---

১. Bangladesh Bank, *Financial Stability Report 2012*, Financial Stability Department, Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank, Dhaka, 2012, p. 42

২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৫

৩. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 45

৪. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 12

৫. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 17

৬. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 14

৭. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 13

৮. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 7

Dhaka University Institutional Repository

এবং এক্সিম ব্যাংক লি. একবার প্রথম স্থান দখল করেছে। দেশসেরা ব্যাংক হওয়ার কৃতিত্ব অর্জনের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. ও শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. সম্মানজনক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে। মূলধন বৃদ্ধি, সম্পদ অর্জন, কার্যক্রম ও মুনাফা বৃদ্ধি এবং শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে মুনাফা বন্টনের হার বৃদ্ধির ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতি জনগণের আস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই আস্থার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে শেয়ার বাজারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শেয়ার আশাতীত মূল্য বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে। এক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শেয়ার ফেস ভ্যালুর চেয়ে আটগুণ বেশী দামে বিক্রি হয়। এমনকি ১৯৯৬ সালে ভয়াবহ শেয়ার মার্কেট বিপর্যয়ের পর যেখানে অনেক প্রতিষ্ঠিত ও স্বনামখ্যাত কোম্পানীর শেয়ারের দাম ফেস ভ্যালুর নিচে নেমে যায় সেখানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর শেয়ার ফেস ভ্যালুর চেয়ে চারগুণেরও বেশী দামে বিক্রি হয়।[১] শাখা সংখ্যা বৃদ্ধির বিচারে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের অগ্রগতিও অনুল্লেখযোগ্য নয়। ব্যাংকটি কিছু সংকটকাল অতিক্রম করার পর বর্তমানে অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি ইসলামী ব্যাংক : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি., এক্সিম ব্যাংক লি. এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. অত্যন্ত প্রশংসনীয় অগ্রগতি লাভ করেছে। ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত আরো একটি নতুন ইসলামী ব্যাংক ইউনিয়ন ব্যাংক লি.ও অগ্রগতি সাধনে এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

৫. **সততা ও আমানতদারিতার প্রশ্নে আস্থা অর্জন :** ইসলামী ব্যাংকসমূহের দক্ষতা সকল ক্ষেত্রে এখনো প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু সততা ও আমানতদারিতার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অদ্যবধি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা অবশ্যই ঈর্ষণীয়। ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ ব্যাংকিং-এ ঘুষ এবং বখশিসের যে ছড়াছড়ি ইসলামী ব্যাংকিং জগত তা থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করে। নিন্দুকেরাও অকপটে স্বীকার করে যে, ইসলামী ব্যাংকের কোন বিনিয়োগ মঞ্জুরী পেতে কোন প্রকার ঘুষ দিতে হয় না। যে কারণে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতি অনুরক্ত নন এমন ব্যক্তিরাও আজ ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক হচ্ছেন। এমনকি অমুসলিমরাও বর্তমানে সারা দেশজুড়ে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক হচ্ছেন।[২] সব কারবারেই সততা ও আমানতদারিতার প্রশ্নে আস্থা অর্জন করা প্রয়োজন। বিশেষকরে ব্যাংকিং-এ আস্থা ও আমানতদারিতার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু কিছু কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্থ কেলেঙ্কারী ঘটনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা যেভাবে ভেঙ্গে পড়ছে তার মোকাবেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর আস্থার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে তা এক বিরাট সফলতা।

---

১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

৬. **কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন :** ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের ব্যাংকিং জগতে এমন কিছু ব্যতিক্রমধর্মী আর্থ-সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে যা সুদভিত্তিক প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সচরাচর করে না। এসব কর্মসূচী সাধারণ মানুষকে ইসলাম ও ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে অনেক বেশী আগ্রহী করে তুলেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমাজকল্যাণমূলক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমাজকল্যাণমূলক ফাউন্ডেশন যেমন : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর 'ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন', আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর 'আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন', শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর 'শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন' এবং এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লি. এর 'এক্সিম ব্যাংক ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে বেকার যুবসমাজের জন্য রয়েছে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম, মানবিক সাহায্যদান কার্যক্রম, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ব্যাংক হাসপাতাল ইত্যাদি। প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে সামাজিক উন্নয়নমূলক এমন সব কর্মকাণ্ড সচরাচর লক্ষ্য করা যায় না। মোটকথা ইসলামী ব্যাংকসমূহ এদেশের ব্যাংকিং জগতে একটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে যা ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি বিরাট সফলতা।

৭. **ইসলামী ব্যাংক দেশের সেরা ব্যাংক :** বাংলাদেশে ১৯৮৩ সালে শুরু হওয়া ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে ৩০বছর অতিক্রম করেছে। ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদান ও সাফল্যের ফলে এদেশের প্রথম এবং সর্ববৃহৎ ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.' দেশের ৪৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে সেরা ব্যাংকে পরিণত হয়েছে। ইসলামী শরী'আহ্র ভিত্তিতে পরিচালিত এই ব্যাংকটি ব্যাংকিং-এর সকল ক্ষেত্রসহ ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসবে দেশের সেরা ও শ্রেষ্ঠ ব্যাংক রূপে এখন সবার কাছে সমাদৃত। ১৯৮৩ সালে যার আমানত ছিল প্রায় সাড়ে ১৪ কোটি টাকা, ৩০ বছর পর বর্তমানে সে ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ ৪১,৬০৩ কোটি টাকা যা দেশের ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০১২ সালেই প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা আমানত বৃদ্ধি পেয়েছে যা মধ্যমসারির কোন ব্যাংকের মোট আমানতেরও বেশী।[১] এমনিভাবে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে কোন অংশেই পিছিয়ে নেই। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক এবং এক্সিম ব্যাংক লি. দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর তুলনায় অধিকতর সফল। বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাকিং জগতে নানান প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিপরীতে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে দেশের সেরা ব্যাংকে পরিণত হওয়া ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিরাট এক সফলতা।

---

১. শাইখ মোহাম্মদ 'আব্দুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩

Dhaka University Institutional Repository

৮. **গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন :** ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য সফলতা হল, এদেশের গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিগত ৩০বছরের ইতিহাসে গ্রামীণ অর্থনীতির যে বিকাশ সাধিত হয়েছে তা এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছে। পল্লী ও শহরের অবহেলিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বপ্রথম ১৯৯৫ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আরডিএস) এবং ২০১২ সালে নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (ইউপিডিএস) চালু করে।[১] বাংলাদেশে ব্যাংকিং কার্যক্রমে পল্লী উন্নয়ন খাতকে অগ্রাধিকার দেয়ার পেছনে ইসলামী ব্যাংকের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংক এ কর্ম প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এগিয়ে আসে এবং বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে প্রায় প্রতিটি ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষক, শ্রমিক ও স্বল্প আয়ের মানুষ নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সকলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। দেশের ১৫০০ ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ও অর্থায়নের পরিমাণ বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর অবস্থান চতুর্থ।[২] গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে নেতৃস্থানীয় অবদান রাখতে পারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম সফলতা।

৯. **কৃষি খাতে বিনিয়োগে নেতৃত্ব প্রদান :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার প্রধান খাত কৃষি। ইসলামী ব্যাংক যাত্রার শুরু থেকেই কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোকে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। যেখানে অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংক শিল্প নির্ভর প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নেই বেশী আগ্রহী, ইসলামী ব্যাংকগুলো সেখানে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করে আসছে। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশে লি. এর বিনিয়োগের পরিমাণ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝে সর্বোচ্চ। এছাড়া আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ও এক্সিম ব্যাংক লি. কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কৃষিতে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি বিরাট সফলতা।

১০. **বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে সবার শীর্ষে ইসলামী ব্যাংক :** রেমিট্যান্স বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান খাত। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কৃতিত্ব সবার সেরা। বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাকিং খাতে ইসলামী ব্যাংক

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ১২৮

২. দৈনিক ইনকিলাব, ৮ মার্চ, ২০১৩

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের কষ্টার্জিত ঘামের টাকা দেশে বৈধ পথে আনয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃত্বদানকারীর ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সবচেয়ে বেশী রেমিট্যান্স আহরণ করছে। ২০১২ সালে এ ব্যাংক ১,৮৫০.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ দেশের মোট রেমিট্যান্সের ২৬.৩০ শতাংশ আহরণ করে।[১] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বাংলাদেশের সকল ব্যাংকগুলোর মধ্যে রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে ২০০৭ সাল থেকে অদ্যবধি শীর্ষ স্থান দখল করে আছে। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোও রেমিট্যান্স আহরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এটি একটি বিরাট সফলতা।

১১. পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে সেরা : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পখাত প্রধান নিয়ামকের ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালের শেষ নাগাদ এ খাতে ইসলামী ব্যাংকের অবদান ৮০ শতাংশ। পোশাক শিল্পে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর অবদান সর্বোচ্চ এবং দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাঝেও সর্বোচ্চ। দেশের মোট ১,৩১৮ টি টেক্সটাইল কারখানার মধ্যে ৩৭৭টিতে অর্থায়নে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর অবদান রয়েছে।[২] বাকী ছয়টি ইসলামী ব্যাংকও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এ খাতে অর্থায়ন করেছে। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের সর্বোচ্চ বিনিয়োগ শিল্প খাতে। ফলে এসব খাতের প্রায় ৫০ লাখেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারস্থ লোকের জীবনমান উন্নয়ন ও ব্যয়ভার বহনের সুযোগ তৈরী হয়েছে।[৩] দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এমন অবদান অবশ্যই বিরাট এক সফলতা।

১২. কর্মসংস্থান তৈরীতে অসামান্য অবদান : পূর্বেই বলা হয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সাথে যুক্ত এদেশের ৫০ লাখেরও অধিক পরিবার প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। শুরু থেকেই ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্মসংস্থান তৈরীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, এ খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অন্যান্য ব্যাংকের চাইতে অধিক সফল। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর নিজস্ব জনশক্তি আছে ১২,১৮৮ জন,[৪] আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. এর জনশক্তি ৭০৩ জন,[৫] আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এর জনশক্তি ২,১১০ জন,[৬] সোস্যাল ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তি ১৬২৫ জন,[৭] শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এর

১. মোঃ কবীর হোসেন, এম. এ. মাসুম, 'উন্নয়নশীল বিশ্ব এবং বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রবাহ ঃ প্রেক্ষিত আহরণে আইবিবিএলের অবদান', *অর্থনীতি গবেষণা*, আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৪১

২. শাইখ মোহাম্মদ 'আব্দুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৬

৩. প্রাগুক্ত

৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৫

৫. ICB Islamic Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 45

৬. Al-Arafah Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, p. 12

৭. Social Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 17

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে ৮৭৮ জন,[১] এক্সিম ব্যাংক লি. এর রয়েছে ১,৯০৯ জন[২] এবং ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লি. এর জনশক্তি রয়েছে ২,৩৬৭ জন[৩]। ইসলামী ব্যাংকগুলোর সর্বমোট জনশক্তির পরিমাণ ২০১২ সালের শেষ নাগাদ ২১,৭৮০ জন। অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সংখ্যানুপাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের জনশক্তির হার প্রায় ৩ গুণ বেশী। অন্যদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আমানত গ্রাহকের সংখ্যাও অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় অনেকগুণ বেশী। কেবল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এরই রয়েছে প্রায় ৭ মিলিয়নের উপরে গ্রাহক।[৪] ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সেবা দ্বারা আর্থ-সামাজিকভাবে উপকৃত হয়েছে এমন গ্রাহকের সংখ্যা প্রায় ৭ কোটিরও বেশী। ইসলামী ব্যাংকসমূহের এটি একটি বিরাট সফলতা।

১৩. নারী উন্নয়নের প্রথ প্রদর্শক : বাংলাদেশের মোট জনশক্তির অর্ধেক নারী। তাই অর্থনীতির বিকাশের জন্য পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণের কোন বিকল্প নেই। সেই দৃষ্টিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. সর্বপ্রথম পল্লী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে গরীব নারীদের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান তৈরী, উদ্যোক্তা তৈরী ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে। এ পর্যন্ত ব্যাংকের ২৭৬ শাখার মাধ্যমে ৬১টি জেলায় এ প্রকল্পের কাজ সম্প্রসারিত হয়েছে।[৫] অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর অনুকরণে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করেছে এবং সেক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করেছে। আল্-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি এবং এক্সিম ব্যাংক লি. নারী উন্নয়ন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের নারী উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে অনেক ভাগ্যাহত নারী বাঁচার আশা খুঁজে পেয়েছে। নারী উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকই সর্বপ্রথম নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের যে কোন শাখা থেকে নারী উদ্যোক্তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করতে পারছে। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের উপযোগী করে তোলার জন্য ইসলামী ব্যাংক বিভিন্ন সময় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে থাকে। দেশের ব্যাংকিং জগতে সর্বপ্রথম এমন কর্মসূচি চালু করার অনন্য কৃতিত্বের দাবিদার একমাত্র ইসলামী ব্যাংক।

১৪. দারিদ্র্য বিমোচন : বাংলাদেশের প্রধান আর্থ-সামাজিক সমস্যা দারিদ্র্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর যে মহান লক্ষ্য নিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে

১. Shahjalal Islami Bank Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 14
২. Export Import Bank of Bangladesh Limited, *Annual Report 2012*, Dhaka, p. 13
৩. First Security Islami Bank Ltd., *Annual Report 2013*, Dhaka, p. 7
৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৫৭
৫. শাইখ মোহাম্মদ 'আব্দুল হামিদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭

Dhaka University Institutional Repository

কাজ করে যাচ্ছে, তাতে ইসলামী ব্যাংসমূহের সফলতা কোনভাবেই খাটো করে দেখা যায় না। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এদেশের মানুষকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে ইসলামী নীতির আলোকে নিজ মেধা ও কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে যখনই যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দারিদ্র্য বিমোচনে সকলেই একযোগে কাজ করে গেছে। দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শুরু থেকেই ইসলামী ব্যাংকের ব্যাংকিং পদ্ধতি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন- ভিক্ষুক, রিক্সাচালক থেকে শুরু করে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকেরা ব্যাংকিং বাণিজ্যে সংযুক্ত হতে পারে। ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকের হিসাব সংরক্ষণ বাবদ নামমাত্রে চার্জ কর্তন করে থাকে। এ ধরণের সুযোগ কোন প্রচলিত ব্যাংকে নেই।

অন্যদিকে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে বড় সফলতা হল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রমের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ দুই ধরণের প্রকল্পের কাজ এত বেশী যে, দেশের ১,৫০০টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ও অর্থায়নের পরিমাণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের অবস্থান চতুর্থ। আর বিশ্বের মোট ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগের প্রায় ৬০ শতাংশই বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ পরিচালনা করে। এরমধ্যে ৫০ শতাংশ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এককভাবে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ করে থাকে।[১] সারা দেশের প্রায় ষোল হাজার গ্রামে পরিচালিত এ প্রকল্পের সদস্য সংখ্যা প্রায় সাত লাখ। ইসলামী ব্যাংকসমূহ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রধানত কৃষি, নার্সারী, বনায়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, মৎস চাষ, গ্রামীণ পরিবহণ, অকৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। এসকল বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কৃতিত্ব ও সফলতা অনস্বীকার্য।

১৫. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের জনপ্রিয়তা : বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সুদভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণ এর বিকল্প হিসেবে পল্লী উন্নয়নের জন্য ইসলামী বিনিয়োগ মডেল রূপে যথেষ্ট সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৯৫ সালে সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের মাঝে বিনা সুদে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করতে আরম্ভ করে। পরবর্তীতে অন্যান্য ব্যাংক এ কার্যক্রম অনুসরণ করে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. থেকে এ প্রকল্পের আওতায় ১৫,৩৭১ টি গ্রামে ২৪,৬২৩ টি কেন্দ্রের আওতায় মোট ৭,৩৩,৫২০ জন গ্রাহক আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছেন।[২] এসব প্রকল্পে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ আদায়ের হার অদ্যবধি শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ। পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আরো যে সকল ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে সেগুলো হল, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. ও এক্সিম ব্যাংক লি.। ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এত বেশী জনপ্রিয় যে, এর ফলে ইতোমধ্যে ব্যাংক বাংলাদেশের সকল গ্রামে এ

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

২. আশেক আহমদ জেবাল, 'দারিদ্র্য বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের ভূমিকা ঃ RDS প্রেক্ষিত', *অর্থনীতি গবেষণা*, আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, সংখ্যা ১৪, নভেম্বর, ২০১৩, পৃ. ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। সুদ বিহীন, জামানত বিহীন, ঘুষ ও দুর্নীতিমুক্ত, মুনাফার তুলনামূলক নিম্ন হার এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষের জন্য এমন একটি প্রকল্প পরিচালনা করতে পারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম সফলতা।

একনজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা

- বাংলাদেশের সুদী ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীতে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জে জয় লাভ এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ।
- ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরী'আহ্ পরিপালনের কৃতিত্ব।
- দেশের তফসিলী ব্যাংকগুলোর মাঝে আমানত এবং বিনিয়োগে প্রথম এবং বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন।
- সততা ও আমানতদারীতার প্রশ্নে শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সকলের আস্থা অর্জন।
- বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন এবং কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ধারার পথপ্রদর্শকরূপে আবির্ভাব।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর দেশের সেরা ব্যাংক হওয়ার গৌরব অর্জন।
- বাংলাদেশের ৪৭টি ব্যাংকের মধ্যে একমাত্র ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-এর বিশ্বের ১০০০ সেরা ব্যাংকের তালিকায় অন্যতম স্থান দখল করে কৃতিত্ব অর্জন।
- সরকারের অগ্রাধিকার খাতসমূহ যথা : তথ্য প্রযুক্তি, এসএমই, মহিলা উদ্যোক্তা তৈরী, কৃষি বিনিয়োগ, গ্রীন ব্যাংকিং, ক্ষুদ্র শিল্প, দেশীয় শিল্পকে উৎসাহ দান, আমদানী বিকল্প শিল্পসহ সকল সেক্টর যেখানে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থাসহ সরকারী ব্যাংকগুলোর বলতে গেলে কোন ভূমিকা নেই সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহের রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য।
- বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক খাতসমূহ এসএমই, মহিলা উদ্যোক্তা ও কৃষি বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অবদান শতকরা ৬০ ভাগ।
- অপ্রচলিত পণ্যসহ বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের শীর্ষস্থান দখলকারী গার্মেন্টস ও চিংড়ি খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।
- বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স আহরণে দেশের শীর্ষ স্থান অর্জনকারী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.।
- বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকগুলোর মাঝে সরকারী কোষাগারে সর্বোচ্চ করদাতা ব্যাংক হল ইসলামী ব্যাংক।
- দেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকের পথিকৃতের ভূমিকা পালন ।
- কৃষি খাতে বিনিয়োগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সেরা।
- দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পোশাক শিল্পে বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রথম স্থান অর্জন।
- কর্মসংস্থান তৈরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অসামান্য অবদান।
- নারীর ক্ষমতায়ন এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার ক্ষেত্রে মহিলা উদ্যোক্তা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের অগ্রণী ভূমিকা পালন।
- দারিদ্র্য বিমোচনে সবার সেরা ইসলামী ব্যাংক।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার কারণ

১. ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে যাতে সুদী কারবারের অনুমোদন নেই। আর অর্থনীতিবিদদের মতে, যেখানে সুদ নেই তাতে ঝুঁকি কম এবং তারল্য সংকটের সম্ভাবনা কম থাকে। ইসলামী ব্যাংসমূহের সফলতার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূল লক্ষ্য দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ইসলামী ব্যাংক কেবল বাণিজ্যিক কার্যক্রমকেই প্রাধান্য দেয় না বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে উৎপাদন কার্যক্রমে অংশ নেয়।

৩. ইসলামী ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগণের সাথে ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে না। বরং সকল শ্রেণীর মানুষকে ব্যাংকসমূহ তাদের উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে অভূতপূর্ব সাফল্যের অধিকারী হয়েছে।

৪. উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ফলত কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, জনকল্যাণমূলক পণ্য উৎপাদন, গ্রাহক চাহিদা বৃদ্ধি, অধিক মুনাফা, নতুন বিনিয়োগ এবং নতুন কর্মসংস্থান -এই হল ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার গল্প।

৫. ব্যাংকিং ব্যবস্থায় লাল ফিতার দৌরাত্ম্য ও হিডেন কস্টের মূলোৎপাটন।

৬. লাভের চেয়েও বিনিয়োগের বহুমুখীকরণে গুরুত্ব প্রদান।

৭. সমাজের সকল স্তরের মানুষকে কর্মমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ।

৮. নারীর ক্ষমতায়নসহ ছদ্মবেশী বেকারত্ব ও অনুৎপাদনশীল খাতে নিয়োজিত শ্রমকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে উৎসাহিত করে অর্থনীতির মূলস্রোতে আনয়ন।

৯. গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে পল্লী এলাকায় অধিক শাখা খোলা এবং বিত্তহীন বা নিম্নবিত্তদেরকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ।

১০. আধুনিক বিশ্বের অন্যতম চালিকাশক্তি তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন।

১১. সারাবিশ্বের যে কোন স্থান থেকে প্রেরিত অর্থ পল্লীতে পৌঁছানোর মাধ্যমে বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনা এবং ব্যাংকিং সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা

১. **বিনিয়োগে কাংখিত ইসলামী পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে না পারা :** বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহ, পুঁজি গঠন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সম্পদ আহরণ, মুনাফা অর্জন ইত্যাদি মাপকাঠির বিচারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের গড় সাফল্য আশ্বস্ত হওয়ার মত। একইভাবে মূলধন-সম্পদ অনুপাত, তারল্য অনুপাত, মুনাফাযোগ্যতা অনুপাত ইত্যাদি বিচারে ব্যাংকসমূহের অর্জনও নিঃসন্দেহে সন্তোষজক। কিন্তু যে ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা এখনো বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে তা হল, ইসলামী ব্যাংকের ঘোষিত লক্ষ্য ও আদর্শের সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়ন। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখনো পর্যন্ত খাঁটি

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করতে পারছে না। খাঁটি ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রশ্নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনো রীতিমত বিব্রত।[১]

বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশে কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংকই মুশারাকা ও মুদারাবার মত খাঁটি ইসলামী পদ্ধতি এড়িয়ে চলে এবং কমবেশী বিতর্কিত অথবা দুর্বল ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। এ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে 'বাই মুরাবাহা', 'বাই মুয়াজ্জাল', 'বাই সালাম', 'হায়ার পারচেজ' ইত্যাদি পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোর সবক'টিতেই মুনাফা পূর্ব নির্ধারিত। অর্থাৎ- ব্যাংক লেনদেনের শুরুতেই মুনাফা নির্ধারণ ও প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চায়। লোকসানের কোন দায় ব্যাংক বহন করে না। বাই মুয়াজ্জাল ও বাই মুরাবাহা পদ্ধতিদ্বয় বাস্তব ফলাফলের দিক থেকে খুব কাছাকাছি হলেও একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। 'বাই মুরাবাহা' এর অনুবাদ 'লাভে বিক্রয়' করা হলেও বাই মুয়াজ্জাল অবশ্যই লাভে বিক্রয় করা হয়ে থাকে। বাই মুরাবাহার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে লাভে বিক্রয়, নগদ কিংবা বাকী এখানে মূল বিবেচ্য বিষয় নয়। পক্ষান্তরে বাই মুয়াজ্জাল এর মূল কথা হচ্ছে বাকীতে বিক্রয়; লাভ অথবা ক্ষতি এখানে মূখ্য বিবেচ্য নয়।[২] ব্যবসার ক্ষেত্রে বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল প্রভৃতি নিঃসন্দেহে খুবই উত্তম ও মানবিক পদ্ধতি। উদাহরণস্বরূপ গ্রামে-শহরে প্রায়শঃ সীমিত আয়ের মানুষ পাড়ার দোকান থেকে সারা মাস বাকীতে দরকারী পণ্য কেনে এবং মাস শেষে দোকানীর পাওনা পরিশোধ করে। সহজ কথায় এটাকে যদি বাই মুয়াজ্জাল বলা হয় তাহলে এতে দোষের কিছু নেই কিন্তু যখন এই ব্যবসা রীতিকে অর্থায়ন রীতিতে রূপান্তরিত করা হয় তখনই তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। বিষয়টি আরো ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে যখন বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল এর মত স্পর্শকাতর পদ্ধতি ব্যবহারের ব্যাপারে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত শর্তাবলী সম্পূর্ণ বা আংশিক উপেক্ষা করে এ পদ্ধতি দু'টির যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়। বিশেষকরে প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনের পরিবর্তে ব্যাংক ম্যানেজার অফিসকক্ষে বসে যখন কেবলমাত্র কাগজপত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ সমাধা করেন তখন এই তথাকথিত পদ্ধতির সাথে সুদের পার্থক্য করা দুরূহ হয়ে পড়ে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ দুর্বলতা কোনভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। বিনিয়োগ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এমন বিতর্কিত পন্থা অবলম্বন ইসলামী ব্যাংকসমূহের জন্য সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা।

২. **ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে না পারা :** প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা যে একটি স্বতন্ত্র ও ভিন্নধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এ ব্যাংক ব্যবস্থার যে কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে, বিগত ৩০ বছরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ গ্রাহকদের মাঝে তা যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রসার ঘটা সত্ত্বেও এদেশের অধিকাংশ মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং বলতে কি বুঝায় সে সম্পর্কে এখনো

---

১. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অজ্ঞ। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা হল, ইসলামী ব্যাংকিং-এর পরিচয় মানুষের সামনে তুলে ধরার মত প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে না পারা। ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার মত দক্ষ কর্মীর আপাতঃ অভাব মোচন করা গেলেও মাঠ পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা এবং ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে অপপ্রচারের মোকাবেলায় বুদ্ধিবৃদ্ধিক জবাব দানের মত যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী এখনো গড়ে ওঠেনি। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে অপপ্রচারের মোকাবেলা করা এবং মানুষের ভুল ধারণা দূর করার মত সুদক্ষ কর্মী বাহিনী গড়ে তুলতে না পারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের একটি বড় ব্যর্থতা।

৩. **ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারা :** প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকেই শরী'আহ্ কাউন্সিল বা বোর্ড রয়েছে। এ শরী'আহ্ কাউন্সিল বা বোর্ডই সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, কোন্‌টি ইসলামী ব্যাংকিং পথ বা কোনটি ইসলামী ব্যাংকিং নয়। শরী'আহ্ কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য ঝুঁকি গ্রহণে জটিলতা সৃষ্টি করে। ফলে কোনটি ইসলামী পণ্য এবং কোনটি ইসলামী পণ্য নয়, সে ব্যাপারে একটি অনিশ্চয়তা দেখা দেয়।[১] এটি ব্যাংকসমূহের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। কারণ ব্যাংকগুলোকে বাজারের গ্রাহকদেরকে এ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং কেবল ব্যাংকের চার দেয়ালের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমগ্র বাজার ব্যবস্থায় এটি বিস্তৃত। যার নিয়ন্ত্রণ অসংখ্য সাধারণ মানুষ তথা গ্রাহকদের হাতে।

৪. **ধনিক শ্রেণীর তহবিল সংগ্রহে ব্যর্থতা :** আশির দশকের শুরুর দিকে তেল রপ্তানিকারক মুসলিম দেশগুলোতে তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং তেল-বহির্ভুত দেশগুলোতে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে অভাবিত উন্নতির ঘটনায় মুসলিম দেশগুলোতে একটি ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। মুসলিম দেশগুলোর সম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। কিন্তু ধনী মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ইসলামী ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নে এগিয়ে আসেননি। তাঁরা তাঁদের বিপুল সম্পদ ইসলামী ব্যাংকে গচ্ছিত রাখার চাইতে প্রচলিত ব্যাংকে গচ্ছিত রাখাকে সবসময় অধিক নিরাপদ মনে করেছেন।[২] ইসলামী ব্যাংকসমূহ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ধনীদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়নি। অথচ ধনীদের সহায়তা ছাড়া কোন অর্থিক প্রতিষ্ঠান সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিভিন্ন ইসলামী দাতা সংস্থা এবং গণমানুষের অর্থায়নের ভিত্তিতে এবং এখনো ব্যাংকগুলোর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক সাধারণ জনগণ। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আরোও বিকশিত হতে হলে ধনিক শ্রেণীর ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে হবে।

---

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, 'বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এ সমস্যা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৫, পৃ. ৯৫

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

Dhaka University Institutional Repository

৫. **প্রকল্প মূল্যায়নে পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা :** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উল্লেখযোগ্য একটি ব্যর্থতা হল, প্রকল্প মূল্যায়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত বিশেষজ্ঞ নেই। প্রকল্পের সম্ভাবনা মূল্যায়নে ব্যর্থতার দরুন লাভজনক প্রকল্প অলাভজনক প্রকল্পে পরিণত হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে প্রাথমিকভাবে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্টাফদের ওপর ভরসা করতে হয়। আবার এসব স্টাফকে শরী'আহ্ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দান করতে হয়। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রয়োজনীয় স্টাফ শুধু সুশিক্ষিত হলেই হয় না, তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর তত্ত্ব ও অনুশীলন সম্পর্কে ব্যুৎপত্তিও অর্জন করতে হয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহে এ ধরণের স্টাফের প্রচন্ড অভাব রয়েছে এবং এতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সম্ভাব্য প্রসার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

৬. **শরী'আহ্ রায় ও কাউন্সিলগুলোর মাঝে মতৈক্যের অভাব :** শরী'আহ্ কাউন্সিলের বিভিন্ন রায়ে ব্যাংকার ও প্রতিষ্ঠানগুলো খুব সহজেই বিভ্রান্ত হয়। ব্যক্তিগত লেনদেন ও কাগজপত্র কখনো অনুমোদন অথবা কখনো প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং পরে রায় পরিবর্তন করা হয়।[১] এর কারণ হল, বিষয়টি এখনো পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে এবং নতুন নতুন পরিস্থিতি ও যুক্তি বেরিয়ে আসছে। এ জন্য রায় পরিবর্তন করা হয়। চুক্তির আওতায় প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট অনুমোদন দান প্রশ্নেও প্রায়শ মতপার্থক্য দেখা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ : মুরাবাহা চুক্তি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু কয়েকটি শরী'আহ্ কাউন্সিল চুক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করে, আবার যেখানে লেনদেনের ধারণা ও কাঠামো সহজ এবং অনুমোদনযোগ্য সেখানে লেনদেন কিভাবে পরিচালিত হবে সে ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা দেয়। ফোরাম তৈরী না করতে পারার দরুন রায়দানে এরূপ মতপার্থক্য হচ্ছে। একটি সু-প্রতিষ্ঠিত ফোরাম থাকলে শরী'আহ্ 'আলিমগণ ও কাউন্সিল একসাথে বসে যে কোন বিষয়ে মতৈক্যে আসতে পারতেন। শরী'আহ্ কাউন্সিলগুলোর মধ্যে মতৈক্যের অভাবে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে জটিলতার সম্মুখীন হয়।

৭. **তারল্য দলিলপত্রের অভাব :** অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকে ট্রেজারী বিল ও অন্যান্য বিপণনযোগ্য সিকিউরিটির অভাব রয়েছে। যেগুলো তারল্য সংকট মোকাবেলায় ব্যবহার করা যায়। অনেক ইসলামী ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে আলাদা কার্যক্রম পদ্ধতি অনুসরণ করায় এ সমস্যা জটিল হচ্ছে। উভয়ের মধ্যে মিল না থাকায় তারল্য সংকট দেখা দিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ অথবা সমর্থন দিতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকিং-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এ সংকট সমাধান করতে না পারা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম ব্যর্থতা।

৮. **সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রচারের অভাব :** অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বহুমুখী সামগ্রীর যথেষ্ট অভাব রয়েছে।[২] একটি পণ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে হাল নাগাদকরণ এবং এর প্রয়োগ বহুমুখীকরণে উন্নত প্রযুক্তির যথাযথ

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারের গুরুত্ব বাড়িয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির এ যুগে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রযুক্তি দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না এবং ব্যবস্থাপনা ও নীতি-নির্ধারণী কাঠামো ঢেলে সাজানো হচ্ছে না। সর্বোপরি, কার্যক্রম পরিচালনায় আধুনিক প্রযুক্তির সংকট রয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকের গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ নেই। তীব্র প্রতিযোগিতামূলক এ যুগে গতিশীল ও আধুনিক কর্মসূচী ছাড়া ইসলামী ব্যাংক টিকতে পারবে না। এ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমকে উপেক্ষা করে এসেছে, ব্যাংকগুলো তাদের কর্মকান্ড তুলে ধরার জন্য কার্যকরভাবে কখনো প্রচার মাধ্যমকে ব্যবহার করেনি। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রচার-প্রচারণায় পিছিয়ে থাকা ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম ব্যর্থতা।

৯. **পেশাদার ব্যাংকারের অভাব :** ইসলামী ব্যাংকসমূহে পেশাদার ব্যাংকারের অভাব রয়েছে। কোন কোন ব্যাংক মালিক নিজেই ব্যাংক পরিচালনা করেন। অন্যদিকে, অধিকাংশ ব্যাংকই পরিচালনা করে থাকেন ম্যানেজারগণ। এসব ম্যানেজার ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সঙ্গে খুব একটা পরিচিত নন। এ জন্য অনেক ইসলামী ব্যাংক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম নয়। ইসলামী ব্যাংকের জন্য অধিকতর মেধা ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যাংকারের প্রয়োজন। কারণ ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত পেশাজীবিদেরকে সদ্য বিকাশমান পদ্ধতির জন্য নতুন নতুন প্রোডাক্টস উদ্ভাবন করতে হবে।[১] ব্যাংকিং অনুশীলনে পেশাদারিত্বের কোন বিকল্প নেই। তাই ইসলামী ব্যাংক পেশাজীবীদের ইসলামী ব্যাংকিং-এ যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। অধিকাংশ পেশাজীবী পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার ওপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

১০. **সুষ্ঠু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অভাব :** অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভবিষ্যৎ নীতিমালার পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সফল পরিকল্পনা মূলত অতীত অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর নির্ভর করে। সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পটভূমিতে প্রচলিত ব্যাংকিং-এর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকিং একটি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে রয়েছে। যে কোন অর্থনৈতিক লেনদেনের মূল্যায়নের যথার্থতা নির্ভর করে বিকল্প নিরূপণের ওপর। এ জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ তথ্য প্রয়োজন। কিন্তু এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের দুর্বলতা রয়েছে।[২] ইসলামী ব্যাংকগুলোর বার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রতিবছর গ্রাহকদের সামনে গৎবাঁধা পরিকল্পনা উপস্থাপন করে যাচ্ছে ব্যাংকগুলো।

১১. **সামগ্রিক সামাজিক দায়িত্ব পালনে অনগ্রসরতা :** মুনাফা অর্জন ইসলামী ব্যাংকসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে দারিদ্র্য দূরীকরণ, দাতব্য প্রতিষ্ঠানে অনুদান এবং আয়ের পুনর্বন্টনের মত অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে হয়।[৩] ইসলামী

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, 'ইসলামী ব্যাংকিং : সাফল্য, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ', *শরী'আহ্ পরিপালন : প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*, আবদুর রকীব সম্পা., জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা : আই বি বি এল, ১ম সং, ২০০৭, পৃ. ৪২

৩. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংক বাংলাদেশ লি. ব্যতীত আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা কাংখিত মানের গতিশীল নয়। ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন প্রতিষ্ঠিত ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। তাই সামাজিক দায়িত্ব পালনে এ খাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরো সম্পদ নিয়োজিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে দু'একটি ইসলামী ব্যাংক ছাড়া অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা রয়েছে।

১২. **কৃষি খাতে বিনিয়োগে অপ্রতুলতা :** কৃষিখাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ পর্যাপ্ত নয়। এ খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের বাজার অংশ ৩.৩ শতাংশ মাত্র।[১] কৃষি খাতে বিনিয়োগের জন্য কৃষি ব্যাংকের মতো বিশেষায়িত ব্যাংক রয়েছে বলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ খাতে বিনোয়োগে যে অনিহা তা সঠিক নয়। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এ খাতে বিনিয়োগ করে না বিধায় ইসলামী ব্যাংকসমূহও করবে না তা মোটেও কাম্য নয়। বস্তুতঃ এমন পথ পন্থা অনুসরণ করলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষ এখনো কৃষির সাথে জড়িত। তাদের জীবনমান উন্নত করতে হলে কৃষিতে বিনিয়োগের কোন বিকল্প নেই। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় কৃষি বিনিয়োগ বাড়ছে।

১৩. **পল্লী শাখা খুলতে না পারা :** বাংলাদেশকে বলা হয় একটি বিশাল পল্লী। এদেশের সিংহভাগ মানুষের বসবাস পল্লী এলাকায়। অথচ এ পর্যন্ত দেশে কর্মরত ৭টি ইসলামী ব্যাংকের একটিও পল্লী এলাকায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।[২] একথা ঠিক যে, পল্লী এলাকায় শাখা খুললে শহর এলাকার তুলনায় লাভ কম হয় এবং সে কারণেই প্রচলিত সুদী ব্যাংকসমূহ পল্লী এলাকায় শাখা খুলতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করে না। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক তো মুনাফার চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কল্যাণকে বড় করে দেখে। সুতরাং পল্লী এলাকায় শাখা খুলতে বাধা কোথায়? বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অন্যতম ব্যর্থতা হল এখনো পর্যন্ত দেশের কোথাও একটি পল্লী শাখা চালু করতে না পারা।

এক নজরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতা

- বাংলাদেশ কর্মরত ইসলামী ব্যাংকসমূহ খাঁটি ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতি অনুসরণ না করে বিতর্কিত ও দুর্বল বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা।
- ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার গুণগত বৈশিষ্ট্য জনগণের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে না পারা।
- ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে গ্রাহকদের সচেতন করে তুলতে না পারা।
- ধনিক শ্রেণীর আস্থা অর্জন করতে না পারা।
- প্রকল্প পরিচালনা ও মূল্যায়ন করার মত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারা।
- শরী'আহ্ কাউন্সিল ও ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের মাঝে মতৈক্যের ঘাটতি থাকা।
- তারল্য দলিলপত্রের অভাব।

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৪

২. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

- সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও প্রচার ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য দক্ষ ও পেশাদার ব্যাংকার তৈরী করতে না পারা।
- ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে পেশাদারী মনোভাব তৈরী করতে না পারা।
- সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারা।
- কৃষি খাতে অপ্রতুল বিনিয়োগ।
- পল্লী শাখা চালু করতে না পারা।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যর্থতার কারণ

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা ইতোমধ্যে ৩০ বছরে অতিক্রম করেছে। ব্যাংকগুলোকে এখনো প্রচুর সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে :

প্রথমত: স্বল্পমেয়াদী ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো এখন শরী'আহ্ সম্মত কৌশল উদ্ভাবনে সফল হয়নি। ব্যাংকসমূহ ভোক্তা ঋণে এবং সরকারী ঘাটতিতে অর্থায়নেও একই সমস্যার সম্মুখীন।

দ্বিতীয়ত: ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে মুনাফা বন্টন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এত বেশী বলে মনে হয় যে, বাংলাদেশে প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংক অর্থায়নের ঐসব কৌশলই অবলম্বন করছে যেগুলো ব্যাংকগুলোকে একটি নিশ্চিত মুনাফার সুযোগ দেয়। ফলে সমালোচনা করা হচ্ছে যে, এসব ব্যাংক এখনো পুরোপুরি সুদ বিলুপ্ত করেনি, বরং তারা সুদের লেনদেনের নাম পরিবর্তন করেছে মাত্র।

তৃতীয়ত: ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে পর্যাপ্ত আইনগত সহায়তা পায় না। এছাড়া, যেসব প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন সেসব প্রকল্প মনিটরিং, মূল্যায়ন ও নিরীক্ষা করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি ব্যাংকগুলোর নেই। ফলে প্রচুর নগদ অর্থ থাকা সত্ত্বেও তারা সম্ভাবনাময় প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে না।

চতুর্থত: ইসলামী ব্যাংকগুলোর ৬০%-৭০% বিনিয়োগ করা হয় মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল ও ইজারার মত মার্ক আপ ভিত্তিতে।[১] ইসলামী অর্থনীতিতে আর্থ-সামাজিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসবের খুব বেশী গুরুত্ব নেই। ফলে, মুদারাবা ও মুশারাকা নামে লাভ-লোকসান বন্টনের পদ্ধতি থাকে অনুপস্থিত। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদারাবা ও মুশারাকাকে সুদের প্রকৃত বিকল্প হিসেবে ভাবা হয়।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর উপর্যুক্ত মৌলিক সমস্যাগুলোর পাশাপাশি ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আরো যে সব কারণ চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হল :

১. **ইসলামী অর্থ বাজারের অভাব :** বাংলাদেশে ইসলামী অর্থ বাজার না থাকায় ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করতে পারে না। কারণ সকল সরকারী ট্রেজারী

---

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

Dhaka University Institutional Repository

বিল অনুমোদিত সিকিউরিটি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিলগুলো হচ্ছে সুদনির্ভর। এ কারণে ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের সিকিউরিটি, লিকুইডিটি রিজার্ভের অনুমোদনযোগ্য অংশ ও উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারে না। ফলে তারা তাদের পুরো রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে। একইভাবে উদ্বৃত্ত নগদ অর্থও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়ে থাকে। অন্যদিকে, প্রচলিত বাংকগুলো এসব সমস্যায় পড়ে না। এসব কারণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলো দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।[১]

২. **ইসলামী ব্যাংকিং-এর জন্য রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি কাঠামোর অভাব :** বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আরেকটি সমস্যা হচ্ছে একটি সুসংজ্ঞায়িত রেগুলেটরি ও সুপারভাইজরি কাঠামোর অভাব। রেগুলেটরদেরকে একটি শক্তিশালী আইনগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যার মানে দাঁড়াতে পারে ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা। দেশের সব ক'টি আর্থিক ও বাণিজ্যিক আইন সুদমুখী। এমনকি কর কাঠামো ও ঋণ অর্থায়নেও এটি জেঁকে রয়েছে। ঋণের সুদকে করের আওতামুক্ত করা হলেও ইক্যুইটি হিসেবে সংগৃহীত তহবিলের পরিশোধিত লভ্যাংশের ওপর বিভিন্ন হারে কর আরোপ করা হয়। ইসলামী কাঠামোর আওতায় শরী'আহ্ নির্দেশিত পথে ঋণ দান করতে হবে। কিন্তু দেশে কোন শরী'আহ্ আইন নেই।[২]

৩. **দীর্ঘমেয়াদী উপযুক্ত সম্পদের অভাব :** ইসলামী ব্যাংকগুলোর কাছে উপযুক্ত দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে কোন আন্তঃব্যাংক বাজার নেই। এ জন্য একটি ব্যাংক যখন তখন অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে ধার নিয়ে তারল্য সংকট মোকাবেলা করতে পারছে না। ম্যাচিউরিটি নাগাদ রিটার্ণের হার জানা সম্ভব নয় বলে আর্থিক দলিলপত্রের বেচা-কেনা করাও দুরূহ।

৪. **সহায়তাদানকারী ও যোগাযোগ রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের ঘাটতি :** যতই সুসংগঠিত হোক না কেন, কোন প্রতিষ্ঠানই একা একা উন্নতি করতে পারে না। তাকে অবশ্যই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর করতে হয়। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। লাভজনক প্রকল্প খুঁজে বের করতে ইসলামী ব্যাংকগুলো অর্থনীতিবিদ, বীমা কোম্পানী, কনসালট্যান্টস ও নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো এরকম প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।[৩]

৫. **যথাযথ শিক্ষিত লোকের অভাব :** ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের কর্মকান্ড পরিচালনায় উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের মারাত্মক ঘাটতিতে ভুগছে। বিগত বছরগুলোতে এ পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর শুধু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যানেজারই নয়, তাদের এখন অর্থ ও বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞও প্রয়োজন।[৪]

---

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *শরী'আহ্ পরিপালন : প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*, আবদুর রকীব সম্পা., ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ১ম সং, ২০০৭, পৃ. ৪৬

২. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩. প্রাগুক্ত

৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *শরী'আহ্ পরিপালন : প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

Dhaka University Institutional Repository

৬. **বিদেশী ব্যাংকের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার অভাব :** বিদেশী ব্যাংকগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর সম্পর্ক গড়ে তোলার তেমন কোন প্রচেষ্টা নেই, এটি হচ্ছে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এছাড়া, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাংকিং তৎপরতা পরিচালনারও কোন উদ্যোগ নেই।[১]

৭. **ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব :** বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব হচ্ছে ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতার আরেকটি কারণ। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর প্রতিযোগী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।[২]

উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়াও বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতার আরো কিছু উল্লেখযোগ্য কারণ হল :

১. অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকা
২. ব্যাংকগুলোর মালিকানা সংক্রান্ত সমস্যা
৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানের অভাব
৪. অভিন্ন শরী'আহ্ রুলিং-এর অভাব
৫. একাউন্টিং নীতিমালা ও পদ্ধতি না থাকা
৬. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতা
৭. দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা
৮. ইসলামী ব্যাংকিং-এর অপর্যাপ্ত ট্র্যাক রেকর্ড
৯. ঋণগ্রহীতাদের খেলাপি চরিত্র
১০. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর গবেষণা ও কোর্সের অভাব
১১. ইসলামী ব্যাংকিং-এর অভিন্ন অপারেশনাল পদ্ধতির অভাব
১২. ইসলামী ব্যাংকগুলোর কনসোর্টিয়াম ও সিন্ডিকেশনের অভাব
১৩. ইসলামী ব্যাংকিং-এর বাস্তব কার্যক্রম সংক্রান্ত সমীক্ষার অভাব
১৪. ইসলামী ব্যাংকিং-এর শীর্ষ প্রশিক্ষণ ইন্সটিউটের অভাব
১৫. শরী'আহ্ কাউন্সিল/বোর্ড ও আন্ত:ব্যাংক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মধ্যে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার অভাব ও অনীহা
১৬. ইসলামী ব্যাংক ও ইসলামী এনজিওগুলোর মধ্যে সহযোগিতার অভাব
১৭. শরী'আহ্ অনুমোদনযোগ্য বিভিন্ন অর্থায়ন কৌশলের একটি সমন্বিত ব্যবহার না থাকা
১৮. স্বল্পমেয়াদী লেনদেনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর ওরিয়েন্টেশন না থাকা
১৯. এক শ্রেণীর পরহেজগার মুসলমানের ইসলামী ব্যাংকে অর্থ জমা না রাখার মানসিকতা
২০. পূর্ণাঙ্গ শরী'আহ্ নিরীক্ষার অভাব
২১. শরী'আহ্ ম্যানুয়েল ও গাইডলাইনের অভাব
২২. 'বাই' পদ্ধতিতে মুনাফা নির্ধারণে সুদের হার ব্যবহার, ইত্যাদি।

---

১. আবু ওমর ফারুক আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
২. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *শরী'আহ্ পরিপালন : প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতার পাল্লা ব্যর্থতার চাইতে অধিকতর ভারী। শর‘ঈ নীতিমালার আলোকে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কাংখিত বিনিয়োগ পদ্ধতির অনুসরণ করতে না পারার ব্যর্থতা ব্যতিরেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পল্লী এলাকার স্বল্প আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও আর্তমানবতার সেবায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান ও সফলতা অনস্বীকার্য। ইসলামী ব্যাংকসমূহের কল্যাণধর্মী বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ ইতোমধ্যে সর্বমহলে সাড়া জাগিয়েছে। দেশের সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ দেশজ উৎপাদনে যে কর্মচাঞ্চল্য তৈরী করেছে তা এদেশের ব্যাংকিং জগতে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। কিন্তু ইসলামী অর্থব্যবস্থার যে মহান লক্ষ্য তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হলে এদেশের প্রতিটি অভাবী মানুষের দ্বারে দ্বারে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সেবা পৌঁছে দিতে হবে। আর সেজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আরো যুগোপোযোগী প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কর্মসূচী প্রণয়ন করতে হবে। নতুন নতুন প্রোডাক্ট চালু করতে হবে এবং সেবা দানের পরিসরকে আরোও সুবিস্তৃত করে তুলতে হবে।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিগত ৩০ বছরের কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সফলতা এবং ব্যর্থতার একটি নির্মোহ মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা এবং ব্যর্থতার মূল্যায়ন করা হল :

এক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিচার-বিশ্লেষণে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ঈর্ষণীয় পর্যায়ের। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের পাকাপোক্ত অবস্থান তৈরী হয়ে গেছে, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকের কর্মক্ষেত্র এবং তার নামের যথার্থতা সম্পর্কে এখনো গুরুতর প্রশ্নের উদ্ভব হয়ে আছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এখন যে সব কাজ করতে হচ্ছে তা সনাতন ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। পক্ষান্তরে তারা যে আর্থ-সামামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে তা প্রচলিত ব্যাংকসমূহ করে না। সুতরাং এদিক বিচারে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সমালোচনা করে প্রায়শই বলা হয় যে- ইসলামী ব্যাংকগুলোকে বর্তমান বৈশিষ্ট্যের বিচারে ইসলামী ব্যাংক বলা যায় না। বড় জোর ইসলামী ব্যবসায়ী ব্যাংক বলা যেতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে যদি সনাতন ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে কাজ করতে হয় তাহলে অবশ্যই আধুনিক পদ্ধতির সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। শুধুমাত্র অর্থ আদান-প্রদানে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে গ্রাহক সম্প্রসারণের মাধ্যমে এই দায়িত্ব পালন শেষ হয়ে যায় না। বস্তুতপক্ষে একটি আধুনিক, বাস্তবধর্মী ও গণমুখী ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে উন্নয়ন ব্যাংকের ভূমিকা পালন করতে হবে। এর অর্থ হল, ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই বেশী বেশী উৎপাদনমূলক কর্মকান্ড বিশেষতঃ ব্যাপক শিল্পায়নে অংশ নিতে হবে। শিল্পায়নের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যতিরেকে উন্নয়নের প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করা যেমনি অসম্ভব তেমনি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রগতি লাভ করাও অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বর্তমানের তুলনায় আরোও ব্যাপকহারে শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ইসলামী

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকসমূহকে ইসলামী আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অবশ্যই কাজ করে যেতে হবে।[১]

দুই. ব্যাংকসমূহকে সমাজের কল্যাণ সাধনের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই ইসলামী ব্যাংকসমূহ ক্রমশঃ এই ধরণের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করছে। তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল মুদারাবার ভিত্তিতে সঞ্চয় সমাবেশ করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যে সে অর্থ ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করা। ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে এ নীতি প্রয়োগেরই পরামর্শ প্রদান করা হয়। বিশ্বের প্রথম সারির ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ও মেমোরেন্ডাম পর্যালোচনা করলে এ তথ্য ধরা পড়ে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইসলামী ব্যাংকসমূহ ধীরে ধীরে নিজেদের প্রায় অগোচরে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ভূমিকার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য শরী'আহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের। যে সকল প্রশ্নের নৈতিক সমাধান ব্যতিরেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতার মূল্যায়ন গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে।[২]

শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞরা আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকায় কখনো স্বস্তি বোধ করেননি। তাঁদের বিবেচনায় এধরণের ভূমিকা একাধারে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীর স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর। উপরন্তু শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞরা আধুনিক সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মধ্যস্থতাকারী সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিষয়টিকে পর্যালোচনা করেননি। শুধুমাত্র ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান হিসেবে একেকটি ইসলামী ব্যাংক কিভাবে তার কর্মকান্ড পরিচিত ফিকহের আওতায় পরিচালনা করবে সেই প্রসঙ্গেই রায় দিয়ে থাকেন। এর বিপরীতে একবিংশ শতাব্দিতে বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে যে নতুন সমস্যা ও সম্ভাবনার মেকাবেলা করতে হয় তার প্রেক্ষিতেই ইসলামী কাঠামোর মধ্যে আর্থিক মধ্যস্থতা কিভাবে সম্ভব তার উপর গুরুত্ব দিতে হয়েছে। বর্তমানের এই প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হলে আর্থিক জগতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে গুরুত্ব ও মর্যাদা অর্জন করেছে তা বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এ জন্যই একবিংশ শতাব্দিতে মুসলিম উম্মাহর অর্থনৈতিক উন্নয়নের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণে সক্ষম একটি যথোপযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নিতান্তই অপরিহার্য। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কারপ্রাপ্ত স্বনামখ্যাত ইসলামী ব্যাংকার শেখ সালেহ কামেলের বক্তব্য এক্ষেত্রে সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

> যদি পেছন ফিরে আমাকে দেখতে হয় আমি কি করেছি তাহলে বলব, অর্থনীতি ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য আমি ব্যাংকের কাঠামাকে বেছে নিতাম না। বরং ভিন্ন কোন একটা কাঠামো বেছে নিতাম যেখানে শরী'আহ্‌র আলোকেই বিনিয়োগ করা সম্ভব

---

১. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, 'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পেছন ফিরে দেখা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, জনসংযোগ বিভাগ, আই বি বি এল, ঢাকা, ৯ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন, ২০০৫, পৃ. ৭১

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ছিল। কারণ, আমরা শুধু ব্যাংক নামটিই বাছাই করিনি, এর সাথে আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রসঙ্গে যে মৌলিক ধ্যান-ধারণা রয়েছে তাও আপনা-আপনিই চলে এসেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহে ঋণ ও বিনিয়োগের এক মিশ্র অবস্থা বিস্তৃতি লাভ করেছে। এটা এমন এক শংকর অবস্থা যার মধ্যে ঋণের সব বৈশিষ্ট্য এবং পুঁজিবাদের সব দুর্বলতাই রয়েছে। সুদ উচ্ছেদের সত্যিকার প্রয়াস এতে প্রতিফলিত হয় না। বস্তুতঃ তা সম্ভবও না যতক্ষণ না আমরা সুদনির্ভর ব্যাংকিং পদ্ধতির বাস্তবতা ও তার প্রভাবসমূহ থেকে নিজেদেরকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারছি।[১]

তিন. সনাতন ব্যাংকের অনুসৃত রিবা বা সুদভিত্তিক কার্যক্রমের সত্যিকার বিকল্প হিসেবে শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রধানতঃ দু'টি বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণের সুপারিশ করেছিলেন। এর একটি হল 'মুদারাবা' বা মুনাফার অংশীদারিত্ব ভিত্তিক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগনীতি এবং অপরটি হল 'মুশারাকা' বা লাভ-লোকসানের অংশীদারনীতি। তাঁদের দৃষ্টিতে এ দু'টিই ছিল আর্থিক সম্পদ সমাবেশ ও ব্যবহারের সর্বোত্তম কৌশল। কিছু শর্তসাপেক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ যেসব নীতি ফকীহ্রা অনুমোদন করেছেন সে সবের মধ্যে রয়েছে মুরাবাহা, মুজারা'আহ, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, ইজারা এবং ইসতিসনা। কিন্তু বিশ্ব জুড়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অভিজ্ঞতা হতে দেখা যাচ্ছে যে, তারা প্রথম শ্রেণীর মুদারাবা ও মুশারাকা পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ্ধতিগুলোই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করছে যার মধ্যে মুরাবাহাই সিংহভাগ দখল করে আছে। অবশ্য মুরাবাহার ওপর ইসলামী ব্যাংকসমূহের ব্যাপক নির্ভরশীলতার কিছু কারণও রয়েছে। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

১. ইসলামী ব্যাংকসমূহ বর্তমানে যেভাবে মুরাবাহা পদ্ধতিটি ব্যবহার করে তার সাথে সুদনির্ভর ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ কার্যক্রমের তেমন কোন পার্থক্য নেই।

২. মার্কআপের ভিত্তিতে অর্থায়নে সুনির্দিষ্ট আয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করার ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলো মোটামুটি একটা নির্দিষ্ট হারেই মুনাফা প্রদান করতে সক্ষম হয়। সুদী ব্যাংকগুলোর প্রদত্ত সুদের হারের সাথে এক্ষেত্রে তেমন তারতম্য হয় না।

৩. ইসলামী ব্যাংক মুরাবাহার আওতায় ক্রয়কৃত পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণের ঝুঁকি চুক্তির মেয়াদকালের কোন না কোন পর্যায়ে সুবিধাজনকভাবে গ্রাহকদের ঘাড়েই চালান করে দেয়। এ কারণেই মূলধন ব্যবহারকারীর দিক থেকে মুরাবাহা পদ্ধতির অর্থায়ন সুদভিত্তিক অর্থায়নের একেবারে কাছাকাছি।[২]

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এমন দুর্বল নীতি গ্রহণ ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমকে সমালোচিত করে তুলছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাংকের কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ছে। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ব্যাংকসমূহের যে ব্যর্থতা রয়েছে তা থেকে আশু উত্তরণ প্রয়োজন।

---

১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, 'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পেছন ফিরে দেখা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

চার. ইসলামী ব্যাংকসমূহে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত ইসতিসনা হানাফী মাজহাবের অন্যতম অবদান। ইসলামের অন্য তিনটি মাজহাবে একে বাই সালাম হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই এক্ষেত্রে বাই সালামের বিধিবিধানই প্রযোজ্য। যেহেতু বাই সালাম এমন এক সুনির্দিষ্ট পণ্যের বিক্রি যে পণ্য বিক্রেতার দখলে নেই। সেহেতু এই তিন মাজহাবে ইসতিসনা চুক্তির সাথে এই শর্ত জুড়ে দিয়েছে যে, চুক্তির সময়েই পণ্যের পুরো মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। হানাফী মাজহাবের মতে, ইসতিসনা চুক্তির নিজস্ব বিধিবিধান রয়েছে যা বাই সালাম হতে ভিন্ন। হানাফী মাজহাবের ভিত্তিতে সমকালীন ফকীহরা রায় দিয়েছেন যে, ইসতিসনা একটি বৈধ চুক্তি। এই চুক্তির সময় পুরো মূল্য পরিশোধ বাধ্যতামূলক নয়, বরং কিস্তিতেও মূল্য পরিশোধ করা যাবে। উপরন্তু ক্রেতার সুনির্দিষ্ট পছন্দ বা ফরমায়েশ মতোই উৎপাদন ও সরবরাহ করতে হবে -এমন এক দায়বদ্ধতা এই চুক্তিতে আছে।

ইসতিসনা পদ্ধতির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হল :

১. চুক্তিতে উল্লিখিত পণ্যসামগ্রী উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত হতে হবে, কাঁচামাল অবস্থায় থাকবে না।
২. কোন বিশেষ কারখানা বা শিল্পে উৎপন্ন হওয়ার শর্ত ব্যতিরেকে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর টেকনিক্যাল বিবরণ অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
৩. চুক্তিতে নির্ধারিত সময়রে মধ্যে পণ্য সরবরাহ না করলে বিক্রেতা ক্রেতাকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।[১]

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এমন এক নব্য পদ্ধতিকে মুরাবাহার মতোই ব্যাপক অপব্যবহার করছে। ফলশ্রুতিতে বাই সালাম ক্রমশঃ গুরুত্বহীন পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক এখন একে সমসাময়িক মুরাবাহায় রূপান্তর করে এর অপব্যবহার করছে। এক্ষেত্রে একটি সামগ্রী বিনামূল্যে পরিশোধের শর্তে তার সঙ্গে মুনাফার একটা হার যোগ করে বিক্রি করা হচ্ছে। এ ধরণের নৈতিক ত্রুটি ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ডকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

পাঁচ. বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মত কতিপয় দেশে ইসলামী ব্যাংকের বহু গ্রাহকের গৃহীত বিনিয়োগ ফেরত দেবার অভ্যাস আদৌ শরী'আহ্ সম্মত নয়। সে জন্য এসব দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরী'আহ্ বোর্ড ব্যাংকের অর্থের সময়ের মূল্য পুষিয়ে নেয়ার জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণমূলক চার্জ আদায়ের অনুমোদন দিয়েছে। শরী'আহ্র যথার্থ নীতি অনুসারে লাভ-লোকসানের অংশীদারীভিত্তিক বিনিয়োগে ক্ষতিপূরণ হিসেবে কোন চার্জই ধরা যায় না। কিন্তু বাংলাদেশের মত মুসলিম দেশসমূহের অধিকাংশেই বিদ্যমান আইন কাঠামো ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের অনুকূলে নয়। উপরন্তু গ্রাহকদের নৈতিক মানও ইসলামী অনুশাসনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু পরিণতিতে এটাই বহু ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠিত আচরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২]

---

১. প্রাগুক্ত
২. প্রাগুক্ত পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

অনেক সময়ে বিলম্বের মূল কারণ নিহিত থাকে মূল্য পরিশোধের প্রক্রিয়ার মধ্যে অথবা খোদ চুক্তির মধ্যেই। এক্ষেত্রে ক্রয় ফরমায়েশ প্রদানকারীর দায়বদ্ধতার বিষয় রয়েছে। সুদের হারের ভিত্তিতে চুক্তি হলে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ব্যবসা চুক্তির সাথে একটা সাধারণ ঋণ চুক্তির সাদৃশ্য টানা যায় কি না এবং ইসলামী ব্যাংক কর্তৃক অনুরূপ চার্জ আরোপ সমীচীন কি না তা সতর্ক পর্যবেক্ষণের দাবী রাখে। বিনিয়োগ পদ্ধতি কার্যপ্রণালীর ক্ষেত্রে এ ধরণের পার্থক্যের আরো উদাহরণ আছে। আশার কথা, এই ধরণের সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকগুলোর উদ্যোগেই ২০০১ সালে এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড'।[১] সুদী ব্যাংকগুলো যেমনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি কার্যপ্রণালী সকল দেশেই ব্যবহার করে ইসলামী ব্যাংকসমূহেরও তেমনি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অনেক দেশের ইসলামী মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালের কার্যপদ্ধতি এক নয়। বিদ্যমান স্থানীয় অবস্থা এই পার্থক্যের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ : সুদান ও পাকিস্তানের ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের ব্যাংকের পক্ষে ক্রয় বা সংগ্রহ প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার অনুমোদন দিয়েছে।[২] মাঠ পর্যায়ে বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মীদের শরী'আহ্ লংঘণের অভিযোগ প্রায়শই শোনা যায়। শরী'আহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে এধরণের বিচ্যুতি দূর করার এখনই সময়।

ছয়. ইসলামী ব্যাংকসমূহের চোখ ধাঁধানো সফলতা সত্ত্বেও যে কয়টি বড় ধরণের ব্যর্থতা অভ্যন্তরীণভাবে পুরো ব্যাংক ব্যবস্থাকে দুর্বল করে রেখেছে সেগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া ব্যতীত ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কারণ ইসলামী ব্যাংক ব্যস্থার মূলে কোন নৈতিক ত্রুটিকে জিইয়ে রেখে কোন ভাবেই সামনে এগিয়ে যাওয়া যায় না। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মৌলিক ব্যর্থতার মাঝে একটি হল-শরী'আহ্র আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও প্রেরণাদীপ্ত জনশক্তির অভাব। অবশ্য এই প্রতিবন্ধকতা সময়ের সাথে উৎরে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখন অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আজ সেই জনশক্তির প্রয়োজন যারা তাদের আচরণ ও সেবার মাধ্যমে শুধু ইসলামী জীবনব্যবস্থার দাওয়াতী কর্মীই হবে না বরং একই সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীতে সনাতন ব্যাংকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই ব্যাংক পদ্ধতিকে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে নেবে। এজন্য একদল ফাইন্যান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারেরও প্রয়োজন যারা শরী'আহ্ সম্মত নতুন নতুন ইন্স্ট্রুমেন্ট উদ্ভাবনেও হবেন সমান দক্ষ। কিন্তু রূঢ় বাস্তবতা হল, ইসলামী ব্যাংকসমূহে কর্মরত উঁচু পর্যায়ের অফিসারদের অধিকাংশই সুদনির্ভর ব্যাংক থেকে আগত। যারা সুদী ব্যাংকের

১. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, *বার্ষিক প্রতিবেদন* ২০১২, ঢাকা, পৃ. ৭৫

২. শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, 'ইসলামী ব্যাংকিং ঃ পেছন ফিরে দেখা', *ইসলামী ব্যাংকিং*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমে দক্ষ এবং সে সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে অভিজ্ঞ। ইসলামী ব্যাংকিং এর কলাকৌশল সম্পর্কে তাদের না আছে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, না আছে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এমন অভিযোগও রয়েছে যে, তাদের অনেকে ব্যক্তি জীবনে ইসলামের বাস্তব অনুসারী নয়। এদের কাছ থেকে ইসলামী ব্যাংকের দাওয়াতি কর্মীর আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না। আরো তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, নতুন যে সব ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করছে তাদের উদ্যোক্তারা ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝারি ও উঁচু পর্যায়ের কর্মকর্তাদের আরও উঁচু পদ ও বেতনের লোভ দেখিয়ে টেনে আনেন। ইতোমধ্যে এসকল কর্মকর্তা ইসলামী ব্যাংকিং-এর কলাকৌশল সম্বন্ধে একটা দক্ষতা অর্জন করেছে। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, অনেক সময় কোন পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই কেউ কেউ নিশ্চুপে নতুন প্রতিষ্ঠিত অন্য ইসলামী ব্যাংকে যোগদান করেন।[১] বাংলাদেশে এই প্রবণতা অত্যন্ত বেশী। এ ধরণের অপতৎপরতার ফলে পুরাতন ও প্রতিষ্ঠিত ব্যাংকগুলোর সমস্যা বেড়ে যায় কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনশক্তির কোন উন্নতি হয় না।

প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে আগত ইসলামী ব্যাংকসমূহে উঁচু পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ইসলামী বিনিয়োগের ঐসব পদ্ধতিই অধিক ব্যবহারের প্রচেষ্টা চালান যেগুলোর সাথে তাদের সুদী ব্যাংকে কর্মরত থাকাকালীন অভিজ্ঞতার প্রচুর সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। কারণ তারা এতে স্বস্তি বোধ করেন। এসব কর্মকর্তা না লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগের কোন ঝুঁকি নিতে চান, না তারা সনাতন ব্যাংকগুলোর চেয়ে কম হারে আয় করে শীর্ষ নির্বাহীদের বিরাগভাজন হতে চান। এর সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মুরাবাহা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ। ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তারা যেহেতু সনাতন ব্যাংকে দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন সেহেতু তারা মুরাবাহাকে এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যেন তারা যে ধরণের ঋণচুক্তি সম্পাদনায় অভ্যস্থ ছিলেন তার মতোই হয়। শরী'আহ্ বোর্ডকে তারা এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে, শুরু থেকেই মুরাবাহা চুক্তিটি যেন বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। কতিপয় ইসলামী ব্যাংকের শরী'আহ্ বোর্ড স্ব-স্ব ব্যাংককে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এধরণের কাজে সম্মতি দিয়েছে যা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।[২] বস্তুতঃ যতদিন এসকল পর্যায়ে পরিবর্তন নিয়ে আসা না হবে ততদিন এসকল ব্যাংকসমূহের ইসলামী ব্যাংক নাম ধারণ যথার্থ হবে না।

সাত. ইসলামী ব্যাংকগুলোর নানাবিধ কর্মকান্ডে শরী'আহ্ বোর্ডগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর ভূমিকা পালন করে থাকে। শরী'আহ্র বিধি-নিষেধ বাস্তবে যথাযথ প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যাংকের কার্যক্রমের শরী'আহ্ অডিট খুবই তাৎপর্যবহ। ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের প্রতি জনগণের আস্থা থাকবে না যদি তা শরী'আহ্ বোর্ড দ্বারা অনুমোদিত না হয়। তাই আধুনিক সমস্যা অনুধাবন ও তার মূল্যায়নের পাশাপাশি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্স্ট্রুমেন্টগুলোর কার্যক্রম সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান থাকা ফকীহ্ বা

---

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

মুফতিদের জন্য অপরিহার্য। বিশ্বের প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংকেরই নিজ নিজ শরী'আহ্ উপদেষ্টা রয়েছেন যাঁরা সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং স্বনামখ্যাত। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল, এসব শরী'আহ্ বিশেষজ্ঞদের প্রায় কারোরই আধুনিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে কোন প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া বা আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই।[১] ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম ও ফাইন্যান্সিয়াল নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যথাযথ রায় প্রদানের ক্ষেত্রে মুফতি বা ফকীহ্দের জন্য এটা খুব বড় ধরণের বাধা বা সমস্যা। অবশ্য অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংকই এই সমস্যা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। সে জন্য প্রায় সকল ইসলামী ব্যাংক তাদের শরী'আহ্ বোর্ডে একজন আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এই অর্থনীতিবিদ শরী'আহ্ বোর্ডের ফকীহ্ সদস্যবৃন্দের সামনে প্রধানত আলোচ্য সমস্যার পটভূমি, অর্থ ও তাৎপর্য তুলে ধরে বিশদ পর্যালোচনা পেশ করে থাকেন।

শরী'আহ্ বোর্ডগুলোর বিদ্যমান অবস্থা কাঙ্খিত মান হতে এখনো অনেক দূরে অবস্থান করছে। ফলে শরী'আহ্ বোর্ডের সদস্যগণ প্রায়ই মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন না। একপক্ষ আধুনিক ফাইন্যান্স সম্পর্কে প্রশিক্ষিত না হওয়ার ফলে এবং অন্যপক্ষ ইসলামী শরী'আহ্ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ না হওয়ার ফলে উভয়ের মাঝে মতের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। এছাড়া শরী'আহ্ বোর্ড যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে রক্ষণশীল ভূমিকা অবলম্বন করার ফলে ব্যাংকিং-এর গতি হয়ে পড়ে মন্থর। এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হলে শরী'আহ্ বোর্ডকে অবশ্যই যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে।[২]

আট. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি প্রধান শর্ত হল, সমাজের অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাত নির্ধারণ এবং তাতে সেবা সম্প্রসারণ। অগ্রাধিকারভিত্তিক উন্নয়নমূলক খাতসমূহে ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের উদ্যোগ কিছুটা ব্যতিক্রম ছাড়া এখনো আশানুরূপ নয়। কৃষিতে যদিও ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ হার অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় বেশী তথাপি তা অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত বিচারে যথেষ্ট নয়। এদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ মানুষ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে জড়িত। সুতরাং এ সিংহভাগ মানুষের কাছে ব্যাংকের সেবা পৌঁছাতে হলে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে এ খাতে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে হবে।

নয়. বাংলাদেশের মানুষ সৃষ্টিশীল ও পরিশ্রমী -এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু তারা নিজেদের মেধা, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ পায় না।[৩] এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ শহরে ও গ্রামীণ নিম্নবিত্ত ও মাঝারী আয়ের লোকদের জন্য যে গৃহস্থালীর মূল্যবান ব্যবহার্য সামগ্রী ও কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় সহযোগিতা প্রকল্প পরিচালনা করছে তা

---

১. Fuad Abdullah Omar and Munawar Iqbal, Some Strategic Suggestions for Islamic Banking in the 21st Century, *Review of Islamic Economics*, Vol. 9, pp. 37-56

২. Nizam Yaquby, Requirements to be fulfilled When Convntional Banks Set Up Islamic Banks Windows or Funds, *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance*, Massachusetts : Havard University, 1999

৩. আতিউর রহমান, *বাংলাদেশে উন্নয়নের সংগ্রাম*, ঢাকা : প্রবর্তক প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯১, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সহায়ক। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মূলধন বৃদ্ধি, আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এবং সমাজকল্যাণমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে আরো বেশী কর্মতৎপর হতে হবে এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমের আরো বিস্তার ঘটাতে হবে। শিল্প ও কৃষির উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে সত্য কিন্তু দেশের মোট দারিদ্র্য পরিস্থিতি, আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিচারে এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোকে তা যথার্থ নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে মানবকল্যাণে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। 'আদল ও ইহসানের ভিত্তিতে কার্যকরভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এমন ধরণের প্রবৃদ্ধি অর্জনে ইতিবাচক অবদান রাখা যেন দারিদ্র্য বিমোচন, আয় ও সম্পদের সমবন্টন এবং আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] বহু ইসলামী ব্যাংকের সনদে তাদের কার্যক্রমের চালিকাশক্তি হিসেবে আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যসমূহের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু রূঢ় হলেও সত্য যে, দু'একটি ইসলামী ব্যাংক ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক কার্যকরভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।[২] তবে এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর কার্যক্রমের সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলো যদি এই বয়োজেষ্ঠ্য ব্যাংকটিকে অনুসরণ করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজেদেরকে সমঅংশীদার করে তোলে তাহলে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতে পারে।

দশ. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক বেকারত্ব, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবার করুণ দশা এবং নিত্য-নৈমত্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের পটভূমিতে অগণিত মানুষের সাহায্যার্থে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিনিয়ত যে অর্থ ও সাদাকাহ তহবিল (অনুদান) নিয়ে এগিয়ে আসে তা নিতান্ত খুবই প্রশংসনীয়। এ কার্যক্রমকে দীর্ঘস্থায়ী এবং আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে সকল ইসলামী ব্যাংক একযোগে তৎপরতা চালালে তাতে দেশের ভাগ্যাহত মানুষ আরো বেশী উপকৃত হবে।

এগার. দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা, ট্রাস্ট ও ইয়াতীমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসহ বহু সামাজিক খাত এখনো ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত হয়নি।[৩] ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখনো এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে চূড়ান্ত সফলতার দাবী করতে পারে না।

---

১. Ziauddin Ahmad, Islamic Banking in the Crossroads, *Development and Finance in Islam*, Kualalampur : International Islamic University Press

২. Mohammaed Akacem, Using Secomdary Markets for External Debt to Convert Riba Contracts into Equity Inestments, *Islamic Banking and Finance : Current Developments in Theory and Practice*, Leicester : The Islamic Foundation, UK

৩. Sami Hassan Hamoud, Progress of Islamic Banking : The Aspirations and the Realities, *Islamic Econiomic Studies*, Vol. 1, p. 75

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিগত ৩০ বছরের ইতিহাস জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশেষভাবে সমাদৃত। এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান প্রভূত সফলতা ও কিছু ব্যর্থতার নিরিখে হলেও সর্বমহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। তারপরও আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের চাহিদা পূরণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকশিত হতে হলে এই ব্যাংক ব্যবস্থাকে আরো সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক সফলতার কারণ হল- ইসলামী তহবিল, বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ এবং এর নৈতিক মূল্যবোধ সমন্বিত কল্যাণধর্মী লক্ষ্য ও আদর্শ। অপরদিকে ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল প্রতিকূল পরিবেশ এবং ইসলামী অর্থবাজারের অনুপস্থিতি। অতএব ইসলামী ব্যাংকসমূহের স্থায়িত্ব ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে হলে এক্ষেত্রে চিহ্নিত ব্যর্থতাসমূহকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। সুদভিত্তিক ধারার ব্যাংকিং প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে। অধিকাংশ ইসলামী ব্যাংক সুদভিত্তিক ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ ও আবহের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার বিপরীত। ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী নিজস্ব সাংগঠনিক এবং ব্যবস্থাপনা কাঠামো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহের লক্ষ্য অর্জন একটি কঠিন কাজ। ফলে ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বৈরী পরিবেশের কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ শরী'আহ্ অনুযায়ী ব্যবসায়ে যে বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই ইসলামী ব্যাংক সমূহের সামনে এখনো নৈতিকতার প্রশ্ন একটি বড় বিষয়। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ কর্মপ্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ দ্রুততম সময়ের মধ্যে এ দুর্বলতা কাটিয়ে উঠবে।

সফলতা ও ব্যর্থতার নিরিখে কতিপয় পরামর্শ

১. **ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা :** ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণ, আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহককে সচেতন করে তোলার জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কার্যকরী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা দরকার। ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মধ্যকার বিরাজমান পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট করা দরকার। ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যপদ্ধতির উপর সিম্পোজিয়াম-কর্মশালার আয়োজন করা যায়। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির উপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে তা বিলি করা যেতে পারে। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২. **শরী'আহ্ কাউন্সিলকে আরোও শক্তিশালী করে তোলা :** আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের দাবী অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকি কার্যক্রমে ইসলামী শরী'আহ্র সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত হতে হবে। আর এ নিশ্চয়তা সনদপত্র দিবে শরী'আহ্ কাউন্সিল। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র শরী'আহ্ কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিলের নিয়োগ পরিচালকমন্ডলীর হাতে ন্যস্ত করার পবিবর্তে কোম্পানীর সাধারণ সভার

Dhaka University Institutional Repository

উপর ন্যস্ত করা উত্তম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শরী'আহর লক্ষ্য বাস্তবায়নে সক্ষম হচ্ছে কি-না, আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শরী'আহ নীতি-মালার অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, জনগণের নিকট ইসলামী ব্যাংকসমূহের যথাযথ শরী'আহ্ পরিপালন প্রশ্নে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে শরী'আহ্ কাউন্সিল তার বাস্তব জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরীর পাশাপাশি মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করবে। পরিচালনা পরিষদ ও ব্যবস্থাপকমন্ডলীর কাজ হবে এই পরামর্শ অনুসরণ করা।

৩. **কৃষি বিনিয়োগে বাই সালাম পদ্ধতি অনুসরণ করা :** স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ ব্যবহার কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইসলামী শরী'আহ্সম্মত হতে হবে। আমানতকারীদের এলাকা প্রথম গুরুত্ব পাবে বিনিয়োগের জন্য। এ জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের প্রয়োজন/দক্ষতা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরী করে তাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে। অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা বিনিয়োগ গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করতে হবে। মুদারাবা-মুশারাকার মাধ্যমে বিনিয়োগের নৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নৈতিক ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে 'কালেকশন এজেন্সী' নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কৃষিখাতে বাই-সালাম পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৪. **গরীবদেরকে বিনিয়োগের প্রধান টার্গেটে পরিণত করা :** আর্থ-সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রবাহ হতে হবে গরীবমুখী। বিনিয়োগের গতিধারায় দেখা গেছে যে, ইসলামী ব্যাংকিং ট্রাডিশনাল ব্যাংকিং-এর ন্যায় একটি চিহ্নিত ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে সিংহভাগ সম্পদ তুলে দিচ্ছে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে সীমিত সম্পদের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্পূর্ণ সম্ভব।

৫. **চারিত্রিক মানোন্নয়ন ঘাটানো :** ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক ইসলামী বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এর নিয়ন্ত্রণের মূলে থাকবে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষগুলো। অন্যদিকে বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে পরিকল্পিতভাবে 'ইসলামিক গ্রাহক'-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬. **ইসলামী ব্যাংক পরিচালনায় পারস্পরিক সহযোগতা বৃদ্ধি করা** : ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা বাংলাদেশে তিন দশক পূর্ণ করেছে। ৭টি ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত সুদী ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসে। যাঁরা ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিচালক এবং ব্যবস্থাপক তাঁদেরকে প্রচলিত ব্যাংকগুলো যে ইসলামী ব্যাংকিং শাখা খুলছে সেগুলো যেন সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, সে জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৭. **সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা :** এখনও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতার মুখে পড়েনি। বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় আবেগ তীব্র হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের শাখা বেড়ে চলেছে। তাই সেবার তুলনামূলক মান নিয়ে আমানতকারী/বিনিয়োগ গ্রাহকরা খুব একটা সচেতন নন। ভবিষ্যতে আন্ত ইসলামী ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এখন থেকেই তাদের সেবান মান বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

৮. **শরী'আহ্ কাউন্সিলকে সুসংগঠিত করা :** শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠনের সময় বিশেষজ্ঞ 'আলিম ও আধুনিক ব্যাংকিং বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী ব্যক্তিদের আরো সমাবেশ ঘটাতে হবে। এছাড়া মাঝে-মধ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিল-এর ফকীহ্ সদস্যদের সাথে অর্থনীতি ফিন্যান্স ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের মতামত বিনিময় হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকগুলো এককভাবে কিংবা যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন শরী'আহ্ ইস্যুর উপর নিয়মিত আলোচনার জন্য ফকীহ্ সদস্য ও অর্থনীতি-ফিন্যান্স-ব্যাংকিং, বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক কিংবা ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে পারেন। ডায়ালগ থেকে বিভিন্ন ইস্যুর ইসলামী শর'ঈ সমাধান বেরিয়ে আসতে পারে।

৯. **পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা :** বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিৎ পল্লী এলাকা। কেবলমাত্র নগরকেন্দ্রিক ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকের প্রকৃত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে আদৌ সক্ষম নয়। পল্লী বাংলায় মানুষের সততা আছে, উদ্যোগ আছে, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আছে। প্রয়োজনীয় পুঁজি ও পরামর্শ পেলে তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের এক একটি সহায়ক শক্তি হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র শহর এলাকায় আর যা-ই হোক ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের সৌধ র্নিমাণ সম্ভব নয়।

১০. **ইসলামী ব্যাংকের জনশক্তির জন্য আচরণবিধি তৈরী করা :** ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের সততা, দক্ষতা ও সেবার মান অবশ্যই আরো উন্নত করতে হবে। গ্রাহক সেবা ইসলামী ব্যাংকারের দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি ইবাদাত। এমতাবস্থায় সুদী ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে উন্নত হওয়ার সুযোগ নেই। অথচ সত্য কথা হচ্ছে কোন কোন বেসরকারী ব্যাংকের সেবার মান ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে নিঃসন্দেহে উন্নত। আরো দুঃখের ব্যাপার হল, এদেশে মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিম বিদেশীদের গ্রাহক সেবার মান আরো বেশী উন্নত। এ অবস্থার পরিবর্তন সবারই কাম্য। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি অভিন্ন ইসলামী আচরণবিধি তৈরী করে শাখা ব্যবস্থাপকসহ ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আচরণকে পরিশীলিতকরণের ক্ষেত্রে এ অবস্থা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

১১. **সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিস্তার ঘটানো :** দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ। গ্রামীণ ব্যাংক ও এন.জি.ও সমূহের শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের সকল ক্ষোভ ও শ্লোগান অর্থহীন হয়ে যাবে যদি ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের কোন উন্নত বিকল্প কর্মসূচী উপহার দেয়া না যায়। অভিযোগ রয়েছে যে, বেসরকারী সংস্থাগুলো সুদী ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব মানুষের উপর জুলুম করছে। এ জুলুমের হাত থেকে অসহায়-দুঃখী-গরীব মানুষদেরকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর কি কোন দায়িত্ব নেই? যারা দারিদ্র্য সীমার বা যাকাত সীমার নিচে অবস্থান করছেন, তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মুদারাবা-ভিত্তিক জামানতবিহীন ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে গরীব-দুঃখী-অসহায়

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ প্রকৃত অর্থেই 'দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্র' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে এবং প্রকৃত অর্থেই আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

১২. **বিত্তহীনদের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা :** বিশেষ করে বিত্তহীন বা স্বল্পবিত্ত লোকদের ঋণদানের বেলায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিৎ হবে প্রিয়নবী সা. এর সুবিখ্যাত নীতির অনুসরণ করা। অর্থাৎ- একই সাথে সুদমুক্ত ভোগ্যঋণ এবং লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করা। রাসূল সা. এর আদর্শ জীবনের সেই বিখ্যাত ঘটনা আমাদের সবারই জানা। এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে ভিক্ষা দানের পরিবর্তে স্বাবলম্বী করতে চাইলেন। তাই তিনি ভিক্ষুকের সর্বশেষ ব্যবহৃত বস্তুটির বিক্রয়লব্ধ অর্থকে দু'ভাগ করলেন। এক ভাগ দিয়ে তাকে একটি কুঠার কিনে দিলেন যাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় মূলধনী ব্যয় বলতে পারি। অন্য ভাগ দিয়ে রাসূল সা. তাকে খাবার কেনার পরামর্শ দিলেন যাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় ভোগ্যব্যয় বলতে পারি। আসলে পেটে ক্ষুধা নিয়ে যে ক্ষেতে-কারখানায় কাজ করা যায় না এই মানবিক সত্যকে আল্লাহর রাসূল সা. যেভাবে উপলব্ধি করেছিলেন জগতের আর কেউ কোনদিন সেভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেনি। সে কারণেই বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে আজ যারা দারিদ্র্য বিমোচনের ডুগডুগি বাজিয়ে চলেছে তারা অন্নহীন, সহায়হীন, ভূমিহীন মানুষকে শুধুমাত্র উৎপাদনের জন্য ঋণ দিতে খুব আগ্রহী কিন্তু একজন সম্বলহীন, ক্ষুধার্ত মানুষ দিনের পর দিন কি খেয়ে তার উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ কর্মকান্ড সফল করবে সে বিষয়ে এসকল সংস্থা ও সংগঠন একেবারেই চুপ। ভাবখানা এমন যেন গরীবরা হাওয়া খেয়ে বেঁচে থাকে। অথবা তারা হয়তো মনে করে যে, গরীব মানুষরা তাদের সংস্থা থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে আয়বর্ধক কাজে বিনিয়োগ করলে ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন তাদের এতই মোহিত করবে যে, তাদের ক্ষুধার অনুভূতিই থাকবে না। আসলে মানুষকে নিয়ে যারা বাণিজ্য করে তাদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশী মানবিক কর্মসূচী আশা করা যায় না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংক যদি একই সাথে সুদমুক্ত ভোগ্যঋণ এবং অংশীদারভিত্তিক উৎপাদন ঋণের সমন্বয়ে একটি 'সম্পূর্ণ অর্থায়ন' কর্মসূচীর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রসর হয় তবে সেটি হবে একটি বড় কাজ এবং সারা পৃথিবীর কাছে তা হবে একটি বিস্ময়কর অনুকরণীয় আদর্শ। এছাড়া আধুনিক ব্যাংকিং জগতে তা হবে এক অনন্য সংযোজন।

১৩. **গণমুখী ব্যাংকিং কার্যক্রম জোরদার করা :** ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই গণমুখী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। জামানতমুক্ত ও তদারকী বিনিয়োগ কার্যক্রম গণমুখী ব্যাংকিং-এর শুভ সূচনা করতে পারে। গণমুখী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যাংকিং কার্যক্রম। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের বেলায় কথাটি আরো বেশী প্রযোজ্য। সে কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল কার্যক্রম ও আনুষ্ঠানিকতাকে ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে সহজতর করার চেষ্টা করতে হবে। গণমুখী ব্যাংকিং-এর আরেকটি অতিপ্রয়োজনীয় কৌশল হল গণউদ্বুদ্ধকরণ। ব্যাপক জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর উপকারিতা বুঝাবার পাশাপাশি সুদী ব্যাংকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে পারলেই তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর ব্যাপারে এগিয়ে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৪. **ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা** : বাংলাদেশে কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে সুসমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয় ও সমঝোতার অভাব হলে একই কর্ম এলাকায় একাধিক ইসলামী ব্যাংক স্ব-স্ব শাখা খুলে অনাকাংখিত প্রতিযোগিতা করে সুদী ব্যাংকের মোকাবেলায় পিছিয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করলে সব ইসলামী ব্যাংক মিলে গোটা বাংলাদেশকে তাদের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয় আসতে পারবে। এতে করে অনাকাংখিত প্রতিযোগিতা এড়াবার পাশাপাশি অধিক মাত্রায় উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই নেটওয়ার্ক যেমন এলাকাভিত্তিক করা যেতে পারে, তেমনি সেক্টর বা খাতভিত্তিকও করা যেতে পারে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংকের জন্য একটি অভিন্ন কেন্দ্রীয় শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠনের মধ্যদিয়ে এই সমঝোতার যে শুভ সূচনা হয়েছে আশা করা যায় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তা ব্যাপ্তি লাভ করবে।

১৫. **নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করা** : বাংলাদেশে ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল ও সংস্থার সাথে ইসলামী বাংকসমূহের গভীর সংযোগ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষদের ইসলামী ব্যাংকের সেবার মধ্যে আনার লক্ষ্যে এ ধরণের যোগাযোগ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংক অতিসহজেই তার আদর্শ গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো বিস্তৃত করে তুলতে পারে।

১৬. **কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করা** : সরাসরি বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিৎ এমন সব প্রকল্প বেছে নেওয়া যাতে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলাম তথা মানবতার খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়। যেমন, শহর ও উপ-শহর এলাকায় বড় ও মাঝারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি শিশু ও বয়স্ক শিক্ষালয় স্থাপন, হাসপাতাল ও মাতৃসদন স্থাপন ও আবাসিক ফ্ল্যাট তৈরী ও বিক্রয় ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলনের ইতিহাস মাত্র ৩০ বছরের। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যকে ৩শ' বছরের পুরোনো ও প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত ব্যাংকিং-এর সঙ্গে তুলনা করা সঠিক বিবেচনা নয়। ইসলামী ব্যাংকিং এখনো গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং-এর বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে পূর্ণাঙ্গভাবে শরী'আহ্ ভিত্তিক ব্যাংক পরিচালনা করা। এটি নিশ্চিত হওয়ার পর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখা। ইসলামী ব্যাংকসমূহকে বাণিজ্যিক প্রশ্নে সফলতার চেয়ে আগে নৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তবেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল পদক্ষেপ নিষ্কন্টক হয়ে উঠবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচ্ছেদ : তিন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা

একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর দৃশ্যমান প্রভাব ইসলামী অর্থনীতির পুনর্জাগরণ আন্দোলনের এক সাফল্যজনক অধ্যায়। একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা এতই জৌলুসপূর্ণ যে এই নতুন ধাঁচের আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম বিশ্বের গন্ডি অতিক্রম করে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থ বাজারেও ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চলেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় তিনশতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ইরান, পাকিস্তান ও সুদান তাদের দেশের পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে ইসলামী নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করছে। ইসলামী ব্যাংকিং শুধু মুসলিম দেশ নয় বরং বর্তমানে তা নিজস্ব গণ্ডি ছাড়িয়ে অমুসলিম দেশগুলোতে ক্রমান্বয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আমেরিকা, ব্রিটেন, জার্মানি, আর্জেন্টিনা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, সুইজারল্যান্ড ও ভারতের মত অমুসলিম দেশগুলোতেও ইসলামী ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার এ ক্রমবিকাশ প্রমাণ করে যে, ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা বিশ্ব অর্থনীতিকে এক নতুন যুগের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বয়স অনেক চড়াই-উৎরাই পার হয়ে তিন দশক পূর্ণ হয়েছে। ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এদেশের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. এর যাত্রা শুরুর পর ২০১২ সালের শেষ নাগাদ বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সর্বমোট ৭টি। এছাড়া আরো ১৬টি প্রচলিত সুদী ব্যাংক আলাদা শাখা খোলার মধ্য দিয়ে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের পথচলায় এরইমধ্যে অর্জিত হয়েছে অনেক সফলতা এবং কিছু ব্যর্থতা। ইসলামী ব্যাংকসমূহের সে সফলতা এবং ব্যর্থতাগুলোকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা ঠিক করে নেয়া এখন সময়ের দাবী।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং এদেশের দারিদ্র্য কবলিত কোটি কোটি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের যে মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইসলামী ব্যাংকগুলো বিগত ৩০ বছর যাবত নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের সে কর্মতৎপরতাকে এখন আরো বিস্তৃত ও বেগবান করে তোলা খুবই প্রয়োজন। এ অভিসন্ধর্ভের পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মক্ষেত্রে সফলতা ও ব্যর্থতার বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। তাতে একদিকে যেমনি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা ও ব্যর্থতাসমূহ বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে তেমনি ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড ও কর্মক্ষেত্রের গন্ডিও চিহ্নিত হয়েছে। এখন এর আলোকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্তে নির্দেশনা উপস্থাপন করা হল :

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৩ সালে। ঐ বছর বাংলাদেশের সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরপর ১৯৮৭ সালে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি. এবং পরবর্তীতে অল্প সময়ের ব্যবধানে আরো কয়েকটি ইসলামী ব্যাংক ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মোট ৭টি। সার্বিক কর্মতৎপরতা ও সফলতার বিচারে এদেশে কর্মরত ইসলামী ব্যাংকগুলোর মাঝে প্রথম সারির তিনটি ব্যাংক হল : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. এবং শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.। অন্য ব্যাংকগুলো অতিসম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মান বিচারে আরো কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে। তবে কোন ইসলামী ব্যাংকই ব্যাংকিং সেবা প্রদানে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় কোনক্রমে পিছিয়ে নেই। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৭৭০টি শাখার মাধ্যমে সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং বৃহৎ পরিসরে সেবাদানকারী ব্যাংক হল ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। বাংলাদেশে যাঁরা প্রথম ইসলামী ব্যাংকের যাত্রা শুরু করেন তাঁদের অভিজ্ঞতার অভাব ছিল, প্রশিক্ষিত জনশক্তি ও উপায়-উপকরণের অভাব ছিল কিন্তু বিগত দুই যুগেরও অধিক সময় ধরে বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং-এর অভিজ্ঞতায় সাফল্য ও সম্ভাবনার যে ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়েছে তাতে এ দাবী খুবই ন্যায়সঙ্গত যে, ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের পুরো ব্যাংক ব্যবস্থাকেই ইসলামীকরণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ অধিবাসী মুসলিম। ইসলাম সকল প্রকার সুদকে চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুর'আনে সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা. এর পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। হাদীস শরীফে সুদের আদান-প্রদানকে নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচারের তুল্য জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ স্বভাবগতভাবে খুবই ধর্মপ্রাণ বিধায় দেশের বিপুল সংখ্যক মানুষ সুদের ভয়ে কখনোই তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা রাখে না। কেবলমাত্র অধিকসংখ্যায় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ম্যাধমেই এসব সঞ্চয় সংগ্রহ ও তা উৎপদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করা সম্ভব।

বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝ থেকে যারা সুদী ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন তাদের অনেকেই ধর্মীয় কারণে জমাকৃত অর্থের উপর সুদ গ্রহণ করেন না। যার অর্থ হল, ক্ষুদ্র আমানতকারীগণ তাদের ঈমান রক্ষার প্রয়োজনে আমানতের উপর ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হচ্ছেন আর এই অর্থ থেকে যাচ্ছে ব্যাংক মালিকের কাছে যে প্রকৃতপক্ষে এর হকদার নয়। এই ব্যবস্থা আমানতকারীদের নিরুৎসাহিত করতে বাধ্য। এ অবস্থার অবসানের জন্য বাংলাদেশে আরো বেশী ইসলামী ব্যাংকের প্রয়োজন। কেননা এর ফলে ক্ষুদ্র আমানতকারীগণ তাদের আমানতের উপর প্রাপ্য আয় থেকে আর বঞ্চিত হবে না। অন্যকথায়, সুদী ব্যাংকের মালিকগণ খোদাভীরু আমানতকারীদের বঞ্চনার বিনিময়ে ফুলে ফেঁপে উঠতে এবং পুঁজির শোষণ ত্বরান্বিত করতে পারবে না।

সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সাধারণত সহায়ক জামানত ছাড়া ঋণ প্রদান করে না। যার অর্থ হল, যার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা বা শিল্প আছে অথবা কমপক্ষে জামানত দেয়ার মত যথেষ্ট স্থায়ী সম্পত্তি আছে সে-ই শুধু ঋণ পাওয়ার যোগ্য। এই ব্যবস্থায় স্বল্প বিত্তের মানুষ ঋণ পায় না। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ হয় বিত্তহীন নয়তো স্বল্পবিত্তের। ফলে সুদী ব্যাংকসমূহ থেকে তাদের ঋণ পাওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

সুযোগ নেই বললেই চলে। বাংলাদেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন জামানতবিহীন ঋণ। যা কেবল ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা সম্ভব।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে ঋণের মাধ্যমে শিল্প ব্যবসায়ে অর্থায়ন করা হলে যদি কোন কারণে লোকসান হয় তবে ব্যাংক সে লোকসানের দায়ভার বহন করে না। পুরো ক্ষতি বহন করতে হয় ঋণগ্রহীতা ব্যবসায়ী বা ফার্মকে। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এই চরম হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা থেকে এ দেশের শিল্প, বাণিজ্যকে যেমন রক্ষা করতে পারে তেমনি হতাশাগ্রস্থ অথচ সম্ভাবনাময় বেকার যুবসমাজকে দিতে পারে সম্মানজনক জীবিকা ও কাজের সন্ধান।

সুদী অর্থব্যবস্থায় উৎপাদকের পরিচালন ব্যয়ের পাশাপাশি একটি নির্দিষ্ট আর্থিক ব্যয়ও থাকে। এই আর্থিক ব্যয়ে সাধারণতঃ সুদের হার সমান। ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে কোন নির্দিষ্ট আর্থিক ব্যয়ের বালাই নেই। উদাহরণত, প্রচলিত ব্যবস্থায় সুদের হার যদি ১৫% হয়, তার অর্থ হচ্ছে উৎপাদককে সমচ্ছেদ বিন্দুতে পৌঁছার জন্য তার উৎপাদন খরচের অতিরিক্ত কমপক্ষে ১৫% লাভ করতেই হবে। অন্যকথায় জাতীয় স্বার্থে একটি প্রকল্প যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন তা থেকে উপার্জনযোগ্য লাভের হার কমপক্ষে ১৫% না হলে সুদী ব্যবস্থায় সে প্রকল্পে বিনিয়োগের কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলো কেন জীবনরক্ষাকারী ঔষধের চেয়ে কেবলমাত্র অধিক লাভের জন্য জীবন সাজানোর প্রসাধনী সামগ্রী উৎপাদনে অধিকমাত্রায় ঝুঁকে পড়ছে তার যথার্থ ব্যাখা হচ্ছে এই সুদ লগ্নিকারী ব্যবস্থা। ১৬ কোটি মানুষের এই বাংলাদেশে জীবন সাজানোর চেয়ে জীবন বাঁচানোর সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনেক বেশী প্রয়োজন। সুতরাং বলাই বাহুল্য, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাই এদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য সর্বোত্তম বিকল্প।

ব্যাংকিং ব্যবসাকে বলা হয় 'পরের ধনে বাহাদুরী'। সে কারণে ব্যাংক ব্যবসা শতভাগ বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কোন ব্যাংকের উপর একবার মানুষের আস্থা বিনষ্ট হলে তা ফিরে পাওয়া খুবই কঠিন। আর কোন ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার অর্থ আমানতকারীদের চূড়ান্ত সর্বনাশ। সুদী ব্যাংকিং জগতে প্রায়শই এ ঘটনা ঘটে থাকে। ইসলামী ব্যাংকের গঠন কাঠামোতে এমন উপাদান সন্নিবেশিত আছে যার ফলে একটি প্রকৃত ইসলামী ব্যাংক কখনো দেউলিয়া হতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতির ধাক্কা সামলানোর ক্ষমতা সুদী ব্যাংকের তুলনায় অনেক বেশী। সাময়িকভাবে কোন ইসলামী ব্যাংকের আর্থিক লোকসান হতেও পারে কিন্তু যেহেতু ইসলামী ব্যাংকের সাথে আমানতকারীর সম্পর্ক লাভ-লোকসান বন্টন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই ব্যাংকের মুনাফা ও ক্ষতি উভয় ক্ষেত্রেই অমানতকারী অংশগ্রহণ করে। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশেরে মত অস্থিতিশীল অর্থনীতির একটি দেশে ইসলামী ব্যাংকই হতে পারে সর্বোত্তম বিকল্প।

প্রচলিত সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ কৃত্রিম আমানত সৃষ্টি করে থাকে। একে ঋণসৃষ্টি বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুদভিত্তিক বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় করে না বরং ঋণ দান করে। ব্যাংক যখন কোন গ্রাহককে ঋণদান করে তখন তাকে ঋণের অর্থ হাতে না দিয়ে দু'তরফা দাখিলার নিয়মানুসারে ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের হিসাবে মঞ্জুরকৃত ঋণের অর্থ জমা করে। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকে সেকেন্ডারী আমানত বা মাধ্যমিক আমানতের সৃষ্টি হয়। ফলে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ বেড়ে যায়। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতা যেহেতু আমানতের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল তাই ঋণসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কল্পিত আমানতের ভিত্তিতে বাণিজ্যিক

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাংকের ঋণদানের ক্ষমতাও বেড়ে যায়। সুদী বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রত্যেকটি ঋণদান নতুন আমানতের সৃষ্টি করতে থাকে এবং ব্যাংক ঋণের পরিমাণও বাড়তে থাকে। এধরণের কাগুজে ঋণদান অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় যা মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইসলামী ব্যাংক অর্থের লগ্নি করে না বরং পণ্যের কেনা-বেচাই ইসলামী ব্যাংকের মূল ভিত্তি। পণ্যভিত্তিক এই ইসলামী বিনিয়োগ মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি তো করেই না বরং উল্টো মুদ্রাস্ফীতি দূর করতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

ইসলামী ব্যাংক ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে মূলতঃ উদ্যোক্তাকে শুধু উৎসাহিতই করে না বরং ব্যাংক তার অভিজ্ঞতা, বিশেষজ্ঞ পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যবসার সাফল্য নিশ্চিত করতে চায়। কারণ ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতিতে গ্রাহকের ব্যবসার সাফল্য ও ব্যর্থতার সাথে ব্যাংকের স্বার্থও জড়ানো থাকে। একের সাফল্যে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমেই জোয়ার আসে শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে।

গ্রামীণ ও কৃষি ব্যাংক ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রচলিত ব্যাংকই কারবার করে থাকে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর সাথে। তাদের প্রধান লক্ষ্য থাকে উচ্চবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। অথচ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যারা মধ্যবিত্ত ও নিম্ন আয়ের দরিদ্র জীবন যাপন করে তাদের জন্য ব্যাংকসমূহের কোন কর্মসূচি নেই। গ্রামের কৃষক ও পুঁজিহীন খেটে খাওয়া মানুষের আর্থিক উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কোন মাথাব্যাথা নেই, নেই কোন দায়বোধ। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত অর্থব্যবস্থার আলোকে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান এবং অন্যতম লক্ষ্য হল দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা এবং তাদের জীবনযাপনে অভাব-অনটন দূর করা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাই ইসলামী ব্যাংকের সম্প্রসারণ একটি বাস্তবসম্মত এবং যৌক্তিক দাবী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ : নির্দেশনা

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যে সমস্ত অসুবিধা ও অপরিপক্কতার সম্মুখীন তা দূর করে ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বাস্তবায়ন করার প্রস্তাব করা হল :

যুগোপোযোগী কার্যকর কর্মসূচী প্রণয়ন করা

ইসলামী আদর্শ, ইসলামী অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জনগণ, আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহককে সচেতন করে তোলার জন্য বাস্তবায়নযোগ্য কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ন করা দরকার। ইসলামী ব্যাংকিং ও প্রচলিত ব্যাংকিং-এর মধ্যকার যথার্থ পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট করা দরকার। ব্যাপক প্রচারের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং-এর কার্যপদ্ধতির উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন করা যায়। ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতির উপর ছোট ছোট পুস্তিকা রচনা করে তা বিলি করা যেতে পারে। আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের শ্রেণী অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

শরী‘আহ্ পরিপালন সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ দূর করা

আমানতকারী ও বিনিয়োগ গ্রাহকদের দাবী অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমে ইসলামী শরী‘আহ্র সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহে যথাযথভাবে শরী‘আহ্ পরিপালন সম্পর্কে জনমনে যে প্রশ্ন রয়েছে তা দূর করা উচিত। আর এ দায়িত্ব পালন করবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শরী‘আহ্ কাউন্সিল। এমতাবস্থায় ইসলামী ব্যাংকের স্বতন্ত্র শরী‘আহ্ কাউন্সিলকে আরো শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর করার লক্ষ্যে শরী‘আহ্ কাউন্সিলের নিয়োগ পরিচালকমন্ডলীর হাতে ন্যস্ত করার পবিবর্তে কোম্পানীর সাধারণ সভার উপর ন্যস্ত করা উত্তম। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইসলামী শরী‘আহ্র লক্ষ্য বাস্তবায়নে এগুচ্ছে কি-না, আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে কি-না, জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে কি-না ইত্যাদি বিষয়ে শরী‘আহ্ কাউন্সিল তার বাস্তব জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরীর পাশাপাশি মন্তব্য ও পরামর্শ প্রদান করবে। পরিচালনা পরিষদ ও ব্যবস্থাপকমন্ডলীর কাজ হবে এই পরামর্শ অনুসরণ করা।

বিনিয়োগে স্থানীয় আমানতকারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা

স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ ব্যবহার কার্যক্রম সংক্রান্ত পরিকল্পনা ইসলামী শরী‘আহ্সম্মত হতে হবে। আমানতকারীদের এলাকা প্রথম গুরুত্ব পাবে বিনিয়োগের জন্য। এ জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী প্রকল্প তৈরী করে তাতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অর্থায়ন করতে হবে। অর্থায়নের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তা বিনিয়োগ গ্রহীতার প্রকৃত অবস্থা বিবেচনায় রেখে নির্ধারণ করতে হবে। মুদারাবা-মুশারাকার মাধ্যমে বিনিয়োগের নৈতিক ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। নৈতিক ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ‘কালেকশন এজেন্সী’ নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কৃষিখাতে বাই-সালাম পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

গরীবমুখী ইসলামী ব্যাংকিং প্রণয়ন করা

আর্থ-সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণে আয় ও ধন-বৈষম্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রবাহ হতে হবে গরীবমুখী। বিনিয়োগের গতিধারায় দেখা গেছে যে, ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ন্যায় একটি চিহ্নিত ধনকুবের গোষ্ঠীর হাতে সিংহভাগ সম্পদ তুলে দিচ্ছে। একটি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর আওতায় ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনার লক্ষ্য অর্জনে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আন্তরিক হলে সীমিত সম্পদের দক্ষ বন্টনের মাধ্যমে তা অর্জন সম্পূর্ণ সম্ভব।

ব্যাংকসমূহকে পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামীকরণ করা

ইসলামী শরী'আহ্ভিত্তিক ব্যাংক 'ইসলামিক ম্যান'-দের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। এর নিয়ন্ত্রণের মূলে থাকবে পরিচ্ছন্ন চরিত্রের মানুষগুলো। অন্যদিকে বিনিয়োগ গ্রাহকদেরকে 'ইসলামিক গ্রাহক'-এ পরিণত করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

প্রচলিত ব্যাংকসমূহের ইসলামী শাখা পরিচালনায় সর্বাত্মক সহায়তা করা

ইসলামী ব্যাংকিং বাংলাদেশে তিন দশক পূর্ণ করেছে। ৭টি ইসলামী ব্যাংকের পাশাপাশি **১৬**টি সুদী ব্যাংকের ইসলামী শাখাসমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করা হলে অনেক বিষয় বেরিয়ে আসে। প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর ইসলামী ব্যাংকিং শাখাসমূহ যেন যথাযথভাবে শরী'আহ্র পরিপালনের মাধ্যমে সঠিক লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারে, সে জন্য তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

সেবার মান আরো বৃদ্ধি করা

এখনও ইসলামী ব্যাংকগুলো তাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মুখে পড়েনি। বাংলাদেশের জনগণের ধর্মীয় আবেগ তীব্র হওয়ার কারণে প্রতিনিয়ত তাদের বিস্তার বেড়ে চলেছে। তাদের সেবার তুলনামূলক মান নিয়ে আমানতকারী ও বিনিয়োগ-গ্রাহকরা খুব একটা সন্তুষ্ট নন। ইসলামী ব্যাংকসমূহে গ্রাহকদেরকে এখনো দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে লেন-দেন সম্পন্ন করতে হয়। ভবিষ্যতে আন্তঃইসলামী ব্যাংক প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোকে এখনই সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উদ্ভূত সমস্যা সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিলে ডায়ালগের ব্যবস্থা করা

শরী'আহ্ কাউন্সিল গঠনের সময় বিশেষজ্ঞ 'আলিম ও আধুনিক ব্যাংকিং বিষয়ে সমানভাবে পারদর্শী ব্যক্তিদের আরো সমাবেশ ঘটাতে হবে। এছাড়া মাঝে-মধ্যে শরী'আহ্ কাউন্সিল-এর ফকীহ্ সদস্যদের সাথে অর্থনীতি-ফাইন্যান্স-ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দের মতবিনিময় হওয়া প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকগুলো এককভাবে কিংবা যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন শরী'আহ্ ইস্যুর ওপর নিয়মিত আলোচনার জন্য ফকীহ্ সদস্য ও অর্থনীতি-ফাইন্যান্স-ব্যাংকিং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক কিংবা ওয়ার্কশপের আয়োজন করতে পারেন। ডায়ালগ থেকে বিভিন্ন ইস্যুর ইসলামী শর'ঈ সমাধান বেরিয়ে আসবে।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে মনিটরিং সেল গঠন করা

ইসলামী ব্যাংকিং-এ বিভিন্ন অর্থায়ন পদ্ধতি চালু রয়েছে। মুদারাবা-মুশারাকার প্রয়োগ খুবই সীমিত হলেও মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জাল এর ব্যাপকভিত্তিক প্রয়োগ হচ্ছে। এ পদ্ধতিদ্বয় পূর্বনির্ধারিত মুনাফার হার দ্বারা পরিচালিত হয় বিধায় যদি পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে তা ব্যাংকের মালিকানায় নিয়ে আসা না হয় তাহলে তা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। সেহেতু, মালের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাংকারদের অধিকতর সৎ, স্বচ্ছ ও আন্তরিক হতে হবে। মাঠ পর্যায়ে এই বিষয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহের যে বদনাম রয়েছে তা গোছাতে আলাদা মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

পল্লী এলাকাকে ব্যাংকের প্রধান কর্মক্ষেত্র বানানো

দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নের মূল ক্ষেত্র পল্লী এলাকা। তাই ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রকৃত কর্মক্ষেত্র হওয়া উচিত পল্লী এলাকা। কেবলমাত্র নগরকেন্দ্রিক ব্যাংকিং ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রকৃত লক্ষ্য পূরণ করতে আদৌ সক্ষম নয়। পল্লী এলাকার মানুষের সততা আছে, উদ্যোগ আছে, আছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা। প্রয়োজনীয় পুঁজি ও পরামর্শ পেলে তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাফল্যের এক একটি কিংবদন্তী হয়ে উঠতে পারে। কেবলমাত্র শহর এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনা করে ইসলামী ব্যাংকের সাফল্যের সৌধ র্নিমাণ সম্ভব নয়।

ইসলামী ব্যাংসমূহের জন্য বিধিবদ্ধ আচরণবিধি প্রণয়ন করা

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তাদের সততা, দক্ষতা ও সেবার মান অবশ্যই আরো উন্নত করতে হবে। গ্রাহক সেবা ইসলামী ব্যাংকারের দৃষ্টিতে অবশ্যই একটি ইবাদাত। এমতাবস্থায় সুদী ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মান ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে উন্নত হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবতা হল, কোন কোন বেসরকারী প্রচলিত ব্যাংকের সেবার মান ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে উন্নত। পর্যবেক্ষণে আরো দেখা যায় যে, এদেশের মুসলিমদের চেয়ে অমুসলিম বিদেশীদের গ্রাহক সেবার মান আরো বেশী উন্নত। এ অবস্থার পরিবর্তন সবারই কাম্য। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ একটি অভিন্ন ইসলামী নৈতিকতা কোড বা আচরণবিধি তৈরী করে শাখা ব্যবস্থাপকসহ ইসলামী ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক করে দিতে পারে। ইসলামী মূল্যবোধের আলোকে আচরণকে পরিশীলিতকরণের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে বলে আশা করা যায়।

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণে স্বাধীন অডিট কমিটি গঠন করা

ইসলামী শরী'আহ্‌র যথার্থ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ অডিটের পাশাপাশি বহিঃঅডিট-এরও ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ ব্যাংকও তার ইসলামিক ব্যাংকিং অডিট ডিভিশনের মাধ্যমে উপযুক্ত অডিট ম্যানুয়েল দ্বারা অডিট কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। যে কমিটি ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকান্ড মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা ভোগ করবে। এটি হবে ভিন্ন একটি প্রতিষ্ঠান।

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা

বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা দারিদ্র্য। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা আরো বেশী তাৎপর্যপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত এবং অবশ্যই দীর্ঘ মেয়াদী হওয়া উচিত। গ্রামীণ ব্যাংক এবং এন.জি.ও সমূহের শোষণের বিরুদ্ধে সকল ক্ষোভ ও শ্লোগান অর্থহীন হয়ে যাবে যদি ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র্য বিমোচনের কোন উন্নত বিকল্প কর্মসূচী উপহার দেয়া না যায়। অভিযোগ করা হয় যে, বেসরকারী সংস্থাগুলো সুদী ব্যবস্থার মাধ্যমে গরীব মানুষের উপর জুলুম করছে। এ জুলুমের হাত থেকে অসহায়-গরীব-দুঃখী মানুষকে মুক্তি দেয়ার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। যারা দারিদ্র্যসীমার বা যাকাত সীমার নীচে অবস্থান করছে, তাদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা

ইসলামী ব্যাংকসমূহকে গণমুখী ব্যাংকিং-এর লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। জামানতমুক্ত ও তদারকী বিনিয়োগ কার্যক্রম গণমুখী ব্যাংকিং-এর শুভ সূচনা করতে পারে। গণমুখী ব্যাংকিং-এর ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হচ্ছে জটিল ও দুর্বোধ্য ব্যাংকিং কার্যক্রম। বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশের বেলায় কথাটি আরো বেশী প্রযোজ্য। সে কারণে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সকল কার্যক্রম ও আনুষ্ঠানিকতাকে ক্রমান্বয়ে সহজ থেকে সহজতর করার চেষ্টা করতে হবে। গণমুখী ব্যাংকিং-এর আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় কৌশল হবে গণউদ্বুদ্ধকরণ। জনগণকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রয়োজনীয়তা বুঝাবার পাশাপাশি সুদী ব্যাংকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে পারলে তারা ইসলামী ব্যাংকিং-এ আগ্রহী হয়ে উঠবে।

সর্বসম্মত ইসলামী ব্যাংকিং কোড প্রণয়ন করা

বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অবশ্যই সর্বসম্মত প্রকৃত ইসলামী পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। সুদের বিপক্ষে দাঁড়াবার মত সর্বসম্মত ইসলামী বিকল্প অর্থায়ন পদ্ধতি হচ্ছে 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা' পদ্ধতি। বাই মুরাবাহা ও বাই মুয়াজ্জালসহ যে সকল বিতর্কিত পদ্ধতি বর্তমানে দুনিয়াব্যাপী ইসলামী ব্যাংকসমূহ অনুসরণ করছে তার অর্থনৈতিক ফলাফল সুদের কাছাকাছি। একটি ইসলামী ব্যবস্থা সুদের মত ফল দান করবে -এই অবস্থা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে না। আশার কথা, বিশেষ করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ক্রমাগত মুশারাকা ও মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। আশা করা যায়, অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকও এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.-কে অনুসরণ করবে।

'ইসলামী ব্যাংক ফোরাম অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা

বাংলাদেশে কর্মরত সকল ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রমের মধ্যে সু-সমন্বয় প্রয়োজন। সমন্বয় ও সমঝোতার অভাব হলে একই প্রকল্প এলাকায় একাধিক ইসলামী ব্যাংক স্ব-স্ব শাখা খুলে অপ্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতা করে সুদী ব্যাংকের মোকাবেলায় পিছিয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে সমঝোতার মাধ্যমে কাজ করলে সব ইসলামী ব্যাংক মিলে গোটা বাংলাদেশকে তাদের নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে আসতে পারবে। এতে করে আন্তঃপ্রতিযোগিতা এড়াবার পাশাপাশি অধিক মাত্রায় উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে আন্তঃসম্পর্ক তৈরীর লক্ষ্যে 'ইসলামী ব্যাংক ফোরাম অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যে প্রতিষ্ঠানটির কাজ হবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মাঝে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং যে কোন সমস্যা সমাধানে একে অন্যকে সহযোগিতা করার পথ তৈরী করে দেয়া।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক কম্যুনিটি গড়ে তোলা

বাংলাদেশে ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল ও সংস্থার সাথে ইসলামী বাংকসমূহের গভীর সংযোগ থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ে বিত্তহীন ও স্বল্পবিত্ত মানুষদের ইসলামী ব্যাংকের সেবার আওতায় আনার লক্ষ্যে এ ধরণের কম্যুনিটি গড়ে তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী ব্যক্তিত্ব, সংগঠন ও সংস্থাসমূহের সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক কাজে লাগিয়ে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অতিসহজেই বিস্তার লাভ করতে পারে।

ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্স চালু করা

দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংক-ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সরবরাহের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামী ফাইন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয় এবং এ সম্পর্কিত অন্যান্য কোর্স প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা

বিভিন্ন স্তরের ব্যাংকারদের জন্য নিয়মিত ইসলামী অর্থনীতি, ফাইন্যান্স এবং ব্যাংকিং বিষয়ে গ্রুপভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা, ওয়ার্কশপ, বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্য একটি ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

অনলাইনভিত্তিক ফ্রি ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করা

বর্তমানে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো যেমন : ফেসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদিতে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে পেজ তৈরী করে তার মাধ্যমে ফ্রি ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করা যেতে পারে। যাতে এর মাধ্যমে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা ছাড়াও সাধারণ যে কোন ব্যক্তি ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। এতে একদিকে যেমনি ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সবার খোলাখুলি মতামত রাখার সুযোগ হবে তেমনি প্রচলিত ভুল ধারণা অপনোদন করাও সম্ভব হবে। গ্রাহকদেরকে ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং বিষয়ে অবগত করানোর জন্য ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা যেতে পারে।

‘আলিমদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করা

বাংলাদেশে প্রায় আড়াই লক্ষ মসজিদ রয়েছে, রয়েছে হাজার হাজার মাদ্রাসা। এসব মাদ্রাসা থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার ‘আলিম শিক্ষা জীবন সম্পন্ন করে সমাজ উন্নয়নে অংশগ্রহণ করছেন। আড়াই লক্ষ মসজিদের পাঁচ লক্ষ ইমাম ও মু‘আজ্জিন এদেশের বিশাল সম্পদ। সমাজে ‘আলিমদের একটি বিশেষ প্রভাব রয়েছে। মাদ্রাসাগুলোর লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং মসজিদগুলোর হাজার-হাজার ইমাম-মু‘আজ্জিনদেরকে সুদ বর্জনের পক্ষে কাজে লাগানো হলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এই বিপুল সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ জনশক্তিকে কাজে লাগানোর নিমিত্তে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারে।

সৎ দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি গড়ে তোলা

ইসলামী ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে কর্মদক্ষ, নিবেদিতপ্রাণ এবং সৎ করে গড়ে তোলা একান্ত জরুরী। প্রশাসনে নিরপেক্ষ, বুদ্ধিদীপ্ত, সাহসী, কর্মঠ এবং ধর্মভীরু লোকদের স্থান করে দেয়া প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই দরকার। মনে রাখতে হবে, অভ্যন্তরীণ পরিবেশ স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও সুশৃংখল না

Dhaka University Institutional Repository

হলে তার বিরূপ প্রভাব প্রতিষ্ঠানের গায়েও লাগবে। সকলের প্রতি ইনসাফভিত্তিক ন্যায়ানুগ আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

পল্লী উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী অর্থনীতি, ব্যাংকিং এবং অর্থায়ন বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করা উচিৎ। নতুন নতুন প্রকল্প চালু করা এবং ইসলামী ব্যাংকসমূহের সেবা আরো তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে আলাদাভাবে পল্লী উন্নয়ন গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

ইসলামী কমন মার্কেট গড়ে তোলা

যে সব মুসলিম দেশে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুদবিহীন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে এবং এভাবে ইসলামী কমন মার্কেট গঠনের পথ তৈরী করা যেতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক পাবলিকেশন্স প্রতিষ্ঠা করা

ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে বই-পত্র, জার্নাল, সাময়িকী, গবেষণাপত্র ও প্রয়োজনীয় টেক্সট বই প্রণয়ন ও প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সকল ইসলামী ব্যাংকের উদ্যোগে একটি ইসলামী ব্যাংক পাবলিকেশন্স প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

আলাদা মিডিয়া বিভাগ চালু করা

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অর্জিত সাফল্য জনগণের সামনে তুরে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে আলাদা একটি মিডিয়া বিভাগ চালু করা প্রয়োজন। এতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রচার বাড়বে এবং বাজার আরো বিস্তৃত হবে।

কৃষি বান্ধব বিনিয়োগ ও প্রকল্প বৃদ্ধি করা

বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ মানুষের আয়-উপার্জনের একমাত্র মাধ্যম কৃষি। কিন্তু কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নে এখনো সন্তোষজনক অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় বেশী হলেও খাত বিচারে তা যথেষ্ট নয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে কৃষি ব্যবস্থাকে পাশ কাটানোর কোন সুযোগ নেই। কৃষিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা এবং কৃষকরা যাতে আরো উৎপাদনমুখী হতে পারে যে জন্য কৃষি বান্ধব প্রকল্প চালু করা প্রয়োজন। গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে কৃষকরা জমিতে সেচ দিতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকসমূহ কৃষকদের জন্য সেচ প্রকল্প চালু করতে পারে। কৃষকদের জন্য উন্নত বীজ সরবরাহের প্রকল্প হাতে নিতে পারে। এতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ আরো একধাপ এগিয়ে যাবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা গড়ে তোলা

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রধান একটি প্রতিবন্ধকতা বেকারত্ব। বাংলাদেশকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। কর্মসংস্থানের অভাবে অসংখ্য বেকার যুবক আজ দেশের বোঝায় পরিণত হয়েছে। বেকারত্বের কারণে সমাজে বিভিন্ন ধরণের নেতিবাচক চাপ তৈরী হচ্ছে। অপরাধের অধিকাংশ সংঘটিত হয়ে থাকে

Dhaka University Institutional Repository

বেকারদের মাধ্যমে। মানবতার কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহকে দেশে ব্যাপকহারে পরিকল্পিত উপায়ে শিল্পকারখানা গড়ে তুলতে হবে, যাতে বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো

বাংলাদেশের মোট জনশক্তির অর্ধেক নারী। নারী উন্নয়ন ছাড়া কোনভাবেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা কল্পনা করা যায় না। ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারীদের অংশগ্রহণ এমনিতেই কম। নারী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং ব্যাংকিং কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ সমানভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনে আলাদা নারী সেকশন চালু করতে পারে। এতে ব্যাংকিং-এ নারীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে।

আলাদা নারী উন্নয়ন বিভাগ চালু করা

ইসলামী ব্যাংকসমূহে নারী উদ্যোক্তা ও অসহায় নারীদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প পরিচালনা করা হয় এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এতে সমাজের বিশাল নারী গোষ্ঠীর খুব অল্পসংখ্যক অর্থনৈতিক উৎপাদন কর্মকান্ডে জড়িত হয়। এদেশের বিশাল এক শিক্ষিত নারী গোষ্ঠী রয়েছে যারা কোন প্রকার উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জড়িত না হয়ে নিভৃতে ঘরের এক কোনে জীবন পার করে দেয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যদি এসকল নারীদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে জড়িত করার ব্যাপারে উৎসাহ নিয়ে তাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাংখিত উন্নয়ন সাধিত হবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহ আলাদা নারী উন্নয়ন বিভাগ চালু করতে পারে। যার কাজই হবে ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং নারীদেরকে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে শামিল করা।

গ্রাম পর্যায়ে শাখা বৃদ্ধি করা

ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ যেহেতু শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয় সেহেতু সারাদেশের সকল উপজেলাসহ গ্রাম পর্যায়ে শাখা সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ সহজে হিসাব খুলতে পারে এবং বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারে।

কল্যাণমূলক প্রকল্পের বিস্তার ঘটানো

সরাসরি বিনিয়োগের জন্য ইসলামী ব্যাংকসমূহের উচিৎ এমন সব প্রকল্প বেছে নেওয়া যাতে আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ইসলাম তথা মানবতার খেদমত আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হয়। যেমন : শহর ও উপ-শহর এলাকায় বড় ও মাঝারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পাশাপাশি শিশু-শিক্ষালয় স্থাপন, হাসপাতাল ও মাতৃসদন স্থাপন ও আবাসিক ফ্ল্যাট তৈরী ও বিক্রয়।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া

ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করতে হলে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং এর কার্যক্রমকে সারাদেশের সকল গ্রামে-গঞ্জে সম্প্রসারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উপজেলা ও গ্রাম পর্যায়ে শাখা অফিস চালু করে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে মানুষের নিকট এর কার্যক্রম পৌঁছে দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম পর্যায়ে স্বল্প ও মাঝারি ব্যবসায়িক বুথ স্থাপন করা

ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উপযোগী গ্রামসমূহকে চিহ্নিত করে সে সকল গ্রামে স্বল্প ও মাঝারি ধরণের ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদানের জন্য বুথ স্থাপন করে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে পল্লীর সাধারণ মানুষের নিকট ব্যবসায়িক সুবিধা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সহজ শর্তে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা

গ্রামের সহজ-সরল সাধারণ মানুষ সাধারণ ব্যাংকের জটিল নিয়ম-কানুনের ভয়ে ব্যাংকে যেতে চায় না। এজন্য তাদেরকে বুঝানোর মাধ্যমে সহজ-সরল শর্তে ব্যবসা ও আত্ম কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম আরো জোরদার হবে।

এসএমই উন্নয়ন এবং ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো

বাংলাদেশ গরীব মানুষের দেশ। এখনো এদেশে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সংখ্যা মোট ব্যবসায়ীর ৮০ শতাংশ। আর এদের অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। এসকল মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হলে তাদের জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ে যে পরিমাণ বিনিয়োগ প্রদান করা হয় তা আরো বাড়াতে হবে। বর্তমান বাজারের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ বিনিয়োগের পরিমাণ নূন্যতম ৫ লক্ষ টাকা হওয়া দরকার।

‘সম্পূর্ণ অর্থায়ন’ কর্মসূচি চালু করা

সমাজের ক্ষুধার্ত, অন্নহীন, সহায়হীন, ভূমিহীন মানুষ যাদের কেউ নেই-কিছু নেই; তাদের জন্য সুদমুক্ত ভোগ্যঋণ এবং অংশীদারিত্বভিত্তিক উৎপাদন ঋণের সমন্বয়ে একটি ‘সম্পূর্ণ অর্থায়ন’ কর্মসূচীর চালু করা দরকার। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং তা হবে সবচেয়ে বড় একটি কাজ এবং সারা পৃথিবীর কাছে তা হবে একটি বিস্ময়কর অনুকরণীয় আদর্শ। এছাড়া আধুনিক ব্যাংকিং জগতে তা হবে এক অনন্য সংযোজন।

যাকাতভিত্তিক কল্যাণ ফান্ড গঠন করা

ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কর্মসূচী হল যাকাত। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা না থাকার ফলে এদেশের অসংখ্য মানুষ তাদের অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যাকাতের অর্থের ভিত্তিতে একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করতে পারে। ইতোমধ্যে দু’একটি ইসলামী ব্যাংক আলাদা ‘যাকাত ফান্ড’ গঠন করে এর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ শরী‘আহ্ সম্মতভাবে গরীব, দুঃখী ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করছে। কিন্তু যদি সবক’টি ইসলামী ব্যাংক একযোগে এ কার্যক্রমে শামিল হয় এবং সর্বসম্মত একটি যাকাত ফান্ড গঠন করে তার মাধ্যমে গরীব-দুঃখী মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসে, তাহলে তা সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হতে পারে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যাকাতভিত্তিক একটি কল্যাণ ফান্ড গঠন করতে পারে।

সাদাকা তহবিল গঠন করা

প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকে সাদাকা তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। এর মাধ্যমে সাধারণ দান-অনুদান এবং ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ সংগ্রহ এবং তা সমস্যাগ্রস্ত গরীব ও অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার মাধ্যমে আর্তমানবতার সেবা কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারিত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্যোগ সহায়তা তহবিলকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া

বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন দেশ। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি বছর দেশে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সংঘটিত হয়। বিশেষতঃ দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার মানুষ এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকগুলো দুর্যোগকালীন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগ সহায়তাকে কাঠামোগত রূপ প্রদানের মাধ্যমে এ কার্যক্রম চালু করলে তা অধিতকর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মভীরু। প্রকৃতিগতভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। বিশেষ করে বৃহত্তম অংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী হওয়ায় ইসলামী নীতি আদর্শের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও বিশ্বস্ত। আর যে কোন আদর্শের সফল বাস্তবায়নের জন্য জনসমর্থন অপরিহার্য। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের অগ্রগতির পেছনে এটিই সবচেয়ে বড় কারণ। এছাড়া ব্যাংকগুলোর সৎ, নিষ্ঠ ও দক্ষ নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী দুর্নীতিগ্রস্ত এই দেশের বিরাট এক সম্পদ। সে কারণে ইসলামী ব্যাংকের প্রতি জনগণের আস্থা আরো বেড়ে চলেছে। সমাজের সকল স্তরের নারী-পুরুষ ইসলামী ব্যাংকিং-এর প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বর্তমান যুগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সফল ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিসেবে সকল স্তরের মানুষের কাছে সমাদৃত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অসাধারণ প্রচার ও প্রসার এবং গ্রহণযোগ্যতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছ। এই ব্যাংক ব্যবস্থা ইতোমধ্যে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছতে শুরু করেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর ডিপোজিট স্কীমগুলো ক্রমেই সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিনিয়োগ পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কারণে বাংলাদেশে সততার মডেল হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সর্বমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইসলামী বিনিয়োগনীতি অনুসরণের কারণে পুঁজিবাজারে অসম প্রতিযোগিতা ও ব্যবসা বাণিজ্যে মুনাফাখোরী মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে কমে আসছে।

বাংলাদেশের গরীব ও হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে কাজ করলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা এদেশের গণমানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের কান্ডারীতে পরিণত হবে। ধীরে ধীরে গরীব মানুষের সংখ্যা কমানো ও তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান কর্তব্য। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়িত না থাকলেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সৎ, যোগ্য, কর্মঠ ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মী বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং তাদের সুযোগ্য পরিচালকমন্ডলীর ত্যাগ ও কোরবানীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের ভূমিকা এবং অবদান সবার শীর্ষে। সুতরাং বাংলাদেশের মানুষের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকিং-এর মত সময় উপযোগী এবং কৃষি ও শিল্প বান্ধব ব্যাংক ব্যবস্থা দেশ ও জাতির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরী।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

উপসংহার

ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত নির্দেশনা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়া মানবসভ্যতা একদিনও চলতে পারে না। মানুষের জীবনের এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ইসলাম যথাযথ গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কুর'আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ঘোষণা করেছেন 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।' মহান আল্লাহর এ ঘোষণাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে গড়ে উঠেছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বুনিয়াদ।

সভ্যতা বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষ তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে প্রবর্তন করে ব্যাংক ব্যবস্থা। সুদবিহীন অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মুসলিম বিশ্বও তাদের ধর্মীয় মূলনীতির আলোকে গড়ে তোলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা। একবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এর দৃশ্যমান প্রভাব সমগ্র বিশ্ব অর্থনীতির সামনে এক অপার বিস্ময়। একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা এবং আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সফলতা এতই জৌলুসপূর্ণ যে এই নতুন ধাঁচের আর্থিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম বিশ্বের গণ্ডি পেরিয়ে পশ্চিমা বিশ্বের অর্থ বাজারেও ক্রমবর্ধমান হারে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে চলেছে। বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় তিন শতাধিক ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশে ২০১২ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭টি তফসিলি ব্যাংক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তন্মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ও সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাংক ৮টি। অবশিষ্ট ৩৯টি দেশী-বিদেশী বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা ৭টি। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ১২ বছর পর ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.' প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক এবং প্রচলিত ১৬টি সুদী ব্যাংকের নির্দিষ্ট কয়েকটি শাখাসহ প্রায় ৭৭০টি শাখা দেশের মানুষের নিকট ইসলামী ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে ইসলামী শরী'আহ মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা ছিল এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সুদ ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থার মহাপ্লাবনে বাণিজ্যিকভাবে অগ্রসর হওয়া এবং প্রচলিত ব্যাংকগুলোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে এনে উপস্থিত করানো। এ দু'টি চ্যালেঞ্জেই এ দেশের ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা এখন এ দেশের গণমানুষের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক এ দেশে কেবলমাত্র আর্থিক লেনদেন সর্বস্ব ব্যাংকিং ধারা থেকে বেরিয়ে এসে একটি কল্যাণধর্মী ব্যাংকিং ধারার জন্ম দিয়েছে। ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের সাথে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে এ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দিকপালে পরিণত হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মানবসম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন, আর্তমানবতার সেবা সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ এখন দেশের উন্নয়নকামী সাধারণ মানুষের আশার একমাত্র প্রতীক। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যেখানে নিজেদের অনুকূল বাজার ব্যবস্থা, আইনী সহায়তা ও মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করার সুযোগ পায় সেখানে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রতিকূল বাজার, শরী'আহ্‌র বাধ্যবাধকতা, আইনি প্রতিকূলতা ইত্যাদি সত্ত্বেও ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে সার্বিক খাতে অধিকতর সফলতার অধিকারী হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য সুদী ব্যাংক নিজেদেরকে ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত করার প্রয়াস চালাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলোর পরিধি, বিস্তার, ব্যবসায়িক বিকাশ ও বিভিন্ন আর্থিক সূচকে অগ্রগতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে, এ দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো অধিকতর দক্ষতা, যোগ্যতা এবং গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে দেশের মানুষকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর কল্যাণমুখী সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালে দেশে শুরু হওয়া ইসলামী ব্যাংকিং শাখা বিস্তারের ক্ষেত্রে সুদী ব্যাংকগুলোর তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। সর্বশেষ ২০১১-১২ সালে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ৫৪৭টি শাখা বৃদ্ধির বিপরীতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর শাখা বৃদ্ধি পেয়েছে সর্বমোট ৭৭টি, তুলনামূলক হারে যার পরিমাণ বেশী।

২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট সম্পদ, মোট দায়, মোট আমানত, মোট বিনিয়োগ, আগাম ইত্যাদি সূচকে তুলনামূলক বেশী অগ্রগতি অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদ ও আমানতের বিপরীতে বিনিয়োগ ও আগাম এর হার শতকরা ৭৩.৭% এবং অন্যান্য খাতে মোট দায়ের শতকরা ৯০.৩ শতাংশ চিহ্নিত হয়েছে। এর ফলে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৮.৩% যা ২০১১ সালে ছিল শতকরা ২৫.০%। একইভাবে আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২৮.৬% যা ২০১১ সালে ছিল ২২.৯%। অপরদিকে ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফার হার উন্নীত হয়েছে শতকরা ৩৯.০%। অথচ প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এ সকল খাতে অগ্রগতি অর্জনে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করে ইসলামী শরী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত ইসলামী ব্যাংকসমূহের এ আর্থিক অগ্রগতি সবার দৃষ্টি কেড়েছে।

ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গর্বিত অংশীদার। দ্রুত বিকাশমান ইসলামী ব্যাংকসমূহের বর্তমান বাজার অংশ মোট বাজার অংশের এক পঞ্চমাংশ যা বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যার বিচারে সমৃদ্ধশালী একটি অবস্থান। সম্পদে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৬.৮৫ ভাগ, বিনিয়োগে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৯.৮৫ ভাগ, আমানতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ মোট বাজারের শতকরা ১৮.৩৩ ভাগ, মূলধনের অংশ মোট বাজার অংশের শতকরা ১৪.৩ ভাগ এবং দায়ের মোট বাজার অংশের শতকরা ১৭.১ ভাগ। দায়ের স্থিতি এবং দায়ের আমানতের শতকরা হার (৯১.২ ভাগ) প্রমাণ করে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের আর্থিক সম্পদের মূল উৎস হল এ দেশের গণমানুষের গচ্ছিত আমানত।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক খাতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কার্যক্রম পরিচালনায় যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এই সক্ষমতা তাদের প্রবৃদ্ধির হার এবং আর্থিক বাজারে তাদের অংশ দিয়ে পরিমাপ করা যায়। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেখানে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৯.৩ ভাগ ও ১৮.৯৪ ভাগ সেখানে ইসলামী ব্যাংকগুলোর প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২৫.৯ ভাগ ও ২৯.৫ ভাগ। বাংলাদেশের প্রধান অর্থনৈতিক খাতসমূহে বাজার অংশের দিক থেকেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চেয়ে অগ্রগামী। আমানত ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে ১৭.৫% ও ২০.৭%। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, গৃহায়ন ও পরিবহণ খাতে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বাজার অংশ যথাক্রমে শিল্পে ১৯.০%, বাণিজ্যে ২৩.৮%, কৃষিতে ৩.৩%, গৃহায়ণে ২০.৯% এবং পরিবহণ খাতে ১৩.৩%।

বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহের শক্তিশালী মুনাফার স্তর তাদের সমৃদ্ধ অবস্থার পরিচায়ক এবং ভবিষ্যৎ কার্য পরিচালনার সক্ষমতা প্রকাশক। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে মুনাফা অর্জনের দিক দিয়ে বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে নেতৃত্ব অর্জন করেছে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহ সমগ্র ব্যাংকিং খাতের ২৩.১২ শতাংশ মুনাফা অর্জন করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট সম্পদের অনুপাতে মুনাফা আয়ের পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৯.৭৪ ভাগ। যা সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের গড় মুনাফা হার ৮.১৪ এর চাইতে বেশী। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের মুনাফা বর্জিত আয়ের পরিমাণ মোট সম্পদের অনুপাতে শতকরা ১.৪ ভাগ যা সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের তুলনায় ২.০৩ ভাগ থেকে কম। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত সম্পদের উপর আয় হারের ভিত্তিতে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরের শতকরা ০.৮৪ ভাগ এর তুলানায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের শতকরা ১.১৩ ভাগ মুনাফা অর্জন সমগ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সম্পদ অর্জনের দিক দিয়ে সর্বোচ্চ গুণগতমান নির্দেশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট তলবি ও মেয়াদি দায়ের শতকরা ৬.০ ভাগ নগদ জমা সংরক্ষণসহ শতকরা ১৯.০ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ দ্বি-সপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। সিআরআর বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নগদে এবং এসএলআর এর অবশিষ্ট অংশ নগদে অথবা দায়হীন অনুমোদিত সরকারী সিকিউরিটিজ ক্রয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ করতে হয়। ইসলামী শরী'আহর ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকসমূহের এসএলআর এর পরিমাণ শতকরা ১১.৫ ভাগ। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিধি মোতাবেক ইসলামী ব্যাংকসমূহ মোট পরিমাণ এবং সাময়িক দায় পূরণ করেছে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগ ও আমানতের অনুপাত দাঁড়িয়েছে শতকরা ৮৬.৭ ভাগ যা ২০১১ সালে ছিল শতকরা ৯০.৯ ভাগ।

মূলধন পর্যাপ্ততা ব্যাংকগুলোর সার্বিক মূলধনের অবস্থা এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষা প্রদানের ওপর আলোকপাত করে। এটি সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি যেমন- ঋণ ঝুঁকি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, অপারেশনাল ঝুঁকি, রেসিডুয়াল ঝুঁকি, ঋণপুঞ্জিভূতকরণ ঝুঁকি, সুদহার ঝুঁকি, তারল্য ঝুঁকি, সুনাম হানির ঝুঁকি, সেটেলমেন্ট ঝুঁকি, কৌশলগত ঝুঁকি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ইত্যাদি মোকাবেলায় সহায়তা করে। ব্যাসেল-২ এর আওতায় জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ ত্রৈমাসিক হতে ব্যাংকগুলোকে মূলধন হিসেবে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের কমপক্ষে শতকরা ১০.০ ভাগ বা ৪.০ বিলিয়ন টাকা, এ দু'টির মধ্যে যেটি বেশী, তা সংরক্ষণ করতে হবে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত সবগুলো ইসলামী ব্যাংক উল্লিখিত পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণের মাধ্যমে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে নিজেদের অগ্রগামিতা যেমনি নিশ্চিত করেছে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা

Dhaka University Institutional Repository

লাভেরও স্বাক্ষর রেখেছে। ইসলামী ব্যাংকগুলোর পর্যাপ্ত মূলধন আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে।

সমগ্র ব্যাংকিং খাতে শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ১০.০ ভাগের মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিনিয়োগের অনুপাত শতকরা ৩.৯ ভাগ ইসলামী ব্যাংকসমূহের সর্বোচ্চ অবস্থান নিশ্চিত করে। ২০১২ সালের শেষ পর্যন্ত সমগ্র ব্যাংকিং খাতের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ৭৬.০ ভাগের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের মূলধন অনুপাতের শ্রেণীকৃত বিনিয়োগ শতকরা ৪৩.৫ ভাগ প্রচলিত ব্যাংকসমূহকে চ্যালেঞ্জ করার কথাই বলে।

রেমিট্যান্স বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি প্রধান খাতে পরিণত হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশী শ্রমিকদের পাঠানো বিপুল পরিমাণ অর্থ বলতে গেলে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একপাশ থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। বাংলাদেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতে বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহ নেতৃত্ব দিচ্ছে। যে ব্যাংকটি দেশের সবচেয়ে বেশী পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণ করে সেটি হল বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ইসলামী ব্যাংক- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.। সুতরাং একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ সরাসরি অবদান রাখছে। ২০১২ সালের এক হিসাব অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. -এর বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ শতকরা ২৬.৩৩ ভাগ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণকারী প্রচলিত ব্যাংক হল অগ্রণী ব্যাংক লি. যার রেমিট্যান্স আহরণের পরিমাণ শতকরা ১২.০৬ ভাগ। যা ইসলামী ব্যাংকের রেমিট্যান্স আহরণের অর্ধেকেরও কম। বৈদেশিক রেমিট্যান্স আহরণে ইসলামী ব্যাংকসমূহই সেরা।

বাংলাদেশের আর্থ-সামজিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান অনস্বীকার্য। শিল্পোন্নয়ন ছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা কল্পনাই করা যায় না। শিল্পোন্নয়নের বিষয়টি নানা দিক বিবেচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত। এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে, আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধি পায়, কর্মসংস্থান তৈরী হয়, বেকার সমস্যা লাঘব হয়। সর্বোপোরি সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পকে সর্বসেরা মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ খাতের উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবদান বেশী। শিল্পখাতে মোট বাজার অংশে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অংশ শতকরা ১৯.০ ভাগ, যা প্রচলিত ব্যাংকসমূহের তুলনায় বেশী। দেশের মোট তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় সাড়ে ৫ হাজার ইউনিটের মধ্যে ১ হাজারেরও বেশী ইউনিটে অর্থায়নসহ সার্বিক ব্যাংকিং সুবিধা দিয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ। প্রতিটি ইসলামী ব্যাংকের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বিনিয়োগ শিল্প খাতে। ফলে এসব খাতের প্রায় ৫০ লাখেরও বেশী লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ৫০ লাখ পরিবারস্থ লোকের জীবনমান উন্নয়ন ও ব্যয়ভার বহনের সুযোগ তৈরী হয়েছে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ একযোগে তৈরী পোশাক শিল্প, বস্ত্র খাত, ঔষধ শিল্প, গৃহায়ন শিল্প, কৃষি ভিত্তিক শিল্প, বিদ্যুৎ, পরিবহণ শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি শিল্প ইত্যাদি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকসমূহ এত বিস্তৃত পরিসরে শিল্পোন্নয়নের উদ্যোগ এখনো গ্রহণ করতে পারেনি।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার দ্বিতীয় অগ্রাধিকারমূলক খাত কৃষি। ইসলামী ব্যাংকগুলো যাত্রার শুরু থেকেই কৃষিভিত্তিক প্রকল্পগুলোকে বিনিয়োগে অগ্রাধিকার প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংক রয়েছে বলে যেখানে প্রচলিত ব্যাংকগুলো প্রধানত শিল্প নির্ভর প্রকল্পগুলোতে অর্থায়নেই বেশী আগ্রহী, ইসলামী ব্যাংকসমূহ সেখানে নিজস্ব দায়িত্ববোধ নিয়ে কৃষির

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদন বাড়ানো, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছে। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. -এর বিনিয়োগের পরিমাণ বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লি., শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি. এবং এক্সিম ব্যাংক লি.-ও কৃষির উন্নয়নে কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষিতে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বাজার অংশ শতকরা ৩.৩ ভাগ। বেসরকারী খাতে মোট সার আমদানীর শতকরা ৬৫ ভাগ আসে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাঝে কৃষি খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. -এর বিনিয়োগ সমগ্র ব্যাংকিং খাতে সর্বোচ্চ। কৃষি খাতের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের চাইতে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক কৃষি খাতের উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে ব্যাংক একাউন্ট খোলার ব্যবস্থা চালু করেছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কৃষির উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

সিএসআর (Corporate Social Responsibility) কার্যক্রমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর রেটিং -এ ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান প্রথম সারির। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কোন কোনটি সিএসআর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করলেও তা অনেকটা দায়সারা গোছের। ইসলামী ব্যাংকসমূহ এক্ষেত্রে সুপরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, পরিবেশ ইত্যাদি সেবা খাতসমূহের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহ অগ্রগামী অবস্থানে রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেমন নিজস্বভাবে আলাদা দাতব্য প্রতিষ্ঠান (ফাউন্ডেশন) গড়ে তোলার মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের মধ্যে তেমন কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করা যায় না।

প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সুদভিত্তিক অর্থায়নে বিশ্বাসী। তাই এসকল ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের সেবা ও কল্যাণ চিন্তার আগে মুনাফার কথা চিন্তা করে। প্রচলিত ব্যাংকগুলো যদিও পল্লী উন্নয়ন খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা এবং সাধারণ কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকে তথাপি সে ঋণের উপর উচ্চহারে সুদ থাকার কারণে অধিকাংশ উদ্যোক্তা বা চাষীরা সর্বস্ব হারিয়ে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পরিবর্তে সর্বস্ব হারিয়ে পথে বসে যান। বিপরীতপক্ষে ইসলামী ব্যাংকসমূহের এসকল খাতে ঋণ দান সুদমুক্ত হওয়ায় এবং গ্রাহকদেরকে তাদের প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যাংক থেকে বিশেষ তদারকি করার ফলে তা হয়ে ওঠে অধিক কল্যাণকর এবং উৎপাদনমুখী। ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে বিস্তৃত পরিসরে ঋণ প্রদান করে থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিভিন্নমুখী প্রকল্প যেমন : পল্লী উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প, শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য আর্থিক সেবামূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগ প্রকল্প, এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প, নগর দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প ইত্যাদি পরিচালনা করে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে বিস্তৃত পরিসরে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সে তুলনায় কল্যাণমুখী কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কেবল আর্থিক মুনাফা অর্জনের যে লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে এ সকল ব্যাংকের কার্যক্রমের গণ্ডি খুব বেশী সম্প্রসারিত নয়। ইসলামী ব্যাংকসমূহ অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুঁজিহীন মানুষের হাতে পুঁজি তুলে দেয়ায় ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের গণ্ডিও বিশাল। তৃণমূল পর্যায়ে বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহ কর্মসংস্থান তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। পল্লী এলাকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে যে পরিমাণ বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, প্রচলিত ব্যাংকগুলোর দ্বারা সে পরিমাণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয়নি। ইসলামী ব্যাংকসমূহের নিজস্ব প্রশিক্ষিত ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা সরাসরি ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। এমনিভাবে ব্যাংকসমূহ থেকে বিনিয়োগ গ্রহণের মাধ্যমে যে সকল বৃহৎ শিল্প-কারখানা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাতে কর্মরত সকল মানুষের কর্মসংস্থান তৈরীতে ইসলামী ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ ইসলামী ব্যাংকসমূহের ন্যায় এ ধরণের কর্মকাণ্ডে সমঅংশীদার দাবী করলেও প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলে বিনিয়োগ পরিচালনা করে অসহায় ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবারে যে স্বচ্ছলতা বয়ে এনেছে সে কৃতিত্বের দাবীদার কেবলমাত্র ইসলামী ব্যাংকসমূহ। এক হিসাবে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে এ দেশের প্রায় ৮ কোটি মানুষকে সেবা প্রদান করছে এবং প্রায় দুই কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে। বিপরীতে প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে কর্মসংস্থান তৈরীর এমন বৃহৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না।

দারিদ্র্য বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। দারিদ্র্য বিমোচন বাংলাদেশ সরকারের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। সর্বব্যাপী এ সমস্যাকে দূরীভূত করতে হলে সর্ব মহলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও ভূমিকা একান্ত আবশ্যক। দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাংকিং খাত অনন্য ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রচলিত ব্যাংকগুলো সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং পুঁজিবাদী আদর্শ লালন করায় অধিকাংশ ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সমাজের বিত্তশালীদের কল্যাণেই নিবেদিত। এ কারণে কোনভাবেই দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব হয়ে উঠছে না। প্রচলিত ব্যাংকগুলোর পুঁজি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের কাছে ছড়িয়ে না পড়লে কোন কালেই দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে না। এদেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করে ইসলামী অর্থব্যবস্থার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্রমান্বয়ে সমাজের সর্বনিম্ন দীন-হীন মানুষটির কাছে পর্যন্ত পুঁজি পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনার জন্য ইসলামী ব্যাংকগুলো শুরু থেকেই বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে আসছে। এ লক্ষ্যে ইসলামী ব্যাংকসমূহের নীতিমালা এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে- ভিক্ষুক, রিক্সাচালক থেকে শুরু করে সামাজের সকল শ্রেণীর লোকেরাই যেন ব্যাংকিং সেবার আওতাভূক্ত হতে পারে। পল্লী অঞ্চলের এমন অনেক হিসাব রয়েছে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেগুলো থেকে কোন চার্জ কর্তন করে না। ফলে দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের লোকেরা বিনামূল্যে ব্যাংকিং সেবা লাভ করছে। বিপরীতে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর এমন কোন মহৎ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায় না। দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলামী ব্যাংকগুলোর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও নগর দরিদ্র উন্নয়ন প্রকল্প। সাধারণ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনে এই দুই প্রকল্পের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

এতই বেশী যে, দেশের ১৫০০টি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদস্য সংখ্যা ও অর্থায়নের পরিমাণ বিবেচনায় এ প্রকল্পের অবস্থান চতুর্থ। কৃষি, নার্সারি, বনায়ন, কৃষিযন্ত্রপাতি, পশুপালন, মৎস চাষ, গ্রামীণ পরিবহণ, অকৃষি কার্যক্রম ইত্যাদি খাত এ প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের মোট জনশক্তির অর্ধেক নারী। তাই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হলে পুরুষের পাশপাশি নারীদের অংশগ্রহণ একান্তভাবে অপরিহার্য। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের অধিকাংশেই নারী উন্নয়নে কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না। কিছু কিছু প্রচলিত ব্যাংক নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদান করলেও তার ওপর সুদ আরোপ করা হয় এবং তা সহজ শর্তে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম ভিন্নতর। ইসলামী ব্যাংকসমূহ আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছে যে, নারীদেরকে উৎপাদন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করানো ছাড়া এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই ইসলামী ব্যাংকসমূহ নারী উদ্যোক্তা তৈরীর উদ্দেশ্যে নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প চালু করেছে। দেশের যে কোন শাখা থেকে নারী উদ্যোক্তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিনিয়োগ সুবিধা ভোগ করতে পারে। এছাড়া ইসলামী ব্যাংকসমূহ অসহায় ও বিধবা নারীদের জীবনমান উন্নত করা এবং তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও পরিচালনা করে থাকে যা প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর কর্মসূচিতে লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। পরিবেশের অবনতি রোধ এবং একটি টেকসই ব্যাংক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকগুলোর জন্য একটি দিক নির্দেশনামূলক পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এসকল নীতিমালার মধ্যে রয়েছে : শিল্পপ্রতিষ্ঠানে Effluent Treatment Plants (ETP) স্থাপনের জন্য এলসি খোলা, সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও ETP স্থাপনে অর্থায়নের ক্ষেত্রে গ্রাহককে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান, সামাজিক দায়বদ্ধতা গাইডলাইন পরিপালন এবং পরিবশেগত ও সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণে ঋণ গ্রহীতাদেরকে সম্পৃক্ত করা ইত্যাদি। পরিবেশ উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসকল নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এমন ব্যাংকের সংখ্যা হাতেগোনা কয়েকটি মাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরিবেশবান্ধব গ্রীন ব্যাংকিং পরিচালনায় কিছুসংখ্যক ব্যাংক ব্যতীত অধিকাংশ ব্যাংকেরই অবহেলা লক্ষ্য করা গেছে। তবে এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংসমূহের অবস্থান অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকসমূহের চাইতে সন্তোষজনক। পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং পরিচালনায় সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের অবস্থান প্রথম সারির।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবন একটি দেশ। প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, পাহাড়ি ঢল ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তুহারা বিপুল সংখ্যক মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করে। এসকল মানুষের কল্যাণে ব্যাংকসমূহ আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকসমূহও আর্তমানবতার সেবায় এককালীন অনুদান প্রদান ছাড়াও সমাজের দুঃস্থ, বঞ্চিত ও অসহায় মানুষের কল্যাণে পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আর্তমানবতার সেবায় প্রচলিত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম যেখানে এককালীন, ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম সেখানে দীর্ঘমেয়াদী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহের কার্যক্রম কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যেই পরিচালিত। সামাজিক উন্নয়ন তথা দেশের তৃণমূল পর্যায়ে বিশাল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে এসকল ব্যাংকের কর্মতৎপরতা ততটা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহ যেমনি প্রচলিত ব্যাংকসমূহের চাইতে কোনভাবেই পিছিয়ে নেই তেমনি সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও ইসলামী ব্যাংকসমূহ এ দেশের সমগ্র ব্যাংকিং জগতের এক উজ্জ্বল পথিকৃতে পরিণত হয়েছে। মোটকথা বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম প্রচলিত ব্যাংকগুলোর কার্যক্রমের চাইতে বহুগুণ বিস্তৃত ও অগ্রণী যা উপরোক্ত আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রামাণিত হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর তুলনায় প্রাগ্রসর ভূমিকা ও ব্যাংকিং পরিসেবা কার্যক্রমে আন্তরিকতা ও দক্ষতার কারণে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যাংক 'ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড'-কে যৌথ মালিকানাধীন এজেন্সি ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিসেস লিমিটিড (CRISL) ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত A+ ব্যাংক রেটিং করে যা সময়মত ব্যাংকের আর্থিক দায়বদ্ধতা পরিশোধের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে। ২০০৫ সালে সংস্থাটি ব্যাংকটিকে AA- ব্যাংক রেটিংয়ে উন্নীত করে যা উচ্চমানসম্পন্ন, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক। এছাড়া স্বচ্ছ ও আধুনিক ব্যাংকিং-এ নানামুখী অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্যাংকটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পুরস্কার লাভ করেছে। বৃটেন ভিত্তিক শীর্ষ আর্থিক ম্যাগজিন 'দি ব্যাংকার' ২০১২ সালে বিশ্বের শীর্ষ ১০০০ ব্যাংকের তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র ব্যাংক হিসেবে এই ব্যাংককে স্বীকৃতি প্রদান করে। ব্যাংকিং সেক্টরে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য 'বিজনেস এশিয়া' এই ব্যাংককে 'মোস্ট রেসপেক্টেড কোম্পানী এ্যাওয়ার্ডস ২০১২' প্রদান করে। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাগাজিন 'গ্লোবাল ফাইন্যান্স' ২০০৮, ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সালের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে দেশের সেরা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরস্কৃত করে। সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যানিভার্সারি 'এওয়ার্ডস ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১' এর উইনার হিসেবে ব্যাংকটিকে পুরস্কার প্রদান করে। ইনস্টিটিউিট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস্ অব বাংলাদেশ এই ব্যাংককে 'সার্ক এ্যানিভার্সারি এওয়ার্ড ফর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স ডিসক্লোজার ২০১১'-এ প্রথম পুরস্কার প্রদান করে। এছাড়াও ব্যাংকটি ২০০৯ সালে মার্কিন ডলার নিকাশের জন্য আইসিআইসিআই ব্যাংক, হংকং কর্তৃক 'গুণগত মান স্বীকৃতি পুরস্কার ২০০৯' লাভ করে। ব্যাংকারস ফোরাম কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য ২০০৮ ও ২০০৯ সালে ব্যাংকটিকে সেরা ব্যাংকের পুরস্কার প্রদান করে। দেশের মোট রেমিটেন্সের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ ইসলামী ব্যাংক আনয়ন করায় এ ব্যাংককে পুরস্কৃত করেছে ইউএই এক্সচেঞ্জ।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঈর্ষণীয় স্বীকৃতির পাশাপাশি অন্যান্য ইসলামী ব্যাংকগুলোও পরিচালনগত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেছে। আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি. ২০১২ সালে 'ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ' কর্তৃক দীর্ঘ মেয়াদী AA^3 রেটিং লাভ করে এবং স্বল্পমেয়াদী

Dhaka University Institutional Repository

ST-2 রেটিং লাভ করে। অপরদিকে সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডকে ইমার্জিং ক্রেডিট রেটিং লিমিটেড দীর্ঘ মেয়াদী AA- ব্যাংক রেটিং করে যা উচ্চমানসম্পন্ন, অধিক ক্রেডিট মানসম্পন্নতা নিশ্চিত করাসহ সুদৃঢ় ক্রেডিট প্রোফাইলসম্পন্ন প্রাতিষ্ঠানিক সত্তার নির্দেশক। দেশের পঞ্চম পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডকে ক্রেডিট রেটিং এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস লিমিটেড ২০১২ সালের ২২ ডিসেম্বর দীর্ঘমেয়াদী AA এবং স্বল্পমেয়াদী ST-2 রেটিং করে। সন্তোষজনক পুঁজির পর্যাপ্ততা, সম্পদের গুণগতমান, সন্তোষজনক পরিচালনাগত দক্ষতা, ভালো আর্থিক ফলাফল, বাজারে ব্যাংকের শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা, নন-ফান্ডেড ব্যবসার ফলাফল এবং শাখা বৃদ্ধি বিবেচনায় এ রেটিং প্রদান করা হয়। শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরী'আহ্ ভিত্তিক আধুনিক ব্যাংকিং পরিচালনায় দক্ষতা ও সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১২ সালে 'ইউরোপিয়ান এওয়ার্ড ফর বেস্ট প্র্যাকটিসেস-২০১২', 'দি আর্ক অব ইউরোপ-ইউরোপ কোয়ালিটি এওয়ার্ড-২০১২' এবং 'আইসিএমএবি বেস্ট কর্পোরেট এওয়ার্ড ইত্যাদি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়। অপরদিকে ২০১২ সালে CSRL এক্সিম ব্যাংক অব বাংলাদেশ লিমিটেডকে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্রে A+ ও স্বল্পমেয়াদী ক্ষেত্রে ST-2 রেটিং প্রদান করে। এছাড়া বাংলাদেশের বেসরকারী ব্যাংকসমূহের মাঝে এক্সিম ব্যাংক গ্রাহকদেরকে উন্নত পরিসেবা প্রদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ইউরোপিয়ান সোসাইটি ফর কোয়ালিটি রিসার্চ এর কাছ থেকে 'International Diamond Prize for Excellence in Quality' লাভ করে এবং ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্স ফ্রম লন্ডন কর্তৃক ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেরা ইসলামী ব্যাংক এর পুরস্কার লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামী ব্যাংকগুলোর অর্জনের পাল্লা অন্যান্য প্রচলিত ব্যাংকগুলোর চাইতে অধিক ভারী।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বহুবিধ সফলতার পাশাপাশি ইসলামী ব্যাংকগুলোর কিছু দুর্বলতাও রয়েছে। এখন পর্যন্ত দেশের ইসলামী ব্যাংকসমূহ খাঁটি ইসলামী বিনিয়োগ পদ্ধতি 'মুশারাকা' ও 'মুদারাবা' পদ্ধতি অনুসরণ না করে বিতর্কিত ও দুর্বল বিনিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ইসলামী ব্যাংকগুলো ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার গুণগত বৈশিষ্ট্য জনগণের সামনে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। প্রয়োজনীয় প্রচার-প্রচারণার অভাবে ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে গ্রাহকদেরকে সচেতন করে তুলতে না পারায় ধনিক শ্রেণির আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। প্রকল্প পরিচালনা ও মূল্যায়ন করার মত বিশেষজ্ঞ তৈরী করতে না পারায় এখন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকসমূহের বৃহৎ প্রকল্প অর্থায়ন অনেকটা ঝুঁকির মুখে রয়েছে। এছাড়া শরী'আহ্ কাউন্সিল ও ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের মাঝে মতৈক্যের ঘাটতি থাকা, তারল্য দলিলপত্রের অভাব, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দুর্বলতা, ইসলামী ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য দক্ষ ও পেশাদার ব্যাংকার তৈরী করতে না পারা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নে পেশাদারী মনোভাব তৈরী করতে না পারা, সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশিক্ষিত জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারা, কৃষি খাতে অপ্রতুল বিনিয়োগ এবং অধিক সংখ্যায় পল্লী শাখা চালু করতে না পারা ইত্যাদি ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম মূল্যায়ন শেষে এ ব্যাংকগুলোর সফলতা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। দারিদ্র্য বিমোচন, বেকারত্ব নিরসন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি, পল্লী উন্নয়ন, শিল্পায়ন, কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা, আর্তমানবতার সেবা, কর্মসংস্থান

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, পুঁজি গঠন ও পরিবেশ উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যকর ভূমিকা যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

বহুমুখী সমস্যা জর্জরিত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের কার্যক্রমকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোর দেশের অধিকতর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে কার্যকর ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। নিজস্ব গবেষণা সেল গঠন করে বিরাজমান শরী'আহ্ কাউন্সিলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় একটি দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে তা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অধিকতর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষতঃ শিল্পায়ন, বৈদেশিক বাণিজ্য ও রেমিট্যান্স নির্ভর। প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রয়োজনীয় দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনবল সংকট এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে। বৃহৎ শিল্প বিনিয়োগে দক্ষ জনশক্তি ও উদ্যোক্তা গড়ে তোলা এবং বৈদেশিক ব্যাংকের সঙ্গে কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের অধিকাংশই পল্লী এলাকায় বসবাস করে। এ কারণে পল্লী এলাকাকে ইসলামী ব্যাংকসমূহের প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। যাতেকরে পল্লীর দরিদ্র জনগণের মাঝে সরাসরি ব্যাংকের সেবা পৌঁছে দেয়া যায়। এ লক্ষ্যে একটি 'পল্লী উন্নয়ন ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। এ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিরাজমান পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পকে আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যেতে পারে। পল্লীর অসচেতন মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র পুঁজি সরবরাহ করা, তাদেরকে কর্মমুখী জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা, শিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলাসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচিকে ফলপ্রসূ করা যেতে পারে।

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থাকে দেশের সকল স্তরের মানুষের নিকট পরিচিত ও গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তোলা এবং ইসলামী ব্যাংকিং-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেয়ার জন্য সমন্বিত কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে একটি 'ইসলামী ব্যাংক ফোরাম' গঠন করা যেতে পারে। এ ফোরামের মাধ্যমে দেশে একটি ইসলামী ব্যাংকিং কম্যুনিটি গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রম চালু করা, ইসলামী ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা, অনলাইনভিত্তিক ফ্রি ইসলামী ব্যাংকিং কোর্স চালু করা, 'আলিমদেরকে ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত করা, সৎ-দক্ষ ও কর্মঠ জনশক্তি গড়ে তোলা, ইসলামী ব্যাংক পাবলিকেশন্স প্রতিষ্ঠা করা এবং মিডিয়া বিভাগ চালু করা যেতে পারে।

প্রচলিত ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রোডাক্টের মাধ্যমে বাজার থেকে কাঙ্খিত পুঁজি সংগ্রহে সমর্থ হলেও ইসলামী ব্যাংকগুলো তারল্য দলিল-পত্রের অভাবে পুঁজি সংগ্রহে সমস্যার সম্মুখিন হয়। এ সমস্যা থেকে উত্তরণে ইসলামী ব্যাংকগুলো নতুন নতুন শরী'আহ্ অনুমোদিত তারল্য দলিল তৈরী করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতির আলোকে সামাজিক উন্নয়ন ইসলামী ব্যাংকগুলোর একটি মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব সুচারুভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য পৃথক সামাজিক উন্নয়ন বিভাগ গঠন করা প্রয়োজন। সময়ের পরিক্রমায় ইসলামী ব্যাংকগুলোর সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী যেভাবে বিস্তৃত হচ্ছে, তাতে পৃথক ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা ব্যতীত সুচারুভাবে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা প্রায় ৯২ জন মানুষ মুসলিম, যাদের অধিকাংশ ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে অভ্যস্ত। স্বচ্ছল মুসলিমদের অধিকাংশই প্রতিবছর সমাজকল্যাণমূলক কাজে তাদের যাকাত এবং সাদকা বিচ্ছিন্নভাবে ব্যয় করে থাকেন। ইসলামী ব্যাংকগুলো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে দাতাদের নিকট থেকে যাকাত-সাদকা সংগ্রহ করে যথার্থ খাতে তা ব্যয় করার মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রচলিত সুদী ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগের পরিমাণ অপ্রতুল। কিন্তু কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন ব্যতীত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে দরিদ্র কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় পুঁজি, সার, কীটনাশক ও উন্নত বীজসহ অন্যান্য কৃষি সরঞ্জাম সরবরাহের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকগুলো কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধন করতে পারে।

বাংলাদেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। নিরক্ষরতা, অসচেতনতা, দারিদ্র্য ও বিভিন্ন কুসংস্কার বাংলাদেশের নারীদেরকে এখনো আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে রেখেছে। দেশের সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে নারী সমাজকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উৎপাদন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ ইতোমধ্যে নারীদেরকে শিক্ষিত, সচেতন ও কর্মক্ষম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। নারী সমাজকে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নারী শিক্ষার বিস্তার, কর্মক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করা ও বিভিন্ন কু-সংস্কার দূরীকরণে ইসলামী ব্যাংকগুলোকে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

মাত্র ৩০ বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইসলামী ব্যাংকসমূহের বিস্ময়কর অবদান দেশের সমগ্র ব্যাংকিং খাতের সামনে এক উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামী ব্যাংকসমূহ তাদের এ কর্মতৎপরতার জন্য ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে ব্যাপক সুনাম-সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি অর্জন করেছে। অভিসন্দর্ভের নির্দেশনা ও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা হলে অদূর ভবিষ্যতে ইসলামী ব্যাংকগুলো বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পথিকৃৎ হিসাবে আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে বলে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

গ্রন্থপঞ্জি

	:	আল-কুর'আন
ইমাম মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল বুখারী	:	*সহীহ্ আল-বুখারী*, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ	:	*সহীহ্ মুসলিম*, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম খ ঢাকা : বি আই সি
ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী	:	*তিরমিযী শরীফ*, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খ ঢাকা : ই ফা বা
ইমাম আবূ দা'ঊদ	:	*আবূ দা'ঊদ শরীফ*, ৪র্থ খ ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৬
ইমাম আহমদ ইব্‌ন শোয়াইব আন-নাসা'ঈ	:	*সুনানু নাসা'ঈ শরীফ*, ৪র্থ খ ঢাকা : ই ফা বা, ২০০৪
আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা	:	*সুনানু ইবনে মাজা*, ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খ ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী
ইমাম আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল	:	*আল-মুসনাদ* কায়রো : মাকতাবাতু শামিলাহ্, ২০০০ [ডিভিডি ভার্শন]
ইমাম শাতিবী	:	*আল মুয়াফ্‌ফাকাত ফি উসূলিস্ শরী'আহ্*, ২য় খ বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৩ হি.
আহমাদ শা'লাবী	:	*আল হুকুমিয়্যাতুল ইসলামিয়্যাহ* কায়রো : দারুল আরব, ১৯৯১
আবূ বকর আহমাদ ইব্‌ন হুসাইন আল-বায়হাকী	:	*আস্-সুনানুল কুবরা* বৈরুত : দারুল মা'আরিফ, ১৪০৬ হি.
আবূ ইউসুফ	:	*কিতাবুল খারাজ* লাহোর : দারুল কুর'আন ওয়াল 'উলূমুল ইসলামিয়্যা, ১৯৮৬
মুহাম্মদ ইব্‌ন 'উমর আল-ওয়াকিদী	:	*কিতাবুল মাগাযী*, ২য় খ লন্ডন, ১৯৬৬
হাসান আল বালাযুরী	:	*ফাতহুল বুলদান* বৈরুত : দারু মাকতাবাতিল হিলাল, ১৯৮৮
সাইয়্যেদ সাবিক	:	*ফিকহুস্ সুন্নাহ্* কায়রো : দারুল ফাত্‌হ লিল 'ইল্‌মিল 'আরাবী, ২য় সং, ১৯৯০

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম	:	*আল-কুরআনে রাষ্ট্র ও সরকার* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৫
	:	*নারী* ঢাকা : সিন্দাবাদ প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮
	:	*সুদমুক্ত অর্থনীতি* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সং, ২০০২
	:	*ইসলামের অর্থনীতি* ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ সং, ১৯৯৭
ইসমা'ঈল আর. আল-ফারুকী	:	*ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা : সামাজিক প্রেক্ষাপট* ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম সং, ২০০৩
ড. হাসান জামান	:	*ইসলামী অর্থনীতি* ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ১৯৮২
শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	:	*ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব* রাজশাহী : ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র রাজশাহী, ১ম সং, ১৯৮০
	:	*ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* রাজশাহী : দি রাজশাহী স্টুডেন্ট'স ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সং, ২০০৫
ডা. মায়েজুর রহমান	:	*খাদ্য সমস্যা ও ইসলাম* ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭
প্রফেসর মুহাম্মদ মনজুর আলী খান আ. স. ম. সালাহ উদ্দীন মুহাম্মদ কামরুল ইসলাম	:	*বাংলাদেশের অর্থনীতি* ঢাকা : হাসান বুক হাউজ, ১ম সং, ২০০১
অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী	:	*অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম* ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ৩য় সং, ১৯৯২
ড. মুহাম্মদ ইয়াসীন মাজহার সিদ্দীকী	:	*রাসূল মুহাম্মদ সা.-এর সরকার কাঠামো* ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ১৯৯৪
আতিকুর রহমান	:	*স্নাতক সমাজকল্যাণ* ঢাকা : কুরআন মহল, ১ম সং, ১৯৯০
মোঃ আতিকুর রহমান	:	*বাংলাদেশের প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি* ঢাকা : আল কুরআন পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০০
মওলানা সাইয়েদ জালাল উদ্দীন আনসার উমরী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক অনূ.	:	*ইসলামী সমাজে নারী* ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর খুরশিদ আহমদ : *উন্নয়ন ও ইসলাম*
মাসুমা বেগম অনূ. ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম সং, ২০০৭

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা*
ঢাকা : সেন্ট্রাল শরী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ২০০৭

আবদুর রকীব, শেখ মোহম্মদ : *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ১ম সং, ২০০৪

আবদুর রকীব সম্পাদিত : *শরী'আহ পরিপালন প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*
ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০৭

শাহ্ আবদুল হান্নান : *ইসলামী অর্থনীতি : দর্শন ও কর্মকৌশল*
ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৭

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*
আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান অনূ. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলামী অর্থনীতি*,
অধ্যাপক শরীফ হুসাইন সম্পা. ঢাকা : শতাব্দী প্রকাশনী, ৪র্থ সং, ২০০৯

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*
মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূ. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৭ম সং, ১৯৯৭

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ*
মাওঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূ. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৯ম সং, ২০০২

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং*
আবদুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান অনূ. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সং, ২০০৭

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী : *অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান*
মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূ. ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, ৮ম সং, ১৯৯৪

এ. এ. এম হাবীবুর রহমান : *ইসলামী ব্যাংকিং*
ঢাকা : হেলেনা পারভীন প্রকাশিত, ২য় সং, ২০০৪

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ : *ইসলামী অর্থনীতির আলোকে আয় ও সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা*
ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ২০১০

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : *শরীয়াহ্ পরিপালন : প্রেক্ষিত ব্যাংক ও গ্রাহক*
আবদুর রকীব সম্পা. ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ২০০৭

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড : *অগ্রগতির দুই বছর*

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৫

: *গণমাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক : আমাদের সকল কাজ সার্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত*
ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ৩য় সং, ২০১৩

: *বার্ষিক প্রতিবেদন* [২০০০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত]
ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

এ. কে. এম নুরুল ইসলাম : *ইউনিক ব্যাংকিং*
ঢাকা : তাসনিম জাহান প্রকাশিত, ২০০৫

ড. এম. উমর চাপরা
মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূ. : *ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থা*
ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৯

ড. এম. উমর চাপরা
অনুবাদকমণ্ডলী অনূ. : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম সং, ২০০০

ড. এম. উমর চাপরা
ড. মাহমুদ আহমদ অনূ.
এম. জহুরুল ইসলাম সম্পা., : *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০২

ড. এম. ওমর চাপরা
ড. মাহমুদ আহমদ অনূ. : *ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম সং, ঢাকা, ২০১১

অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন : *সুদ সমাজ অর্থনীতি*
ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৯২

: *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*
ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ২য় সং, ২০১৩

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম : *ইসলামের রাষ্ট্রব্যবস্থা*
ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন, ২০০৯

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান : *কুরআনের আলোকে মু'মিনের অর্থনৈতিক জীবন ও ইসলামী ব্যাংকিং*
ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০১২

প্রফেসর মনতোষ চক্রবর্তী : *প্রিন্সিপলস অব ইকনোমিক্স*
ঢাকা : ডি. চক্রবর্তী প্রকাশিত, ২০০৪

মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খান আল মারূফ : *ইসলামী ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড*

Dhaka University Institutional Repository

মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া সম্পা. ঢাকা : আহসান পাবলিকেসন্স, ২০০১

মুহম্মদ আসাদ
শাহেদ আলী অনূ. : *ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯৪

খ. ম. আমিনুল ইসলাম : *গ্রামীণ ও নগর সমাজবিজ্ঞান*
ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৮

ড. কে. এম. রেজাউল করিম, মুহাম্মাদ জাকির আল-ফারুকী : *উন্নয়ন সমাজ বিজ্ঞান*
ঢাকা : মিলেনিয়াম পাবলিকেশন্স, ২০১০

ড. মোহাম্মদ জাকির হুসাইন : *আর্থ-সামাজিক সমাস্যা সমাধানে আল-হাদীসের অবদান : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*
ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ২০০৪

আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া : *ইসলামী অর্থনীতির আধুনিক রূপায়ন*
ঢাকা : জনতা পাবলিকেশন্স, ২য় সং, ২০০৩

ড. এম এ মান্নান : *ইসলামী অর্থনীতি : তত্ত্ব ও প্রয়োগ*
ঢাকা : ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ১ম সং, ১৯৮৩

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান সম্পা. : *ব্যাংকে গ্রাহক সেবা উন্নয়ন*
ঢাকা : আজিজিয়া প্রকাশনী, ২০০৩

মুহাম্মদ মাহফুজুর রহমান ও বিএম হাবিবুর রহমান সম্পা. : *ইসলামী ব্যাংকিং-এ শরীয়াহ্ পরিপালন-প্রয়োগ- পদ্ধতি*
ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ১ম সং, ২০০৬

এ. জেড. এম. শামসুল আলম : *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা*
ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ২০০৫

নুরুল ইসলাম মানিক সম্পা. : *দারিদ্র্য বিমোচনে ইসলাম*
ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ২০০৫

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : *সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলাম*
ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা, ২য় সং, ২০০৮

গবেষণা বোর্ড সম্পা. : *আল কুরআনে অর্থনীতি*, ২য় খন্ড,
ঢাকা : ই ফ া বা, ১৯৯০

লেখকমণ্ডলী
সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*
ঢাকা : ই ফা বা, ২য় সং, ২০০২

লেখকমন্ডলী : *হাদীস ও সামাজিক বিজ্ঞান*, ২য় খ
ঢাকা : গবেষণা বিভাগ, ই ফা বা , ২০০৮

ইকবাল কবীর মোহন : *ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*
ঢাকা : প্রিন্সিপাল পাবলিশার্স, ১ম সং, ২০০৮

Dhaka University Institutional Repository

ড. মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ১ম খ
মুহাম্মদ আব্দুল মতিন জালালাবাদী অনূ. ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ২০০৩

ডক্টর মুহাম্মদ ইউসূফুদ্দীন : *ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ*, ২য় খণ্ড
আবদুল মতিন জালালাবাদী অনূ. ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ২০০৫

সৈয়দ আশরাফ আলী : *ফরেন এক্সচেঞ্জ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অর্থায়ন*
ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২য় সং, ২০০৮

মোঃ মুখলেছুর রহমান : *ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শরীয়াহ্ বোর্ড*
ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ১ম সং, ২০০৪

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটিড : *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*
ঢাকা : জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি., ২০০১

আবুল আসাদ সম্পাদিত : *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড-এর* ২১ *বছর পূর্তি সংখ্যা*
দৈনিক সংগ্রাম, ঢাকা : আল-ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস, ২০০৪

ড. ইউসূফ আল-কারযাভী : *ইসলামের যাকাত বিধান*, ১ম খ
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম অনূ. ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ২০০৮

ড. ইউসূফ আল-কারযাভী : *ইসলামে দারিদ্র্য বিমোচন*
মোহাম্মদ মিজানুর রহমান ও মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ অনূ. ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক
মোঃ মুখলেছুর রহমান সম্পা. ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ১ম সং, ২০০৮

ড. ইউসূফ আল-কারযাভী : *ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা*
আবদুল কাদের অনূ. ঢাকা : সৃজন প্রকাশনী লিমিটেড, ১ম সং, ১৯৯১

মিয়া মুহম্মদ সেলিম : *সামাজিক উন্নয়ন কৌশল*
ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১ম সং, ২০০৯

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী 'উসমানী : *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি*
মুফতী মুহাম্মাদ জাবের হোসাইন অনূ. ঢাকা : মাকতাবাতুল আশরাফ, ৩য় সং, ২০০৮

মোঃ হেদায়েত উল্লাহ : *ইসলামি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং*
ঢাকা : ঢাকেশ্বরী লাইব্রেরী, ৪র্থ সং, ২০১৩

ড. মাওলানা ইমরান আশরাফ ওসমানী : *ব্যাকিং ও আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ইসলামী রূপরেখা*
এম. এম ছলিমুল ওয়াহেদ অনূ. ঢাকা : মাওঃ মোহাম্মাদ জামাল উদ্দিন প্রকাশিত ১ম সং, ২০০৭

মু. শামসুজ্জামান : *ইসলামের অর্থনৈতিক ইবাদাত যাকাত*
ঢাকা : নভোনীল প্রকাশন, ২য় সং, ২০১২

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম	:	*বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা* ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০৭
মোঃ কামাল হোসেন, মোঃ বাহেজ উদ্দিন, মোঃ শামসুল হুদা	:	*অর্থনীতি প্রথম পত্র* ঢাকা : পুথিনিলয়, ১ম সং, ২০০২
হাসানুজ্জামান চৌধুরী	:	*সমাজ ও উন্নয়ন : তুলনামূলক সংবীক্ষণ* ঢাকা : বুক চয়েস, ৪র্থ সং, ২০১০
রবার্ট চ্যাম্বার্স মোহাঃ আমিনুল ইসলাম অনূ.	:	*উন্নয়ন ভাবনা* ঢাকা : এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ১ম সং, ২০১১
আতিউর রহমান	:	*বাংলাদেশের উন্নয়নের সংগ্রাম* ঢাকা : প্রবর্তক প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯১
রিজওয়ানুল ইসলাম	:	*উন্নয়নের অর্থনীতি* ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১ম সং, ২০১০
বশিরা মান্নান ও মোঃ নুরুল ইসলাম	:	*উন্নয়ন ও সমাজকর্ম* ঢাকা : অসডার, ১ম সং, ১৯৯৩
এস. আমিনুল ইসলাম	:	*উন্নয়ন চিন্তার পালাবদল* ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ১ম সং, ২০০৪
কাজী ওমর ফারুক মোঃ কবির হোসেন সম্পা.	:	*ইসলামী ব্যাংকিং পূর্বশর্ত ইসলামী ব্যক্তিত্ব* ঢাকা : আহসান পাবলিকেশন্স, ২০০৬
মুহাম্মদ হাসান ইমাম সম্পা.	:	*উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ* ঢাকা : তাম্রলিপি, ১ম সং, ২০০৯
মুহাম্মদ আল-ব্যুরে আমীর মুহাম্মদ নাসরুল্লাহ অনূ.	:	*প্রশাসনিক উন্নয়ন : ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি* ঢাকা : বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১ম সং, ২০০৭
মোঃ নূরুল ইসলাম	:	*সামাজিক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা* ঢাকা : ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ২০০৬
ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন	:	*যাকাত ও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন* ঢাকা : ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন, ২০০৭
মুখলেছুর রহমান সম্পা.	:	*ব্যাংকিং কার্যক্রমে শরীয়াহ্ পরিপালন করণীয় ও বর্জনীয়* ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামী ব্যাংকস অব বাংলাদেশ, ১ম সং, ২০১০
শরীয়াহ্ কাউন্সিল সচিবালয় সংকলিত ও সম্পা.	:	*ইসলামী ব্যাংকিং : শরীয়াহ নীতিমালা*

Dhaka University Institutional Repository

		ঢাকা : আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লি., ২০০৭
মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	:	*ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা : ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে সঠিক বক্তব্য* ঢাকা : ইন্টগ্রেটেড এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ফাউন্ডেশন, ২০০৪
এ. জেড. এম. শামসুল আলম	:	*ইসলামী ব্যাংকিং* ঢাকা : মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১ম সং, ১৯৯৯
মাও. মোহাম্মদ ফজলুর রহমান আশরাফী	:	*সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং* ঢাকা : মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম সং, ১৯৯৮
মুহাম্মদ মুবারক হুসাইন	:	*ইসলামী ব্যাংকিং : নীতিমালা ও প্রয়োগ* ঢাকা : সপ্তদশী প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯১
মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী	:	*ইসলামে ব্যবসা বাণিজ্য ও ব্যাকিং এর রূপরেখা* ঢাকা : কাঁটাবন বুক কর্ণার ও এমদাদিয়া বুক হাউজ, ১ম সং, ১৯৯৬
মাওলানা হিফজুর রহমান মাওলানা আবদুল আউয়াল অনূ.	:	*ইসলামের অর্থনৈতি ব্যবস্থা* ঢাকা : ই ফা বা, ১ম সং, ১৯৯৮
অধ্যাপক মোঃ আনিসুর রহমান, অধ্যাপক আবুল বারাকাত শামসুল হুদা সম্পা.	:	*দারিদ্র্য, বঞ্চনা ও বৈষম্যের অবসান* ঢাকা : এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভলপমেন্ট, ২০০৮
অমর্ত্য সেন	:	*জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি* কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৩৯৭
মাহবুবুল হক	:	*বাংলা বানানের নিয়ম* ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৯৯
নাসিরউদ্দীন আহমেদ ও মোহাম্মদ তারেক সম্পা.	:	*উন্নয়ন অর্থনীতি : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩
মোহাম্মদ লুতফুল হক, প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান	:	*ধনবিজ্ঞানের কথা* ঢাকা : বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ১ম সং, ১৯৯৫
অধ্যাপক মোঃ ইউসূফ আলী	:	*অর্থনৈতিক সাম্য ও ইসলাম* ঢাকা : স্মৃতি প্রকাশনী, ১ম সং, ১৯৮৬
ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী, মোস্তাক মোহাম্মদ আবদুল মুকতাদির মুনাওয়ার আলী, এ কে এম মফিজুল ইসলাম অনূ.	:	*ইসলামী ব্যাংকিং* ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশন,১ম সং, ২০০৪

Dhaka University Institutional Repository

এম এ হামিদ : *ইসলামী অর্থনীতি : একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ*
প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান অনূ. ঢাকা : দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২

বিচারপতি মাওলানা মুহাম্মদ তকি ওসমানী : *সুদ নিষিদ্ধ : পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়*
অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন অনূ. ঢাকা : নতুন সফর প্রকাশনী, ২০০২

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় : *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, [২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত]
ঢাকা : বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় : *ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাবলী* [২০০০-২০০১ সাল থেকে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত]
ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ ব্যাংক : *বার্ষিক রিপোর্ট* [২০০০-২০০০১ সাল থেকে ২০১২-২০১৩ সাল পর্যন্ত]
ঢাকা : ডিপার্টমেন্ট অব প্রিনিটং এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী গ্রন্থ

A. M. Chowdhury : *Economic Order of Islam and Private Ownership*
Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh, 2nd Edition, 1980

Prf. Khurshid Ahmad : *Islamic Approach to Development : Some Policy Implications*
Islamabad : Institute of Policy Studies, 1994

Dr. Ataul Hoque : *Readings in Islamic Banking*
Dhaka : I F B, 1987

Prf. Raihan Sharif : *Islamic Economics : Principles and Applications*
Dhaka : I F B, Dhaka, 1985

Bangladesh Center for International Studies : *Peace and Development in South Asia*
Dhaka : BCIS, 2010

M. Mokammel, A. Aziz : *Welfare Islamic Banking Diploma Guide*, Part-1
Dhaka : Mokammel Hoque, 2008

Dr. M. Kabir Hassan : *The Bangladesh Economy in the 21st Century*
Dhaka : Islami Bank Bangladesh Limited, 2003

Khaliq Ahmad : *Management from Islamic Perspective : Principles and Perspective*
Malaysia : Research Centre, International Islamic University, 2nd Ed., 2007

Abdur Raquib : *Principle & Practice of Islamic Banking*

Dhaka University Institutional Repository

		Dhaka : Panama Press Ltd., 2007
M. Raihan Sharif	:	*Islamic Social Framework, Islamic Foundation Bangladesh* Dhaka : 1980
Firowz Ahmed	:	*Rural Development and Islam : The Case of Bangladesh* Dhaka : I F B, 1988
Board of Editors	:	*Text Book on Islamic Banking* Dhaka : Islamic Economic Research Bureau, 2003
Dr. Mohammed Haider Ali Miah	:	*A Way to Islami Banking : Customs & Practice* Dhaka : Sahera Haider, 2008
Public Relations Department	:	*Rural Development Scheme* Dhaka : Islami Bank Bangladesh Limited, 2006
Islami Bank Foundation	:	*Welfare Programmes* Dhaka : Islami Bank Foundation, 2007
Islami Bank Bangladesh Limited	:	*Islami bank 30 Years of Progress* Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 2012
	:	*Islami bank 26 Years of Progress* Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 2009
	:	*Islami bank 24 Years of Progress* Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 2007
	:	*Islami bank 16 Years of Progress* Dhaka : Public Relations Department, Islami Bank Bangladesh Limited, 1999
World Assembly of Muslim Youth	:	Proceedings of Wamiy's Ninth International Conference, Riyadh, 2002

Dhaka University Institutional Repository

ICB Islamic Bank Limited : *Annual Reports* [2000 t0 2012] Dhaka : ICB Islamic Bank Limited.

Al-Arafah Islami Bank Limited : *Annual Reports* [2000 to 2012] Dhaka : Al Arafah Islami Bank Limited

Social Islami Bank Limited : *Annual Reports* [2000 to 2012] Dhaka : Social Islami Bank Limited

Shahjalal Islami Bank : *Annual Reports* [2002 to 2012] Dhaka : Shahjalal Islami Bank Limited

Export Import Bank of Bangladesh Limited : *Annual Reports* [2004 to 2012] Dhaka : Export Import Bank of Bangladesh Limited

First Security Islami Bank LTD : *Annual Reports* [2009 to 2013] Dhaka : First Security Islami Bank Limited

Gerald M. Meier : *Leading Issues in Economic Development* New Delhi : Oxford University Press, 5th Ed., 1990

Dudley Seers : *The Meaning of Development* New Delhi : 11th World Conference of the Society for International Development, 1969

C. E. Black : *The Dynamics of Modernization* New York : 1966

Gerald M. Meier : *Leading Issues in Economic Development* New Delhi : Oxford University Press, 1984

James Midgley : *Social development* London : Sage publications, 1995

David Macarov : *Social welfar : structure & practice* London : Sage Publication, 1995

J F K Paiva : *Social Service Review*

Dhaka University Institutional Repository

USA : The University of Chicago, 1977

Pradip N. khandwalla : *Social Development : A new role for the organizational sciences*
London : Saga publication, 1988

Ministry of Social Welfare : *Encyclopedia of social work in India*
Delhi : Government of India, 1987

United Nations Reasearch Institute for Social Development : *Contents and Measurement of Socio-Economic Development*
New York : UNRISD, 1972

K. C Alexander : *Dimensions and Indicators of Development*
Hydrabad : NIRD, 1993

UN : Agenda for Development : *Policy Framework : Including Means Implementation*
New York : 1997

Dr. Rajendra K. Sharma : *Social Problems and Welfare*
New Delhi : Atlantic Publishers and Distributors, 1998

Samuel Koenig : *Sociology : An intruduction to the science of Society*
New York : Barns & Noble, 1957

Seebohm Rowntree : *Poverty and Progress*
London : 1941

P. D. Ojha : *Configuration of Indian Society*
Delhi : Adam Publisher's and Distributors, 1995

Govt. of Pakistan : *Commission For Eradication for Social Evils*
Karachi : Govt. Printing Press, 1964

Moulana Fariduddin Masuod : *Workers Right in Islam*
Dhaka : I F B, 1st Ed., 1987

Marshal : *Principles of Economics*
London : 1962

Gunnar Myrdal : *Asian Drama*, Vol. 11

Dhaka University Institutional Repository

New Delhi : The Penguin Press, 1968

C. E. Black : *The Dynamics of Modernization*
New York, 1966

Gerald M. Meier : *Leading Issues in Economic Development*
New Delhi : Oxford University press, 5th Ed., 1984

Bangladesh Bank : *Annual Report* [2012-2013]
Dhaka : Department of Communications and Publications, Bangladesh Bank

: *Review of CSR initiatives of banks-2011*
Dhaka : Agricultural Credit & Financial Inclusion Department, Bangladesh Bank

Fuad Abdullah Omar
Munawar Iqbal : *Review of Islamic Economics*
Islamabad : 1995

Nizam Yaquby : *Proceedings of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance*
Massachusetts : Harvard University, 1999

Ziauddin Ahmad : *Development and Finance in Islam*
Kualalampur : International Islamic University Press

Mohammaed Akacem : *Islamic Banking and Finance : Current Developments in Theory and Practice*
Leicester : The Islamic Foundation, UK

Sami Hassan Hamoud : *Islamic Econiomic Studies*, Vol. 1
Kualalampur : 1983

Desia : *Dharmpur Project Report*
New Delhi : IIMA Ahmadabad, 1991

Dhaka University Institutional Repository

S. M. Miller & Pamela Roby : *Poverty Changing Social Stratification* 1969

Rose Michael : *The Relief of Poverty* London : Macmillan, 1992

পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী

অর্থনীতি গবেষণা, সংখ্যা-৫, মার্চ ২০০৪; সংখ্যা-৬, ডিসেম্বর ২০০৪; সংখ্যা-৭, ডিসেম্বর ২০০৫; সংখ্যা-১০, ডিসেম্বর ২০০৮; সংখ্যা-১৩, জুলাই ২০১২; সংখ্যা-১৪, নভেম্বর ২০১৩

ইসলামী ব্যাংকিং, প্রথম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২; প্রথম বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯২; দ্বিতীয় বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৩; চতুর্থ বর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৯৭; পঞ্চম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ১৯৯৯; ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০০; ৭ম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০২; ৮ম বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০৪; অষ্টম বর্ষ ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪; নবম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০৫; দশম বর্ষ ১ম-২য় সংখ্যা, জানুয়ারী-জুন ২০০৮; ডিসেম্বর ২০১১

অগ্রপথিক, এপ্রিল-১৯৯৫, জুলাই-১৯৯৭, আগস্ট-২০০৭

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৮; জানুয়ারী-মার্চ ১৯৮৪; এপ্রিল-জুন, ১৯৯৬; জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৬; ৩৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯; ৩৯ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০০, ৪৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৪; ৫১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১; ৫১ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১; ৫১ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০১২

ইসলামী আইন ও বিচার, বর্ষ-৮ সংখ্যা-৩১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২; বর্ষ-৯ সংখ্যা-৩৫, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

ইসলামিক ফাইন্যান্স, সংখ্যা-০২, ২০০৫

মাসিক পৃথিবী, বর্ষ-৩০ সংখ্যা-৪, জানুয়ারী ২০১১; র্বষ-৩১ সংখ্যা-৫, ফেব্রুয়ারী ২০১২

পল্লী উন্নয়ন, সংখ্যা-১৩, ডিসেম্বর ২০০৯

পল্লী উন্নয়ন বার্তা, জানুয়ারী-জুন ২০১১, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১, এপ্রিল-জুন ২০১২, অক্টোবর ২০১২

ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা, ১২'শ বর্ষ-১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৬; ১২'শ বর্ষ-৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬; ১৩'শ বর্ষ-১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭; ১৩'শ বর্ষ-২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৭; সেপ্টেম্বর '১০-মার্চ ১১; অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১; জানুয়ারী-মার্চ ২০১২; জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২, অক্টোবর ২০১৩

এওযড়ঁমযঃং ড়হ উপড়হড়সরপং, ঠড়ষ. ৮, ১৯৮৭; ঠড়ষ. ১, ঔঁষু-উবপ. ১৯৯১; ঔঁষু-উবপবসনবৎ, ঠড়ষ. ৫, ১৯৯৫; ঠড়ষ. ১৩, ঔধহঁধৎু-ঔঁহব ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

ওয়েব সাইট

www.wikipedia.org

www.prothomalo.com

www.bangladesh-bank.org

www.islamibankbd.com

www.icbislamic-bd.com

www.siblbd.com

www.shahjalalbank.com.bd

www.eximbankbd.com

www.fsiblbd.com

www.businesstimes24.com

www.ekush.wordpress.com

www.al-arafahbank.com

www.bbc.uk

www.shahjalalbank.com.bd

www.ibtra.com

Dhaka University Institutional Repository